বুখারী শরীফ

ষষ্ঠ খন্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (ষষ্ঠ খণ্ড)
আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১
ইফাবা প্রকাশনা : ১৭০০/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭·১২৪১
ISBN : 984-06-0542-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৩
আষাঢ় ১৪১০
রবিউস্ সানি ১৪২৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌলাহ্ পাহ্লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (6TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
June 2003

Price : Tk 200.00 ; US Dollar : 7.00

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে 'আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম 'আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)—এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুলত্রুটিমুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুলত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ মাগাযী

كِتَابُ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ

আম্বিয়া কিরাম (আ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ

অধ্যায় ঃ আম্বিয়া কিরাম (আ)

٢٠٠٠ بَابُ خَلْقِ اٰدَمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ : وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً صَلْصَالٌ طِيْنٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيْدُوْنَ بِهٖ صَلَّ ، كَمَا يُقَالُ : صَرَّ الْبَابُ ، وَصَرْصَرَ عِنْدَ الْاِغْلاَقِ ، مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِىْ كَبَبْتُهُ فَمَرَّتْ بِهٖ اسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَاَتَمَّتْهُ اَنْ لاَ تَسْجُدَ اَنْ تَسْجُدَ

وَقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ اِلاَّ عَلَيْهَا حَافِظٌ

فِىْ كَبَدٍ فِىْ شِدَّةِ خَلْقٍ وَرِيْشًا الْمَالُ وَقَالَ غَيْرُهُ الرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَاظَهَرَ بَيْنَ اللِّبَاسِ مَاتُمْنُوْنَ ، النُّطْفَةُ فِىْ اَرْحَامِ النِّسَاءِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ، النُّطْفَةُ فِى الْاِحْلِيْلِ ، كُلُّ شَىْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ ، السَّمَاءُ شَفْعٌ وَالْوَتْرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ فِىْ اَحْسَنِ خَلْقٍ ، اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ ، خُسْرٍ ضَلاَلٍ ثُمَّ اسْتَثْنٰى فَقَالَ اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ ، لاَزِبٍ لاَزِمٍ ، نُنْشِئُكُمْ فِىْ اَىِّ خَلْقٍ نَشَاءُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُعَظِّمُكَ وَقَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ فَتَلَقّٰى اٰدَمُ هُوَ قَوْلُهُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا فَاَزَلَّهُمَا وَقَالَ اسْتَزَلَّهُمَا وَيَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرُ اٰسِنٌ مُتَغَيِّرٌ وَالْمَسْنُوْنُ الْمُتَغَيِّرُ حَمَاٍ جَمْعُ حَمْاَةٍ وَهُوَ الطِّيْنُ الْمُتَغَيِّرُ ، يَخْصِفَانِ اَخْذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضَهُ اِلٰى بَعْضٍ سَوْاٰتُهُمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا ، وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ، هَاهُنَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَالْحِيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ اِلٰى مَالاَ يُحْصٰى عَدَدُهُ قَبِيْلُهُ جِيْلُهُ الَّذِىْ هُوَ مِنْهُمْ

২০০০. পরিচ্ছেদ ঃ আদম (আ) ও তাঁর সন্তানদের সৃষ্টি। আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করছি। (২ ঃ ৩০) صَلْصَالٌ বালি মিশ্রিত শুকনো মাটি যা শব্দ করে যেমন আগুনে পোড়া মাটি শব্দ করে। আরো বলা হয়, তাহল দুর্গন্ধযুক্ত মাটি। আরবরা এ দিয়ে صل এর অর্থ নিয়ে থাকে, যেমন তারা দরজা বন্ধ করার শব্দের ক্ষেত্রে صَرَّ الْبَابُ এবং صَرْصَرَ শব্দদ্বয় ব্যবহার করে থাকে। অনুরূপ كَبْكَبْتُه এর অর্থ كببته নিয়ে থাকে। فَمَرَّتْ بِهٖ তার গর্ভ স্থিতি লাভ করল এবং এর মেয়াদ পূর্ণ করল। اَنْ لاَ تَسْجُدَ -এর لاَ শব্দটি অতিরিক্ত । اَنْ تَسْجُدَ অর্থ সিজদা করতে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করছি। (২ ঃ ৩০) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ এর অর্থ কিন্তু তার ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক। فِيْ كَبَدٍ - সৃষ্টিগত ক্লেশের মধ্যে وَرِيْشًا - এর অর্থ সম্পদ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছাড়া অন্যেরা বলেন, اَلرِّيَاشُ এবং الرِّيْشُ উভয়ের একই অর্থ। আর তা হল পরিচ্ছদের বাহ্যিক দিক। مَا تُمْنُوْنَ - স্ত্রীলোকদের জরায়ুতে পতিত বীর্য। আর মুজাহিদ (র) আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ -এর অর্থ বলেছেন, পুরুষের লিঙ্গে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ্ সক্ষম। আল্লাহ্ সকল বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আকাশেরও জোড়া আছে, কিন্তু আল্লাহ্ বেজোড়। فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ উত্তম আকৃতিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত সকলেই হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে। خُسْرٍ - পথভ্রষ্ট। এরপর استثناء করে আল্লাহ্ বলেন, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত। لَازِبٍ অর্থ আঠালো। ننشئكم অর্থ যে কোন আকৃতিতে আমি ইচ্ছা করি তোমাদেরকে সৃষ্টি করব। نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ - অর্থ আমরা প্রশংসার সাথে আপনার মহিমা বর্ণনা করব। আর আবুল আলীয়া (র) বলেন, অতঃপর আদম (আ) যা শিক্ষা করলেন, তা হলো তাঁর উক্তি ; "হে আমাদের রব ! আমরা আমাদের নফসের ওপর যুলুম করেছি।" তিনি আরো বলেন, فَاَزَلَّهُمَا - শয়তান তাদের উভয়কে পদস্খলিত করল। يَتَسَنَّهُ পরিবর্তিত হবে। اَسِنٌ – পরিবর্তিত। اَلْمَسْنُوْنُ – পরিবর্তিত। حَمَاٌ – শব্দটি حَمْأَةٌ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ গলিত কাদা মাটি। يَخْصِفَانِ - তারা উভয়ে (আদম ও হাওয়া) জান্নাতের পাতাগুলো জোড়া দিতে লাগলেন। (জোড়া দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করলেন।) سَوْاٰتِهِمَا -দ্বারা তাদের উভয়ের লজ্জাস্থানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنَ - এর অর্থ এখানে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। আর আরববাসীগণ اَلْحِيْنُ - শব্দ দ্বারা কিছু সময় থেকে অগণিত সময়কে বুঝিয়ে থাকেন। قَبِيْلُهُ - এর অর্থ তার ঐ দল যাদের মধ্যে সেও শামিল

৩০৯১ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ : اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ النَّفَرُ

مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَاسْتَمِعْ مَايُحَيُّوْنَكَ بِهٖ فَاِنَّهُ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتّٰى الْاٰنَ ـ

৩০৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। এরপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁকে (আদমকে) বললেন, যাও। ঐ ফিরিশ্তা দলের প্রতি সালাম কর। এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কিরূপে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কেননা এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। তারপর আদম (আ) (ফিরিশ্তাদের) বললেন, "আস্সালামু আলাইকুম"। ফিরিশ্তাগণ তার উত্তরে "আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ" বললেন। ফিরিশ্তারা সালামের জওয়াবে "ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ" শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

٣٠٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلٰى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً لاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ ، وَلاَ يَتْفِلُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ ، اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ الْاَنْجُوْجُ عُوْدُ الطِّيْبِ وَاَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ ، عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ ـ

৩০৯২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল

তারকার মত। তারা না করবে পেশাব আর না করবে পায়খানা। তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক হতে শ্লেষ্মাও বের হবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিস্‌কের ন্যায় সুগন্ধপূর্ণ। তাদের ধনুচি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাঠের। বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরগণ হবেন তাদের স্ত্রী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একই। তারা সবাই তাদের আদি-পিতা আদম (আ)-এর আকৃতিতে হবেন। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত বিশিষ্ট।

٣٠٩٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْىِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ الْغَسْلُ اِذَا احْتَلَمَتْ ، قَالَ نَعَمْ : اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ ، فَضَحِكَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ -

৩০৯৩ মুসাদ্দাদ (র) .... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদের ওপর গোসল ফরয হবে ? তিনি বললেন, হাঁ। যখন সে বীর্য দেখতে পাবে। এ কথা শুনে উম্মে সালামা (রা) হাসলেন এবং বললেন, মেয়েদের কি স্বপ্নদোষ হয় ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা না হলে সন্তান তার সদৃশ হয় কিভাবে।

٣٠٩٤ حَدَّثَنَا اِبْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ ، فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنِّىْ سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ نَبِىٌّ قَالَ مَا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَمِنْ اَىِّ شَيْءٍ يُنْزَعُ الْوَلَدُ اِلٰى اَبِيْهِ ، وَمِنْ اَىِّ شَيْءٍ يُنْزَعُ اِلٰى اَخْوَالِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَّرَنِىْ بِهِنَّ اٰنِفًا جِبْرَائِيْلُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ

تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ ، وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ وَاَمَّا الشَّبَهُ فِى الْوَلَدِ فَاِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَشِىَ الْمَرْاَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ ، وَاِذَا سَبَقَتْ كَانَ الشَّبَهُ لَهَا ، قَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ اِنْ عَلِمُوْا بِاِسْلاَمِىْ قَبْلَ اَنْ تَسْاَلَهُمْ بَهَتُوْنِىْ عِنْدَكَ فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ؟ قَالُوْا: اَعْلَمُنَا وَابْنُ اَعْلَمِنَا وَاَخْيَرُنَا وَابْنُ اَخْيَرِنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَرَأَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ؟ قَالُوْا اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَقَعُوْا فِيْهِ ـ

৩০৯৪ ইব্‌ন সালাম (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মদীনায় আগমনের খবর পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর কাছে আসলেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যার উত্তর নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? আর সর্বপ্রথম খাবার কি, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কি কারণে সন্তান তার পিতার সাদৃশ্য লাভ করে? আর কিসের কারণে (কোন কোন সময়) তার মামাদের সাদৃশ্য হয়? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এইমাত্র জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। রাবী বলেন, তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সে তো ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো আগুন যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার রহস্য এই যে পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্খলিত হয় তবে সন্তান তার সদৃশ হবে আর যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের পূর্বে স্খলিত হয় তখন সন্তান তার সাদৃশ্যতা লাভ করে। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহূদীরা অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা রটনা করবে। তারপর ইয়াহূদীরা এলো এবং আবদুল্লাহ (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,

তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে, এতে তোমাদের অভিমত কি হবে? তারা বলল, এর থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুক। এমন সময় আবদুল্লাহ (রা) তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন এবং তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান এবং তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়ে গেল।

٣٠٩٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ يَعْنِىْ لَوْلاَ بَنُوْ اِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا ـ

৩০৯৫ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নবী ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈল যদি না হত তবে গোশত দুর্গন্ধযুক্ত হতো না। আর যদি হাওয়া (আ) না হতেন তবে কোন নারীই তার স্বামীর খেয়ানত করত না।[1]

٣٠٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُوْسٰى بْنُ حِزَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْاَشْجَعِىْ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلاَهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ـ

৩০৯৬ আবূ কুরায়ব ও মূসা ইব্‌ন হিযাম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা নারীদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা

১. মূসা (আ)-এর সময় বনী ইসরাঈল আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করে 'সালওয়া' নামক এক প্রকার পাখীর গোশত জমা করা শুরু করে। ফলে এ জমাকৃত গোশতে পচন ধরে। এ ঘটনা থেকেই গোশতে পচনের সূত্রপাত হয়। হাদীসের দ্বিতীয় অংশে আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে। আদম (আ)-এর ফল খাওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী হাওয়ার ভূমিকা ও প্রভাব কম ছিল না। আদি-মাতা হাওয়ার ভূমিকা স্বভাবত নারী জাতি এখনও বহন করে যাচ্ছে। এ দু'টো ঘটনাই হাদীসের উভয় বাক্যের তাৎপর্য। (আইনী)

করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাবার্তা বলবে।

٣٠٩٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَاَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ ، فَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَةِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ -

৩০৯৭ উমর ইব্ন হাফস (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান স্বীয় মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা রাখা হয়। এরপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা আলাকারূপে পরিণত হয়। তারপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা গোশ্তের টুকরার রূপ লাভ করে। এরপর আল্লাহ্ তার কাছে চারটি বিষয়ের নির্দেশ নিয়ে একজন ফিরিশ্তা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিয্ক এবং সে কি পাপী হবে না পুণ্যবান হবে, এসব লিখে দেন। তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। (ভূমিষ্টের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর আমলের ন্যায় আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়, এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের আমলের ন্যায় আমল করে থাকে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি (প্রথম হতেই) জান্নাতবাসীদের আমলের অনুরূপ আমল করতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়। এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহান্নামবাসীদের আমলের অনুরূপ আমল করে থাকে এবং পরিণতিতে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

٣٠٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ فِى الرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ نُطْفَةٌ يَارَبِّ عَلَقَةٌ يَارَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَارَبِّ اَذَكَرٌ اَاُنْثٰى يَارَبِّ اَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِى بَطْنِ اُمِّهِ ـ

৩০৯৮ আবূ নু'মান (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ মাতৃগর্ভে একজন ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। (সন্তান জন্মের সূচনায়) সে ফিরিশ্‌তা বলেন, হে রব ! এ তো বীর্য। হে রব ! এ তো আলাকা। হে রব ! এ তো গোশ্‌তের টুকরা। এরপর আল্লাহ্ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান। তাহলে ফিরিশ্‌তা বলেন, হে রব ! সন্তানটি ছেলে হবে, না মেয়ে হবে ? হে রব ! সে কি পাপীষ্ঠ হবে, না পুণ্যবান হবে ? তার রিয্‌ক কি পরিমাণ হবে, তার আয়ু কত হবে ? এভাবে তার মাতৃগর্ভে সব কিছুই লিখে দেয়া হয়।

٣٠٩٩ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ اَنَسٍ يَرْفَعُهُ اَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ اَنَّ لَكَ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَاهُوَ اَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَاَّ تُشْرِكَ بِىْ فَاَبَيْتَ اِلاَّ الشِّرْكَ ـ

৩০৯৯ কায়স ইব্ন হাফস (র) .... আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ আযাব ভোগকারীকে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি পৃথিবীর সব ধন-সম্পদ তোমার হয়ে যায়, তবে তুমি কি আযাবের বিনিময়ে তা দিয়ে দিবে ? সে উত্তর দিবে, হাঁ। তখন আল্লাহ্ বলবেন, যখন তুমি আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশে ছিলে, তখন আমি তোমার কাছে এর চেয়েও সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হল, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করে শির্‌ক করতে লাগলে।

٣١٠٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ـ

৩১০০ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) .... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের একাংশ আদম (আ)-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তায়। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন করেছে।

٢٠٠١. بَابٌ اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ ، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ * وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا

২০০১. পরিচ্ছেদ ঃ আত্মাসমূহ (রূহজগতে) একত্র ছিল। লায়স (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সমস্ত রূহ সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত ছিল। সেখানে তাদের যে সমস্ত রূহের পরস্পর পরিচয় ছিল, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি থাকবে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ও মতবিরোধ থাকবে।[১] ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যুব (র) বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন

٢٠٠٢. بَابٌ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَادِئَ الرَّأْىِ مَاظَهَرَ لَنَا، اَقْلِعِىْ اَمْسِكِىْ، وَفَارَ التَّنُّوْرُ نَبَعَ الْمَاءُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَجْهُ الْاَرْضِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْجُوْدِىُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيْرَةِ دَأْبٌ ، حَالٌ : اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ .... اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ -

১. অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সকল মানুষের আত্মা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, সুতরাং আত্মাসমূহ পরস্পরে পরিচিত ছিল। আত্মার জগতে যে সকল লোকের আত্মার মধ্যে পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিচয় ছিল, পার্থিব জগতেও তাদের সাথে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হবে আর যাদের আত্মার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল না ইহজগতেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক হবে না। (আইনী)

২০০২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ 'আর আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম।' (সূরা হূদ ঃ ২৫) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, بَادِئَ الرَّأْيِ -এর অর্থ যা আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। اَقْلِعِىْ - তুমি থেমে যাও। وَفَارَ التَّنُّوْرُ - পানি সবেগে উৎসারিত হল। আর ইকরিমা (র) বলেন, تنور - অর্থ ভূপৃষ্ঠ। আর মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْجُوْدِىُّ - জযিয়ার একটি পাহাড়। دَأْبٌ - অবস্থা। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আমি নূহকে তার জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম .... সূরার শেষ পর্যন্ত। (সূরা নূহ ঃ ১)

٣١٠١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : اِنِّىْ لَاُنْذِرُكُمُوْهُ ، وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ اَنْذَرَ قَوْمَهُ ، لَقَدْ اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ ، وَلٰكِنِّىْ اَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ ، وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ -

৩১০১ আবদান (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, তারপর দাজ্জালের উল্লেখ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার থেকে সতর্ক করছি আর প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এ দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। নূহ (আ)-ও নিজ সম্প্রদায়কে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলছি, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি। তা হলো তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই দাজ্জাল কানা, আর আল্লাহ্ কানা নন।

٣١٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهٖ نَبِىٌّ قَوْمَهُ : اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّهُ يَجِيْءُ مَعَهُ بِتِمْثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِىْ يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ وَاِنِّىْ اُنْذِرُكُمْ بِهٖ كَمَا اَنْذَرَ بِهٖ نُوْحٌ قَوْمَهُ -

৩১০২ আবূ নুআঈম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দেব না, যা কোন নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি ? তা হলো, নিশ্চয়ই সে হবে কানা, সে সাথে করে জান্নাত এবং জাহান্নামের দু'টি কৃত্রিম ছবি নিয়ে আসবে। অতএব যাকে সে বলবে যে এটি জান্নাত প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে জাহান্নাম। আর আমি তার সম্পর্কে তোমাদের ঠিক তেমনি সতর্ক করছি, যেমনি নূহ (আ) তার সম্প্রদায়কে সে সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

٣١٠٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِىْءُ نُوْحٌ وَاُمَّتُهُ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ فَيَقُوْلُ لِاُمَّتِهٖ : هَلْ بَلَّغَكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ لاَ ، مَاجَاءَنَا مِنْ نَبِىٍّ ، فَيَقُوْلُ لِنُوْحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ، فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ ـ

৩১০৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (হাশরের দিন) নূহ এবং তাঁর উম্মত (আল্লাহ্‌র দরবারে) হাযির হবেন। তখন আল্লাহ্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি (আমার বাণী) পৌঁছিয়েছ ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, হে আমার রব ! তখন আল্লাহ্ তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করবেন, নূহ কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়েছেন। তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোন নবীই আসেন নি। তখন আল্লাহ্ নূহকে বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে ? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর উম্মত। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন) তখন আমরা সাক্ষ্য দিব। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়েছেন। আর এটিই হল আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা মানব জাতির ওপর সাক্ষী হও। (২ ঃ ১৪৩) اَلْوَسَطُ - অর্থ ন্যায়বান।

٣١٠٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا

نَهْسَةً وَقَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُوْنَ بِمَا يَجْمَعُ اللّٰهُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَلاَ تَرَوْنَ اِلٰى مَا اَنْتُمْ فِيْهِ اِلٰى مَابَلَغَكُمْ ، اَلاَ تَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ ، فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَبُوْكُمْ اٰدَمُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْ الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ وَاَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ اَلاَ تَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَانَحْنُ فِيْهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَنَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوا اِلٰى غَيْرِى ، اِذْهَبُوا اِلٰى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَانُوْحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ ، وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اَمَا تَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى اِلٰى مَابَلَغَنَا ، اَلاَ تَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ ، فَيَقُوْلُ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، نَفْسِىْ نَفْسِى ائْتُوا النَّبِىَّ ﷺ فَيَأْتُوْنِىْ فَاَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لاَ اَحْفَظُ سَائِرَهُ ـ

৩১০৫ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে এক যিয়াফতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে (রান্না করা) ছাগলের বাহু পেশ করা হল, এটা তাঁর কাছে পছন্দীয় ছিল। তিনি সেখান থেকে এক টুকরা খেলেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জান ? আল্লাহ্ কিভাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন ? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহ্বানকারীর ডাক সবার কাছে পৌঁছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি, তোমরা কি অবস্থায় আছ এবং কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম (আ) আছেন। (চল তাঁর কাছে যাই)। তখন সকলে তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন। তিনি ফিরিশ্তাদেরকে (আপনার সম্মানের) নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সিজ্দাও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করবেন না ? আপনি দেখেন না, আমরা কি অবস্থায় আছি এবং কি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি ? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, এর পূর্বে এমন রাগান্বিত হননি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি ভুল করেছি। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা আমি ব্যতীত অন্যের কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে চলে যাও। তখন তারা নূহ (আ) এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে নূহ! পৃথিবীবাসীদের নিকট আপনিই প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ্ আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, আমরা কি ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে আছি ? আপনি দেখছেন না আমরা কতইনা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে আছি ? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করবেন না ? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়ে আছেন, যা ইতিপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগান্বিত পরেও হবেন না। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা নবী (মুহাম্মদ ﷺ) -এর কাছে চলে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে আর আমি আরশের নীচে সিজ্দায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আর আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেওয়া হবে। মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ (র) বলেন, হাদীসের সকল অংশ আমি মুখস্থ করতে পারি নি।

৩১০৫ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ ـ

৩১০৫ নাসর ইব্ন আলী (র) .... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল কারীদের ক্বিরাআতের ন্যায় فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ তিলাওয়াত করেছেন।

২০০৩. بَابُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُوْنَ إِلَى وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُذْكَرُ بِخَيْرٍ سَلاَمٌ عَلَى

أَلِ يَاسِيْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِلْيَاسَ هُوَ اِدْرِيْسُ

২০০৩. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ) আর নিশ্চয়ই ইলিয়াসও রাসূলগণের মধ্যে একজন ছিলেন। স্মরণ কর, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কি সাবধান হবে না ? ... ... আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (৩৭ ঃ ১২৩-২২৯) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, (নবীদের কথা) মর্যাদার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ইলিয়াসের প্রতি সালাম। আমি সৎ-কর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম (৩৭ ঃ ১৩০-১৩২) ইব্‌ন মাসউদ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, ইলিয়াস (আ)-ই ছিলেন ইদ্‌রীস (আ)

٢٠٠٤. بَابُ ذِكْرِ اِدْرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

২০০৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইদ্‌রীস (আ)-এর বর্ণনা। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আমি তাঁকে (ইদ্‌রীস) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি। (১৯ ঃ ৫৭)

٣١٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِيْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرَائِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِى ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِيْ صَدْرِى ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ ، فَلَمَّا جَاءَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرَائِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا جِبْرَائِيْلُ ، قَالَ مَامَعَكَ اَحَدٌ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ

نَعَمْ فَفَتَحَ ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ اِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِيْنِهٖ اَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهٖ اَسْوِدَةٌ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهٖ ضَحِكَ ، اِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهٖ بَكٰى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا يَا جِبْرَائِيْلُ قَالَ هٰذَا اٰدَمُ ، وَهٰذِهِ الاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ نَسَمُ بَنِيْهِ ، فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْاَسْوِدَةُ الَّتِىْ عَنْ شِمَالِهٖ اَهْلُ النَّارِ ، فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهٖ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهٖ بَكٰى ، ثُمَّ عَرَجَ بِىْ جِبْرَائِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلُ مَاقَالَ الْاَوَّلُ ، فَفَتَحَ ، قَالَ اَنَسٌ : فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِى السَّمٰوَاتِ اِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَثْبُتْ لِىْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ ، غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ اَنَّهُ قَدْ وَجَدَ اٰدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَاِبْرَاهِيْمَ فِى السَّادِسَةِ وَقَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرَائِيْلُ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا عِيْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِاِبْرَاهِيْمَ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِى ابْنُ حَزْمٍ ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَيَّةَ الْاَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ عَرَجَ بِىْ جِبْرَائِيْلُ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَفَرَضَ

اللّٰهُ عَلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلاَةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى اَمُرَّ بِمُوْسٰى ، فَقَالَ مُوْسٰى :
مَا الَّذِىْ فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً ، قَالَ
فَرَاجِعْ رَبَّكَ ، فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَتُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّىْ فَوَضَعَ
شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ
شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ ذَالِكَ فَفَعَلْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا ،
فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَتُطِيْقُ ذٰلِكَ
فَرَاجَعْتُ رَبِّىْ، فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ لاَيُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ ،
فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ ،
ثُمَّ انْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى بِالسِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ، فَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لاَ اَدْرِىْ مَاهِىَ ،
ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤُ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ -

৩১০৬ আবদান ও আহমাদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ যার (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (লাইলাতুল মি'রাজে) আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। তারপর জিব্‌রাঈল (আ) অবতরণ করলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এরপর তিনি যমযমের পানি দ্বারা তা ধুইলেন। এরপর হিক্‌মত ও ঈমান (জ্ঞান ও বিশ্বাস) দ্বারা পরিপূর্ণ একখানা সোনার তশ্‌তরী নিয়ে আসেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। তারপর আমার বক্ষকে পূর্বের ন্যায় মিলিয়ে দিলেন। এবার তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিলেন। এরপর যখন দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে পৌঁছলেন, তখন জিব্‌রাঈল (আ) আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে ? জবাব দিলেন, আমি জিব্‌রাঈল। দ্বাররক্ষী বললেন, আপনার সাথে কি আর কেউ আছেন ? তিনি বললেন, আমার সাথে মুহাম্মদ ﷺ আছেন। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? বললেন, হাঁ। তারপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আকাশের উপরে আরোহণ করলাম, হঠাৎ দেখলাম এক ব্যক্তি যার ডানে একদল লোক আর তাঁর বামেও একদল লোক। যখন তিনি তাঁর ডান দিকে তাকান তখন হাসতে থাকেন আর যখন তাঁর বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (তিনি আমাকে দেখে) বললেন, মারাহাবা ! নেক নবী ও নেক সন্তান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্‌রাঈল! ইনি কে ? তিনি জবাব দিলেন, ইনি আদম (আ) আর তাঁর ডানের ও বামের এ লোকগুলো হলো তাঁর সন্তান (আত্মাসমূহ) এদের মধ্যে ডানদিকের লোকগুলো হলো জান্নাতী আর বামদিকের লোকগুলো হলো জাহান্নামী।

অতএব যখন তিনি ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। এরপর আমাকে নিয়ে জিব্‌রাঈল (আ) আরো উপরে উঠলেন। এমনকি দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে এসে গেলেন। তখন তিনি এ আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন! দ্বাররক্ষী তাঁকে প্রথম আকাশের দ্বাররক্ষী যেরূপ বলেছিল, অনুরূপ বলল। তারপর তিনি দরজা খুলে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর আবূ যার (রা) উল্লেখ করেছেন যে নবী ﷺ আকাশসমূহে ইদ্‌রীস, মূসা, ঈসা এবং ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের কার অবস্থান কোন আকাশে তিনি আমার কাছে তা বর্ণনা করেন নি। তবে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (নবী ﷺ) দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে আদম (আ)-কে এবং ষষ্ঠ আকাশে ইব্‌রাহীম (আ)-কে দেখতে পেয়েছেন। আনাস (রা) বলেন, জিবরাঈল (আ) যখন (নবী ﷺ সহ) ইদ্‌রীস (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি (ইদ্‌রীস (আ)) বলেছিলেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই! আপনাকে মারহাবা। (নবী ﷺ বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্‌রাঈল) জবাব দিলেন, ইনি ইদ্‌রীস (আ)! এরপর মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্‌রাঈল (আ)) বললেন, ইনি মূসা (আ)। তারপর ঈসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্‌রাঈল (আ)) জবাব দিলেন, ইনি ঈসা (আ)। অতঃপর ইব্‌রাহীম (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা। হে নেক নবী এবং নেক সন্তান! আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? তিনি (জিবরাঈল (আ)) বললেন, ইনি ইব্‌রাহীম (আ)। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে ইব্‌ন হাযম (র) জানিয়েছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হাইয়্যা আনসারী (রা) বলতেন, নবী ﷺ বলেছেন, এরপর জিব্‌রাঈল আমাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমি একটি সমতল স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে কলমসমূহের খসখস শব্দ শুনছিলাম। ইব্‌ন হাযম (র) এবং আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন, তখন আল্লাহ্ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। এরপর আমি এ নির্দেশ নিয়ে ফিরে চললাম। যখন মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, পুনরায় আপনার রবের কাছে ফিরে যান (এবং তা কমাবার জন্য আবেদন করুন।) কেননা আপনার উম্মতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। তখন ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার জন্য আবেদন করলাম। তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের কাছে গিয়ে পুনরায় কমাবার আবেদন করুন এবং তিনি (নবী ﷺ) পূর্বের অনুরূপ কথা আবার উল্লেখ করলেন। এবার তিনি (আল্লাহ্) তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা (আ)-এর কাছে আসলাম এবং তিনি পূর্বের মত বললেন। আমি তা করলাম। তখন আল্লাহ্ তার এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি পুনরায় মূসা (আ)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আরো কমাবার আরয করুন। কেননা আপনার উম্মতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাকী রইল। আর তা সাওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। তারপর আমি মূসা (আ)-এর

কাছে ফিরে আসলাম। তিনি এবারও বললেন, আপনার রবের কাছে গিয়ে আবেদন করুন। আমি বললাম, এবার আমার রবের সম্মুখীন হতে আমি লজ্জাবোধ করছি। এরপর জিব্‌রাঈল (আ) চললেন এবং অবশেষে আমাকে সাথে করে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখলাম তা এমন অপরূপ রঙে পরিপূর্ণ, যা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। এরপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। দেখলাম এর ইট হচ্ছে মোতির তৈরী আর তার মাটি হচ্ছে মিস্‌ক বা কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত।

٢٠٠٥. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا وَقَوْلِهِ : اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ اِلٰى قَوْلِهِ : كَذَالِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ، فِيْهِ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ شَدِيْدَةٍ عَاتِيَةٍ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا مُتَتَابِعَةً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اُصُوْلُهَا فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ بَقِيَّةٍ

২০০৫. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ) আর আমি আদ জাতির নিকট তাদেরই ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম ..... (সূরা হূদ ঃ ৫০) এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ কর (হূদের কথা) যখন তিনি আহ্‌কাফ অঞ্চলে নিজ জাতিকে সতর্ক করেছিলেন .... এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা (আহকাফ ঃ ২১-২৫) এ প্রসঙ্গে আতা ও সুলায়মান (র) আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। আরো মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুর দ্বারা। ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন, প্রবাহিত করেছিলেন তিনি যা নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বিধায় হীনভাবে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত। (সেখানে তুমি থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায়। এরপর তাদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি ? (সূরা হাক্‌কা ঃ ৫-৮)

٣١٠٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا

وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ
اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعَثَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى
النَّبِىِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةٍ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ ثُمَّ
الْمُجَاشِعِىِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِىِّ وَزَيْدِ الطَّائِىِّ ، ثُمَّ اَحَدَ بَنِىْ نَبْهَانَ
وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِىِّ ، ثُمَّ اَحَدِ بَنِىْ كِلاَبٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ
وَالْاَنْصَارُ فَقَالُوْا يُعْطِىْ صَنَادِيْدَ اَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا ، قَالَ اِنَّمَا اَتَأَلَّفُهُمْ ،
فَاَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ
مَحْلُوْقٌ ، فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ اِذَا عَصَيْتُ
اَيَامَنُنِى اللّٰهُ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُوْنِىْ ، فَسَاَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ اَحْسِبُهُ
خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ ، فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ اِنَّ مِنْ ضِئْضِىِٕ هٰذَا ، اَوْ فِىْ عَقِبِ
هٰذَا قَوْمٍ يَقْرَؤُنَ الْقُرَانَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ
السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ اَهْلَ الاَوْثَانِ لَئِنْ اَنَا
اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ـ

৩১০৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আর'আরা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমাকে ভোরের বায়ু (পুবালী বাতাস) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে আর আদ জাতিকে দাবুর বা পশ্চিমের (এক প্রকার মারাত্মক) বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। ইব্‌ন কাসীর (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) নবী ﷺ -এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। (১) আল–আকরা ইব্‌ন হাবেস হান্‌যালী যিনি মাজাশেয়ী গোত্রের ছিলেন (২) উআইনা ইব্‌ন বদর ফাযারী (৩) যায়েদ ত্বায়ী, যিনি বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন (৪) আলকামা ইব্‌ন উলাসা আমেরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নবী ﷺ নাজাদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। নবী ﷺ বললেন, আমি ত তাদেরকে (ইসলামের দিকে) আকৃষ্ট করার জন্য মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গণ্ডদ্বয় ঝুলে পড়া; কপাল উঁচু, ঘন দাঁড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। তখন তিনি

বললেন, আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহ্র আনুগত্য করবে কে ? আল্লাহ্ আমাকে পৃথিবীবাসীর ওপর আমানতদার বানিয়েছেন আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সাঈদ (রা) বলেন) আমি তাকে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বলে ধারণা করছি। কিন্তু নবী ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। তারপর অভিযোগকারী লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন নবী ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবেনা। দীন থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদিগকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা থেকে মুক্তি দেবে। আমি যদি তাদের নাগাল পেতাম তবে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম।

٣١٠٨ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ -

৩১০৮ খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে (আদ জাতির ঘটনা বর্ণনায়) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ এ আয়াতটি পড়তে শুনেছি।

٢٠٠٦. بَابُ قِصَّةِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ

২০০৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘটনা ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারী। (১৮ ঃ ৯৪)

٢٠٠٧. بَابَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ، اِلٰى قَوْلِهِ : قُلْ سَاَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا طَرِيْقًا اِلٰى قَوْلِهِ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ، وَاحِدُهَا زُبْرَةٌ وَهِىَ الْقِطَعُ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْجَبَلَيْنِ وَالسَّدَّيْنِ الْجَبَلَيْنِ خَرْجًا اَجْرًا قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا،

قَالَ أُتُوْنِىْ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا، أُصُبُّ عَلَيْهِ قِطْرًا رَصَاصًا، وَيُقَالُ الْحَدِيْدُ، وَيُقَالُ الصُّفْرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : النُّحَاسُ ، فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَظْهَرُوْهُ يَعْلُوْهُ اِسْتَطَاعَ اِسْتَفْعَلَ مِنْ طُعْتُ لَهُ فَلِذٰلِكَ فُتِحَ اَسْطَاعَ يَسْطِيْعُ ، وَقَالَ بَعْضُهُم اِسْتَطَاعَ يَسْتَطِيْعُ ، وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّىْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ الزَقَهُ بِالْاَرْضِ وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لَهَا وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلُهُ حَتّٰى صَلُبَ مِنَ الْاَرْضِ وَتَلَبَّدَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ ، قَالَ قَتَادَةُ حَدَبٌ اَكَمَةٌ ، وَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ رَاَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ قَالَ رَاَيْتَهُ ـ

২০০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (হে নবী) তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আয়াতে سَبَبًا অর্থ চলাচলের পথ ও রাস্তা। তোমরা আমার কাছে লোহার টুকরা নিয়ে আস (১৮ঃ ৮৩-৯৬)। এখানে زُبَرٌ শব্দটি বহুবচন। একবচনে زُبْرَةٌ অর্থ টুকরা। অবশেষে মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন লোহার স্তূপ দু'পর্বতের সমান হল (১৮ঃ ৯৬)। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, এখন তাতে ফুঁক দিতে থাক। এ আয়াতে اَلصَّدَفَيْنِ শব্দের অর্থ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী দু'টি পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। আর- اَلسَّدَّيْنِ -এর অর্থ দু'টি পাহাড়'। خَرْجًا অর্থ পারিশ্রমিক। যুল-কারনাইন বলল, তোমরা হাঁফরে ফুক দিতে থাক। যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হল, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই (১৮ঃ ৯৬)। قِطْرٌ অর্থ সীসা। আবার লৌহ গলিত পদার্থকেও বলা হয়। এবং তামাকেও বলা হয়। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অর্থ তাম্রগলিত পদার্থ বলেছেন। (আল্লাহ্‌র বাণী)ঃ এরপর তারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না (১৮ঃ ৯৭)। অর্থাৎ তারা এর উপরে চড়তে সক্ষম হল না। استطاع শব্দটি طعت له থেকে باب استفعال আনা হয়েছে।

একে اسط ও يسطيع যবরসহ পড়া হয়ে থাকে। আর কেহ কেহ একে اسطاع يستطيع রূপে পড়েন। (আল্লাহ্‌র বাণী) তারা তা ছিদ্রও করতে পারল না। তিনি বললেন এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পুরা হবে তখন তিনি এটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন (১৮ঃ ৯৭-৯৮)। دكاء অর্থ মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। ناقة دكاء বলে যে উটের কুঁজ নেই। دكداك من الارض যমীনের সেই সমতল উপরিভাগকে বলা হয় যা শুকিয়ে যায় এবং উঁচু নিচু না থাকে। (আল্লাহ্‌র বাণী) আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য, সে দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব, এ অবস্থায় যে, একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে (১৮ঃ ৯৯)। (আল্লাহ্‌র বাণী) এমন কি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে (২১ঃ ৯৬)। কাতাদা (র) বলেন حدب অর্থ টিলা। এক সাহাবী নবী ﷺ -কে বললেন, আমি প্রাচীরটিকে কারুকার্য খচিত চাদরের মত দেখেছি। নবী ﷺ বললেন, তুমি তা ঠিকই দেখেছ

٣١٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِاَصْبَعِهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِى تَلِيْهَا ، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ، قَالَ نَعَمْ : اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ـ

৩১০৯ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর কাছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে (ছিদ্র হয়ে) গেছে। এ কথার বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুলির অগ্রভাগকে তার সাথের শাহাদাত আংগুলির অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের মধ্যে নেক ও পুণ্যবান লোকজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও

কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব ? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে। (তখন অল্প সংখ্যক নেক লোকের বিদ্যমানেই মানুষের ধ্বংস নেমে আসবে।)

٣١١٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَتَحَ اللّٰهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِيْنَ -

৩১১০ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ এ পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন। এই বলে, তিনি তাঁর হাতে নব্বই সংখ্যার আকৃতি ধারণ করে দেখালেন। (অর্থাৎ তিনি নিজ শাহাদাত আঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাংগুলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন।

٣١١١ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ ، فَيَقُوْلُ : اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ، قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ ، تِسْعَمِاءَةٍ وَتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ ، فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَاهُمْ بِسُكَارٰى ، وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْد - قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : وَاَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ اَلْفًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، قَالَ : مَااَنْتُمْ فِى النَّاسِ اِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَبْيَضَ ، اَوْكَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَسْوَدَ -

৩১১১ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ (হাশরের দিন) ডাকবেন, হে আদম (আ) ! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ্ বলবেন জাহান্নামী দলকে বের করে দাও। আদম (আ) বলবেন, জাহান্নামী দল কারা ? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাযারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় (চরম ভয়ের কারণে) ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন (২২ঃ ২)। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (প্রতি হাযারের মধ্যে একজন) আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য থেকে একজন আর এক হাযারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে।[১] তারপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি, তোমরা (যারা আমার উম্মত) সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ হবে। (আবূ সাঈদ (রা) বলেন) আমরা এ সুসংবাদ শুনে) আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের এক তৃতীয়াংশ হবে। আমরা পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশাকরি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। একথা শুনে আমরা আবারও আল্লাহু আক্‌বার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কাল পশম অথবা কালো ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি সাদা পশম।

٢٠٠٨. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ، وَقَوْلِهٖ : اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ وَقَوْلِهٖ : اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ، وَقَالَ اَبُوْ مَيْسَرَةَ : اَلرَّحِيْمُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ

২০০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আল্লাহ্ ইব্‌রাহীম (আ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (৪ ঃ ১২৫)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহ্‌র অনুগত (২৬ ঃ ১২০)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম কোমল হৃদয় ও সহনশীল (৯ ঃ ১১৪)। আর আবূ মাইসারাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় أواه শব্দটি اَلرَّحِيْم অর্থে ব্যবহৃত হয়

٣١١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اُرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ

১. সমস্ত মানব জাতির মধ্যে প্রতি হাযারে একজন হবে মুসলিম এবং জান্নাতী আর বাকী নশ'নিরানব্বই জন হবে ইয়াজুজ-মাজুজসহ অমুসলিম ও জাহান্নামী।

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَأَ : كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ ، وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ - وَاَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ ، وَاِنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِيْ يُؤْخَذُبِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِيْ اَصْحَابِيْ ، فَيَقُوْلُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فِيْهِمْ اِلٰى قَوْلِهٖ . . . . . الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

৩১১২ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর ময়দানে খালি পা, বিবস্ত্র এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। এরপর তিনি (এ কথার সমর্থনে) পবিত্র কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ যে ভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার প্রতিশ্রুতি। এর বাস্তবায়ন আমি করবই। (২১ ঃ ১০৪) আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইব্‌রাহীম (আ)। আর (সে দিন) আমার অনুসারীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে পাকড়াও করে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী, এরা তো আমার অনুসারী ! এ সময় আল্লাহ্‌ বলবেন, যখন আপনি এদের থেকে বিদায় নেন, তখন তারা পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। কাজেই তারা আপনার সাহাবী নয়। তখন আল্লাহ্‌র নেক বান্দা (ঈসা (আ)) যেমন বলেছিলেন ; তেমন আমি বলব, হে আল্লাহ্‌ ! আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক। আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫ ঃ ১১৭-১১৮)।

٣١١٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَخِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقٰى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اٰزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلٰى وَجْهِ اٰزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُوْلُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِيْ ، فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لاَ اَعْصِيْكَ ، فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ يَارَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِيْ اَنْ لاَتُخْزِنِيْ يَوْمَ

يُبْعَثُوْنَ ، فَاَىُّ خِزِيٍ اَخْزٰى مِنْ اَبِى الْاَبْعَدِ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنِّىْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَاابْرَاهِيْمُ مَاتَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُتَلَطِّخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهٖ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ ۔

৩১১৩ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আ) তার পিতা আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমণ্ডলে কালিমা এবং ধূলাবালি থাকবে। তখন ইব্রাহীম (আ) তাকে বললেন, আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না ? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। এরপর ইব্রাহীম (আ) (আল্লাহ্র কাছে) আবেদন করবেন, হে আমার রব ! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার চাইতে অধিক অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে ? তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইব্রাহীম ! তোমার পদতলে কি ? তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার স্থানে সর্বশরীরে রক্তমাখা একটি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।[১]

٣١١٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيْهِ صُوْرَةَ اِبْرَاهِيْمَ وَصُوْرَةَ مَرْيَمَ ، فَقَالَ اَمَّا لَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوْا اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ ۔

৩১১৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ইব্রাহীম (আ) ও মারইয়ামের ছবি দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের (কুরাইশদের) কি হল ? অথচ তারা তো শুনতে পেয়েছে, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকবে, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তাগণ প্রবেশ করেন না। এ যে ইব্রাহীমের ছবি বানানো হয়েছে, (ভাগ্য নির্ধারক জুয়ার তীর নিক্ষেপরত অবস্থায়) তিনি কেন ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ করবেন !

---

১. ইব্রাহীম (আ)-এর আবেদনক্রমে তাঁর পিতার আকৃতি বিবর্তন ঘটিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ এভাবে ইব্রাহীম (আ)-কে অপমান হতে রক্ষা করবেন।

٣١١٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِى الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتّٰى اَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ ، وَرَأَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ بِاَيْدِيْهِمَا الْاَزْلاَمَ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْاَزْلاَمِ قَطُّ -

৩১১৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কা'বা ঘরে ছবিসমূহ দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হলো, সে পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করলেন না। আর তিনি দেখতে পেলেন, ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল (আ)-এর হাতে ভাগ্য নির্ধারণের তীর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাদের (কুরাইশদের) ওপর লানত বর্ষণ করুক। আল্লাহ্‌র কসম, তাঁরা দু'জন কখনও ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ করেন নি।

٣١١٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ ، قَالَ اَتْقَاهُمْ ، فَقَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ ، قَالُوْا : لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَمَنْ مَعَادِنُ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنَ ، خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلاَمِ اِذَا فَقِهُوْا ، قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৩১১৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি) আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহ্‌র নবী (ইয়াকুব)-এর পুত্র, আল্লাহ্‌র নবী (ইসহাক)-এর পৌত্র, এবং

আল্লাহ্র খলীল (ইব্রাহীম)-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞানার্জন করেন। আবূ উসামা ও মু'তামির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।

٣١١٧ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ طَوِيْلٍ لاَ اَكَادُ اَرٰى رَأْسَهُ طُوْلاً وَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ

৩১১৭ মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র) .... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন লোক আসলেন। তারপর আমরা এক দীর্ঘদেহী লোকের কাছে আসলাম। তাঁর দেহ দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি তাঁর মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। মূলতঃ তিনি ইব্রাহীম (আ) ছিলেন।

٣١١٨ حَدَّثَنِىْ بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَذَكَرُوْا لَهُ الدَّجَّالَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ اَوْ ك ف ر ، قَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوْا اِلٰى صَاحِبِكُمْ ، وَاَمَّا مُوْسٰى فَجَعْدٌ اٰدَمُ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ انْحَدَرَ فِى الْوَادِىْ يُكَبِّرُ ـ

৩১১৮ বায়ান ইব্ন আম্র (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকজন তাঁর সামনে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেছেন। তার (দাজ্জালের) দু' চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে লেখা থাকবে কাফির বা কাফ, ফা, রা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এটা নবী ﷺ -এর কাছে শুনেনি। বরং তিনি বলেছেন, যদি তোমরা ইব্রাহীম (আ)-কে দেখতে চাও তবে তোমাদের সাথীর (আমার) দিকে তাকাও আর মূসা (আ) তিনি হলেন কুকড়ানো চুল, তামাটে রং-এর দেহ বিশিষ্ট। তিনি এমন একটি লাল উটের ওপর উপবিষ্ট, যার নাকের রশি হবে খেজুর গাছের ছালের তৈরী। আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে উপত্যকায় অবতরণ করছেন।

٣١١٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ - تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ وَتَابَعَهُ عَجْلاَنُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَرَاوَهُ مُحَمَّدُ ابْنِ عَمْرُو عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ -

৩১১৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নবী ইব্‌রাহীম (আ) সূত্রধরদের অস্ত্র দ্বারা নিজের খাত্‌না করেছিলেন এবং তখন তার বয়স ছিল আশি বছর। আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক (র) আবূ যিনাদ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুগীরা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আজলান (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় আরজ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣١٢٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلاَّ ثَلاَثًا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلاَّ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ اِنِّيْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُ هُمْ هٰذَا ، وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هَاهُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَاَةٌ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا ، قَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ اُخْتِىْ فَاَتٰى سَارَةَ فَقَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِى فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكِ

أُخْتِىْ فَلاَتُكَذِّبِيْنِىْ ، فَأَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ ، فَقَالَ ادْعِىَ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّك ، فَدَعَتِ اللّٰهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا اَوْ اَشَدَّ ، فَقَالَ اُدْعِى اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّك ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ ، فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ ، فَقَالَ اِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِىْ بِاِنْسَانٍ اِنَّمَا اَتَيْتَنِىْ بِشَيْطَانٍ فَاَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَاَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَاَوْمَاَ بِيَدِهِ مَهْيَا ، قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ اَوِالْفَاجِرِفِىْ نَحْرِهِ وَاَخْدَمَ هَاجَرَ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ اُمُّكُمْ يَابَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ ـ

৩১২০ সাঈদ ইব্ন তালীদ রু'আইনী ও মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) তিনবার ব্যতীত কখনও কথাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলেন নি। তন্মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহ্ প্রসঙ্গে। তার উক্তি " আমি অসুস্থ" (৩৭ ঃ ৮৯) এবং তাঁর আবার এক উক্তি "বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি। (২১ ঃ ৬৩) বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (ইব্রাহীম (আ) এবং (তাঁর পত্নী) সারা অত্যাচারী শাসকগণের কোন এক শাসকের এলাকায় এসে পৌঁছলেন। (তা-ছিল মিসর) তখন তাকে (শাসককে) সংবাদ দেয়া হল যে, এ এলাকায় একজন লোক এসেছে। তার সাথে একজন সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মহিলা রয়েছে। তখন সে (রাজা) তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, এ মহিলাটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটি আমার বোন। তারপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীর উপর আর কোন মু'মিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। এরপর (অত্যাচারী রাজা) সারাকে আনার জন্য লোক পাঠালো। তিনি (সারা) যখন তার (রাজার) কাছে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে (আল্লাহ্র গযবে) পাকড়াও হল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরতে চাইলো। এবার সে পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়ে কঠিনভাবে (আল্লাহ্র গযবে) পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দু'আ কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দু'আ করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তারপর রাজা তার কোন এক দারোয়ানকে ডাকল। সে তাকে বলল, তুমি তো আমার কাছে কোন মানুষ আননি। বরং এনেছ এক শয়তান। তারপর রাজা সারার খেদমতের জন্য হাযেরাকে দান করল। এরপর তিনি (সারা) তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে আসলেন, তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি (সালাত রত অবস্থায়) হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কি ঘটেছে? তখন সারা বললেন, আল্লাহ্ কাফির বা

ফাসিকের চক্রান্ত তারই বক্ষে ফিরিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তার চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন।) আর সে (রাজা) হাযেরাকে খেদমতের জন্য দান করেছে।[১] আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "হে আকাশের পানির[২] সন্তানগণ! এ হাযেরাই তোমাদের আদি মাতা।

৩১২১ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَوابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

৩১২১ উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা অথবা ইব্‌ন সালাম (র) .... উম্মে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গিরগিট বা কাকলাশ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, ইব্‌রাহীম (আ) যে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তাতে এ গিরগিট ফুঁ দিয়েছিল।

৩১২২ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُوْنَ لَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكٍ اَوَلَمْ تَسْمَعُوْٓا اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهٖ يَابُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ

৩১২২ উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি। (৬ঃ ৮২)। তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের ওপর যুলুম করেনি ? তিনি বললেন, তোমরা যা বল ব্যাপরটি তা নয়। বরং তাদের ঈমানকে 'যুলুম' অর্থাৎ শিরক দ্বারা

---

১. ইব্‌রাহীম (আ)-এর উক্ত তিনটি উক্তি ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলার অর্থ এই– প্রথমটি দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক অসুস্থতা। আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল মূর্তি-পূজারীদেরকে বোকা সাজানো এবং স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য ধর্মীয় সম্পর্ক।

২. আকাশের পানির দ্বারা ইসমাঈল (আ)-এর বংশের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে।

কলুষিত করেনি। তোমরা কি লুকমানের কথা শুননি ? তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, "হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোনরূপ শির্‌ক করো না। নিশ্চয় শির্‌ক একটা চরম যুলুম।" (৩১: ১৩)

٢٠٠٩. بَابُ يَزِفُّوْنَ النَّسَلاَنُ فِي الْمَشْيِ

২০০৯. পরিচ্ছেদ : يزفون অর্থ দ্রুত চলা

٣١٢٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، فَيُسْمِعُهُم الدَّاعِيْ وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ ، فَذَكَرَ حَدِيْثَ الشَّفَاعَةِ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنَ الْاَرْضِ ، اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ ، فَيَقُوْلُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُوْسٰى * تَابَعَهُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩১২৩ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন নাসর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ -এর সামনে কিছু গোশ্‌ত আনা হল। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একই সমতল ময়দানে সমবেত করবেন। তখন আহ্বানকারী তাদের সকলকে তার আহ্বান সমভাবে শুনাতে পারবে। এবং তাদের সকলের উপর সমভাবে দর্শকের দৃষ্টি পড়বে আর সূর্য তাদের অতি নিকটবর্তী হবে। তারপর তিনি শাফায়াতের হাদীস বর্ণনা করলেন যে, সকল মানুষ ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, পৃথিবীতে আপনি আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁর খলীল । অতএব আমাদের জন্য আপনি আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন। তখন তিনি ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলা উক্তির কথা স্মরণ করে বলবেন, নাফসী! নাফসী! তোমরা মূসার কাছে যাও। অনুরূপ হাদীস আনাস (রা)-ও নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣١٢٤ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ لَوْلَا اَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا وَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَمَّا كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرٍ فَحَدَّثَنِيْ قَالَ اِنِّيْ وَعُثْمَانُ بْنَ اَبِيْ سُلَيْمَانَ جُلُوْسٌ ، مَعَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ مَا هٰكَذَا حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلٰكِنْه قَالَ اَقْبَلَ اِبْرَاهِيْمُ بِاِسْمٰعِيْلَ وَاُمِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ لَمْ يَرْفَعْهُ ـ

৩১২৪ আহ্‌মদ ইব্‌ন সাঈদ আবূ আবদুল্লাহ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইসমাঈলের মায়ের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। যদি তিনি তাড়াতাড়ি না করতেন, তবে যমযম একটি প্রবহমান ঝরণায় পরিণত হত। আনসারী (র) ইব্‌ন জুরাইজ (র) সূত্রে বলেন যে, কাসীর ইব্‌ন কাসীর বলেছেন যে আমি ও উসমান ইব্‌ন আবূ সুলায়মান (র) সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে এরূপ বলেন নি বরং তিনি বলেছেন, ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) এবং তাঁর মাকে নিয়ে আসলেন। মা তখন তাঁকে দুধ পান করাতেন এবং তাঁর সাথে একটি মশ্‌ক ছিল। এ অংশটি মারফুরূপে বর্ণনা করেন নি।

٣١٢٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَكَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ اُمِّ اِسْمٰعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّيَ اَثَرَهَا عَلٰى سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا اِبْرَاهِيْمُ وَبِابْنِهَا اِسْمٰعِيْلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتّٰى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِيْ اَعْلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ ، وَسِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفّٰى اِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا ،

فَتَبِعَتْهُ أُمُّ اِسْمٰعِيْلَ ، فَقَالَتْ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِى ، الَّذِىْ لَيْسَ فِيْهِ اَنِيْسٌ وَلاَ شَىْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ لاَيَلْتَفِتُ اِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ ، قَالَتْ اِذَنْ لاَ يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيْمُ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَيَرَوْنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلاَءِ الدَّعْوَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : رَبِّ اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرَ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ حَتّٰى بَلَغَ يَشْكُرُوْنَ ، وَجَعَلَتْ أُمُّ اِسْمٰعِيْلَ تُرْضِعُ اِسْمٰعِيْلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ ، حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَافِى السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ اِبْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ اِلَيْهِ يَتَلَوّٰى اَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَنْظُرَ اِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا اَقْرَبَ جَبَلٍ فِى الْاَرْضِ يَلِيْهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اِسْتَقْبَلَتِ الْوَادِىَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى اَحَدًا فَلَمْ تَرَ اَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْوَادِىَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الْاِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْوَادِىَ ، ثُمَّ اَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرٰى اَحَدًا فَلَمْ تَرَ اَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ،

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَذٰلِكَ سَعْىُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا اَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهٍ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ اَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ اَسْمَعْتَ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَاثٌ ، فَاِذَا هِىَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ اَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ ، حَتّٰى ظَهَرَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هٰكَذَا ، وَجَعَلَتْ

تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِىْ سِقَائِهَا ، وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَاتَغْرِفُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا ، قَالَ فَشَرِبَتْ وَاَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لاَتَخَافِى الضَّيْعَةَ ، فَاِنَّ هَاهُنَا بَيْتَ اللّٰهِ يَبْنِىْ هٰذَا الْغُلاَمُ وَاَبُوْهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضَيِّعُ اَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَاتِيْهِ السُّيُوْلُ ، فَتَاخُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتّٰى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمْ اَوْ اَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمْ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءَ فَنَزَلُوْا فِىْ اَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَاَوْ طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا اِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلٰى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِىْ وَمَا فِيْهِ مَاءٌ فَاَرْسَلُوْا جَرِيًا اَوْ جَرِيَّيْنِ فَاِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوْا فَاَخْبَرُوْهُمْ بِالْمَاءِ فَاَقْبَلُوْا ، قَالَ وَاُمُّ اِسْمٰعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ ، فَقَالُوْا اَتَأْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ ، فَقَالَتْ نَعَمْ : وَلٰكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِى الْمَاءِ ، قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَلْفٰى ذٰلِكَ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ وَهِىَ تُحِبُّ الْاُنْسَ فَنَزَلُوْا وَاَرْسَلُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِهَا اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَاَنْفَسَهُمْ وَاَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ ، فَلَمَّا اَدْرَكَ زَوَّجُوْهُ اِمْرَاَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ ، فَجَاءَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اِسْمٰعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ تَجِدْ اِسْمٰعِيْلُ فَسَأَلَ اِمْرَاَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِىْ لَنَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِىْ ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ ، فَشَكَتْ

اِلَيْهِ ، قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اَقْرِئِىْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَقُوْلِىْ لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ اِسْمٰعِيْلُ كَاَنَّهُ اٰنَسَ شَيْئًا ، فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ اَحَدٍ ، قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ وَسَاَلَنِيْ كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا فِىْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ ، قَالَ فَهَلْ اَوْصَاكِ بِشَىْءٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُوْلُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ : ذَاكِ اَبِىْ وَقَدْ اَمَرَنِيْ اَنْ اُفَارِقَكِ اَلْحَقِىْ بِاَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ اُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ اِبْرَاهِيْمُ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَدَخَلَ عَلٰى اِمْرَاَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِىْ لَنَا ، قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ ؟ وَسَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ ، وَاَثْنَتْ عَلَى اللّٰهِ ، فَقَالَ : مَاطَعَامُكُم؟ قَالَتِ اللَّحْمُ قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ الْمَاءُ ، قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ اللَّحْمِ وَالْمَاءِ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ قَالَ فَهُمَا لاَ يَخْلُوْ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ اِلاَّ لَمْ يُوْافِقَاهُ ، قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرِئِىْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَمُرِيْهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ اِسْمُعِيْلُ قَالَ هَلْ اَتَاكُمْ مِنْ اَحَدٍ ، قَالَتْ نَعَمْ اَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَاَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَاَلَنِىْ عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ ، فَسَاَلَنِى كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا بِخَيْرٍ ، قَالَ فَاَوْصَاكِ شَىْءٍ ، قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَاُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَاْمُرُكَ اَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ ذَاكَ اَبِىْ وَاَنْتِ الْعَتَبَةُ اَمَرَنِىْ اَنْ اُمْسِكَكِ ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِسْمٰعِيْلَ يَبْرِىْ

نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَاهُ قَامَ اِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلِدِ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمٰعِيْلُ اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِى بِاَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا اَمْرَكَ رَبُّكَ ، قَالَ وَتُعِيْنُنِيْ ؟ قَالَ وَاُعِيْنُكَ ، قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَبْنِىْ هَاهُنَا بَيْتًا وَاَشَارَ اِلٰى اَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلٰى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمٰعِيْلَ يَاْتِىْ بِالْحِجَارَةِ وَاِبْرَاهِيْمُ يَبْنِيْ حَتّٰى اِذَا اَرْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِىْ وَاِسْمٰعِيْلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، قَالَ فَجَعَلاَ يَبْنِيَانِ حَتّٰى يَدُوْرَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

৩১২৫ আবদুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ (র) .... সাঈদ ইব্‌নে জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (আ)-এর মায়ের (হাযেরা) নিকট থেকে। হাযেরা (আ) কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ (আ) থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। তারপর (আল্লাহ্‌র হুকুমে) ইব্‌রাহীম (আ) হাযেরা (আ) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আ)-কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হাযেরা (আ) শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত, ইব্‌রাহীম (আ) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি। এরপর ইব্‌রাহীম (আ) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আ)-এর মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইব্‌রাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন ? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে (পানাহারের) কোন ব্যবস্থা। তিনি একথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা (আ) তাঁকে বললেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ্ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। হাযেরা (আ) বললেন, তাহলে আল্লাহ্ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইব্‌রাহীম (আ)ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, তখন তিনি কা'বা

ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় ... ... যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (১৪: ৩৭) (এ দু'আ করে ইব্‌রাহীম (আ) চলে গেলেন) আর ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে পিপাসিত হলেন, এবং তাঁর (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) শিশু পুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির প্রতি দেখতে লাগলেন। পিপাসায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এ করুন অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা' কে একমাত্র তাঁর নিকটমত পর্বত হিসাবে পেলেন। এরপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন আর ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায়ও কাউকে দেখা যায় কিনা ? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের ন্যায় ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা ? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এজন্যই মানুষ (হজ্জ বা উমরার সময়) এ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে। এরপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। (মনোযোগ দিয়ে শুনি।) তিনি একাগ্রচিত্তে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ, আর আমিও শুনেছি)। যদি তোমার কাছে কোন সাহায্যকারী থাকে (তাহলে আমাকে সাহায্য কর)। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফিরিশ্‌তা দেখতে পেলেন। সেই ফিরিশ্‌তা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা (আ)-এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধা দিয়ে একে হাউযের ন্যায় করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপছে উঠতে থাকলো। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ্ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হতো। রাবী বলেন, তারপর হাযেরা (আ) পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফিরিশ্‌তা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহ্‌র ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ্ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহ্‌র ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এরপর হাযেরা (আ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে (ইয়ামান দেশীয়) জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কার নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল

একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাঈল (আ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। এরপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাযেরা (আ) ইন্তিকাল করেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। এরপর তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজায় চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। এরপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন (তাঁর পিতা ইব্‌রাহীম (আ)-এর আগমনের) কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বলল, হাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, ইনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জনদের কাছে চলে যাও। এ কথা বলে, ইসমাঈল (আ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। এরপর ইব্‌রাহীম (আ) এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন। তারপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল (আ)-এর দেখা পেলেন না। তিনি ছেলের বউয়ের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইব্‌রাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেমন আছ?

তিনি তাদের জীবনযাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভাল এবং স্বচ্ছলতার মধ্যেই আছি। আর সে আল্লাহ্‌র প্রশংসাও করলো। ইব্‌রাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? সে বলল, গোশ্‌ত্‌। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি? সে বলল, পানি। ইব্‌রাহীম (আ) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্‌! তাদের গোশ্‌ত্‌ ও পানিতে বরকত দিন। নবী ﷺ বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইব্‌রাহীম (আ) সে বিষয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশ্‌ত্‌ ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারেনা। কেননা, শুধু গোশ্‌ত্‌ ও পানি জীবনযাপনের অনুকূল হতে পারে না। ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে আমার সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। এরপর ইসমাঈল (আ) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হাঁ। একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করলো, (তারপর বললো) তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। এরপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল (আ) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বললো, হাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, ইনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। একথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। এরপর ইব্‌রাহীম (আ) এদের থেকে দূরে রইলেন, যদ্দিন আল্লাহ্‌ চাইলেন। এরপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন,) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল (আ) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেরূপ করে থাকে তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। এরপর ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, হে ইসমাঈল। আল্লাহ্‌ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল (আ) বললেন, আমি আপনার সাহায্য করব। ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ্‌ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে, তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আ) পাথর আনতেন, আর ইব্‌রাহীম (আ) নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ) (মাকামে ইব্‌রাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইব্‌রাহীম (আ) এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইব্‌রাহীম (আ) তার উপর দাঁড়িয়ে নিমার্ণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব। আমাদের থেকে (একাজ) কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন। এবং কা'বা ঘরের চার দিকে ঘুরে ঘুরে এ দু'আ করতে থাকেন। "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ শ্রমটুকু) কবূল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।" (২ঃ১২৭)

٣١٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهْلِهٖ مَاكَانَ خَرَجَ بِاِسْمٰعِيْلَ وَاُمِّ اِسْمٰعِيْلَ ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا ، حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَوْضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ اِبْرَاهِيْمُ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاَتْبَعَتْهُ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ ، حَتّٰى لَمَّا بَلَغُوْا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَّرَائِهٖ يَااِبْرَاهِيْمُ اِلٰى مَنْ تَتْرُكُنَا ؟ قَالَ اِلَى اللّٰهِ ، قَالَتْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ ، قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا حَتّٰى لَمَّا فَنِىَ الْمَاءُ ، قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّىْ اُحِسُّ اَحَدً ، قَالَ فَذَهَبَتَ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ ، وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ اَحَدًا ، فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا ، فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِىَ سَعَتْ وَاَتَتِ الْمَرْوَةَ وَفَعَلَتْ ذٰلِكَ اَشْوَاطًا ، ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِيْ الصَّبِىَّ ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَاِذَا هُوَ عَلٰى حَالِهٖ كَاَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا ، فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّىْ اُحِسُّ اَحَدًا ، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنْظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا ، حَتّٰى اَتَمَّتْ سَبْعًا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَافَعَلَ فَاِذَا هِىَ بِصُوْتٍ ، فَقَالَتْ اَغِثْ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَاِذَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهٖ هٰكَذَا ، وَغَمَزْ بِقَعْبِهٖ عَلَى الْاَرْضِ ، قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ ، فَدَهِشَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ ، قَالَ فَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ

كَانَ الْـمَـاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْـمَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا ، قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمْ بِبَطْنِ الْوَادِيْ ، فَاِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوْا ذٰلِكَ ، وَقَالُوْا مَايَكُوْنُ الطَّيْرُ اِلاَّ عَلٰى مَاءٍ ، فَبَعَثُوْا رَسُوْلَهُمْ فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَ بِالْـمَاءِ ، فَاَتَا هُمْ فَاَخْبَرَهُمْ فَاَتُوْا اِلَيْهَا فَقَالُوْا يَا اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا نَكُوْنَ مَعَكِ اَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيْهِمْ اِمْرَاَةً ، قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ ، فَقَالَ لِاَهْلِهٖ اِنِّيْ مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ ؟ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ ، قَالَ قُوْلِيْ لَهُ اِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَيْتِكَ ، فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِيْ اِلٰى اَهْلِكِ ، قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهٖ اِنِّيْ مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ ، فَجَاءَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ ؟ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ، فَقَالَتْ اَلاَتَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ ، فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْـمَاءُ ، قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ ، قَالَ فَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهٖ اِنِّيْ مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ فَجَاءَ فَوَافَقَ اِسْمٰعِيْلَ مِنْ وَّرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبَلاً لَهُ ، فَقَالَ يَااِسْمٰعِيْلُ اِنَّ رَبَّكَ اَمَرَنِيْ اَنِ ابْنِيْ لَهُ بَيْتًا ، قَالَ اَطِعْ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدْ اَمَرَنِيْ اَنْ تُعِيْنَنِيْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلُ ، اَوْكَمَا قَالَ ، قَالَ : فَقَامَا فَجَعَلَ اِبْرَاهِيْمُ يَبْنِيْ وَاِسْمٰعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلاَنِ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، قَالَ حَتّٰى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلٰى نَقْلِ الْحِجَارَةِ ،

فَقَامَ عَلٰى حَجَرِ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

৩১২৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী (সারার) মাঝে যা হওয়ার হয়ে গেল, তখন ইব্রাহীম (আ) (শিশুপুত্র) ইসমাঈল এবং তাঁর মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসামাঈল (আ)-এর মা মশক থেকে পানি পান করতেন। ফলে শিশুর জন্য তাঁর স্তন্যে দুধ বাড়তে থাকে। অবশেষে ইব্রাহীম (আ) মক্কায় পৌঁছে হাযেরাকে (শিশুপুত্র ইসমাঈলসহ) একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর ইব্রাহীম (আ) আপন পরিবার (সারার) নিকট ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আ)-এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করলেন। অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি পিছন থেকে ডেকে বললেন, হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? ইব্রাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ্র কাছে। হাযেরা (আ) বললেন, আমি আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর হাযেরা (আ) ফিরে আসলেন, তিনি মশক থেকে পানি পান করতেন আর শিশুর জন্য (তাঁর স্তন্যের) দুধ বাড়ত। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাঈল (আ)-এর মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতাম! তাহলে হয়ত কোন মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর ইসমাঈল (আ)-এর মা গেলেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলেন না। (এরপর যখন নীচু ভূমিতে পৌঁছলেন) তখন দ্রুত বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন। এবং এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় তিনি (মনে মনে) বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশুটি কি করছে। এরপর তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তাঁর মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, যদি সেখানে (আবার) যেতাম এবং এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম। সম্ভবতঃ কাউকে দেখতে পেতাম। এরপর তিনি গেলেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিক সেদিক দেখলেন এবং গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি সাতটি চক্কর পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি যেতাম তখন দেখতাম যে সে কি করছে। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আপনার কোন সাহায্য করার থাকে তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাঈল (আ)-কে দেখতে পেলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, তখন তিনি (জিবরাঈল) তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এরূপ করলেন অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা যমীনের উপর আঘাত করলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, তখনই পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাঈল (আ)-এর মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খনন করতে লাগলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন, হাযেরা (আ) যদি একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন তাহলে পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, তখন হাযেরা (আ) পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর সন্তানের জন্য তাঁর দুধ বাড়তে থাকে। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর জুরহুম গোত্রের (ইয়ামন দেশীয়) একদল লোক উপত্যকার নীচু ভূমি দিয়ে

অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না আর তারা বলতে লাগল এসব পাখি তো পানি ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন দূত পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মাওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের কাছে ফিরে আসল এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। এরপর তারা হাযেরা (আ)-এর কাছে এসে বলল, হে ইসমাঈলের মা। আপনি কি আমাদেরকে আপনার কাছে থাকা অথবা (রাবী বলেছেন), আপনার কাছে বসবাস করার অনুমতি দিবেন? (হাযেরা (আ) তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেটে গেল)। এরপর তাঁর ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি (ইসমাঈল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়ে বিয়ে করলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, পুনরায় ইব্রাহীম (আ)-এর মনে জাগল (ইসমাঈল এবং তাঁর মা হাযেরার কথা) তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে (সারা) বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে চাই। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর তিনি (তাদের কাছে) আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল (আ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইব্রাহীম (আ) বললেন, সে যখন আসবে তখন তুমি তাকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, "তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে।" ইসমাঈল (আ) যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন, তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার কাছে চলে যাও। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, অতঃপর (তাদের কথা) ইব্রাহীম (আ)-এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা) কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি সেখানে আসলেন, এবং (পুত্রবধুকে) জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল (আ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। পুত্রবধু তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না? কিছু পানাহার করবেন না? তখন ইব্রাহীম (আ) বললেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি? স্ত্রী বলল, আমাদের খাদ্য হল গোশ্ত আর পানীয় হল পানি। তখন ইব্রাহীম (আ) দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ্! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন।" রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, ইব্রাহীম (আ)-এর দু'আর কারণেই (মক্কার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে) বরকত রয়েছে। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, আবার কিছুদিন পর ইব্রাহীম (আ)-এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি এলেন এবং ইসমাঈলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। তখন ইবরাহীম (আ) ডেকে বললেন, হে ইসমাঈল! তোমার রব তাঁর জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইব্রাহীম (আ) বললেন, তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যেন আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা কর। ইসমাঈল (আ) বললেন, তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। এরপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইব্রাহীম (আ) ইমারত বানাতে লাগলেন আর ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন আর তাঁরা উভয়ে এ দু'আ করছিলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজ কবূল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং জানেন। রাবী বলেন, এরি মধ্যে প্রাচীর উঁচু হয়ে গেল আর বৃদ্ধ ইব্রাহীম (আ) এতটা উঠতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি (মাকামে

ইব্‌রাহীমের) পাথরের ওপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল তাঁকে পাথর এগিয়ে দিতে লাগলেন আর উভয়ে এ দু'আ পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজটুকু কবূল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। (২ ঃ ১২৭)

٣١٢٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْاَرْضِ اَوَّلُ ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ : ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى ، قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ، ثُمَّ اَيْنَمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهِ فَاِنَّ الْفَضْلَ فِيْهِ -

৩১২৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ তৈরী করা হয়েছে ? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন, মসজিদে আক্‌সা। আমি বললাম, উভয় মসজিদের (তৈরীর) মাঝে কত ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। (তিনি আরো বললেন) এরপর তোমার যেখানেই সালাতের সময় হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কেননা এর মধ্যে ফযীলত নিহিত রয়েছে।

٣١٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ ، فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩১২৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত ওহোদ পাহাড় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ্! ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হরম ঘোষণা করছে আর আমি হরম ঘোষণা করছি এ পাহাড়ের উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থানকে (মদীনাকে)। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা)-ও নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣١٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ اَبِىْ بَكْرٍ اَخْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرٰى اَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ ، فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ؟ فَقَالَ : لَوْلاَ حِدثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ ، اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ -

৩১২৯ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আয়েশা (রা)-কে বলেছেন, তুমি কি জান ? তোমার কাউম যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করেছে, তখন তারা ইব্‌রাহীম (আ)-এর ভিত্তি থেকে তা ছোট করেছে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তা ইব্‌রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করবেন না ? তিনি বললেন, যদি তোমার কউম কুফ্‌রী থেকে সদ্য আগত না হতো, (তাহলে আমি তা করে দিতাম।) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, যদি আয়েশা (রা) এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে থাকেন, তবে আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতীমে কা'বার সংলগ্ন দু'টি কোণকে চুমু দেওয়া একমাত্র এ কারণে পরিহার করেছেন যে, কা'বা ঘর ইব্‌রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুরাপুরি নির্মাণ করা হয় নি। রাবী ইসমাঈল (র) বলেন, ইবন আবূ বকর হলেন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)।

٣١٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ اُبْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِىِّ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৩১৩০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবূ হুমাঈদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের উপর। আর আপনি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

٣١٣١ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَمُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ، حَدَّثَنَا زِيَادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ فَرْوَةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمِ الْهَمْدَانِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى اَنَّهُ سَمِعَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِىْ ، فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ، فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ -

৩১৩১ কায়স ইব্‌ন হাফস ও মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'আব ইব্‌ন উজরা (রা) আমার সাথে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে

এমন একটি হাদীয়া দেব না যা আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি? আমি বললাম হাঁ, আপনি আমাকে সে হাদীয়াটি দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বায়তের উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ্ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার ওপর সালাম করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, "হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইব্রাহীম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহীম (আ) এবং ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।

٣١٣٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَا كُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ : اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ -

৩১৩২ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান এবং হুসাইন (রা)-এর জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা (ইব্রাহীম (আ) ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-এর জন্য এ দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন। (দু'আটি হলো,) আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালিমাত দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ্ চাচ্ছি।

٢٠١٠. بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ الْاٰيَةِ لاَ تَوْجَلْ لاَتَخَفْ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى الْاٰيَة

২০১০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ (হে মুহাম্মদ) আপনি তাদেরকে ইব্রাহীম (আ)-এর মেহমানগণের ঘটনা জানিয়ে দিন। যখন তারা তাঁর নিকট এসেছিলেন(১৫ ঃ ৫১-৫২) لاَتَوْجَلْ ভয় পাবেন না। (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ স্মরণ করুন যখন ইব্রাহীম (আ) বললেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবন দান করেন। (২ ঃ ২৬০)

٣١٢٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ : رَبِّ اَرْنِىْ كَيْفَ تُحِى الْمَوْتٰى قَالَ اَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ، وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ ، طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لاَجَبْتُ الدَّاعِىَ -

৩১৩৩ আহমদ ইব্ন সালিহ (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (ইব্রাহীম (আ) তাঁর চিত্ত প্রশান্তির জন্য মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একে যদি "শক" বলে অভিহিত করা হয় তবে এরূপ "শক" এর ব্যাপারে আমরা ইব্রাহীম (আ) চাইতে অধিক উপযোগী। যখন ইব্রাহীম (আ) বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ্ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, হাঁ, (অবশ্যই বিশ্বাস করি।) তা সত্ত্বেও (এ জিজ্ঞাসা এজন্য যে) যাতে আমার চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। (২ ঃ ২৬০) এরপর (নবী ﷺ লুত (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন।) আল্লাহ্ লুত (আ)-এর প্রতি রহম করুন। তিনি (আল্লাহ্র দীন প্রচারের সহায়তার জন্য) একটি সুদৃঢ় খুঁটির (দলের) আশ্রয় চেয়েছিলেন আর আমি যদি কারাগারে এত দীর্ঘ সময় থাকতাম যত দীর্ঘ সময় ইউসুফ (আ) কারাগারে ছিলেন তবে (বাদশাহর পক্ষ থেকে) তার ডাকে সাড়া দিতাম।[১]

٢٠١١. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

২০১১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং স্মরণ করুন এই কিতাবে (কুরআনে) ইসমাঈলের কথা, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ (১৯ ঃ ৫৪)

১. ইউসুফ (আ) সুদীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত কয়েদখানায় বন্দী থাকার পর বাদশাহ্ যখন মুক্তির হুকুম দিলেন, তখন সাথে সাথে তিনি তা কবূল করলেন না। বরং বললেন, আমার প্রতি আরোপিত কলঙ্ক ও অপরাধের তদন্ত করা হোক। এর মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমি কয়েদখানা ত্যাগ করব না। এখানে তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অসীম ধৈর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। আর লুত (আ)-এর সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

٣١٣٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى نَفَرٍ مِّنْ اَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْمُوْا بَنِىْ اِسْمٰعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا اُرْمُوْا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ قَالَ : فَاَمْسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِاَيْدِيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكُمْ لاَ تَرْمُوْنَ ؟ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَرْمِىْ وَاَنْتَ مَعَهُمْ فَقَالَ اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ ـ

৩১৩৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইয়ামানের) আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তারা তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বনী ইসমাঈল! তোমরা তীরন্দাজী করে যাও। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ (ইসমাঈল (আ) তীরন্দাজ ছিলেন। সুতরাং তোমরাও তীরন্দাজী করে যাও আর আমি অমুক গোত্রের লোকদের সাথে আছি। রাবী বলেন, (এ কথা শুনে) তাদের এক পক্ষ হাত চালনা থেকে বিরত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হল, তোমরা যে তীরন্দাজী করছ না ? তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি তো তাদের সাথে রয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তীর ছুঁড়তে থাক, আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি।

٢٠١٢. بَابُ قِصَّةُ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّبِىُّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىُّ ﷺ

২০১২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (আ)-এর ঘটনা। এ সম্পর্কে ইব্‌ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٢٠١٣. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ الْاٰيَةِ

২০১৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন ইয়াকূব (আ)-এর মৃত্যুকাল এসে হাযির হয়েছিল, তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে ? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছিলেন (২ ঃ ১৩৩)

٣١٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ اَكْرَمُهُمْ اَتْقَاهُمْ ، قَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ : لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنَ خَلِيْلِ اللّٰهِ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ ، قَالَ اَفَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِّىْ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا -

৩১৩৫ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, লোকদের মধ্যে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্ ভীরু, সে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত। সাহাবা কিরাম বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ ! আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহ্র নবী ইউসুফ ইব্ন আল্লাহ্র নবী (ইয়াকুব) ইব্ন আল্লাহ্র নবী (ইসহাক) ইব্ন আল্লাহ্র খালীল ইব্রাহীম (আ)। তাঁরা বললেন, আমরা এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আমাকে আরবদের উচ্চ বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ ? তারা বলল, হাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন, জাহেলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে থাকেন।

٢٠١٤. بَابُ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ..... فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ

২০১৪. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ করুন, লূতের কথা), যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিলেন; তোমরা কি অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকবে ? .... এই সতর্ককৃত লোকদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি কতইনা নিকৃষ্ট ছিল (২৭ ঃ ৫৪-৫৮)

٣١٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلُوْطٍ اِنْ كَانَ لَيَأْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ -

৩১৩৬ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ লুত (আ)-কে ক্ষমা করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেন।

٢٠١٥. بَابُ قَوْلِهِ : فَلَمَّا جَاءَ اٰلَ لُوْطٍ ن الْمُرْسَلُوْنَ ، قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ اَنْكَرَهُمْ وَنَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ يُهْرَعُوْنَ يُسْرِعُوْنَ ، دَابِرَ اٰخِرَ صَيْحَةٌ هَلَكَةٌ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ لَبِسَبِيْلٍ لَبِطَرِيْقٍ بِرُكْنِهِ بِمَنْ مَعَهُ تَرْكَنُوْا تَمِيْلُوْا لاَنَّهُمْ قُوَّتُهُ

২০১৫. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র তা'আলার বাণী ঃ এরপর যখন আল্লাহ্র ফিরিশ্তাগণ লুত পরিবারের নিকট আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা তো অপরিচিত লোক। (১৫ ঃ ৬১-৬২) اَنْكَرَهُمْ - نَكِرَهُمْ - اِسْتَنْكَرَهُمْ একই অর্থে ব্যবহৃত يُهْرَعُوْنَ অর্থ দ্রুত চলল دَابِرَ অর্থ শেষ صَيْحَةٌ অর্থ ধ্বংস لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ অর্থ প্রত্যক্ষকারীদের জন্য لَبِسَبِيْلٍ অর্থ রাস্তার بِرُكْنِهِ অর্থ সংগীদেরসহ কেননা, তাঁরাই তার শক্তি। تَرْكَنُوْا অর্থ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল

٣١٣٧ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِىُّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ -

৩১৩৭ মাহ্মূদ (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (দাল دال সহ) পড়েছেন।

٢٠١٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا وَقَوْلِهِ : كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحِجْرُ مَوْضِعُ ثَمُوْدَ وَاَمَّا حَرْثٌ حِجْرٌ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مَمْنُوْعٍ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ حِجْرٌ مَحْجُوْرٌ وَالْحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ تَبْنِيْهِ ، وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَاَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُوْمٍ ، مِثْلُ قَتِيْلٍ مِنْ مَقْتُوْلٍ وَيُقَالُ لِلْاُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ وَحِجًى ، وَاَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ الْمَنْزِلُ ـ

২০১৬. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর সামুদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই সালিহকে (আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম।) (১১ ঃ ৬১) আল্লাহ্ আরো বলেন, হিজরবাসীরা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। (১৫ ঃ ৮০) اَلْحِجْرُ সামূদ সম্প্রদায়ের বসবাসের স্থান। حَرْثٌ حِجْرٌ অর্থ নিষিদ্ধ ক্ষেত। প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুকে حجر বলা হয়। আর এ অর্থেই حِجْرٌ مَحْجُوْرٌ বলা হয়ে থাকে। اَلْحِجْرُ তুমি যে সব ভবন নির্মাণ কর। তুমি যমীনের যে অংশ ঘেরাও করে রাখ তাও حجر। এ কারণেই হাতীমে কা'বাকে حِجْرٌ নামে অভিহিত করা হয়। তা যেন حَطِيْم শব্দটি مَحْطُوْمٍ অর্থে ব্যবহৃত যেমন قَتِيْلٍ শব্দটি مَقْتُوْلٌ অর্থে ব্যবহৃত। ঘোড়ীকেও حِجْرٌ বলা হয়। আর বুদ্ধি-বিবেকের অর্থে حِجْرٌ وَحِجًى বলা হয়। তবে حَجْرُ الْيَمَامَةِ একটি স্থানের নাম

٣١٣٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الَّذِيْ عَقَرَ النَّاقَةَ قَالَ انْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُوْعِزٍّ وَمَنَعَةٍ فِيْ قَوْمِهِ كَاَبِيْ زَمْعَةَ ـ

৩১৩৮ হুমায়দী (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি এবং তিনি যে লোক (সালিহ (আ-এর) উটনী যখম করেছিল তার উল্লেখ করেছেন। তিনি

বলেছেন, উট্নীকে হত্যা করার জন্য এমন এক লোক (কিদার) তৈরী হয়েছিল যে তার গোত্রের মধ্যে প্রবল ও শক্তিশালী ছিল, যেমন ছিল আবূ যাম'আ।

٣١٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ اَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ اَبُوْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَمَرَهُمْ اَنْ لاَ يَشْرَبُوْا مِنْ بِئْرِهَا ، وَلاَ يَسْتَقُوْا مِنْهَا ، فَقَالُوْا قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا، وَاسْتَقَيْنَا فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَطْرَحُوْا ذٰلِكَ الْعَجِيْنَ وَيُهْرِيْقُوْا ذٰلِكَ الْمَاءَ وَيُرْوٰى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَاَبِى الشَّمُوْسِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِاِلْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ ـ

৩১৩৯ মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন আবুল হাসান (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন হিজর নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন এখানের কূপের পানি পান না করে, এবং মশকেও পানি ভরে না রাখে। তখন সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো এর পানি দ্বারা রুটির আটা গুলে ফেলেছি এবং পানিও ভরে রেখেছি। তখন নবী ﷺ তাদেরকে সেই আটা ফেলে দেয়ার এবং পানি ঢেলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সাবরা ইব্ন মা'বাদ এবং আবুশ শামূস (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খাদ্য ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর আবূ যার (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, এর পানি দ্বারা যে আটা গুলেছে (সে যেন তা ফেলে দেয়।)

٣١٤٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْضَ ثَمُوْدَ الْحِجْرِ وَاسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَاعْتَجَنُوْا بِهٖ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُهْرِيْقُوْا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَاَنْ يَعْلِفُوْا الْاِبِلَ الْعَجِيْنَ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِىْ

كَانَ تَرِيْدُهَا النَّاقَةُ * تَابَعَهُ اُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ -

৩১৪০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে সামূদ জাতির আবাসস্থল 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন আর তখন তারা এর কূপের পানি মশক ভরে রাখলেন এবং এ পানি দ্বারা আটা গুলে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা ঐ কূপ থেকে যে পানি ভরে রেখেছে, তা যেন ফেলে দেয় আর পানিতে গোলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায় আর তিনি তাদের হুকুম করলেন তারা যেন ঐ কূপ থেকে মশক ভরে নেয় যেখান থেকে (সালিহ (আ)-এর উটনীটি পানি পান করত। উসামা (র) নাফি (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় উবায়দুল্লাহ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣١٤١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَ الرَّحْلِ -

৩১৪১ মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (তাবুকের পথে) যখন 'হিজ্‌র' নামক স্থান অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন লোকদের আবাসস্থলে প্রবেশ করো না যারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছে। তবে প্রবেশ করতে হলে, ক্রন্দনরত অবস্থায়, যেন তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছিল তোমাদের প্রতি অনুরূপ বিপদ না আসে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহনের উপর বসা অবস্থায় নিজ চাদর দিয়ে চেহারা মোবারক ঢেকে নিলেন।

٣١٤٢ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا اَبِيْ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ -

৩১৪২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাবুকের পথে সাহাবাদেরকে) নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা একমাত্র ক্রন্দনরত অবস্থায়ই এমন লোকদের

আবাসস্থলে প্রবেশ করবে যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুল্‌ম করেছে। তাদের উপর যে মুসিবত এসেছে তোমাদের ওপরও যেন সে মুসিবত না আসে।

٢٠١٧. بَابٌ قَوْله : أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ

২০১৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন ইয়াকুব-এর নিকট মৃত্যু এসেছিল, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে ? (২ ঃ ১৩৩)

٣١٤٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ -

৩১৪৩ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সম্মানী ব্যক্তি– যিনি সন্তান সম্মানী ব্যক্তির, যিনি সন্তান সম্মানী ব্যক্তির, যিনি সন্তান সম্মানী ব্যক্তির, তিনি হলেন, ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (আ)।

٢٠١٨. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيَاتٌ لِلسَّائِلِيْنَ

২০১৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (১২ ঃ ৭)

٣١٤٤ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ

خَلِيْلِ اللّٰهِ ، قَالُوْا ، لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِّى النَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ـ

৩১৪৪ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, তাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। তারা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তাহলে, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ ইব্‌ন আল্লাহ্‌র নবী (ইয়াকুব) ইব্‌ন আল্লাহ্‌র নবী (ইসহাক) ইব্‌ন আল্লাহ্‌র খলিল (ইবরাহীম) (আ)। তাঁরা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার কাছে আরবের খনি অর্থাৎ গোত্রগুলোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ ? (তাহলে শুন) মানুষ খনি বিশেষ, জাহিলিয়্যাতের যুগে যারা তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তারা ইসলামী জ্ঞান লাভ করে।

٣١٤٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا

৩১৪৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٤٦ حَدَّثَنَا بَدَلُ ابْنُ الْمُحَبَّرِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا مُرِىْ اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ، قَالَتْ اِنَّهُ رَجُلٌ اَسِيْفٌ ، مَتٰى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ ، فَعَادَ فَعَادَتْ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرِىْ اَبَا بَكْرٍ ـ

৩১৪৬ বাদল ইব্‌ন মুহাব্বার (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, আবূ বাক্‌র (রা)-কে বল, তিনি যেন লোকদের সালাত আদায় করিয়ে দেন। আয়েশা (রা) বললেন, তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক। যখন আপনার জায়গায় তিনি দাঁড়াবেন, তখন- -বিনম্র অন্তর হয়ে পড়বেন। নবী ﷺ পুনরায় তাই বললেন, আয়েশা (রা) আবারও সেই উত্তর দিলেন, শোবা (র) বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বললেন, (হে আয়েশা (রা)!) তোমরা ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় নিন্দুক নারীদের মত। আবূ বকরকে বল, (সালাত আদায় করিয়ে দিক)।

٣١٤٧ حَدَّثَنَا رَبِيعُ ابْنُ يَحْيٰى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ كَذَا فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوْهُ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ فَاَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ رَجُلٌ رَقِيْقٌ -

৩১৪৭ রাবী ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি বললেন, আবূ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের সালাত আদায় করিয়ে দেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আবূ বকর (রা) তো একজন এমন (কোমল হৃদয়ের) লোক। এরপর নবী ﷺ অনুরূপ বললেন, তখন আয়েশা (রা) ও তদরূপই বললেন, তখন নবী ﷺ বললেন, আবূ বকরকে বল, (যেন সালাত আদায় করিয়ে দেন।) হে আয়েশা! নিশ্চয় তোমরা ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার নিন্দুক নারীদের ন্যায় হয়ে পড়েছ। এরপর আবূ বাক্‌র (রা) নবী ﷺ -এর জীবনকালে ইমামতী করলেন। রাবী হুসাইন (র) যায়িদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, এখানে رَجُل এর স্থলে رَجُلٌ رَقِيق আছে অর্থাৎ তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক।

٣١٤٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ -

৩১৪৮ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ্! আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রবীআকে (কাফিরদের অত্যাচার হতে) মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্! সালাম ইব্‌ন হিশামকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ্! দুর্বল মুমিনদেরকেও মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াওকে মজবুত করুন। হে

আল্লাহ্! এ গোত্রের উপর এমন দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন নাযিল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসূফ (আ)-এর যামানায় হয়েছিল।

٣١٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ هُوَ ابْنُ اَخِيْ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَاَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ اَتَانِي الدَّاعِيْ لاَجَبْتُهُ ـ

৩১৪৯ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ লূত (আ)-এর উপর রহম করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় নিয়েছিলেন আর ইউসূফ (আ) যত দীর্ঘ সময় জেলখানায় কাটিয়েছেন, আমি যদি অত দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতাম এবং পরে বাদশাহর দূত (মুক্তির আদেশ নিয়ে) আমার নিকট আসত তবে নিশ্চয়ই আমি তার ডাকে সাড়া দিতাম।

٣١٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ اُمَّ رُوْمَانَ وَهِيَ اُمُّ عَائِشَةَ عَمَّا قِيْلَ فِيْهَا مَا قِيْلَ قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ اِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَاَةٌ ، مِنَ الْاَنْصَارِ وَهِيَ تَقُوْلُ فَعَلَ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ قَالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ اِنَّهُ نَمٰى ذِكْرَ الْحَدِيْثِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَيُّ حَدِيْثٍ فَاَخْبَرَتْهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ ، فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا اَفَاقَتْ اِلاَّ وَعَلَيْهَا حُمّٰى بِنَافِضٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِهٰذِهِ قُلْتُ : حُمّٰى اَخَذَتْهَا مِنْ اَجْلِ حَدِيْثٍ تُحَدِّثَ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُوْنِيْ وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لاَ تَعْذِرُوْنِيْ ، فَمَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ ، فَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ

فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ مَااَنْزَلَ فَاخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ لاَ بِحَمْدِ اَحَدٍ -

৩১৫০ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র) .... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রুমানার নিকট আয়েশার বিষয়ে যে সব মিথ্যা অপবাদের কথা বলাবলি হচ্ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি আয়েশার সাথে একত্রে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা একথা বলতে বলতে আমাদের নিকট প্রবেশ করল। আল্লাহ্ অমুককে শাস্তি দিক। আর শাস্তি তো দিয়েছেন। একথা শুনে উম্মে রুমানা (রা) বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম একথা বলার কারণ কি ? সে মহিলাটি বলল, ঐ লোকটিই তো কথাটির চর্চা করছে। তখন আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কথাটির ? এরপর সে আয়েশা (রা)-কে বিষয়টি জানিয়ে দিল। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টি কি আবূ বকর (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও শুনেছেন ? সে বলল, হ্যাঁ! এতে আয়েশা (রা) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে তাঁর হুশ ফিরে আসল তবে তাঁর শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসল। এরপর নবী ﷺ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি হল ? আমি বললাম, তাঁর সম্পর্কে যা কিছু রটেছে তাতে সে (মনে) আঘাত পেয়েছে ফলে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। এ সময় আয়েশা (রা) উঠে বসলেন, আর বলতে লাগলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি যদি কসম খেয়ে বলি তবুও আপনারা আমায় বিশ্বাস করবেন না আর যদি উযর পেশ করি তাও আপনারা আমার উযর শুনবেন না। অতএব এখন আমার ও আপনাদের অবস্থা হল ইয়াকুব (আ) এবং তাঁর সন্তানদের মতো। আপনারা যা বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য চাওয়া হল। এরপর নবী ﷺ ফিরে চলে গেলেন এবং আল্লাহ্ যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন। তখন নবী ﷺ এসে আয়েশা (রা)-কে এ সংবাদ জানালেন। আয়েশা (রা) বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহ্রই প্রশংসা করব, অন্য কারো প্রশংসা নয়।

٣١٥١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَرَاَيْتِ قَوْلَهُ : حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا ، اَوْ كُذِّبُوْا ، قَالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ ، فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا اَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ فَقَالَتْ : يَاعُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا بِذٰلِكَ ، قُلْتُ فَلَعَلَّهَا اَوْ كُذِبُوْا ، قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا ، وَاَمَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَالَتْ هُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوْهُمْ ،

وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوْا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّٰهِ * اسْتَيْأَسُوْا اسْتَفْعَلُوْا مِنْ يَئِسْتُ مِنْهُ أَيْ مِنْ يُوْسُفَ لاَ تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ مَعْنَاهُ مِنَ الرَّجَاءِ -

৩১৫১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র) .... উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا আয়াতাংশের মধ্যে كُذِّبُوْا হবে, না كُذِبُوْا হবে ? (যাল হরফে তাশদীদ সহ পড়তে হবে না তাশদীদ ব্যতীত) ? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, (এখানে كُذِبُوْا নয়, كُذِّبُوْا হবে) কেননা, তাঁদের কাওম তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। (উরওয়াহ (র) বলেন) আমি বললাম, মহান আল্লাহ্র কসম, রাসূলগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের কাওম তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আর তাতো সন্দেহের বিষয় ছিল না। (কাজেই, এখানে كُذِّبُوْا হবে কিভাবে ?) তখন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে উরাইয়্যাহ্! এ ব্যাপারে তাদের তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। (অর্থাৎ এখানে তিনি ظَنٌّ -কে يَقِيْنٌ অর্থে নিয়েছেন।) (উরওয়াহ্ (র) বলেন) আমি বললাম, সম্ভবতঃ এখানে كُذِبُوْا হবে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, মাআযাল্লাহ্ (আল্লাহ্র পানাহ্), রসূলগণ কখনো আল্লাহ্ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতেন না। (অর্থাৎ كُذِبُوْا হলে অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্ পাক রসূলগণের সাথে মিথ্যা বলেছেন। অথচ রসূলগণ কখনো এরূপ ধারণা করতে পারে না।) তবে এ আয়াত সম্পর্কে আয়েশা (রা) বলেন, তারা রসূলগণের অনুযায়ী যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছেন এবং রসূলগণকে বিশ্বাস করেছেন। তাঁদের উপর আযমায়েশ (ঈমানের পরীক্ষা) দীর্ঘায়িত হয়। তাঁদের প্রতি সাহায্য পৌঁছতে বিলম্ব হয়। অবশেষে রসূলগণ যখন তাঁদের কাওমের লোকদের মধ্যে যারা তাঁদেরকে মিথ্যা মনে করেছে, তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা এ ধারণা করতে লাগলেন যে তাঁদের অনুসারীগণও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবেন, ঠিক এ সময়ই মহান আল্লাহ্র সাহায্য পৌঁছে গেল। اسْتَيْأَسُوْا শব্দটি اسْتَفْعَلُوْا -এর ওযনে এসেছে। يَئِسْتُ مِنْهُ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তারা ইউসূফ (আ) থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। لاَتَيْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ -এর অর্থ- তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

٣١٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ـ

৩১৫২ আবদা (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সম্মানিত ব্যক্তি– যিনি সন্তান সম্মানিত ব্যক্তির, যিনি সন্তান সম্মানিত ব্যক্তির, যিনি সন্তান সম্মানিত ব্যক্তির, তিনি হলেন ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (আ)।

٢٠١٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادٰى رَبَّهُ الْاٰيَةَ أُرْكُضْ اِضْرِبْ يَرْكُضُوْنَ يَعْدُوْنَ

২০১৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (আর স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা। যখন তিনি তাঁর রবকে ডাকলেন ....২১ ঃ ৮৩) أُرْكُضْ অর্থ আঘাত কর। يَرْكُضُوْنَ অর্থ দ্রুত বলে

٣١٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ يَحْثِيْ فِيْ ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوْبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى ، قَالَ بَلٰى يَارَبِّ وَلٰكِنْ لَاغِنٰى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ ـ

৩১৫৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল জু'ফী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, একদা আইয়্যূব (আ) নগ্ন দেহে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দু'হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়্যূব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেই নি ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, হে রব ! কিন্তু আমি আপনার বরকতের অমুখাপেক্ষী নই।

٢٠٢٠. بَابٌ وَاذْكُرْفِي الْكِتَابِ مُوْسٰى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا اِلٰى قَوْلِهٖ : نَجِيًّا، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلْاِثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ نَجِىٌّ وَيُقَالُ : خَلَصُوْا نَجِيًّا اعْتَزَلُوْا نَجِيًّا وَالْجَمِيْعُ اَنْجِيَةٌ يَتَنَاجَوْنَ

২০২০. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ আর স্মরণ কর কিতাবে মূসার কথা। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন, বিশেষ মনোনীত অন্তরঙ্গ আলাপে (১৯ ঃ ৫১-৫২) এই تلقف تلقم একবচন দ্বিবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রেও نَجِى বলা হয়। خَلَصُوْا نَجِيًّا অর্থ অন্তরঙ্গ আলাপে নির্জনতা অবলম্বন করা। এর বহুবচন اَنْجِيَةٌ ব্যবহৃত হয়। يَتَنَاجَوْنَ পরস্পর অন্তরঙ্গ আলাপ করে। تلقف অর্থ গ্রাস করে

٣١٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى خَدِيْجَةَ تَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ اِلٰى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ رَجُلًا تَنَصَّرَ يَقْرَاُ الْاِنْجِيْلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةُ مَاذَا تَرٰى؟ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى وَاِنْ اَدْرَكَنِىْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ، النَّامُوْسُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِىْ يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهٖ -

৩১৫৪ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসূফ (র) .... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী ﷺ (হেরা পর্বতের গুহা থেকে) খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরে আসলেন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তখন খাদীজা (রা) তাঁকে নিয়ে ওয়ারকা ইব্ন নাওফলের নিকট গেলেন। তিনি খৃস্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় (অনুবাদ করে) ইনযীল পাঠ করতেন। ওয়ারকা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি দেখেছেন ? নবী ﷺ তাঁকে সব ঘটনা জানালেন। তখন ওয়ারকা বললেন, এত সেই নামুস (ফিরিশ্তা) যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে নাযিল করেছিলেন। আপনার সে সময় যদি আমি পাই, তবে সর্বশক্তি দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করব। নামুস অর্থ গোপন তত্ত্ব ও তথ্যবাহী যাকে কেউ কোন বিষয়ে খবর দেয় আর সে তা অপর থেকে গোপন রাখে।

٢٠٢١. بَابٌ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى اِذْ رَاٰى نَارًا اِلٰى قَوْلِهِ : بِالْوَادِىْ الْمُقَدَّسِ طُوًى ، انَسْتُ اَبْصَرْتُ نَارًا لَعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ الْاٰيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْمُقَدَّسُ الْمُبَارَكُ طُوًى اِسْمُ الْوَادِىْ ، سِيْرَتَهَا حَالَتَهَا ، وَالنُّهٰى التُّقٰى بِمَلْكِنَا بِاَمْرِنَا ، هَوٰى شَقِىَ فَارِغًا اِلاَّ مِنْ ذِكْرِ مُوْسٰى ، رِدْاًكَى يُصَدِّقُنِىْ ، وَيُقَالُ مُغِيْثًا اَوْ مُعِيْنًا ، يَبْطِشُ، وَيَبْطُشُ ، يَأْتَمِرُوْنَ يَتَشَاوَرُوْنَ دِرْاً عَوْنًا يَقَالُ قَدْ اردأته عَلٰى صنعته اى اعنته عَلَيْهَا ، وَالْجَذْوَةُ قِطْعَةٌ غَلِيْظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيْهَا لَهَبٌ ، سَنَشُدُّ سَنُعِيْنُكَ كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا وَقَالَ غَيْرُهُ كُلَّمَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ اَوْ فِيْهِ تَمْتَمَةٌ اَوْ فَأْفَأَةٌ ، فَهِىَ عُقْدَةٌ اَزْرِىْ ظَهْرِىْ فَيُسْحِتَكُمْ فَيُهْلِكَكُمْ الْمُثْلٰى تَأْنِيْثُ الْاَمْثَلِ يَقُوْلُ بِدِيْنِكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْمُثْلٰى خُذِ الْاَمْثَلَ ، ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا، يُقَالُ هَلْ اَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِى الْمُصَلّٰى الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ فَاَوْجَسَ اَضْمَرَ خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيْفَةٍ لِكَسْرَةِ الْخَاءِ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ عَلٰى جُذُوْعٍ ، خَطْبُكَ بَالُكَ ، مِسَاسَ مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ ، لَنُذَرِّيَنَّهُ الضَّحَاءُ الْحَرُّقُصِّيْهِ اتَّبِعِىْ اَثَرَهُ وَقَدْ يَكُوْنُ اَنْ تَقُصَّ الْكَلاَمَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ عَنْ بُعْدٍ وَعَنْ جَنَابَةٍ (لاتضعفا مكانا سوى متصف بينهم) وَعَنِ اجْتِنَابٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلٰى قَدَرٍ مَوْعِدٍ لاَتَنِيَا يَبَسًا يَابِسًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ الْحُلِىْ الَّذِىْ اسْتَعَارُوْا مِنْ اٰلِ

فِرْعَوْنَ ، فَقَذَفْتُهَا أَلْقَيْتُهَا ، أَلْقَى صَنَعَ فَنَسِيَ مُوسَى هُمْ يَقُولُوْنَهُ أَخْطَأَ الرَّبُّ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلاً فِي الْعِجْلِ

২০২১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে ? তিনি যখন আগুন দেখলেন .... 'তুমি 'তুয়া' নামক এক পবিত্র ময়দানে রয়েছ। (২০ঃ ৯-১৩) انست نارًا অর্থ আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জলন্ত অঙ্গার আনতে পারব .... (২০ঃ ১০) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন اَلْمُقَدَّسُ অর্থ বরকতময়। طُوًى একটি উপত্যকার নাম। سِيْرَتَهَا অর্থ তার অবস্থায়। النُّهٰى। অর্থ সাবধানতা অবলম্বন। بِمَلْكِنَا অর্থ আমাদের ইচ্ছামত هَوٰى অর্থ ভাগ্যাহত হয়েছে। فَارِغًا অর্থ মূসার স্মরণ ব্যাতীত সব কিছু থেকে শুনা হয়ে গেল। رِدْاً يُصَدِّقُنِىْ অর্থ সাহায্যকারী রূপে যেন সে আমাকে সমর্থন করে। এর অর্থ আরো বলা হয় আর্তনাদে সাড়াদানকারী বা সাহায্যকারী। يَبْطُشُ وَيَبْطِشُ একই অর্থ উভয় কিরাআতে। يَأْتَمِرُوْنَ অর্থ পরস্পর পরামর্শ করা। دِرْاً অর্থ সাহায্য করা। বলা হয় اردأته على صنعته অর্থ্যাৎ আমি তার কাজে সাহায্য করেছি। جَذْوَةٍ কাঠের বড় টুকরার অঙ্গার যাতে কোন শিখা। سَنَشُدُّ অর্থ অচিরেই আমি তোমার সাহায্য করব। বলা হয় যখন তুমি কারো সাহায্য করবে তখন তুমি যেন তার পার্শ্বদেশ হয়ে গেলে। এবং অন্যান্যগণ বলেন যে কোন অক্ষর উচ্চারণ করতে পারেনা অথবা তার মুখ থেকে তা, তা, ফা, ফা উচ্চারিত হয় তাকেই তোতলামী বলে। أَزْرِى অর্থ আমার পিঠ فَيُسْحِتَكُمْ অর্থ- সে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। الْمُثْلٰى শব্দটি أَمْثَلُ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। আয়াতে উল্লিখিত بِطَرِيقَتِكُمْ– অর্থ তোমাদের দীন। বলা হয়, خُذِ الْمُثْلٰى خُذِ الأَمْثَلَ অর্থ - উত্তমটি গ্রহণ করো। ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا অর্থাৎ তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে আসো। বলা হয়, তুমি কি আজ ছফ্‌ফে উপস্থিত হয়েছিলে অর্থাৎ যেখানে নামায পড়া হয় সেখানে ? فَأَوْجَسَ অর্থ - সে অন্তরে ভয় পোষণ করেছে। خِيفَةً মূলে خَوْفَةٌ خاء অক্ষরে যের হওয়ার কারণে واو– ياء তে পরিবর্তিত হয়েছে। فِى جُذُوْعِ النَّخْلِ এখানে فى– على অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। خَطْبُكَ অর্থ - তোমার অবস্থা। مِسَاسَ শব্দটি ماسه এর مصدر ; مسَاسًا لَنَنْسِفَنَّهُ অর্থ - আমি অবশ্যই তাকে উড়িয়ে দিব। اَلضُّحَاءُ অর্থ পূর্বাহ্ন, যখন সূর্যের তাপ বেড়ে যায়। قُصِّيْهِ তুমি তার পিছনে পিছনে যাও। কখনো এ

অর্থেও ব্যবহৃত হয় যে, তুমি তোমার কথা বলো যেমন, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ -এর মধ্যে এ অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ جُنُبٍ অর্থ - দূর থেকে। اجْتِنَابٌ جَنَابَةٌ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর মুজাহিদ (র) বলেন, عَلٰى قَدَرٍ অর্থ - নির্ধারিত সময়ে। لاَتَنِيَا অর্থ দুর্বল হয়োনা। مَكَانًا سُوًى অর্থ - তাদের মধ্যবর্তী স্থান। يَبَسًا অর্থ - শুকনা। مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ অর্থ - যে সব অলংকার তারা ফিরআউনের লোকদের থেকে ধার নিয়েছিল। فَقَذَفْتُهَا অর্থ - আমি তা নিক্ষেপ করলাম। اَلْقَى অর্থ বানালো। فَنَسِيَ مُوْسٰى অর্থ - তারা বলতে লাগলো, মূসা রবের তালাশে ভুল পথে গিয়েছে। اَنْ لاَّ يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ قَوْلاً অর্থ - তাদের কোন কথার প্রতি উত্তর সে দেয়না - এ আয়াতাংশ সামেরীর বাছুর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে

٣١٥٥ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِهِ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ * تَابَعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بْنُ اَبِىْ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩১৫৫ হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র) .... মালিক ইব্‌ন সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মিরাজ রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের কাছে এও বলেন, তিনি যখন পঞ্চম আকাশে এসে পৌঁছলেন, তখন হঠাৎ সেখানে হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি হলেন, হারূন (আ) তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন,মারহাবা পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবী। সাবিত এবং আব্বাদ ইব্‌ন আবূ আলী (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় কাতাদা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٠٢٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ، وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ، وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا - بَابٌ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ .... مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

২০২২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ (হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনার কাছে কি মূসার

বৃত্তান্ত পৌঁছেছে ? (২০ ঃ ৯) আর আল্লাহ্ মূসার সাথে সাক্ষাতে কথাবার্তা বলেছেন। (সূরা নিসা) ৪ ঃ ১৬৪

পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী) ফিরআউন বংশের এক ব্যক্তি যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত .... সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী। (৪০ ঃ ২৮)

٣١٥٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ رَاَيْتُ مُوْسٰى وَاِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسٰى فَأِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ اَحْمَرُ كَاَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ وَاَنَا اَشْبَهُ وُلْدِ اِبْرَاهِيْمَ بِهٖ ثُمَّ أُتِيْتُ بِاِنَاءَيْنِ فِيْ اَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْاٰخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْرَبْ اَيَّهُمَا شِئْتَ ، فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيْلَ اَخَذْتَ الْفِطْرَةَ ، اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ ـ

৩১৫৬ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে রাতে আমার মিরাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা (আ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন, হালকা পাতলা দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ইয়ামান দেশীয় শানুআ গোত্রের একজন লোক, আর আমি ঈসা (আ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন মধ্যম দেহবিশিষ্ট, গায়ের রং ছিল লাল। যেন তিনি এইমাত্র হাম্মাম থেকে বের হলেন। আর ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সাথে আমার চেহারায় মিল সবচেয়ে বেশী। তারপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। তার একটিতে ছিল দুধ আর অপরটিতে ছিল শরাব্। তখন জিব্রাঈল (আ) বললেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি ফিত্রাত বা স্বভাব ও প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। দেখুন, আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মাতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

٣١٥٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ اِلَى أَبِيْهِ وَذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ فَقَالَ مُوْسَى اٰدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَقَالَ عِيْسَى جَعْدٌ مَرْبُوْعٌ ، وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَذَكَرَ الدَّجَّالَ -

৩১৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তির একথা বলা উচিৎ হবেনা যে, আমি (নবী) ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার চেয়ে উত্তম। নবী ﷺ একথা বলতে গিয়ে ইউনুস (আ)-এর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন। আর নবী ﷺ মিরাজের রজনীর কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন মূসা (আ) বাদামী রং বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী ছিলেন। যেন তিনি শানুআ গোত্রের একজন লোক। তিনি আরো বলেছেন যে, ঈসা (আ) ছিলেন মধ্যমদেহী, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ব্যক্তি। আর তিনি দোযখের দারোগা মালিক এবং দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন।

٣١٥٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِىُّ عَنِ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمْ يَصُوْمُوْنَ يَوْمًا يَعْنِىْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ، فَقَالُوْ هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَاَغْرَقَ اٰلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوْسٰى شُكْرًا لِلّٰهِ ، فَقَالَ أَنَا أَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ -

৩১৫৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি মদীনাবাসীকে এমনভাবে পেলেন যে, তারা একদিন সাওম পালন করে অর্থাৎ সে দিনটি হল আশুরার দিন। (জিজ্ঞাসা করার পর) তারা বলল, এটি একটি মহান দিবস। এ এমন দিন যে দিনে আল্লাহ্‌ মূসা (আ)-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এরপর মূসা (আ) শুকরিয়া হিসাবে এদিন সাওম পালন করেছেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাদের তুলনায় আমি হলাম মূসা (আ)-এর অধিক ঘনিষ্ঠ। কাজেই তিনি নিজেও এদিন সাওম পালন করেছেন এবং (সবাইকে) এদিন সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন।

٢٠٢٣. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَوَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلاَثِيْنَ لَيْلَةً اِلٰى قَوْلِهٖ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، يُقَالُ دَكَّهُ زَلْزَلَهُ فَدُكَّتَا فَدُكِكْنَ جَعَلَ الْجِبَالَ كَالْوَاحِدَةِ ، كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ، وَلَمْ يَقُلْ كُنَّ رَتْقًا مُلْتَصِقَتَيْنِ ، اُشْرِبُوْا ثَوْبٌ مُشْرَبٌ مَصْبُوْغٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اِنْبَجَسَتْ اِنْفَجَرَتْ ، وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا

২০২৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে ত্রিশ রাতের .... আর আমিই মু'মিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম। (৭ ঃ ১৪২-৪৩) বলা হয় دَكَّهُ অর্থ ভূকম্পন। আয়াতে উল্লেখিত فَدُكَّتَا দ্বিবচন বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত। এখানে الْجِبَالَ শব্দটিকে এক ধরে নিয়ে الْاَرْضَ সহ দ্বিবচনরূপে دُكَّتَا বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَانَتَا رَتْقًا -এর মধ্যে سَمٰوَاتِ এক ধরে দ্বিবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। كُنَّ رَتْقًا বহুবচন বলা হয়নি। رَتْقًا অর্থ পরস্পর মিলিত। اُشْرِبُوْا অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে গোবৎস প্রীতি নিশ্চিত করেছিল। বলা হয় ثَوْبٌ مُشْرَبٌ অর্থ রঞ্জিত কাপড়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন اِنْبَجَسَتْ অর্থ প্রবাহিত হয়েছিল। نَتَقْنَا الْجَبَلَ অর্থ আমি পাহাড়কে তাদের উপর উচিয়ে ছিলাম

٣١٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ ، فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ اَفَاقَ قَبْلِىْ اَمْ جُوْزِىْ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ -

৩১৫৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। এরপর সর্বপ্রথম আমারই হুশ ফিরে আসবে। তখন আমি মূসা (আ)-কে দেখতে পাব যে, তিনি আরশের খুঁটিগুলোর একটি খুঁটি ধরে রয়েছেন। আমি জানিনা, আমার আগেই কি তাঁর হুশ আসল, না-কি তূর পাহাড়ে বেহুশ হওয়ার প্রতিদান তাঁকে দেয়া হল।

٣١٦٠ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّد الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌعَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا الدَّهْرَ ـ

৩১৬০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ জু'ফী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি বনী ইসরাঈল না হত, তবে গোশ্ত পচন ধরত না। আর যদি (মা) হাওয়া (আ) না হতেন, তাহলে কোন সময় কোন নারী তার স্বামীর খেয়ানত করত না।

٢٠٢٤. بَابُ طُوْفَانٌ مِّنَ السَّيْلِ ، يُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيْرِ طُوْفَانٌ الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلَمِ حَقِيْقٌ حَقٌّ سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِىْ يَدِهٖ

২০২৪. পরিচ্ছেদ ঃ বন্যা জনিত তুফান, মড়ককেও তুফান বলা হয়। اَلْقُمَّلُ কীট যা ছোট ছোট উকুনের ন্যায় হয়ে থাকে। حَقِيْقٌ স্থির নিশ্চিত। سُقِطَ লজ্জিত। আর যে লজ্জিত হয়, সে অধমুখে পতিত হয়

٢٠٢٥ بَابُ حَدِيْثُ الْخَضِرِ مَعَ مُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

২০২৫. পরিচ্ছেদ ঃ খাযির (আ) ও মূসা (আ)-এর সম্পর্কিত ঘটনা

٣١٦١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ الْفَزَارِىُّ فِىْ صَاحِبِ مُوْسٰى ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَىُّ ابْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّىْ تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِىْ هٰذَا فِىْ صَاحِبِ

مُوْسٰى اَلَّذِىْ سَاَلَ السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهٖ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : بَيْنَمَا مُوْسٰى فِىْ مَلَاءٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ لَا : فَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ ، فَسَاَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ وَالْحَوْتُ اٰيَةً ، وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ يَتْبَعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوْسٰى فَتَاهُ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلٰى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ ، قَالَ مُوْسٰى : ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَ خَضِرًا ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِىْ قَصَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ -

৩১৬১ আম্‌র ইব্‌ন মুহম্মদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং হুর ইব্‌ন কায়েস ফাযারী মূসা (আ)-এর সাথীর ব্যাপারে বিতর্ক করছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি হলেন, খাযির। এমনি সময় উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) তাদের উভয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি এবং আমার এ সাথী মূসা (আ)-এর সাথী সম্পর্কে বিতর্ক করছি, যাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মূসা (আ) পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর কাছে একজন লোক আসল এবং জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এমন কাউকে জানেন, যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ? তিনি বললেন, না। তখন মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ ওহী পাঠায়ে জানায়ে দিলেন, হাঁ, (তোমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী) আমার বান্দা খাযির। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। তখন তাঁর জন্য একটি মাছ নিদর্শন হিসাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল এবং তাকে বলে দেওয়া হল, যখন তুমি মাছটি হারাবে, তখন তুমি পিছনে ফিরে আসবে, তাহলেই তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। তারপর মূসা (আ) নদীতে মাছের পিছে পিছে চলছিলেন, এমন সময় মূসা (আ)-কে তাঁর খাদেম বলে উঠল, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ? আমরা যখন ঐ পাথরটির কাছে অবস্থান করছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বস্তুতঃ তার স্মরণ থেকে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।"(১৮: ৬৩) মূসা (আ) বললেন, আমরা তো সে স্থানেরই অনুসন্ধান করছিলাম। অতএব তাঁরা উভয়ে পিছনে ফিরে চললেন, এবং খাযিরের সাক্ষাৎ পেলেন। (১৮ ঃ ৬৪) তাঁদের উভয়েরই অবস্থার বর্ণনা ঠিক তাই যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَّالِيْ يَزْعَمُ أَنَّ مُوْسٰى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مَوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِنَّمَا هُوَ مُوْسٰى اٰخرُ ، فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مُوْسٰى قَامَ خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ، فَسُئِلَ اَيُّ النَّاسِ اَعْلَمُ؟ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ ، قَالَ لَهُ بَلْ لِيْ عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ أَى رَبِّ وَمَنْ لِيْ بِهٖ ، وَرُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ أَىْ رَبِّ : وَكَيْفَ لِيْ بِهٖ ، قَالَ تَأْخُذْ حُوْتًا ، فَتَجْعَلُهُ فِيْ مِكْتَلٍ حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ ، وَرُبَّمَا قَالَ فَهُوَ ثَمَّهُ فَاَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِيْ مِكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ ، حَتّٰى اِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا ، فَرَقَدَ مُوْسٰى وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فَخَرَجَ ، فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا فَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ فِيْ مِثْلِ الطَّاقِ فَقَالَ هٰكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلِهِمَا وَيَوْمِهِمَا حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ، وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللّٰهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ اِذ أَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهِ اِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ، فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا ، قَالَ لَهُ مَوْسٰى ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِيْ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا رَجَعَا

يَقُصَّانِ أثَارَهُمَا حَتّٰى انْتَهَيَا الٰى الصَّخْرَةِ ، فَاِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوْسٰى فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ وَأنّٰى بِأرْضِكَ السَّلاَمُ ، قَالَ أنَا مُوْسٰى، قَالَ مُوْسٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ؟ قَالَ نَعَمْ أتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِىْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ يَامُوْسٰى انِّىْ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ اللّٰهُ لاَ تَعْلَمُهُ وَأنْتَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لاَ أعْلَمُهُ ، قَالَ هَلْ أتَّبِعُكَ ؟ قَالَ انَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا الٰى قَوْلِهِ اَمْرًا ، فَنْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ كَلَّمُوْهُمْ أنْ يَحْمِلُوْهُمْ ، فَعَرَفُوْا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ جَاءَ عُصْفُوْرٌ ، فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ فِى الْبَحْرِ نَقْرَةً أوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَامُوْسٰى مَانَقَصَ عِلْمِىْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ الاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، إذْ أخَذَ الْفَأسَ فَنَزَعَ لَوْحًا فَلَمْ يَفْجَأْ مُوْسٰى إلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُّوْمِ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى مَاصَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إلٰى سَفِيْنَتِهِمْ ، فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إمْرًا قَالَ ألَمْ اَقُلْ إنَّكَ لَنْ تَسْطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ، قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِىْ مِنْ أمْرِىْ عُسْرًا ، فَكَانَتِ الْأوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوْا بِغُلاَمٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَأخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأوْمَأ سُفْيَانُ بِأطْرَافِ أصَابِعِهِ كَأنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى أقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ

جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ، قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارً فَاقَامَهُ يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ مَائِلاً أَوْمَأَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلٰى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُوْنَا وَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا عَمَدْتَ إِلٰى حَائِطِهِمْ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِدْنَا أَنَّ مُوْسٰى كَانَ صَبَرَ فَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا ، قَالَ سُفْيَانُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَوْكَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا، قَالَ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ، ثُمَّ قَالَ لِيْ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ ، قِيْلَ لِسُفْيَانَ حَفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرٍو أَوْ تَحَفَّظْتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ ، فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ ، وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍو غَيْرِيْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ خُشْرَمْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنِ عُيَيْنَةَ الْحَدِيْثِ بِطُوْلِهٖ۔

৩১৬২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, নাওফল বিক্কালী ধারণা করছে যে, খাযিরের সঙ্গী মূসা বনী ইসরাঈলের নবী মূসা (আ) নন; নিশ্চয়ই তিনি অপর কোন মূসা। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন

ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ? তিনি বললেন, আমি। মূসা (আ)-এর এ উত্তরে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। কেননা তিনি জ্ঞানকে আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত করেন নি। আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, বরং দুই নদীর সংযোগ স্থলে আমার একজন বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! তাঁর কাছে পৌঁছতে কে আমাকে সাহায্য করবে ? কখন সুফিয়ান এভাবে বর্ণনা করেছেন, হে আমার রব! আমি তাঁর সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ করব ? আল্লাহ্ বললেন, তুমি একটি মাছ ধর এবং তা (ভাজা করে) একটি থলের মধ্যে ভরে রাখ। যেখানে গিয়ে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন। তারপর মূসা (আ) একটি মাছ ধরলেন এবং (তা ভাজা করে) থলের মধ্যে ভরে রাখলেন। এরপর তিনি এবং তাঁর সাথী ইউশা ইব্ন নূন চলতে লাগলেন অবশেষে তাঁরা উভয়ে (নদীর তীরে) একটি পাথরের নিকট এসে পৌঁছে তার উপরে উভয়ে মাথা রেখে বিশ্রাম করলেন। এ সময় মূসা (আ) ঘুমিয়ে পড়লেন আর মাছটি (জীবিত হয়ে) নড়াচড়া করতে করতে থলে থেকে বের হয়ে নদীতে নেমে গেল। এরপর সে নদীতে সুড়ঙ্গ আকারে আপন পথ করে নিল আর আল্লাহ্ মাছটির চলার পথে পানির গতি থামিয়ে দিলেন। ফলে তার গমন পথটি সুড়ঙ্গের ন্যায় হয়ে গেল। এ সময় নবী ﷺ হাতের ইশারা করে বললেন, এভাবে সুড়ঙ্গের মত হয়েছিল। এরপর তাঁরা উভয়ে অবশিষ্ট রাত এবং পুরো দিন পথ চললেন। অবশেষে যখন পরের দিন ভোর হল তখন মূসা (আ) তাঁর যুবক সাথীকে বললেন, আমার ভোরের খাবার আন। আমি এ সফরে খুব ক্লান্তি অনুভব করছি। বস্তুতঃ মূসা (আ) যে পর্যন্ত আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম না করছেন সে পর্যন্ত তিনি সফরে কোন ক্লান্তিই অনুভব করেন নি। তখন তাঁর সাথী তাঁকে বললেন, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম (তখন মাছটি পানিতে চলে গেছে) মাছটি চলে যাওয়ার কথা বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। প্রকৃতপক্ষে আপনার কাছে তা উল্লেখ করতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। বস্তুতঃ মাছটি নদীতে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নিয়েছে। (রাবী বলেন) পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গের মত আর তাঁদের জন্য ছিল একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মূসা (আ) তাকে বললেন, সে তাইতো সেই স্থান যা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। এরপর উভয়ে নিজ নিজ পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে পিছনের দিকে ফিরে চললেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে সেই পাথরটির কাছে এসে পৌঁছলেন এবং দেখলেন সেখানে একজন লোক কাপড়ে আবৃত হয়ে আছেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, এখানে সালাম কি করে এলো ? তিনি বললেন, আমি মূসা (আমি এ দেশের লোক নই।) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি বনী ইসরাঈলের (নবী) মূসা ? তিনি বললেন, হাঁ, আমি আপনার নিকট এসেছি, সরল সঠিক জ্ঞানের ঐ সব কথাগুলো শিখার জন্যে যা আপনাকে শিখানো হয়েছে। তিনি বললেন, হে মূসা! আমার আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে যা আল্লাহ্ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনি তা জানেন। আর আপনারও আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে, যা আল্লাহ্ আপনাকে শিখিয়েছেন, আমি তা জানিনা। মূসা (আ) বললেন, আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি ? খাযির (আ) বললেন, আপনি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবেন না আর আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্য রাখবেন কি করে, যার রহস্য অনুধাবন করা আপনার জানা নেই ? (মূসা (আ) বললেন, ইন্শা আল্লাহ্ আপনি আমাকে একজন ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোন নির্দেশই অমান্য করব না। এরপর তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হয়ে নদীর তীর দিয়ে

চলতে লাগলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা তাদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। তারা খাযির (আ)-কে চিনে ফেললেন এবং তারা তাঁকে তাঁর সঙ্গীসহ পারিশ্রমিক ব্যতিরেকেই নৌকায় তুলে নিল। তাঁরা দু'জন যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির এক পাশে বসল এবং একবার কি দু'বার নদীর পানিতে সে তার ঠোঁট ডুবাল। খাযির (আ) বললেন, হে মূসা (আ)! আমার এবং তোমার জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান হতে ততটুকুও হ্রাস পায়নি যতটুকু এ পাখিটি তার ঠোঁটের সাহায্যে নদীর পানি হ্রাস করেছে। তারপর খাযির (আ) হঠাৎ করে একটি কুঠার নিয়ে নৌকার একটি তক্তা খুলে ফেললেন, মূসা (আ) অকস্মাৎ দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেলেন তিনি কুঠার দিয়ে একটি তক্তা খুলে ফেলেন। তখন তাঁকে তিনি বললেন, আপনি এ কি করলেন ? লোকেরা আমাদের পারিশ্রমিক ছাড়া নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি তাদের নৌকার আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন ? এত আপনি একটি গুরুতর কাজ করলেন। খাযির (আ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি কখনও আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা (আ) বললেন, আমি যে বিষয়টি ভুলে গেছি, তার জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন না। আর আমার এ আচরণে আমার প্রতি কঠোর হবেন না। মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে প্রথম এই কথাটি ছিল ভুলক্রমে। এরপর যখন তাঁরা উভয়ে নদী পার হয়ে আসলেন, তখন তাঁরা একটি বালকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন সে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলছিল। খাযির (আ) তার মাথা ধরলেন এবং নিজ হাতে ছেলেটির ঘাড় পৃথক করে ফেললেন। একথাটি বুঝানোর জন্য সুফিয়ান (র) তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ দ্বারা এমনভাবে ইশারা করলেন যেন তিনি কোন জিনিস ছিড়ে নিচ্ছিলেন। এতে মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি একটি নিষ্পাপ ছেলেকে বিনা অপরাধে হত্যা করলেন ? নিশ্চয়ই আপনি একটি গর্হিত কাজ করলেন। খাযির (আ) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না ? মূসা (আ) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না। কেননা আপনার উযর আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে। এরপর তাঁরা চলতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক লোকালয়ে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের মেহ্‌মানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তাঁরা সেখানেই একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তা একদিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। খাযির (আ) তা নিজের হাতে সোজা করে দিলেন। রাবী আপন হাতে এভাবে ইশারা করলেন । আর সুফিয়ান (র) এমনিভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি কোন জিনিস উপরের দিকে উচিয়ে দিচ্ছেন। "ঝুঁকে পড়েছে" একথাটি আমি সুফিয়ানকে মাত্র একবার বলতে শুনেছি। মূসা (আ) বললেন, তারা এমন মানুষ যে, আমরা তাদের কাছে আসলাম, তারা আমাদেরকে না খাবার পরিবেশন করল, না আমাদের মেহমানদারী করল আপনি এদের প্রাচীর সোজা করতে গেলেন। আপনি ইচ্ছা করলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খাযির (আ) বললেন, এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হল। তবে এখনই আমি আপনাকে অবহিত করছি ওসব কথার গুঢ় রহস্য, যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি। নবী ﷺ বলেছেন, আমাদেরতো ইচ্ছা যে, মূসা (আ) ধৈর্যধারণ করলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো অনেক বেশী খবর বর্ণিত হতো। সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ

করুন। তিনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে তাদের উভয়ের ব্যাপারে আমাদের কাছে আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হতো। রাবী (সাঈদ ইব্ন জুবায়র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এখানে পড়েছেন, তাদের সামনে একজন বাদশাহ ছিল, সে প্রতিটি নিখুঁত নৌকা যবরদস্তিমূলক ছিনিয়ে নিত। আর সে ছেলেটি ছিল কাফির, তার মা–বাবা ছিলেন মুমিন। তারপর সুফিয়ান (র) আমাকে বলেছেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর (আমর ইব্ন দীনার) থেকে দু'বার শুনেছি এবং তাঁর নিকট হতেই মুখস্থ করেছি। সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে শুনার আগেই তা মুখস্থ করেছেন না অপর কোন লোকের নিকট শুনে তা মুখস্থ করেছেন ? তিনি বললেন, আমি কার নিকট থেকে তা মুখস্ত করতে পারি ? আমি ছাড়া আর কেউ কি এ হাদীস আমরের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন ? আমি তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি দুইবার কি তিনবার। আর তাঁর থেকেই তা মুখস্থ করেছি। আলী ইব্ন খুশরম (র) সুফিয়ান (র) সূত্রে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرَ لأَنَّهُ جَلَسَ عَلٰى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ -

৩১৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আসবাহানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, খাযির (আ)-কে খাযির নামে অভিহিত করার কারণ হলো এই যে, একদা তিনি ঘাস-পাতা বিহীন শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। সেখান থেকে তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ হয়ে গেল। (এ ঘটনা থেকেই তাঁর নাম খাযির হয়ে যায়।)

٢٠٢٦. بَابٌ

২০২৬. পরিচ্ছেদ ঃ

٣١٦٤ حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ -

৩১৬৪ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তোমরা দ্বার দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর আর মুখে বল, 'হিত্তাতুন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও।) কিন্তু তারা এ শব্দটি পরিবর্তন করে ফেলল এবং প্রবেশ দ্বার দিয়ে যেন জানু নত না করতে হয় সে জন্য তারা নিজ নিজ নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে শহরে প্রবেশ করল আর মুখে বলল, "হাব্বাতুন্ ফী শা'আরাতিন"(অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে যবের দানা দাও।)

٣١٦٥ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيْرًا لَايُرٰى مِنْ جِلْدِهِ شَىْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَاٰذَاهُ مَنْ اٰذَاهُ مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ فَقَالُوْا مَا يَسْتَتِرُ هٰذَا التَّسَتُّرَ ، إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٍ وَإِمَّا أُدْرَةٍ ، وَإِمَّا اٰفَةٍ ، وَإِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ أَن يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوْا لِمُوْسٰى ، فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلٰى الْحَجَرِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلٰى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوْسٰى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ ثَوْبِىْ حَجَرُ ثَوْبِىْ حَجَرُ حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى مَلَامِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَأَبْرَاهُ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ، وَقَامَ حَجَرُ فَاخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللّٰهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْخَمْسًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا -

৩১৬৫ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন, সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন। তাঁর দেহের কোন

অংশ খোলা দেখা যেতনা তা থেকে তিনি লজ্জাবোধ করতেন। বণী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে খুব কষ্ট দিত। তারা বলত, তিনি যে শরীরকে এত বেশী ঢেকে রাখেন, তার একমাত্র কারণ হলো, তাঁর শরীরে কোন দোষ আছে। হয়ত শ্বেত রোগ অথবা একশিরা বা অন্য কোন রোগ আছে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন মূসা (আ) সম্পর্কে তারা যে অপবাদ রটিয়েছে তা থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন। এরপর একদিন নির্জন স্থানে গিয়ে তিনি একাকী হলেন এবং তাঁর পরণের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রাখলেন, তারপর গোসল করলেন, গোসল সেরে যখনই তিনি কাপড় নেয়ার জন্য সেদিকে এগিয়ে গেলেন তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। এরপর মূসা (আ) তাঁর লাঠিটি হাতে নিয়ে পাথরটির পেছনে পেছনে ছুটলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমার কাপড় হে পাথর! হে পাথর! পরিশেষে পাথরটি বনী ইসরাঈলের একটি জন সমাবেশে গিয়ে পৌঁছল। তখন তারা মূসা (আ)-কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখল যে তিনি আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং তারা তাঁকে যে অপবাদ দিয়েছিল সে সব দোষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। আর পাথরটি থামল, তখন মূসা (আ) তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহ্র কসম! এতে পাথরটিতে তিন, চার, কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। আর এটিই হলো আল্লাহ্র এ বাণীর মর্মঃ হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন তা থেকে যা তারা রটনা করেছিল। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাবান। (৩৩ ঃ ৬৯)

٣١٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتّٰى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ أُوْذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ -

৩১৬৬ আবুল ওয়ালীদ (রা).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা কিছু জিনিস (লোকদের মধ্যে) বন্টন করেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এতো এমন ধরনের বন্টন যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়নি। এরপর আমি নবী ﷺ -এর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন, এমনকি তাঁর চেহারায় আমি অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন তাঁকে এর চেয়ে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

٢٠٢٧. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَعْكُفُوْنَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ وَلِيُتَبِّرُوْا يُدَمِّرُوْا مَا عَلَوْا مَا غَلَبُوْا

২০২৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতীর নিকট উপস্থিত হয়। (৭ঃ ১৩৮) مُتَبَّرٌ অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত। وَلِيُتَبِّرُوْا অর্থ যেন তারা ধ্বংস হয়। مَا عَلَوْا অর্থ যা অধিকারে এনেছিল

٣١٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوْا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ، قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا ـ

৩১৬৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে 'কাবাস' (পিলু) গাছের পাকা ফল বেছে বেছে নিচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এর মধ্যে কালোগুলো নেওয়াই তোমাদের উচিৎ। কেননা এগুলোই বেশী সুস্বাদু। সাহাবাগণ বললেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছিলেন ? তিনি জওয়াব দিলেন, প্রত্যেক নবীই তা চরিয়েছেন।

٢٠٢٨. بَابٌ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً الْآيَةَ، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَوَانٌ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْهَرِمَةِ فَاقِعٌ صَافٍ لاَذَلُوْلٌ لَمْ يُذِلَّهَا الْعَمَلُ ، تُثِيْرُ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِذَلُوْلٍ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلاَ تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ، مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعُيُوْبِ، لاَشِيَةَ بَيَاضٌ صَفْرَاءُ إِنْ شِئْتَ سَوْدَاءَ وَيُقَالُ صَفْرَاءُ كَقَوْلِهِ جِمَالاَتٌ صُفْرٌ فَادَّارَأْتُمْ اخْتَلَفْتُمْ ـ

২০২৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ করুন, যখন মূসা (আ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহের আদেশ দিয়েছেন। (২ঃ ৬৪) আবুল আলীয়া (র) বলেন, عَوَانٌ বুড়ো ও বাছুর উভয়ের মাঝামাঝি; فَاقِعٌ উজ্জ্বল গাঢ়। لاَ ذَلُوْلٌ অর্থ, যা কাজে ব্যবহৃত হয় নাই। تُثِيْرُ الْاَرْضَ জমি চাষে অর্থাৎ গাভীটি এমন যা ভূমি কর্ষণে ও চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় নি। مُسَلَّمَةٌ যা সকল ত্রুটি ও খুঁত থেকে মুক্ত। لاَشِيَةَ কোন দাগ নেই। হলুদ ও সাদা বর্ণের। তুমি ইচ্ছা করলে কালোও বলতে পারো। আরোও বলা হয় এর অর্থ হলুদ বর্ণের। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বানী ঃ جِمَالاَتٌ صُفْرٌ পীতবর্ণের উটসমূহ। فَادّٰرَاْتُمْ – তোমরা পরস্পর মত বিরোধ করছিলে

٢٠٢٩. بَابُ وَفَاةِ مُوْسٰى وَذِكْرِهِ بَعْدُ

২০২৯. পরিচ্ছেদ ঃ মূসা (আ)-এর ওফাত ও পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা

٣١٦٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ اِلٰى رَبِّهٖ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِيْ اِلٰى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَىْ رَبِّ ؟ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ ، قَالَ فَالْاٰنَ قَالَ فَسَاَلَ اللّٰهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ ، قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৩১৬৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মওতের ফিরিশ্‌তাকে মূসা (আ)-এর নিকট তাঁর (জান কবযের) জন্য পাঠান হয়েছিল। ফিরিশ্‌তা যখন তাঁর নিকট

আসলেন, তিনি তাঁর চোখে থাপ্পর মারলেন। তখন ফিরিশ্তা তাঁর রবের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ্ বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল সে যেন তার একটি হাত একটি গরুর পিঠে রাখে, তার হাত যতগুলো পশম ঢাকবে তার প্রতিটি পশমের পরিবর্তে তাকে এক বছর করে হায়াত দেওয়া হবে। মূসা (আ) বললেন, হে রব! তারপর কি হবে? আল্লাহ্ বললেন, তারপর মৃত্যু। মূসা (আ) বললেন, তাহলে এখনই হউক (রাবী আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট আরয করলেন, তাঁকে যেন 'আরদে মুকাদ্দাস' বা পবিত্র ভূমি থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে পৌছে দেওয়া হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে রাস্তার পার্শ্বে লাল টীলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম। রাবী আব্দুর রায্যাক বলেন, মা'মর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِيْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِيْ قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ ، فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَالَّذِيْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذٰلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُوْدِيَّ ، فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الَّذِيْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ لاَ تُخَيِّرُوْنِيْ عَلٰى مُوْسٰى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِيْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِيْ أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ ـ

৩১৬৯ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মুসলিম আর একজন ইয়াহূদী পরস্পরকে গালি দিল। মুসলিম ব্যক্তি বললেন, সেই সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদ ﷺ -কে সমগ্র জগতের উপর মনোনীত করেছেন। কসম করার সময় তিনি একথাটি বলেছেন। তখন ইয়াহূদী লোকটিও বলল, ঐ সত্তার কসম! যিনি মূসা (আ)-কে সমগ্র জগতের উপর মনোনীত করেছেন। তখন সেই মুসলিম সাহাবী সে সময় তার হাত উঠিয়ে ইয়াহূদী লোকটিকে একটি চড় মারলেন। তখন সে ইয়াহূদী নবী ﷺ -এর নিকট গেল এবং ঐ ঘটনাটি অবহিত করলো যা তার ও মুসলিম সাহাবীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর অধিক মর্যাদা

দেখাতে যেওনা (কেননা কিয়ামতের দিন) সকল মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। আর আমিই সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাব। তখনই আমি মূসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানিনা, যারা বেহুশ হয়েছিল, তিনিও কি তাদের মধ্যে ছিলেন ? তারপর আমার আগে তাঁর হুশ এসে গেছে ? অথবা তিনি তাদেরই একজন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ বেহুশ হওয়া থেকে বাদ দিয়েছিলেন।

٣١٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى أَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ أَخْرَجَتْكَ خَطِيْئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ اٰدَمُ أَنْتَ مُوْسٰى الَّذِىْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَاتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ ثُمَّ تَلُوْمُنِىْ أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى مَرَّتَيْنِ -

৩১৭০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আদম (আ) ও মূসা (আ) (রূহানী জগতে) তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। তখন মূসা (আ) তাঁকে বলছিলেন, আপনি সেই আদম যে, আপনার ভুল আপনাকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছিল। আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি সেই মূসা যে, আপনাকে আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত দান এবং বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। তারপরও আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে দোষারোপ করছেন, যা আমার সৃষ্টির আগেই আমার তকদীরে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'বার বলেছেন, এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর ওপর জয়ী হন।

٣١٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأُمَمُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى فِىْ قَوْمِهٖ -

৩১৭১ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের সামনে আসলেন এবং বললেন, আমার নিকট সকল নবীর উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। তখন আমি এক বিরাট দল দেখতে পেলাম, যা দিগন্ত ঢেকে ফেলেছিল। তখন বলা হলো, ইনি হলেন মূসা (আ) তাঁর কওমের সাথে।

٢٠٣٠ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِلٰى قَوْلِهٖ : وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ

২০৩০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ্ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। আর মূলতঃ সে অনুগত লোকদেরই একজন ছিল। (৬৬ঃ ১১-১২)

٣١٧٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَرَّةَ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ اٰسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلٰى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ ـ

৩১৭২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জা'ফর (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ কামালিয়াত অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে আয়েশার মর্যাদা সব মহিলার উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের ঝোলে ভিজা রুটির) মর্যাদা সর্ব প্রকার খাদ্যের উপর।

٢٠٣١. بَابٌ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى الاٰيَةَ لَتَنُوْءُ لَتُثْقِلُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُوْلِى الْقُوَّةِ لاَ يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ يُقَالُ الْفَرِحِيْنَ الْمَرِحِيْنَ وَيْكَانَّ اللّٰهَ مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ ،

بَابٌ قَوْلُ اللّٰهِ عز وجل وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلٰى أَهْلِ مَدْيَنَ ، لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ : وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلِ الْعِيْرَ يَعْنِيْ أَهْلَ

الْقَرْيَةِ وَاهْلَ الْعِيْرِ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًا لَمْ تَلْتَفِتُوْا إِلَيْهِ وَيُقَالُ إِذَا لَمْ تَقْضِ حَاجَتَهُ ظَهَرْتَ حَاجَتِيْ وَجَعَلْتَنِيْ ظِهْرِيًا وَالظِّهْرِيُّ : أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ، مَكَانَتِكُمْ وَمَكَانِكُمْ وَاحِدٌ يَغْنَوْا يَعِيْشُوْا تَأْسُ تَحْزَنُ اٰسٰى أَحْزَنُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّكَ لاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ يَسْتَهْزِؤُنَ بِهِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْكَةُ الْأَيْكَةُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِظْلاَلُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ۔

২০৩১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই কারূন ছিল মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় ভুক্ত।......... (২৮ ঃ ৭৬) لَتَنُوْء অর্থ অবশ্যই কষ্টসাধ্য ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদল বলবান লোকও তার চাবিগুলো বহন করতে পারতো না। বলা হয় الْفَرِحِيْنَ অর্থ দাম্ভিক লোকগুলো। أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ -- وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ-এর ন্যায়, অর্থ তুমি দেখলে তো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রিয্‌ক্ বেশী করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা কম করে দেন .... (৩০ ঃ ৩৭)

٢٠٣٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ الٰى قَوْلِهٖ وَهُوَ مُلِيْمٌ قَالَ مُجَاهِدٌ مُذْنِبٌ اَلْمَشْحُوْنَ الْمُوْقَرُ فَلَوْلاَ اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ الْاٰيَةِ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ بِوَجْهِ الْاَرْضِ وَهُوَ سَقِيْمٌ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِيْنٍ مِنْ غَيْرِ ذَاتِ اَصْلٍ الدُّبَّاءِ وَنَحْوِهِ وَاَرْسَلْنٰهُ الٰى مِأَةِ اَلْفٍ اَوْيَزِيْدُوْنَ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ الٰى حِيْنٍ وَلاَتَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ كَظِيْمٌ وَّهُوَ مَغْمُوْمٌ

২০৩২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর নিশ্চয়ই ইউনুস রাসূলগণের অন্তর্গত ছিলেন। .... তখন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। (৩৭ ঃ ১৩৯-১৪২) মুজাহিদ (র) বলেন, مُلِيْمٌ অর্থ - অপরাধী। اَلْمَشْحُوْنَ অর্থ- বোঝাই নৌযান। (আল্লাহ্‌র বাণী) যদি তিনি

আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতেন .....। (৩৭ ঃ ১৪৩) তারপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং তিনি তখন রুগ্ন ছিলেন। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম। (৩৭ ঃ ১৪৫-১৪৬)। اَلْعَرَاء অর্থ- যমীনের উপরিভাগ। يَقْطِيْنٌ অর্থ - কান্ডবিহীন তৃণলতা, যেমন লাউ গাছ ও তার সদৃশ। (মহান আল্লাহ্র বাণী) তাকে আমি এক লাখ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম। (৩৭ ঃ ১৪৭-৪৮) (মহান আল্লাহ্র বাণী) আপনি মাছের সাথীর ন্যায় অধৈর্য্য হবেন না। তিনি বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর- প্রার্থনা করছিলেন। (৬৮ ঃ ৪৮)। كَظِيْمٌ অর্থ- বিষাদাচ্ছন্ন

২০৩২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। (১১ ঃ ৪৮) اِلٰى مَدْيَنَ অর্থাৎ মাদ্ইয়ানবাসীদের প্রতি। কেননা মাদ্ইয়ান একটি জনপদ। যেমন وَاسْاَلِ الْقَرْيَةَ - وَاسْاَلِ الْعِيْرَ অর্থাৎ জনপদবাসী ও যাত্রীদল। وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا অর্থাৎ তোমরা তার প্রতি ফিরে তাকাও নি। যখন কারোও কোনো প্রয়োজন পুরা না করবে, তখন বলা হয়– তুমি আমার প্রয়োজনকে পিছনে ফেলে রেখেছো। অথবা তুমি আমার প্রতি ফিরে তাকাওনি। الظِّهْرِىُّ অর্থ - তুমি তোমার সাথে কোন বাহন অথবা বাসন রাখতে যার দ্বারা তুমি উপকৃত হবে। مَكَانَتِكُمْ وَمَكَانِكُمْ - একই অর্থ। يَغْنَوْا - অর্থ জীবন যাপন। تَأْسَ - অর্থ চিন্তিত হওয়া اَسٰى –অর্থ দুঃখিত হবো। হাসান (র) বলেন, اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ (অর্থাৎ তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু সদাচারী। (১১ ঃ ৮৭) এখানে কাফিরেরা ঠাট্টাচ্ছলে বলতো। আর মুজাহিদ (র) বলেন, لَيْكَةُ মূলতঃ اَلْاَيْكَةُ ছিল। يَوْمِ الظُّلَّةِ। অর্থ- তাদের জন্য মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব

٣١٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ الاَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُم اِنِّىْ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ زَادَ مُسَدَّدٌ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৩১৭৩ মুসাদ্দাদ (র) এবং আবু নু'আঈম (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি (মুহাম্মদ ﷺ) ইউনুস (আ) থেকে উত্তম। মুসাদ্দাদ (র) বাড়িয়ে বললেন, ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা।

٣١٧٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ : اِنِّيْ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَنَسَبَهُ إِلٰى أَبِيْهِ -

৩১৭৪ হাফস ইব্‌ন উমর (র) .... ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন বান্দার জন্য এমন কথা বলা শোভনীয় নয় যে, নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা থেকে উত্তম। আর নবী ﷺ তাঁকে (ইউনুসকে) তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

٣١٧٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا يَهُوْدِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لاَ : وَالَّذِيْ اُصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُوْلُ وَالَّذِيْ أُصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِيْ ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَابَالُ فُلاَنٍ لَطَمَ وَجْهِيْ ، فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى رُؤِيَ فِيْ وَجْهِهٖ ثُمَّ قَالَ لاَ تُفَضِّلُوْا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرٰى فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِيْ أَحُوْسِبَ بِصَعْقَتِهٖ يَوْمَ الطُّوْرِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِيْ وَلاَ أَقُوْلُ إِنَّ أَحَدً أَفْضَلُ مِنْ يُوْنُسَ ابْنُ مَتّٰى -

৩১৭৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহূদী তার কিছু দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির জন্য পেশ করছিল, তার বিনিময়ে তাকে এমন কিছু দেওয়া হলো যা সে পছন্দ করল না। তখন সে বললো, না! সেই সত্তার কসম, যে মূসা (আ)-কে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথাটি একজন আনসারী (মুসলিম) শুনলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তার (ইয়াহূদীর) মুখের উপর এক চড় মারলেন। আর বললেন, তুমি বলছো, সেই সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন অথচ নবী ﷺ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তখন সে ইয়াহূদী লোকটি নবী ﷺ -এর নিকট গেলো এবং বললো, হে আবুল কাসিম। নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা এবং আহাদ রয়েছে অর্থাৎ আমি একজন যিম্মী। অতএব অমুক ব্যক্তির কি হলো, কি কারণে সে আমার মুখে চড় মারলো? তখন নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে? আনসারী ব্যক্তি ঘটনাটি বর্ণনা করলো। তখন নবী ﷺ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে কাউকে কারো উপর (অন্যকে হেয় করে) মর্যাদা দান করো না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ্ যাকে চাইবেন সে ব্যতীত আসমান ও যমীনের বাকী সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয়বার তাতে ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। তখনই আমি দেখতে পাব মূসা (আ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তূর পর্বতের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, না আমারই আগে তাঁকে উঠানো হয়েছে? আর আমি এ কথাও বলি না যে কোন ব্যক্তি ইউনুস ইব্ন মাত্তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।

٣١٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৩১৭৬ আবুল ওয়ালীদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন বান্দার পক্ষেই এ কথা বলা শোভনীয় নয় যে, আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইব্ন মাত্তার চেয়ে উত্তম।

٢٠٣٣. بَابُ قَوْلِهِ : وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ، يَتَعَدُّوْنَ يَتَجَاوَزُوْنَ ، إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا شَوَارِعَ وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُوْنَ إِلٰى قَوْلِهِ خَاسِئِيْنَ بِئَيْسٍ شَدِيْدٍ

২০৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। যখন তারা শনিবারে সীমালংঘন করতো। يَعْدُوْنَ অর্থ সীমালংঘন করতো। সমুদ্রের মাছগুলো শনিবার উদযাপনের দিন পানির উপর ভেসে তাদের নিকট আসতো। شُرَّعًا অর্থ পানিতে ভেসে আর যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করতো না ..... মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ خَاسِئِيْنَ পর্যন্ত। بِئَيْسٍ شَدِيْدٍ ঘৃণিত – ভীষণ অপদস্থ

٢٠٣٤. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا اَلزُّبُرُ الْكُتُبُ وَاحِدُهَا زَبُوْرٌ زَبَرْتُ كَتَبْتُ ، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِيْ مَعَهُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ سَبِّحِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَاَلَنَّالَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتِ الدُّرُوْعَ ، وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ اَلْمَسَامِيْرِ وَالْحَلَقِ ، وَلاَ تُدِقَّ الْمِسْمَارَ فَيَتَسَلْسَلَ وَلاَ تُعَظِّمْ فَيَقْصِمَ اَفْرِغْ أَنْزِلْ بَسْطَةً زِيَادَةً وَفَضْلاً

২০৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমি দাউদকে 'যাবুর' দিয়েছি। (১৭ ঃ ৫৫) الزُّبُرُ কিতাবসমূহ। তার একবচনে زَبُوْرٌ আর زَبَرْتُ -আমি লিখেছি। আর আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলাম। হে পর্বত ! তাঁর সাথে মিলে আমার তাসবীহ পাঠ কর। মুজাহিদ (র) বলেন, তার সাথে তাসবীহ পাঠ কর। سَابِغَات - লৌহবর্মসমূহ। আর এ নির্দেশ আমি পাখীকেও দিয়েছিলাম। আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। তুমি লৌহবর্ম তৈরী করতে সঠিক পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রেখো।السَّرْدِ-পেরেক ও কড়াসমূহ। পেরেক এমন ছোট করে তৈরী করোনা যাতে তা ঢিলে হয়ে যায়। আর এতো বড় করোনা। যাতে বর্ম ভেঙ্গে যায়। اَفْرِغْ অর্থ- অবতীর্ণ করা। بَسْطَةً অর্থ- বেশীও সমৃদ্ধ। (সূরা সাবা ঃ ১০ - ১১)

٣١٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ

فَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ، رَوَاهُ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৩১৭৭ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দাউদ (আ)-এর পক্ষে কুরআন (যাবুর) তিলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর যানবাহনের পশুর উপর গদি বাঁধার আদেশ করতেন, তখন তার উপর গদি বাঁধা হতো। তারপর তাঁর যানবাহনের পশুটির ওপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই খেতেন। মূসা ইব্ন উকবা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٣١٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنِّىْ أَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ ، وَلاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشْتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِىْ تَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لاَصُوْ مَنَّ النَّهَارَ وَلاَ قُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ؟ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ ، قَالَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ، فَقُلْتُ إِنِّىْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ ، قُلْتُ إِنِّىْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ -

৩১৭৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানান হলো যে, আমি বলছি, আল্লাহ্র কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন অবশ্যই আমি বিরামহীনভাবে দিনে সাওম পালন করবো আর রাতে ইবাদতে রত থাকবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই কি বলেছো, 'আল্লাহ্র কসম, আমি যতদিন বাঁচবো, ততদিন দিনে সাওম

পালন করবো এবং রাতে ইবাদতে রত থাকবো। আমি আরয করলাম, আমিই তা বলছি। তিনি বললেন, সেই শক্তি তোমার নেই। কাজেই সাওমও পালন কর, ইফ্তারও কর অর্থাৎ বিরতি দাও। রাতে ইবাদতও কর এবং ঘুমও যাও। আর প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। কেননা প্রতিটি নেক কাজের কমপক্ষে দশগুণ সাওয়াব পাওয়া যায় আর এটা সারা বছর সাওম পালন করার সমান। তখন আমি আরয করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এর চেয়েও বেশী সাওম পালন করার ক্ষমতা রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহ্লে তুমি একদিন সাওম পালন কর আর দু'দিন ইফ্তার কর অর্থাৎ বিরতি দাও। তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এর চেয়েও অধিক পালন করার শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহ্লে একদিন সাওম পালন কর আর একদিন বিরতি দাও। এটা দাউদ (আ)-এর সাওম পালনের পদ্ধতি। আর এটাই সাওম পালনের উত্তম পদ্ধতি। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, এর চেয়ে অধিক কিছু নেই।

٣١٧٩ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مِسْعَرُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ الشَّاعِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ أَلَمْ أُنَبَّأَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارِ ، فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ اَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ ، قُلْتُ اِنِّىْ أَجِدُبِىْ قَالَ مِسْعَرُ يَعْنِىْ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى ـ

৩১৭৯ খাল্লাদা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি অবহিত হইনি যে, তুমি রাত ভর ইবাদত কর এবং দিন ভর সাওম পালন কর! আমি বললাম, হাঁ। (খবর সত্য) তিনি বললেন, যদি তুমি এরূপ কর; তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং দেহ অবসন্ন হয়ে যাবে। কাজেই প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। তাহলে তা সারা বছরের সাওমের সমতুল্য হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি আমার মধ্যে আরো বেশী পাই। মিসআর (র) বলেন, এখানে শক্তি বুঝানো হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে সাওম পালন কর। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন। আর শত্রুর সম্মুখীন হলে তিনি কখনও পলায়ন করতেন না।

٢٠٣٥. بَابُ اَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلٰى

اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ عَلِيٌّ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ مَاأَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِيْ اِلاَّ نَائِمًا

২০৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ দাউদ (আ) এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় এবং তাঁর পদ্ধতিতে সাওম পালন আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয়। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন আর এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আলী (ইব্‌ন মদীনী) (র) বলেন, এটাই আয়েশা (রা)-এর কথা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বদা সাহরীর সময় আমার কাছে নিদ্রায় থাকতেন

٣١٨٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ -

৩১৮০ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয় সাওম হলো দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে সাওম পালন করা। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত হলো দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে (নফল) সালাত আদায় করা। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে (নফল) সালাত আদায় করতেন আর বাকী ষষ্ঠাংশ আবার ঘুমাতেন।

٢٠٣٦. بَابٌ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ اِنَّهُ أَوَّابٌ اِلَى قَوْلِهِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، قَالَ مُجَاهِدٌ: اَلْفَهْمُ فِى الْقَضَاءِ وَلاَتُشْطِطْ لاَتُسْرِفْ

وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً، يُقَالُ لِلْمَرْاَةِ نَعْجَةٌ وَيُقَالُ لَهَا اَيْضًا شَاةٌ وَلِىْ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا مِثْلُ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ضَمَّهَا وَعَزَّنِىْ غَلَبَنِىْ صَارَ اَعَزَّ مِنِّىْ اَعْزَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيْزًا فِى الْخِطَابِ يُقَالُ الْمُحَاوَرَةُ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ الشُّرَكَاءِ فَتَنَّاهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اِخْتَبَرْنَاهُ وَقَرَاَ عُمَرُ فَتَّنَّاهُ بِتَشْدِيْدِ التَّاءِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ

২০৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদ এর কথা, নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আল্লাহ্‌ অভিমুখী ছিলেন।..... ফায়সালাকারী বাগ্মিতা (৩৮ ঃ ১৭-২০)। মুজাহিদ (র) বলেন, فَصْلَ الْخِطَابِ অর্থ বিচার-ফায়সালার সঠিক জ্ঞান। وَلاَتُشْطِطْ অবিচার করবে না। (আল্লাহ্‌র বাণী) আমাদের সঠিক পথ নির্দেশ করুন। এ আমার ভাই, তার আছে নিরান্নব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। نَعْجَةٌ মহিলা এবং বকরী উভয়কে বলা হয়ে থাকে – সে বলে আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও। এ বাক্য كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا -এর মত অর্থাৎ যাকারিয়া তার যিম্মায় মারইয়ামকে নিয়ে নিলেন। وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। عَزَّنِىْ অর্থ আমার উপর সে প্রবল হয়েছে। আমার চাইতে সে প্রবল। اَعْزَزْتُهُ অর্থ তাকে আমি প্রবল করে দিলাম। خِطَابِ অর্থ কথা-বাক্যালাপ। (আল্লাহ্‌র বাণী) দাউদ বলল তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সংগে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে। (৩৮ ঃ ২৪) خُلَطَاءِ অর্থ শরীকগণ فَتَنَّاهُ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ পরীক্ষা করলাম। উমর (রা) فَتَنَّاهُ শব্দে تاء হরফে তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেছেন। (আল্লাহ্‌র বাণী) তারপর সে রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তার অভিমুখী হল (৩৮ ঃ ২৪)

٣١٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَوَّامَ بْنِ حَوْشَبَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَسْجُدُ فِيْ سُوْرَةُ ص فَقَرَأَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حَتّٰى اَتٰى فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ اَنْ يَقْتَدِىْ بِهِمْ -

৩১৮১ মুহাম্মদ (র) .... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি সূরা ছোয়াদ পাঠ করে সিজ্দা করবো ? তখন তিনি وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ থেকে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এরপর ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, নবী ﷺ ঐ সব মহান ব্যক্তিদের একজন, যাঁদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (৬ঃ ৮৪-৯০)

٣١٨٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا -

৩১৮২ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা ছোয়াদের সিজ্দা অত্যাবশ্যকীয় নয়। কিন্তু আমি নবী ﷺ -কে এ সূরায় সিজ্দা করতে দেখেছি।

٢٠٣٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ الرَّاجِعُ الْمُنِيْبُ وَقَوْلُهُ : هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ وَقَوْلُهُ وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَقَوْلُهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاَسَلْنَا لَهُ اَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ الْحَدِيْدِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنَ عَذَابِ السَّعِيْرِ يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَايَشَاءُ مِنْ مُحَارِيْبَ ،

قَالَ مُجَاهِدٌ بُنْيَانٌ مَادُوْنَ الْقُصُوْرِ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ الْحِيَاضِ الْاِبِلِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْاَرْضِ وَقُدُوْرٍ رَاسِيَاتٍ اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشُّكُوْرُ، اِلاَّ دَابَّةُ الْاَرْضِ الْاَرْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ عَصَاهُ ، فَلَمَّا خَرَّ اِلٰى قَوْلِهٖ : فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنَ حُبَّ الْخَيْلِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ مِنْ ذِكَرَ رَبِّىْ فَطَفِقَ مَسْحًا يَمْسَحُ اَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا الْاَصْفَادُ الْوَثَاقُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَ عَلٰى طَرَفِ الْحَافِرِ الْجِيَادُ السِّرَاعُ جَسَدًا شَيْطَانًا رُخَاءً طَيِّبَةً حَيْثُ اَصَابَ حَيْثُ شَاءَ فَامْنُنْ اَعْطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِغَيْرِ حَرَجٍ

২০৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং দাউদকে সুলায়মান দান করলাম (পুত্র হিসাবে) তিনি ছিলেন উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী। (৩৮ ঃ ৩০) اَلْاَوَّابُ অর্থ গোনাহ থেকে ফিরে যে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "(সুলায়মান (আ) দু'আ করলেন) হে আল্লাহ্ ! আমাকে দান করুন এমন রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। (৩৮ ঃ ৩৫) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর ইয়াহূদীরা তারই অনুসরণ করত যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা আবৃত্তি করতো। (২ ঃ ১০২) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আমি বায়ুকে সুলায়মানের অধীন করে দিলাম যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য বিগলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। اَسَلْنَا অর্থ বিগলিত করে দিলাম عَيْنَ الْقِطْرِ অর্থ লোহার প্রস্রবণ – আর কতক জ্বিন তাঁর রবের নির্দেশে তার সামনে কাজ করতো। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করে, তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব। জ্বিনেরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ তৈরী করত। মুজাহিদ (র) বলেন, مَحَارِيْبَ অর্থ বড় বড় দালানের তুলনায় ছোট ইমারত-ভাস্কর্য শিল্প প্রস্তুত করতো, আর হাউস সদৃশ বৃহদাকার রান্না করার পাত্র তৈরী করতো – যেমন উটের জন্য হাওয থাকে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যেমন যমীনে গর্ত থাকে। আর তৈরী করত বিশাল বিশাল ডেকচি যা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত। হে দাউদের পরিবার আমার কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ কর। আর আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্পই শুকুর গুযারী করে। (৩৪ ঃ ১২-১৩) اِلاَّ دَابَّةُ الْاَرْضِ কেবল মাটির পোকা অর্থাৎ উই পোকা যা তার (সুলায়মানের) লাঠি খেতেছিল। مِنْسَأَتَهُ তার লাঠি। যখন সে (সুলায়মান) পড়ে গেল ..... লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে। (৩৪ ঃ ১৪) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ সম্পদের মোহে আমার রবের স্মরণ থেকে – আয়াতাংশে عَنْ – অর্থ مِنْ – فَطَفِقَ مَسْحًا – অর্থ তিনি (সুলায়মান আ) ঘোড়াগুলোর গর্দানসমূহ ও তাদের হাটুর নলাসমূহ কাটতে লাগলেন। اَلاَصْفَادُ – অর্থ, শৃঙ্খলসমূহ। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلصَّافِنَاتُ – অর্থ, দৌড়ের জন্য প্রস্তুত ঘোড়াসমূহ। এ অর্থ– صَفَنَ الْفَرَسُ থেকে গৃহীত। ঘোড়া যখন দৌড়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এক পা উঠিয়ে অন্য পায়ের খুরার উপর দাঁড়িয়ে যায়, তখন এ বাক্য বলা হয়। اَلْجِيَادُ – অর্থ, দ্রুতগামী جَسَدًا – শয়তান رُخَاءً – উত্তম حَيْثُ اَصَابَ – যেখানে ইচ্ছা فَامْنُنْ – দান কর بِغَيْرِ حِسَابٍ – দ্বিধাহীনভাবে। (৩৮ ঃ ৩১-৩৮)

٣١٨٣ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلاَتِىْ فَأَمْكَنَنِى اللّٰهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ اَنْ اَرْبُطَهُ عَلٰى سِيَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَيَنْبَغِىْ لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ ، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا عِفْرِيْتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ اِنْسٍ اَوْ جَانٍّ مِثْلَ زِبْنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا زَّبَانِيَةٌ ـ

৩১৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, একটি অবাধ্য জ্বিন এক রাতে আমার সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসল। আল্লাহ্ আমাকে তার উপর ক্ষমতা প্রদান করলেন। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদের একটি খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখার মনস্থ করলাম, যাতে তোমরা সবাই সচক্ষে তাকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর এ দু'আটি আমার মনে পড়লো। হে আমার রব ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে দান করুন

এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমার পরে আমি ছাড়া কেউ না হয়। (৩৮ ঃ ৩৫) এরপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ এবং অপমানিত করে ছেড়ে দিলাম। জ্বিন অথবা ইনসানের অত্যন্ত পিশাচ ব্যক্তিকে ইফ্‌রীত বলা হয়। ইফ্‌রীত ও ইফ্‌রীয়াতুন যিব্‌নীয়াতুন-এর ন্যায় এক বচন, যার বহু বচন যাবানিয়াতুন।

٣١٨٤ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَبْعِيْنَ امْرَاَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَاَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ فَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا اِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا اَحَدُ شِقَّيْهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ * قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ تِسْعِيْنَ وَهُوَ اَصَحُّ ـ

৩১৮৪ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি আমার সত্তর জন্য স্ত্রীর নিকট যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তাঁর সাথী বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ্ (বলুন)। কিন্তু তিনি মুখে তা বলেন নি। এরপর একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউ গর্ভধারণ করলেন না। সে যাও এক (পুত্র) সন্তান প্রসব করলেন। তাও তার এক অঙ্গ ছিল না। নবী ﷺ বললেন, তিনি যদি 'ইন্‌শা আল্লাহ্' মুখে বলতেন, তা হলে (সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতো। শু'আয়ব এবং ইব্‌ন আবূ যিনাদ (র) এখানে নব্বই জন্য স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন আর এটাই সঠিক বর্ণনা।

٣١٨٥ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلاً ؟ قَالَ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى ، قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ ، ثُمَّ : حَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ وَالْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ ـ

৩১৮৫ উমর ইব্‌ন হাফস (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম,

এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, মসজিদে আক্‌সা। আমি বললাম, এ দু'য়ের নির্মাণের মাঝখানে কত ব্যবধান ? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)[১] (তারপর তিনি বললেন,) যেখানেই তোমার সালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নিবে। কেননা, পৃথিবীটাই তোমার জন্য মাসজিদ।

٣١٨٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلِىْ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِى النَّارِ ، وَقَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهٖ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَاتَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهٖ لِلصُّغْرٰى ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُوْلُ اِلاَّ الْمُدْيَةُ ـ

৩১৮৬ আবুল ইয়ামান (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও অন্যান্য মানুষের উপমা হলো এমন যেমন কোন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল এবং তাতে পতঙ্গ এবং কীটগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সঙ্গে দু'টি সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে গেল। সাথের একজন মহিলা বললো, "তোমার ছেলেটিই বাঘে নিয়ে গেছে।" অপর মহিলাটি বললো, "না, বাঘে তোমার ছেলেটি নিয়ে গেছে।" তারপর উভয় মহিলাই দাউদ (আ)-এর নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো। তখন তিনি ছেলেটির বিষয়ে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। তারপর তারা উভয়ে (বিচারালয় থেকে) বেরিয়ে দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর কাছ দিয়ে যেতে লাগল এবং তারা উভয়ে তাঁকে ঘটনাটি জানালেন। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা

১. এ চল্লিশ বছরের ব্যবধান মূল ভিত্তি স্থাপনে; পুনর্নির্মাণে নয়। ইব্‌রাহীম (আ) ও সুলায়মান (আ) যথাক্রমে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ করেছেন মাত্র। মূল ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আদম (আ)।

আনয়ন কর। আমি ছেলেটিকে দু' টুক্‌রা করে তাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেই। এ কথা শুনে অল্প বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠলো, তা করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। ছেলেটি তারই। (এটা আমি মেনে নিচ্ছি।) তখন তিনি ছেলেটির ব্যাপারে অল্প বয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! ছোরা অর্থে سِكِّيْن শব্দটি আমি ঐ দিনই শুনেছি। আর না হয় আমরা তো ছোরাকে مُدْيَةً ই বলতাম।

٢٠٣٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ عَظِيْمٌ ...... يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اِلٰى فَخُوْرٍ - وَلاَ تُصَعِّرْ اَلْاِعْرَاضُ بِالْوَجْهِ

২০৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আমি লুকমানকে হিক্‌মত দান করেছি। আর আমি তাঁকে বলেছি। শির্‌ক এক মহা যুল্‌ম। (৩১ ঃ ১২-১৩) (মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ) হে আমার প্রিয় ছেলে? উহা (পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও ছোট হয় ... ... দাম্ভিককে। (৩১ ঃ ১৬-১৮)। চেহারা ফিরায়ে অবজ্ঞা করো না

٣١٨٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتْ : لاَتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১৮৭ আবুল ওয়ালীদ (র) .... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হল ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌মের দ্বারা কলুষিত করে নি। (৬ ঃ ৮২) তখন নবী ﷺ -এর সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, নিজের ঈমানকে যুল্‌মের দ্বারা কলুষিত করেনি ? তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করো না। কেননা শির্‌ক হচ্ছে এক মহা যুল্‌ম। (৩১ ঃ ১৮)

٣١٨٨ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيُّنَا لَايَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَاقَالَ لُقْمَانُ لِاِبْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১৮৮ ইসহাক (র) .... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হল ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌মের দ্বারা কলুষিত করেনি। তখন তা মুসলমানদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের উপর যুল্‌ম করেনি ? তখন নবী ﷺ বললেন, এখানে অর্থ তা নয় বরং এখানে যুল্‌মের অর্থ হলো শির্‌ক। তোমরা কি কুরআনে শুননি ? লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ প্রদানকালে কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রিয় ছেলে ! তুমি আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করো না। কেননা, নিশ্চয়ই শির্‌ক এক মহা যুল্‌ম।

٢٠٣٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ : وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ فَعَزَّزْنَا شَدَّدْنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَائِرُكُمْ مَصَائِبُكُمْ

২০৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আপনি তাদের নিকট এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেন। (৩৬ ঃ ১৩) মুজাহিদ (র) বলেন, فَعَزَّزْنَا অর্থ আমি শক্তিশালী করলাম। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, طَائِرُكُمْ অর্থ তোমাদের বিপদসমূহ

٢٠٤٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا اِلٰى قَوْلِهٖ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِثْلاً يُقَالُ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عِتِيًّا عَصِيًّا عَتَا يَعْتُوْ ، قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ

غُلاَمٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِيْ عَاقِرً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًا اِلَى قَوْلِهِ : ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًا وَيُقَالُ صَحِيْحًا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًا فَاَوْحٰى فَاَشَارَ يَايَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ اِلَى قَوْلِهِ : وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًا ، حَفِيًا لَطِيْفًا ، عَاقِراً اَلذَّكَرُ وَالْاُنْثٰى سَوَاءٌ

২০৪০. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এ বর্ণনা হলো তাঁর বিশেষ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তোমার রবের রহমত দানের। পূর্বে আমি এ নামে কারো নামকরণ করিনি। (১৯ ঃ ২-৭) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, سَمِيًّا অর্থ - সমতুল্য। তেমন বলা হয় رَضِيًّا অর্থ مَرْضِيًّا পছন্দনীয়। عِتِيًّا অর্থ عَصِيًّا অর্থাৎ অবাধ্য عَتَا يَعْتُوْ থেকে গৃহীত। যাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! কেমন করে আমার ছেলে হবে ? আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা ? আর আমিও তো বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছি। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন হলো। তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন কারো সাথে বাক্যালাপ করবে না। তারপর তিনি মিহ্‌রাব হতে বের হয়ে তাঁর কাউমের কাছে আসলেন, আর তাদের ইশারায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পড়তে বললেন। فَاَوْحٰى অর্থ, তারপর তিনি ইশারা করে বললেন। (আল্লাহ্ বললেন,) হে ইয়াহ্‌ইয়া ! এ কিতাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর। যে দিন তিনি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবেন। (১৯ ঃ ২-১৫) - حَفِيًّا - لَطِيْفًا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অতিশয় অনুগ্রহশীল। عَاقِرًا (বন্ধ্যা) শব্দটি পুং ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গেই ব্যবহার হয়

٣١٨٩ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ ثُمَّ صَعِدَ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ؟

قَالَ نَعَمْ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ ، قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ـ

৩১৮৯ হুদাবা ইব্ন খালিদ (র) .... মালিক ইব্ন সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সাহাবাগণের কাছে মিরাজের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, অনন্তর তিনি (জিব্রাঈল) আমাকে নিয়ে উপরে চললেন, এমনকি দ্বিতীয় আকাশে এসে পৌঁছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হলো কে ? উত্তর দিলেন, আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হলো। আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ । জিজ্ঞাসা করা হলো। তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? উত্তর দিলেন হাঁ, এরপর আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন সেখানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-কে দেখলাম। তাঁরা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন। জিব্রাঈল বললেন, এঁরা হলেন, ইয়াহ্ইয়া এবং ঈসা (আ)। তাদেরকে সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরাও সালামের জবাব দিলেন। তারপর তাঁরা বললেন, নেক ভাই এবং নেক নবীর প্রতি মারহাবা।

٢٠٤١. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا وَاِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ، اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ اِلٰى قَوْلِهِ : بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاٰلُ عِمْرَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ يَاسِيْنَ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَيُقَالُ اٰلُ يَعْقُوْبَ اَهْلُ يَعْقُوْبَ اِذَا صَغَّرُوْا اٰلَ رَدُّوْهُ اِلَى الْاَصْلِ قَالُوْا اُهَيْلٌ

২০৪১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর স্মরণ কর, কিতাবে মারিয়ামের ঘটনা। যখন তিনি আপন পরিজন থেকে পৃথক হলেন .... (সূরা মারিয়াম ঃ ১৬) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর স্মরণ করুন! যখন ফিরিশ্তাগণ মারিয়ামকে বললেন, হে মারিয়াম ! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া কালিমার দ্বারা সন্তানের সুখবর দিচ্ছেন। সূরা আলে-ইমরান (৩ ঃ ৪৫) মহান

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ আদম (আ), নূহ (আ) ও ইব্‌রাহীম (আ)-এর বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন ..... বে-হিসাব দিয়ে থাকেন। (৩ ঃ ৩৩-৩৭) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আলু-ইমরান অর্থাৎ মু'মিনগণ। যেমন, আলু-ইব্‌রাহীম, আলু ইয়াসীন এবং আলু মুহাম্মাদ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ সমগ্র মানুষের মধ্যে ইব্‌রাহীমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করে। আর তারা হলেন মু'মিনগণ। آلُ এর মূল হলো اَهْلُ আর اَهْلُ কে ক্ষুদ্রকরণ করা হলে তা أُهَيْلُ এ পরিণত হয়

৩১৯০ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

৩১৯০ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারিয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) (আ)-এর ব্যতিক্রম। তারপর আবূ হুরায়রা বলেন, (এর কারণ হলো মারিয়ামের মায়ের এ দু'আ "হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٢٠٤٢. بَابٌ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكَ اِلٰى قَوْلِهٖ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ يُقَالُ : يَكْفُلُ يَضُمُّ كَفَلَهَا ضَمَّهَا مُخَفَّفَةٌ لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُوْنِ وَشِبْهِهَا

২০৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, হে মারিয়াম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করেছেন। মারিয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে। (৩ঃ ৪২-৪৪) বলা হয় يَكْفُلُ অর্থ يَضُمُّ অর্থাৎ নিজ তত্ত্বাবধানে

নেওয়া। كَفَّلَهَا অর্থ নিজ তত্ত্বাবধানে নিল। লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা, ঋণ-করযের দায়িত্ব গ্রহণও এ ধরনের কিছু নয়

٣١٩١ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ -

৩১৯১ আহমাদ ইব্‌ন আবূ রাজা' (র) .... আলী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, (ঐ সময়ের) সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম হলেন সর্বোত্তম আর (এ সময়ে) নারীদের সেরা হলেন খাদীজা (রা)।

٢٠٤٣. بَابُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : اِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِلٰى قَوْلِهٖ : كُنْ فَيَكُوْنُ ، يَبْشُرُكِ وَيُبَشِّرُكِ وَاحِدٌ وَجِيْهًا شَرِيْفًا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ : الْمَسِيْحُ الصِّدِّيْقُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْكَهْلُ اَلْحَلِيْمُ وَالاَكْمَهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلاَيُبْصِرُ بِاللَّيْلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُوْلَدُ اَعْمٰى

২০৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, হে মারিয়াম ! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমা দ্বারা (সন্তানের) সুসংবাদ দান করেছেন। যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইব্‌ন মারিয়াম। ... ... হও অমনি তা হয়ে যায়।" (৩ ঃ ৪৫) يُبَشِّرُكِ আর يَبْشُرُكِ উভয়ের একই অর্থ। وَجِيْهًا অর্থ সম্মানিত আর ইব্‌রাহীম (র) বলেন, মসীহ শব্দের অর্থ সিদ্দীক। মুজাহিদ (র) বলেছেন, اَلْكَهْلُ অর্থ اَلْحَلِيْمُ অর্থ, সহনশীল আর اَلاَكْمَهُ অর্থ হলো, রাতকানা যে দিনে দেখে আর রাতে দেখতে পায় না। অন্যেরা বলেন, যে অন্ধ হয়ে জন্মলাভ করেছে (সে হলো اَلاَكْمَهُ)

٣١٩٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ اَحْنَاهُ عَلٰى طِفْلٍ ، وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ ، فِىْ ذَاتِ يَدِهِ ، يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلٰى اِثْرِ ذٰلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ * تَابَعَهُ ابْنُ اَخِى الزُّهْرِيِّ وَاِسْحٰقُ الْكَلْبِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৩১৯২ আদম (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সকল নারীর উপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন সকল খাদ্য সামগ্রীর উপর সারীদের মর্যাদা। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। (অতীত যুগে) কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম এবং ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ব্যতীত কেউ কামালিয়াত অর্জন করতে পারেনি। ইব্ন ওহাব (রা) .... আবূ হুরায়রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয়া নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহময়ী হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারিয়াম কখনও উটে আরোহণ করেন নি। ইব্ন আখী যুহরী ও ইসহাক কালবী (র) যুহরী (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٠٤٤. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى : يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ ..... اِلٰى وَكِيْلاً - قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ كَلِمَتُهُ كُنْ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ وَرُوْحٌ مِنْهُ اَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوْحًا وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلاَثَةٌ

২০৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ''হে আহলে কিতাব তোমরা তোমাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না .... অভিভাবক হিসাবে। (৪ ঃ ১৭১) আবূ উবায়দা (র) বলেন আল্লাহ্‌র كَلِمَه হচ্ছে ''হও, অমনি তা হয়ে যায়। আর অন্যরা বলেন رُوْحٌ مِنْه অর্থ তাকে হায়াত দান করলেন তাই তাকে رُوْحٌ নাম দিলেন। لاَ تَقُوْلُوْا ثَلاَثَة তোমরা (আল্লাহ্, ঈসা ও তার মাতাকে) তিন ইলাহ্ বল না

٣١٩٣ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِيْءٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِيْ أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ ، قَالَ الْوَلِيْدُ فَحَدَّثَنِيْ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيُّهَا شَاءَ ـ

৩১৯৩ সাদাকা ইব্‌ন ফায্‌ল (র)..... উবাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল আর নিশ্চয়ই ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর সেই কালিমা যা তিনি মারিয়ামকে পৌছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। ওলীদ (র) .... জুনাদা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে জুনাদা বাড়িয়ে বলেছেন যে, জান্নাতের আট দরজার যেখান দিয়েই সে চাইবে। (আল্লাহ্ তাকে জান্নাত প্রবেশ করাবেন।)

٢٠٤٥. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا نَبَذْنَاهُ أَلْقَيْنَهُ اعْتَزَلَتْ شَرْقِيًّا مِمَّا يَلِى الشَّرْقَ ، فَأَجَاءَهَا أَفْعَلَ مِنْ جِئْتُ ، وَيُقَالُ : أَلْجَأَ هَا اضْطَرَّهَا تَسَّاقَطْ تُسْقِطْ ،

قَصِيًّاقَاصِيَا فَرِيًّا عَظِيْمًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسيًا لَمْ أَكُنْ شَيْئًا وَقَالَ غَيْرُهُ النَّسِيُّ الْحَقِيْرُ ، وَقَالَ اَبُوْ وَائِلٍ : عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُوْنُهْيَةٍ حِيْنَ قَالَتْ إِنْ كُنْتَ تَقِيًا ، وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ الْبَرَاءِ سَرِيًّا نَهْرٌ صَغِيْرٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ

২০৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ কর, এ কিতাবে মারিয়ামের কথা। যখন সে তাঁর পরিজন থেকে পৃথক হলো। (১৯ ঃ ১৬) شَرْقِيًّا শব্দটি شَرْقَ শব্দ থেকে, যার অর্থ পূর্বদিকে। فَأَجَاءَهَا শব্দটি جِئْتُ হতে اَفْعَلَ এর রূপে হয়েছে । أَجَأْ هَا এর স্থলে أَلجَأْ هَا ও বলা হয়েছে যার অর্থ হবে তাকে অস্থির করে তুললো। تَسَّاقَطَ শব্দটি تُسْقِطُ এর অর্থ দেবে। قَاصِيًا শব্দটি قَاصِيًا এর অর্থে ব্যবহৃত। فَرِيًّا অর্থ বিরাট। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, نَسِيًا অর্থ আমি যেন কিছুই না থাকি। অন্যেরা বলেছেন, النَّسِيّ অর্থ তুচ্ছ, ঘৃণিত। আবূ ওয়ায়েল (র) বলেছেন, মারিয়ামের উক্তি إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا এর অর্থ যদি তুমি জ্ঞানবান হও। ওকী' (র) ...... বলেন, বারআ (রা) থেকে বর্ণিত, سَرِيًّا শব্দটির অর্থ সুরইয়ানী ভাষায় ছোট নদী

٣١٩٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيْسٰى وَكَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّيْ جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ اَجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّيْ ، فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِيْ صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبٰى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقِيْلَ لَهَا مِمَّنْ فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوْهُ

وَسَبُّوْهُ ، فَتَوَضَّأَ وَصَلّٰى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوْكَ يَاغُلَامُ ؟ فَقَالَ الرَّاعِيْ ، قَالُوْا نَبْنِيْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ ؟ قَالَ لاَ : إِلاَّ مِنْ طِيْنٍ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوْشَارَةٍ ، فَقَالَتِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلٰى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ كَاَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ ، فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ لا تَجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَ هٰذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ لِمَ ذٰلِكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْأَمَةَ يَقُوْلُوْنَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ -

৩১৯৪ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, তিন জন শিশু ব্যতীত আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' বলে ডাকা হতো। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। (জবাব না পেয়ে) তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ্! ব্যভিচারিণীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদত খানায় থাকত। একবার তার কাছে একটি মহিলা আসল। সে (অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য) তার সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। তারপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূরণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। এটি কার থেকে ? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার কাছে আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ অযু সেরে ইবাদত করল। এরপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল। হে শিশু! তোমার পিতা কে ? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা (বনী ইসরাঈলেরা) বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে (করতে পার)। বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। মহিলাটি দু'আ করল, ইয়া আল্লাহ্! আমার ছেলেটি তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল। এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে তার মত করনা। এরপর মুখ ফিরিয়ে দুধ পান করতে লাগল। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, নবী ﷺ -কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। এরপর সেই মহিলাটির

পাশ দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। মহিলাটি বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত করো না। শিশুটি তৎক্ষণাৎ তার মায়ের দুধ ছেড়ে দিল। আর বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে তার মত কর। তার মা জিজ্ঞাসা করল, তা কেন ? শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটি লোকে বলছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

৩১৯৫ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ، قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَّامَ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ، قَالَ وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ ، فَقِيلَ لِي خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ لِي هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ ـ

৩১৯৫ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ও মাহমুদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মিরাজ রজনীতে আমি মূসা (আ)-এর দেখা পেয়েছি। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ মূসা (আ)-এর আকৃতি বর্ণনা করেছেন। মূসা (আ) একজন দীর্ঘদেহী, মাথায় কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট, যেন শানুআ গোত্রের একজন লোক। নবী ﷺ বলেন, আমি ঈসা (আ)-এর দেখা পেয়েছি। এরপর তিনি তাঁর আকৃতি বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি হলেন মাঝারি গড়নের গৌর বর্ণবিশিষ্ট, যেন তিনি এই মাত্র হাম্মামখানা হতে বেরিয়ে এসেছেন। আর আমি ইব্রাহীম (আ)-কেও দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আকৃতিতে আমিই তার বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। নবী ﷺ বলেন, তারপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ, অপরটিতে শরাব। আমাকে বলা হলো, আপনি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, আপনি ফিত্রাত বা স্বভাবকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। দেখুন! আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

٣١٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عِيْسٰى وَمُوْسٰى وَابْرَاهِيْمَ فَأَمَّا عِيْسٰى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوْسٰى فَآدَمُ جَسِيْمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ ـ

৩১৯৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, (মিরাজের রাতে) আমি ঈসা (আ), মূসা (আ) ও ইব্‌রাহীম (আ)-কে দেখেছি। ঈসা (আ) গৌর বর্ণ, সোজা চুল এবং প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট লোক ছিলেন, মূসা (আ) বাদামী রং বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁর দেহ ছিল সুঠাম এবং মাথার চুল ছিল কোকড়ানো যেন 'যুত' গোত্রের একজন লোক।

٣١٩٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ ، كَأَحْسَنِ مَا يُرٰى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوا هٰذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ * تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ ـ

৩১৯৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ টেঁড়া নন।

সাবধান! মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ টেঁড়া। তার চোখ যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত। আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজকে কা'বার কাছে দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙ্গের লোক দেখে থাক তার থেকেও বেশী সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল, তার দু'কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছিল। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? তারা জবাব দিলেন, ইনি হলেন, মসীহ ইব্‌ন মারিয়াম। তারপর তাঁর পেছনে আর একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো, ডান চোখ টেঁড়া, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইব্‌ন কাতানের অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'কাঁধে ভর করে কা'বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হল মাসীহ দাজ্জাল।

٣١٩٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِيسٰى أَحْمَرُ ، وَلٰكِنْ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً ، أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا هٰذَا الدَّجَّالُ ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ -

৩১৯৮ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মাক্‌কী (র) .... সালিম (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! নবী ﷺ এ কথা বলেননি যে ঈসা (আ) রক্তিম বর্ণের ছিলেন। বরং বলেছেন, একদা আমি স্বপ্নে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ সোজা চুল ও বাদামী রং বিশিষ্ট একজন লোক দেখলাম। তিনি দু'জন লোকের মাঝখানে চলছেন। তাঁর মাথার পানি ঝরে পড়ছে অথবা বলেছেন, তার মাথা থেকে পানি বেয়ে পড়ছে। আমি বললাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি মারিয়ামের পুত্র। তখন আমি এদিক সেদিক তাকালাম। হঠাৎ দেখলাম, এক ব্যক্তি তার গায়ের রং লালবর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোঁকড়ানো এবং তার ডান চোখ টেঁড়া। তার চোখ যেন ফুলা আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হলো দাজ্জাল। মানুষের মধ্যে ইব্‌ন কাতানের সাথে তার অধিক সাদৃশ্য রয়েছে। যুহরী (র) তার বর্ণনায় বলেন, ইব্‌ন কাতান খুযাআ গোত্রের একজন লোক, সে জাহেলী যুগেই মারা গেছে।

٣١٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ -

৩১৯৯ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি মারিয়ামের পুত্র ঈসার বেশী নিকটতম। আর নবীগণ পরস্পর আল্লাতী ভাই অর্থাৎ দীনের মূল বিষয়ে এক এবং বিধানে বিভিন্ন। আমার ও তার (ঈসার) মাঝখানে কোন নবী নেই।

٣٢٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ * وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩২০০ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি দুনিয়া ও আখিরাতে ঈসা ইব্ন মারিয়ামের সবচেয়ে নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের আল্লাতী ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ তাদের বিধান ভিন্ন। (কিন্তু তাদের মূল দীন এক (তাওহীদ)। ইব্রাহীম ইব্ন তাহমান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন।

٣٢٠١ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كَلَّا الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسَى آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنَيْ -

৩২০১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চুরি করেছ ? সে বলল, কখনও নয়। সেই সত্তার কসম। যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তখন ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি আর আমি আমার দু'নয়নকে বাহ্যত সমর্থন করলাম না।

٣٢٠٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ـ

৩২০২ হুমাইদী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উমর (রা)-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ঈসা ইব্‌ন মারিয়াম (আ) সম্পর্কে খৃস্টানরা অতিরঞ্জিত করেছিল। আমি তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দা, বরং তোমরা আমার সম্পর্কে বলবে, আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

٣٢٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيْسَى ثُمَّ آمَنَ بِيْ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ ـ

৩২০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ....আবূ মূসা মাশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। যদি কোন লোক তার দাসীকে আদব-কায়দা শিখায় এবং তা ভালভাবে শিখায় এবং তাকে দীন শিখায় আর তা উত্তমভাবে শিখায় তারপর তাকে আযাদ করে দেয় অতঃপর তাকে বিয়ে করে তবে সে দু'টি করে সওয়াব পাবে। আর যদি কেউ ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারপর আমার প্রতিও ঈমান আনে, তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তার মনীবদেরকে মেনে চলে তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে।

٣٢٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَرأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ، فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى إِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِىْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ أَصْحَابِىْ ، فَيُقَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا دُمْتُ فِيْهِمْ ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ذُكِرَ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّوْنَ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلٰى عَهْدِ أَبِىْ بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

৩২০৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা হাশরের মাঠে খালি-পা, খালি গা এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত হবে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। এটা আমার ওয়াদা। আমি তা অবশ্যই পূর্ণ করব।(২১ ঃ ১০৪) এরপর (হাশরে) সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইব্রাহীম (আ)। তারপর আমার সাহাবীদের কিছু সংখ্যককে ডান দিকে (বেহেশ্‌তে) এবং কিছু সংখ্যককে বাম দিকে (দোযখে) নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী। তখন বলা হবে আপনি তাদের থেকে বিদায় নেয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। তখন আমি এমন কথা বলব, যেমন বলেছিল, পুণ্যবান বান্দা ঈসা ইব্ন মারিয়াম (আ)। তার উক্তিটি হলো এ আয়াতঃ আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনিই তাদের হেফাযতকারী ছিলেন। আর আপনি তো সব কিছুর উপরই সাক্ষী। যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন, তবে এরা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি নিশ্চয়ই পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়।(৫ ঃ ১১৭) কাবীসা (রা) থেকে

বর্ণিত, তিনি বলেন, এরা হলো ঐ সব মুরতাদ যারা আবূ বক্‌র (রা)-এর খিলাফতকালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবূ বক্‌র (রা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

٢٠٤٦ بَابُ نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

২০৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর অবতরণের বর্ণনা

٣٢٠٥ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْحَرْبَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ : وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا -

৩২০৫ ইসহাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অচিরেই তোমাদের মাঝে মারিয়ামের পুত্র ঈসা (আ) শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি 'ক্রুশ' ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর মেরে ফেলবেন এবং তিনি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তখন সম্পদের স্রোত বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজ্‌দা করা সমগ্র দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ থেকে বেশী মূল্যবান বলে গণ্য হবে। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পারঃ কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (ঈসা (আ)-এর) মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

٣٢٠٦ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى أَبِىْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِىِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ، تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ

৩২০৬ ইব্‌ন বুকায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন (আনন্দের) হবে যখন তোমাদের মাঝে মারিয়াম তনয় ঈসা (আ) অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে।[১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠٤٧. بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ

২০৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর বিবরণ

٣٢٠٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالَ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا ، فَأَمَّا الَّذِيْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِيْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِيْ يَرٰى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ ، قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيْلَ لَهُ انْظُرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّيْ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِيْ

১. ঈসা (আ) মুসলমানদের ইমাম হবেন বটে কিন্তু তিনি কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক শাসনকার্য চালাবেন, ইন্‌জিল মতে নয়। তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়ে আসবেন। -(আইনী)

الدُّنْيَا وَأُجَازِيْهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ ، فَأَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصٰى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوْالِىْ حَطَبًا كَثِيْرًا وَأَوْقِدُوْا فِيْهِ نَارًا حَتّٰى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِىْ وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِىْ فَامْتَحَشْتُ فَخُذُوْهَا فَاطْحَنُوْهَا ، ثُمَّ انْظُرُوْا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوْهُ فِى الْيَمِّ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَكَانَ نَبَّاشًا -

৩২০৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... উক্বা ইব্ন আমর (রা) হুযায়ফা (রা)-কে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা কি আমাদের কাছে বর্ণনা করবেন না ? তিনি জবাব দিলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। এরপর মানুষ যাকে আগুনের মত দেখবে তা হবে আসলে শীতল পানি। আর যাকে মানুষ শীতল পানির ন্যায় দেখবে, তা হবে প্রকৃতপক্ষে দহনকারী আগুন। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যাকে সে আগুনের ন্যায় দেখতে পাবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তা সুস্বাদু শীতল পানি। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে) বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে একজন লোক ছিল। তার কাছে ফিরিশ্তা তার জান কব্য করার জন্য এসেছিলেন। (তার মৃত্যুর পর) তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ ? সে জবাব দিল, আমার জানা নেই। তাকে বলা হলো, একটু চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ব্যতীত আমার আর কিছুই জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সাথে ব্যবসা করতাম। অর্থাৎ ঋণ দিতাম। আর তা আদায়ের জন্য তাদেরকে তাগাদা করতাম। আদায় না করতে পারলে আমি স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সময় দিতাম আর অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতাম। তখন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এটাও বলতে শুনেছি যে, কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এসে হাযির হল। যখন সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিজনকে ওসীয়াত করল, আমি যখন মরে যাব। তখন আমার জন্য অনেকগুলো কাঠ একত্র করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিও। (আর আমাকে তাতে ফেলে দিও) আগুন যখন আমার গোশত খেয়ে ফেলবে এবং আমার হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আর আমার হাড়গুলো বেরিয়ে আসবে, তখন তোমরা তা নিয়ে গুড়ো করে ফেলবে। তারপর যেদিন দেখবে খুব হাওয়া বইছে, তখন সেই ছাইগুলিকে উড়িয়ে দেবে। তার পরিজনেরা তাই করল। তারপর আল্লাহ্ সে সব একত্র করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজ তুমি কেন করলে ? সে জবাব দিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ্ তাকে

ক্ষমা করে দিলেন। উক্বা ইব্ন আম্র (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে ঐ ব্যক্তি ছিল কাফন চোর।

৩২০৮ حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنِيْ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَائِشَةَ وابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالاَ لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلٰى وَجْهِهٖ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهٖ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعَنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا -

৩২০৮ বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... ইবুন আব্বাস (রা) ও আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তেকালের সময় হাযির হল। তখন তিনি আপন চেহারার উপর তাঁর একখানা চাদর দিয়ে রাখলেন। এরপর যখন খারাপ লাগল, তখন তাঁর চেহারা মোবারক হতে তা সরিয়ে দিলেন এবং তিনি এ অবস্থায়ই বললেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহ্র লা'নত। তারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে রেখেছে। তারা যা করেছে তা থেকে নবী ﷺ মুসলমানদেরকে সতর্ক করছেন।

৩২০৯ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ نِ الْقَزَّازِ ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لاَنَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ ، قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : فُوْا بِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ ، اَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ ، فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ -

৩২০৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি পাঁচ বছর যাবত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্যে ছিলাম। তখন আমি তাঁকে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। তবে অনেক খলীফাহ্ হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ করছেন ? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়'আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল।

٣٢١٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتّٰى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ. قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ –

৩২১০ সাঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র) .... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের তরীকাহ্ পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি ইয়াহূদী ও নাসারার কথা বলেছেন ? নবী ﷺ বললেন, তবে আর কার কথা ?

٣٢١١ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ –

৩২১১ ইমরান ইব্ন মাইসারা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরা (সাহাবাগণ সালাতের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য) আগুন জ্বালানো এবং ঘন্টা বাজানোর কথা উল্লেখ করলেন। তখনই তাঁরা ইয়াহূদী ও নাসারার কথা উল্লেখ করলেন। এরপর বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দগুলো দু' দু' বার করে এবং ইকামাতের শব্দগুলো বেজোর করে বলতে আদেশ করা হলো।

٣٢١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكْرَهُ اَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِىْ خَاصِرَتِهٖ وَتَقُوْلُ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلَهُ * تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ

৩২১২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কোমরে হাত রাখাকে না পছন্দ করতেন। আর বলতেন, ইয়াহূদীরা এরূপ করে। শু'বা (র) আমাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٢١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِى اَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْاُمَمِ مَابَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ ، وَاِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ نِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ اَلاَ فَاَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ اَلاَ لَكُمُ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى ، فَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً ، وَاَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ اللّٰهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوْا لاَ : قَالَ فَاِنَّهُ فَضْلِىْ أُعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ -

৩২১৩ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যেসব উম্মত অতীত হয়ে গেছে তাদের তুলনায় তোমাদের স্থিতিকাল হলো আসরের

সালাত এবং সূর্য ডুবার মধ্যবর্তী সময় টুকুর সমান। আর তোমাদের ও ইয়াহূদী নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন লোককে তার কাজে লাগালো এবং জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, আমার জন্য দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের[১] বিনিময়ে কাজ করবে? তখন ইয়াহূদীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। তারপর সে ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, সে দুপুর থেকে আসর সালাত পর্যন্ত এক এক কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজটুকু করে দেবে ? তখন নাসারারা এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর হতে আসর সালাত পর্যন্ত কাজ করল। সে ব্যক্তি পুনরায় বলল, কে এমন আছ, যে দু' দু' কিরাতের বদলায় আসর সালাত থেকে সুর্য্যাস্ত পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দেখ, তোমরাই হলে সে সব লোক যারা আসর সালাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। দেখ, তোমাদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ। এতে ইয়াহূদী ও নাসারারা অসন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী আর পারিশ্রমিক পেলাম কম। আল্লাহ্ বলেন, আমি কি তোমার পাওনা থেকে কিছু যুল্‌ম বা কম করেছি ? তারা উত্তরে বলল, না। তখন আল্লাহ্ বললেন, এ-ই হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা, তা দান করে থাকি।

٣٢١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَاتَلَ اللّٰهُ فُلاَنًا اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُوْمُ فَجَمَّلُوْهَا فَبَاعُوْهَا * تَابَعَهُ جَابِرٌ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩২১৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ধ্বংস করুক ! সে কি জানে না যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের ওপর লানত করুন। তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল। তখন তারা তা গালিয়ে বিক্রি করতে লাগল। জাবির ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ এর হাদীস বর্ণনায় ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٢١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

---

১ কিরাত তৎকালীন স্বল্পতম মানের আরবী মুদ্রা বিশেষ।

৩২১৫ আবূ আসিম যাহ্হাক ইব্ন মাখলাদ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার কথা (অন্যদের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন দোযখকেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নিল।

٣٢١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ -

৩২১৬ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারারা (দাঁড়ি ও চুলে) রং লাগায় না বা খেযাব দেয় না। অতএব তোমরা (রং বা খেযাব লাগিয়ে) তাদের বিপরীত কাজ কর।

٣٢١٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِيْنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَخْشٰى اَنْ يَكُوْنَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَاَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ، بَادَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهِ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

৩২১৭ মুহাম্মদ (র) .... হাসান (বসরী) (র) বলেন, জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বসরার এক মসজিদে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। সে দিন থেকে আমরা না হাদীস ভুলেছি না আশংকা করেছি যে, জুনদুব (র) নবী ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে একজন লোক আঘাত পেয়েছিল তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। এরপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ্ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার থেকে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করল (অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করল।) কাজেই, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।

حَدِيْثُ اَبْرَصَ وَاَقْرَعَ وَاَعْمٰى

একজন শ্বেতীরোগী, টাকওয়ালা ও অন্ধের বিবরণ সম্বলিত হাদীস

٣٢١٨ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ ثَلاَثَةً فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَاَقْرَعَ وَاَعْمٰى بَدَا اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاَتٰى الْاَبْرَصَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِى النَّاسُ ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ ، فَاُعْطِىَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا ، فَقَالَ اَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيكَ ؟ فَقَالَ اَلْاِبِلُ اَوْ قَالَ اَلْبَقَرُ هُوْ شَكَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنَّ الْاَبْرَصَ اَوِ الْاَقْرَعَ قَالَ اَحَدُهُمَا الْاِبِلُ ، وَقَالَ الْاٰخَرُ الْبَقَرُ ، فَاُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا قَالَ وَاَتٰى الْاَقْرَعَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ : شَعَرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّى هٰذَا قَدْ قَذِرَنِىْ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ ، وَاُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا ، قَالَ فَأَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ ، قَالَ فَاَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا ، وَاَتٰى الْاَعْمٰى فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ يَرُدُّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِى فَاُبْصِرُبِهِ النَّاسَ ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ فَاَىُّ

الْـمَـالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ اَلْغَنَمُ فَاَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَاَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْاِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنْ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اِنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ ، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ ، اَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِيْ ، فَقَالَ لَهُ اِنَّ الْحُقُوْقَ كَثِيْرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ كَاَنِّيْ اَعْرِفُكَ اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا ، فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ ، فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ ، فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ ، وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَارَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا ، فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ ، وَاَتَى الْاَعْمٰى فِيْ صُوْرَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلَابَلَاغَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ ، اَسْاَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ ، وَقَالَ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ بَصَرِيْ وَفَقِيْرًا فَاَغْنَانِيْ ، فَخُذْ مَاشِئْتَ فَوَاللّٰهِ لَا اَحْمَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ ، فَقَالَ اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا اُبْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ –

৩২১৮ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইসহাক ও মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে তিন জন লোক ছিল। একজন শ্বেতীরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই, তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্‌তা পাঠালেন। ফিরিশ্‌তা প্রথমে শ্বেতী রোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কোন্ জিনিস বেশী প্রিয় ? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশ্‌তা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ

সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হল। তারপর ফিরিশ্‌তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? সে জবাব দিল, 'উট' অথবা সে বলল, 'গরু'। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে শ্বেতীরোগী না টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল 'উট' আর অপরজন বলেছিল 'গরু'। অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হল। তখন ফিরিশ্‌তা বললেন, "এতে তোমার জন্য বরকত হোক।" বর্ণনাকারী বলেন, ফিরিশ্‌তা টাকওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কি জিনিস পছন্দনীয়? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন্ এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। বর্ণনাকারী বলেন, ফিরিশ্‌তা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে (তার মাথায়) সুন্দর চুল দেয়া হল। ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল, 'গরু'। তারপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করলেন। এবং ফিরিশ্‌তা দু'আ করলেন, এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক। তারপর ফিরিশ্‌তা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? সে বলল, আল্লাহ্ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নবী ﷺ বললেন, তখন ফিরিশ্‌তা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল 'ছাগল'। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। উপরে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলো বাচ্চা দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল। এরপর ঐ ফিরিশ্‌তা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সকল (সম্বল) শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য স্থানে পৌছার আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপায় নেই। আমি তোমার কাছে ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর উপর সাওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার উপর বহু দায় দায়িত্ব রয়েছে। (কাজেই আমার পক্ষে দান করা সম্ভব নয়) তখন ফিরিশ্‌তা তাকে বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি এক সময় শ্বেতরোগী ছিলে না ? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না ? এরপর আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে (প্রচুর সম্পদ) দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। ফিরিশ্‌তা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। তারপর ফিরিশ্‌তা মাথায় টাকওয়ালার কাছে তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তদ্রূপই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেতী রোগীকে বলেছিলেন। এও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেতীরোগী। তখন ফিরিশ্‌তা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে তেমন অবস্থায় করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। শেষে ফিরিশ্‌তা অন্ধ লোকটির কাছে তাঁর আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ ; আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ী পৌছার ব্যাপারে আল্লাহ্ ছাড়া কোন গতি নেই। তাই আমি তোমার কাছে সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ী পৌছতে পারব। সে বলল, বাস্তবিকই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্

আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। আল্লাহ্ আমাকে ধনী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহ্র কসম। আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্যে আজ আমি তোমার নিকট কোন প্রশংসাই দাবী করব না। তখন ফিরিশ্তা বললেন, তোমার মাল তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনকে পরীক্ষা করা হল মাত্র। আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথী দু'জনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

٢٠٤٨. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ - اَلْكِتَابُ الْمَرْقُوْمُ مَكْتُوْبٌ مِنَ الرَّقْمِ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَوْلاَ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا شَطَطًا اِفْرَاطًا اَلْوَصِيْدُ اَلْفِنَاءُ وَجَمْعُهُ وَصَائِدَ وَوُصُوْدٌ وَيُقَالُ اَلْوَصِيْدُ اَلْبَابُ مُؤْصَدَةٌ مُطْبَقَةٌ اَصَدَ الْبَابَ وَاَوْصَدَ بَعَثْنَاهُمْ اَحْيَيْنٰهُمْ اَزْكٰى اَكْثَرُ رَيْعًا ، فَضَرَبَ اللّٰهُ عَلٰى اٰذَانِهِمْ فَنَامُوْا رَجْمًا بِالْغَيْبِ لَمْ يَسْتَبِنْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ

২০৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আসহাবে কাহাফ ও রাকীম সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ? (৯ঃ ১৮) কিতাব اَلْمَرْقُوْمُ শব্দটি الرَّقْمُ হতে উদ্ভূত, অর্থ লিপিবদ্ধ। فَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ, তাদের অন্তরে আমি (ধৈর্যের) প্রেরণা প্রদান করেছি। যদি আমি তার অন্তরে সহনশীলতার প্রেরণা প্রদান না করতাম। شَطَطًا অতিশয় অতিরিক্ত। اَلْوَصِيْد গুহার পাড়। এটা একবচন। এর বহুবচন وَصَائِدَ এবং وَصُوْدٌ ; কেউ কেউ বলেন, اَلْوَصِيْدُ অর্থ দরজা। مُؤْصَدَةٌ বন্ধ। এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। اَصَدَ الْبَابَ وَاَوْصَد আমি তাদেরকে জীবিত করলাম। اَزْكٰى পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্য। এরপর আল্লাহ্ তাদের কানে ছাপ মেরে দিলেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লো। رَجْمًا بِالْغَيْبِ যা স্পষ্ট হলো না। আর মুজাহিদ (র) বলেন। تَقْرِضُهُمْ তাদেরকে পাশ কেটে যায়

٢٠٤٩. بَابُ حَدِيْثُ الْغَارُ

২০৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ গুহার ঘটনা

٣٢١٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُوْنَ اِذْ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَاَوَوْا اِلٰى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اِنَّهُ وَاللّٰهِ يَا هٰؤُلاَءِ لاَيُنْجِيكُمْ اِلاَّ الصِّدْقُ ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ اَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيْهِ ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ كَانَ لِيْ اَجِيْرٌ عَمِلَ لِيْ عَلٰى فَرَقٍ مِنْ اَرُزٍّ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَاَنِّيْ عَمَدْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ اَمْرِهِ اَنِّيْ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا ، وَاَنَّهُ اَتَانِيْ يَطْلُبُ اَجْرَهُ ، فَقُلْتُ اعْمِدْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا فَقَالَ لِيْ اِنَّمَا لِيْ عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ اَرُزٍّ فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا مِنْ ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ ، فَقَالَ الاٰخَرُ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَ لِيْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ ، فَكُنْتُ اٰتِيْهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِيْ فَاَبْطَاْتُ عَنْهُمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَاَهْلِيْ وَعِيَالِيْ يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوْعِ ، فَكُنْتُ لاَ اَسْقِيْهِمْ حَتّٰى يَشْرَبَ اَبَوَايَ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ اَنْ اَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمْ اَزَلْ اَنْتَظِرُ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتّٰى

نَظَرُوْا اِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ كَانَ لِىْ اِبْنَةُ عَمٍّ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ وَاَنِّىْ رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا ، فَاَبَتْ اِلاَّ اَنْ اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتّٰى قَدَرْتُ فَاَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهَا فَاَمْكَنَتْنِىْ مِنْ نَفْسِهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَتْ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ الدِّيْنَارَ ، فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوْا -

৩২১৯ ইসমাঈল ইব্ন খালীল (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তাঁরা পথ চলছিল। হঠাৎ তাদের বৃষ্টি পেয়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদেরকে বললেন, বন্ধুগণ আল্লাহ্র কসম! এখন সত্য ছাড়া কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই, এখন তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের উসিলায় দু'আ করা উচিত, যে ব্যাপারে জানা রয়েছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন (এই বলে) দু'আ করলেন হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একজন মযদুর ছিল। সে এক ফারাক[১] চাউলের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে মজুরী না নিয়েই চলে গিয়েছিল। আমি তার এ মজুরী দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্থ করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে, তার বিনিময়ে আমি একটি গাভী কিনলাম। সেই মযদুর আমার নিকট এসে তার মজুরী দাবী করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিল, আমার ত আপনার কাছে মাত্র এক 'ফারাক' চাউলই প্রাপ্য। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা (তোমার) সেই এক 'ফারাক' দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি খরীদ করা হয়েছে। তখন সে গাভীটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ্) আপনি জানেন যে, তা আমি একমাত্র আপনার ভয়েই করেছি। তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন তাদের কাছ থেকে পাথরটি কিছুটা সরে গেল। তাদের আরেকজন দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার মা-বাপ খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি প্রতি রাতে তাঁদের জন্য আমার বকরীর দুধ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতাম। ঘটনাক্রমে একরাতে তাদের কাছে যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে আমার পরিবার পরিজন ক্ষুধার কারণে চিৎকার করছিল। আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান না করান পর্যন্ত ক্ষুধায় কাতর আমার সন্তানদেরকে দুধ পান করাইনি। কেননা, তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানটি আমি পছন্দ করিনি। অপরদিকে তাদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করলে তাঁরা উভয়েই দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জগ্রত হবার) অপেক্ষা

১ পরিমাপের পাত্র, যা তিন সা'-এর সমমানের।

করছিলাম। আপনি জানেন যে, একাজ আমি করেছি, একমাত্র আপনার ভয়ে, তাই, আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিন। তারপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। অপর ব্যক্তি দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে (মিলনের) বাসনা করছিলাম। কিন্তু সে একশ' দীনার (স্বর্ণ মুদ্রার) প্রদান ব্যতিত ঐ কাজে রাযী হতে চাইল না। আমি স্বর্ণ মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা আরম্ভ করলাম এবং তা অর্জনে সমর্থও হলাম। তারপর কথিত মুদ্রাসহ্ তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে তা অর্পণ করলাম। সেও তার দেহ আমার ভোগে অর্পণ করলো। আমি যখন তার দুই পায়ের মাঝে বসে পড়লাম। তখন সে বলল, আল্লাহ্কে ভয় কর, অন্যায় ও অবৈধভাবে পবিত্র ও রক্ষিত আবরুকে বিনষ্ট করো না। আমি তৎক্ষণাৎ সরে পড়লাম ও স্বর্ণমুদ্রা ছেড়ে আসলাম। হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমি প্রকৃতই আপনার ভয়ে তা করে ছিলাম। তাই আমাদের রাস্তা প্রশস্ত করে দাও। আল্লাহ্ (তাদের) সংকট দূরীভূত করলেন। তারা বের হয়ে আসল।

٢٠٥٠. بَابٌ :

২০৫০. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٢٢٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ بَيْنَمَا امْرَاَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا اِذْ مَرَّبِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ ، فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَتُمِتِ ابْنِيْ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدْيِ ، وَمُرَّ بِامْرَاَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا ، فَقَالَتِ ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَهَا ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا ، فَقَالَ اَمَّا الرَّاكِبُ فَاِنَّهُ كَافِرٌ ، وَاَمَّا الْمَرَاَةُ فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لَهَا تَزْنِيْ وَتَقُوْلُ حَسْبِيَ اللّٰهُ ، وَيَقُوْلُوْنَ تَسْرِقُ ، وَتَقُوْلُ حَسْبِيَ اللّٰهُ –

৩২২০ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, একদা একজন মহিলা তার কোলের শিশুকে স্তন্য পান করাচ্ছিল। এমন সময় একজন অশ্বারোহী তাদের নিকট দিয়ে গমন করে। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে এই

অশ্বারোহীর মত না বানিয়ে মৃত্যু দান করো না। তখন কোলের শিশুটি বলে উঠলো– হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ অশ্বারোহীর মত করো না, এই বলে পুনরায় সে স্তন্য পানে মনোনিবেশ করল। তারপর একজন মহিলাকে কতিপয় লোক অপমানজনক ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে করতে টেনে নিয়ে চলছিল। ঐ মহিলাকে দেখে শিশুর মাতা বলে উঠল– হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে ঐ মহিলার মত করো না। শিশুটি বলে উঠল, হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ মহিলার ন্যায় কর। নবী ﷺ বলেন, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি কাফির ছিল আর ঐ মহিলাকে লক্ষ্য করে লোকজন বলছিল, তুই ব্যাভিচারিণী, সে বলছিল হাস্‌বি আল্লাহ্- আল্লাহ্-ই আমার জন্য যথেষ্ট। তারা বলছিল তুই চোর আর সে বলছিল হাস্‌বি আল্লাহ্- আল্লাহ্-ই আমার জন্য যথেষ্ট।

٣٢٢١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ اِذْ رَاَتْهُ بَغِىٌّ مِّنْ بَغَايَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهٖ -

৩২২৯ সাঈদ ইব্‌ন তালীদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন যে, একদা একটি কুকুর এক কূপের চারদিকে ঘুরছিল এবং প্রবল পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর নিকটে পৌঁছেছিল। তখন বনী ইসরাঈলের ব্যাভিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল, এবং তার পায়ের মোজার সাহায্যে পানি সংগ্রহ করে কুকুরটিকে পান করাল। এ কাজের প্রতিদানে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّلِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ ، وَكَانَتْ فِىْ يَدِىْ حَرَسِىٍّ فَقَالَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهٖ وَيَقُوْلُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهٖ نِسَاؤُهُمْ -

৩২২২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... হুমায়েদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তার হজ্জ পালনের বছর মিম্বরে নববীতে

উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর দেহরক্ষীদের নিকট হতে মহিলাদের একগুচ্ছ কেশ নিজ হাতে নিয়ে তিনি বলেন যে, হে মদীনাবাসী! কোথায় তোমাদের আলিম সমাজ ? আমি নবী করীম ﷺ -কে এ জাতীয় পরচুলা ব্যবহার থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, যখন তাদের মহিলাগণ এ জাতীয় পরচুলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

৩২২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيْمَا مَضٰى قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ وَاِنَّهُ اِنْ كَانَ فِىْ اُمَّتِىَ هٰذِهِ مِنْهُمْ فَاِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -

৩২২৩ আব্দুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে মুহাদ্দাস (ইল্হাম প্রেরণাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে নিশ্চয় উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হবেন।

৩২২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَاَتٰى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَوْبَةٌ ، قَالَ لاَ فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهٖ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ ، فَأَوْحٰى اللّٰهُ اِلٰى هٰذِهٖ اَنْ تَقَرَّبِىْ وَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلٰى هٰذِهٖ اَنْ تَبَاعَدِىْ وَقَالَ قِيْسُوْا مَابَيْنَهُمَا فَوُجِدَ اِلٰى هٰذِهٖ اَقْرَبُ بِشِبْرٍ ، فَغُفِرَلَهٗ -

৩২২৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বইটি নর হত্যা করেছিল। তারপর

(অনুশোচনা করতঃ নাজাতের পথের অনুসন্ধানে বাড়ী থেকে) বের হয়ে একজন পাদরীকে জিজ্ঞাসা করল, আমার তওবা কবুল হওয়ার আশা আছে কি ? পাদরী বলল, না। তখন সে পাদরীকেও হত্যা করল। এরপর পুনরায় সে (লোকদের নিকট) জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সে রওয়ানা হল এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল। সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল। মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফিরিশ্তাগণ তার রূহকে নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। আল্লাহ্ সম্মুখের ভূমিকে (যেখানে সে তওবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল) আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও। এবং পশ্চাতে ফেলে আসা স্থানকে (যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। তারপর ফিরিশ্তাদের উভয় দলকে আদেশ দিলেন– তোমরা এখন থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর। পরিমাপ করা হল, দেখা গেল যে, মৃত লোকটি সম্মুখের দিকে এক বিঘত অধিক অগ্রসরমান। আল্লাহ্র রহমতে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো।

৩২২৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً اِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا اِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللّٰهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمَ قَالَ فَاِنِّىْ اُوْمِنُ بِهٰذَا اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِىْ غَنَمِهِ اِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتّٰى كَاَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّىْ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِىَ لَهَا غَيْرِىْ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللّٰهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ ، قَالَ فَاِنِّىْ اُوْمِنُ بِهٰذَا اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ –

৩২২৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ ফজরের সালাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন, একদা এক ব্যক্তি

একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে এটির পিঠে চড়ে বসলো এবং ওকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয় নি, আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহা শুনে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! গরুও কথা বলে ? নবী করীম ﷺ বললেন, আমি এবং আবূ বকর ও উমর ইহা বিশ্বাস করি। অথচ তখন তাঁরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এবং জনৈক রাখাল একদিন তার ছাগল পালের মাঝে অবস্থান করছিল, এমন সময় একটি চিতা বাঘ পালে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছু ধাওয়া করে ছাগলটি উদ্ধার করে নিল। তখন বাঘটি বলল, তুমি ছাগলটি আমা হতে কেড়ে নিলে বটে তবে ঐদিন কে ছাগলকে রক্ষা করবে ? যেদিন হিংস্র জন্তু ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ছাড়া তাদের অন্য কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! চিতা বাঘ কথা বলে! নবী ﷺ বললেন, আমি এবং আবূ বকর ও উমর ইহা বিশ্বাস করি অথচ তাঁরা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, ... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٢٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَرٰى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتَرٰى الْعَقَارَ فِىْ عَقَارِهٖ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِىْ اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّىْ ، اِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْاَرْضَ وَلَمْ اَبْتَعِ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِىْ لَهُ الْاَرْضُ اِنَّمَا بِعْتُكَ الْاَرْضَ وَمَا فِيْهَا ، فَتَحَاكَمَا اِلٰى رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِىْ تَحَاكَمَا اِلَيْهِ اَلَكُمَا وَلَدٌ ، قَالَ اَحَدُهُمَا لِىْ غُلَامٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ لِىْ جَارِيَةٌ ، قَالَ اَنْكِحُوْا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَاَنْفِقُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا -

৩২২৬ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (নবী করীম ﷺ -এর আগে) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরীদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণ ভর্তি ঘড়া পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে অনুরোধ করে বলল, কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই বিক্রয় করে দিয়েছি। তারপর তারা উভয়ই অপর এক ব্যক্তির নিকট এর মীমাংসা চাইল। তিনি বললেন, তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে ? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপর ব্যক্তি

বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। মীমাংসাকারী বললেন, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সাথে বিবাহ দিয়ে দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে কিছু তাদের বিবাহে ব্যয় কর এবং অবশিষ্টাংশ তাদেরকে দিয়ে দাও।

٣٢٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الطَّاعُوْنِ ، فَقَالَ اُسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطَّاعُوْنُ رِجْسٌ اُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهٖ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ اَبُوْ النَّضْرِ لاَيُخْرِجُكُمْ اِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ -

৩২২৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... সায়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) উসামাহ্ ইব্‌ন যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্লেগ সম্বন্ধে কি শুনেছেন ? উসামাহ্ (রা) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্লেগ একটি আযাব। যা বনী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়ের উপর আপতিত হয়েছিল। অথবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল। তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়োনা। আর যখন প্লেগ এমন স্থানে দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছো, তখন সে স্থান থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে বের হয়োনা। আবূ নযর (র) বলেন, পলায়নের উদ্দেশ্যে এলাকা ত্যাগ করো না। তবে অন্য প্রয়োজনে যেতে পার, তাতে বাঁধা নেই।

٣٢٢٨ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنَ

فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَيُصِيْبُهُ اِلاَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ -

৩২২৮ মূসা ইব্ন ইস্‌মাঈল (র) .... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরে তিনি বললেন, তা একটি আযাব বিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন তাদের উপর তা প্রেরণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাগণের উপর তা (আযাবের সুরতে) রহমত স্বরূপ করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যখন প্লেগাক্রান্ত স্থানে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান করে এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্ তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। তবে সে একজন শহীদের সমান সওয়াব পাবে।

٣٢٢٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُم شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا -

৩২২৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযূম গোত্রের জনৈকা চোর মহিলার ঘটনা কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুললো। এ অবস্থায় তারা (পরস্পর) বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কে আলাপ আলোচনা (সুপারিশ) করতে পারে ? তারা বলল, একমাত্র রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রিয়তম ব্যক্তি ওসামা ইব্ন যায়িদ (রা) এ জটিল ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। (নবীজীর খেদমতে তাঁকে পাঠান হল তিনি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।) ক্ষমা করেও দেয়ার সুপারিশ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘনকারীণীর সাজা (হাত কাটা) মাওকুফের সুপারিশ করছ ? তারপর নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বায় বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি

করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অপরদিকে যখন কোন সহায়হীন দরিদ্র সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ্ (হাতকাটা দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করত। আল্লাহ্র কসম, যদি মুহাম্মদ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা চুরি করত (আল্লাহ্ তাকে হিফাযত করুন) তবে আমি তার হাত অবশ্যই কেটে ফেলতাম।

٣٢٣٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِلَالِيَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ اٰيَةً وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ خِلَافَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا -

৩২৩০ আদম (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত (এমনভাবে) পড়তে শুনলাম যা নবী করীম ﷺ থেকে আমার শ্রুত তিলাওয়াতের বিপরীত। আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বললাম তখন তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন, তোমরা উভয়ই ভাল ও সুন্দর পড়েছ। তবে তোমরা ইখ্তিলাফ (মতবিরোধ) করো না। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ইখ্তিলাফ ও মতবিরোধের কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

٣٢٣١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

৩২৩১ উমর ইব্ন হাফস (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী করীম ﷺ-কে দেখছি যখন তিনি একজন নবী (আ)-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা অজ্ঞ।

٣٢٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً

كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللّٰهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيْهِ لَمَّا حُضِرَ اَىَّ اَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرَ اَبٍ ، قَالَ اِنِّىْ لَمْ اَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاِذَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِىْ ثُمَّ ذَرُوْنِىْ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ، فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ مَاحَمَلَكَ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ رَحْمَةٌ * وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৩২৭২ আবুল ওয়ালীদ (র) .... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে তার ছেলেদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করল। আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম ? তারা উত্তর দিল আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোন নেক আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে রেখে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ভস্ম বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ্ তা'আলা তার ভস্ম একত্রিত (পুনঃজীবিত) করে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন অদ্ভুত ওসিয়াত করতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল ? সে জবাব দিল হে, আল্লাহ্! তোমার শাস্তির ভয়। ফলে আল্লাহ্র রহমত তাকে ঢেকে নিল। মু'আয (র) .... আবূ সা'য়ীদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

٣٢٢٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُذَيْفَةَ اَلاَ تُحَدِّثُنَا مَاسَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا اَيِسَ مِنَ الْحَيَاةِ اَوْصٰى اَهْلَهُ اِذَا مُتُّ فَاجْمَعُوْا لِىْ حَطَبًا كَثِيْرًا ، ثُمَّ اَوْرُوْا نَارًا ، حَتّٰى اِذَا اَكَلَتْ لَحْمِىْ ، وَخَلَصَتْ اِلٰى عَظْمِىْ ، فَخُذُوْهَا فَاطْحَنُوْهَا فَذَرُّوْنِى فِى الْيَمِّ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ اَوْ رَاحٍ فَجَمَعَهُ اللّٰهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَلَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ وَاَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ –

৩২৩৩ মুসাদ্দাদ (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল এবং সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিবার পরিজনকে ওসিয়াত করল, যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমার জন্য অনেক লাকড়ি জমা করে (তার ভিতরে আমাকে রেখে) আগুন জ্বালিয়ে দিও। আগুন যখন আমার গোস্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাঁড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন (অদগ্ধ) হাড়গুলি পিষে ছাই করে নিও। তারপর সে ছাই গরমের দিন কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের দিনে সাগরে ভাসিয়ে দিও। (তারা তাই করল) আল্লাহ্ তা'আলা (তার ভস্মীভূত দেহ একত্রিত করে) জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কেন করলে? সে বলল, আপনার ভয়ে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উকবা (র) বলেন, আর আমিও তাঁকে (হুযায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি।

حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ يَوْمٍ رَاحٍ -

মূসা (র) .... আব্দুল মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فِىْ يَوْمٍ رَاحٍ অর্থাৎ প্রচণ্ড বাতাসের দিনে।

٣٢٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَتَجَاوَزَعَنَّا ، قَالَ فَلَقِىَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -

৩২৩৪ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পূর্বযুগে কোন এক ব্যক্তি ছিল, যে মানুষকে ঋণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, তুমি যখন কোন অভাবীর নিকট টাকা আদায় করতে যাও, তখন তাকে মাফ করে দিও। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এ কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নবী ﷺ বলেন, (মৃত্যুর পর) যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করল, তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلٰى نَفْسِهٖ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيْهِ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اطْحَنُوْنِىْ ثُمَّ ذَرُّوْنِىْ فِىْ الرِّيْحِ ، فَوَاللّٰهُ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَىَّ رَبِّىْ لَيُعَذِّبَنِىْ عَذَابًا مَاعَذَّبَهُ اَحَدًا ، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهٖ ذٰلِكَ ، فَأَمَرَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِىْ مَا فِيْكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَاحَمَلَكَ عَلٰى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ مُخَافَتُكَ يَارَبِّ ، فَغَفَرَلَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشْيَتُكَ يَارَبِّ -

৩২৩৫ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বযুগে এক ব্যক্তি তার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছিল। যখন তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, সে তার পুত্রদেরকে বলল, মৃত্যুর পর আমার দেহ হাড় মাংসসহ পুড়িয়ে দিয়ে ভস্ম করে নিও এবং (ভস্ম) প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিও। আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ্ আমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠোরতম শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকেও দেননি। যখন তার মৃত্যু হল, তার সাথে সে ভাবেই করা হল। অতঃপর আল্লাহ্ যমিনকে আদেশ করলেন, তোমার মাঝে ঐ ব্যক্তির যা আছে একত্রিত করে দাও। (যমীন তৎক্ষণাৎ তা করে দিল) এ ব্যক্তি তখনই (আল্লাহ্ সম্মুখে) দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল ? সে বলল, হে, প্রতিপালক তোমার ভয়ে, অতঃপর তাকে ক্ষমা করা হলো। অন্য রাবী مُخَافَتُكَ স্থলে خَشْيَتُكَ বলেছেন।

٣٢٣٦ حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ ، لَاهِىَ اَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا اِذَا حَبَسَتْهَا وَلَا هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ -

৩২৩৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলা ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে

বিড়ালটিকে দানা-পানি কিছুই দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে নিজ খুশিমত যমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।

৩২৩৭ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِّنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ اِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ -

৩২৩৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... আবূ মাসউদ উকবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আম্বিয়া-এ-কিরামের সর্বসম্মত উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হল, "যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে তখন তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার।"

৩২৩৮ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِّنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ -

৩২৩৮ আদাম (র) .... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রথমযুগের আম্বিয়া-এ-কিরামের সর্বসম্মত উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হল, "যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার।"

৩২৩৯ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ * تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৩২৩৯ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারের সহিত লুঙ্গী টাখ্‌নোর নীচে ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এমতাবস্থায় তাকে যমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এমনি অবস্থায় নীচের দিকেই যেতে থাকবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (রা) ইমাম যুহরী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٢٤٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ طَاوُس عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ اُمَّةٍ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَغَدٌ لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ -

৩২৪০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, পৃথিবীতে আমাদের আগমন সর্বশেষে হলেও কিয়ামাত দিবসে আমরা অগ্রগামী। কিন্তু, অন্যান্য উম্মতগণকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, আর আমাদিগকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের পর। তারপর এ (ইবাদতের) যে সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছে। তা ইয়াহূদীদের মনোনীত শনিবার, খৃস্টানদের মনোনীত রবিবার। প্রত্যেক মুসলমানদের উপর সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন (অর্থাৎ শুক্রবার) গোসল করা কর্তব্য।

٣٢٤١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ الْمَدِيْنَةَ اٰخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَاَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ ، فَقَالَ مَاكُنْتُ اُرٰى اَنَّ اَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِى الْوِصَالَ فِى الشَّعَرِ * تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ -

৩২৪১ আদাম (র) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) মদীনায় সর্বশেষ আগমন করেন, তখন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা প্রদানকালে এক গুচ্ছ পরচুলা বের করে বলেন, ইয়াহূদীগণ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যবহার করে বলে আমার ধারণা ছিল না। নবী করীম ﷺ এ কর্মকে মিথ্যা প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ পরচুলা। গুন্‌দর (র) শু'বা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আদম (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٠٥١. بَابُ الْمُنَاقِبُ : وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا الْآيَةَ : وَقَوْلُهُ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ، وَمَا يُنْهٰى عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، اَلشُّعُوْبُ النَّسَبُ الْبَعِيْدُ ، وَالْقَبَائِلُ دُوْنَ ذٰلِكَ

২০৫১. পরিচ্ছেদ ঃ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে মানুষ ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। এরপর তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছি। (৪৯ ঃ ৩) আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (৪ ঃ ১) এবং জাহিলী যুগের কথা-বার্তা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে। اَلشُّعُوْبُ পূর্বতন বড় বংশ এবং اَلْقَبَائِلُ এর চেয়ে ছোট বংশ

٣٢٤٢ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكَاهِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا قَالَ الشُّعُوْبُ اَلْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُوْنُ -

৩২৪২ খালিদ ইব্ন ইয়াযিদ কাহিলী (রা) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতে বর্ণিত اَلشُّعُوْبُ অর্থ বড় গোত্র এবং اَلْقَبَائِلُ অর্থ ছোট গোত্র।

٣٢٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ اَتْقَاهُمْ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ -

৩২৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান কে ? নবী ﷺ বলেন, যে সর্বাধিক মুত্তাকী, সে-ই অধিক সম্মানিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা এ ধরনের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ (আ)।

٣٢٤٤ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ رَبِيْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبُ بِنْتُ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا اَرَأَيْتِ النَّبِىَّ ﷺ اَكَانَ مِنْ مُضَرَ قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ اِلاَّ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِى النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ -

৩২৪৪ কায়স ইব্‌ন হাফস (র) .... কুলায়েব ইব্‌ন ওয়ায়েল (র) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর অভিভাবকত্বে পালিতা আবূ সালমার কন্যা যায়নাবকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বলুন, নবী ﷺ কি মুযার গোত্রের ছিলেন ? তিনি বললেন, বনু নযর ইব্‌ন কিনানা উদ্ভূত গোত্র মুযার ছাড়া আর কোন্ গোত্র থেকে হবেন ? এবং মুযার গোত্র নাযর ইব্‌ন কিনানা গোত্রের একটি শাখা ছিল।

٣٢٤٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدَ قَالَ حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ رَبِيْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَاَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَقُلْتُ بِهَا اَخْبِرِيْنِىْ اَلنَّبِىُّ ﷺ مِمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ ، قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ اِلاَّ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ وُلْدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ -

৩২৪৫ মূসা (র) .... কুলায়ব বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অভিভাবকত্বে পালিতা কন্যা বলেন ঃ আর আমার ধারণা তিনি হলেন যায়নাব। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কদুর বাওশ, সবুজ মাটির পাত্র মুকাইয়ার ও মুযাফ্‌ফাত (আলকাতরা লাগানো পাত্র বিশেষ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কুলায়ব বলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলেন ত দেখি নবী ﷺ কোন গোত্রের ছিলেন? তিনি কি মুযার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ মুযার গোত্র ছাড়া আর কোন গোত্রের হবেন? আর মুযার নাযর ইব্‌ন কিনানার বংশধর ছিল।

٣٢٤٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ

عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ فِىْ هٰذَا الشَّانِ اَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً ، وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ -

৩২৪৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা মানুষকে খনির ন্যায় পাবে। জাহিলি যুগের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও তারা উত্তম। যখন তারা দীনী জ্ঞান অর্জন করে আর তোমরা শাসন ও নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে সবচাইতে অধিক অনাসক্ত। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ দু'মুখী ব্যক্তি যে একদলের সাথে একভাবে কথা বলে অপর দলের সাথে অন্যভাবে কথা বলে।

٣٢٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِىْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ، تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الشَّأْنِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ -

৩২৪৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশের অনুগত থাকবে। মুসলমানগণ তাদের মুসলমানদের এবং কাফেরগণ তাহাদের কাফেরদের অনুগত। আর মানব সমাজ খনির ন্যায় জাহিলী যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম যদি তারা দীনী জ্ঞানার্জন করে। তোমরা নেতৃত্ব ও শাসনের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকেই সর্বোত্তম পাবে যে এর প্রতি অনাসক্ত, যে পর্যন্ত না সে তা গ্রহণ করে।

٢٠٥٢. بَابٌ

২০৫২ . পরিচ্ছেদ ঃ

٣٢٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى قَالَ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ وَلَهُ فِيْهِ قَرَابَةٌ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ اَنْ تَصِلُوْا قَرَابَةً بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ -

৩২৪৮ মুসাদ্দাদ (রা) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এ আয়াতের প্রসঙ্গে রাবী তাউস (র) বলেন যে, সায়িদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, কুরবা শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট আত্মীয়কে বুঝান হয়েছে। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশের এমন কোন শাখা-গোত্র নেই যাঁদের সাথে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা ছিল না। আয়াতখানা তখনই নাযিল হয়। অর্থাৎ তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যকার আত্মীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখ।

٣٢٤٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْ هَاهُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ فِىْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ -

৩২৪৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, এই পূর্বদিক হতে ফিত্‌না-ফাসাদের উৎপত্তি হবে। নির্মমতা ও হৃদয়ের কঠোরতা উট ও গরুর লেজের নিকট। পশ্‌মী তাঁবুর অধিবাসীরা রাবী'আ ও মুযার গোত্রের যারা উট ও গরুর পিছনে চিৎকার করে (হাঁকায়), তাদের মধ্যেই রয়েছে নির্মমতা ও কঠোরতা।

٣٢٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ وَالْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ سُمِّيَتِ الْيَمَنَ لاَنَّهَا عَنْ يَمِيْنِ الْكَعْبَةِ ، وَالشَّامَ لاَنَّهَا عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ وَالْمَشْأَمَةُ الْمَيْسَرَةُ وَالْيَدُ الْيُسْرٰى اَلشُّؤْمٰى وَالْجَانِبُ الْاَيْسَرُ الْاَشْأَمُ -

৩২৫০ আবুল ইয়ামান (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি যে, গর্ব-অহংকার পশম নির্মিত তাঁবুতে বসবাসকারী যারা (উট-গরু হাঁকাতে চিৎকার করে) তাদের মধ্যে। আর শান্তভাবে বকরী পালকদের মধ্যে রয়েছে। ঈমানের দৃষ্টতা এবং হিকমাত ইয়ামানবাসীদের মধ্যে রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়ামান নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু ইহা কা'বা ঘরের ডানদিকে (দক্ষিণ) অবস্থিত এবং শ্যাম (সিরিয়া) কা'বা ঘরের বাম (উত্তর) দিকে অবস্থিত বিধায় তার শ্যাম নামকরণ করা হয়েছে। وَالْمَشْأَمَةُ অর্থ বাম দিক, বাম হাতকে اَلشُّؤْمٰى এবং বাম দিককে أُشْأَمُ বলা হয়েছে।

٢٠٥٣. بَابُ : مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ

২০৫৩ . পরিচ্ছেদ ঃ কুরাইশ গোত্রের মর্যাদা

٣٢٥١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِىْ وَفْدٍ مِّنْ قُرَيْشٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ سَيَكُوْنُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَامَ فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّابَعْدُ فَاِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّ رِجَالاًمِنْكُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ اَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُولٰئِكَ جُهَّالُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَالْاَمَانِىَّ الَّتِىْ تُضِلُّ اَهْلَهَا ، فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ

فِىْ قُرَيْشٍ لاَيُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلاَّ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ مَا اَقَامُوْا الدِّيْنَ –

৩২৫১ আবুল ইয়ামান (র) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়ের ইব্‌ন মুত্‌'ঈম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিদের সহিত তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌঁছলো যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, অচিরেই কাহ্‌তান বংশীয় একজন বাদশাহ্‌র আবির্ভাব ঘটবে। ইহা শুনে মু'আবীয়া (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে খুত্‌বা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য হামদ ও সানার পর তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করছে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও বর্ণিত হয় নি। এরাই মূর্খ, এদের থেকে সাবধান থাক এবং এরূপ কাল্পনিক ধারণা হতে সতর্ক থাক যা-এর পোষণকারীকে বিপথগামী করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, যতদিন তারা দীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে ততদিন খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সহিত শত্রুতা করবে আল্লাহ্ তাকে অধঃমুখে নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন)।

٣٢٥٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَيَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ قُرَيْشٍ مَابَقِىَ مِنْهُمُ اثْنَانِ –

৩২৫২ আবুল ওলীদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, এ বিষয় (খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে ন্যস্ত থাকবে, যতদিন তাদের দু'জন লোকও বেঁচে থাকবে।

٣٢٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ ح قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارٌ مَوَالِىَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلٰى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ –

৩২৫৩ আবু নু'য়াঈম ও ইয়া'কুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, আশজা' ও গিফার গোত্রগুলো আমার সাহায্যকারী। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত তাঁদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই।

٣٢٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَاِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّمَا بَنُوْهَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْئٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ اَبُو الْاَسْوَدِ مُحَمَّدٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ بَنِيْ زُهَيْرَةَ اِلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ اَرَقَّ شَيْءٍ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩২৫৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... জুবায়র ইব্ন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 'উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে হাযির হলাম। 'উসমান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি মুত্তালিবের সন্তানগণকে দান করলেন এবং আমাদেরকে বাদ দিলেন। অথচ তারা ও আমরা আপনার বংশগতভাবে সমপর্যায়ের। নবী ﷺ বললেন, বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব এক ও অভিন্ন। লায়স ...... 'উরওয়া ইব্ন জুবায়র থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (রা) বনূ যুহরার কতিপয় লোকের সাথে আয়েশা (রা)-এর খেদমতে হাযির হলেন। আয়েশা (রা) তাদের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও দয়ার্দ্র ছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাঁদের আত্মীয়তা ছিল।

٣٢٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ اَحَبَّ الْبَشَرِ اِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَكَانَ اَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتْ لَاتُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ تَصَدَّقَتْ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِيْ اَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا ، فَقَالَتْ اَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ عَلَيَّ نَذْرٌ اِنْ كَلَّمْتُهُ فَاسْتَشْفَعَ اِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَبِأَخْوَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

خَاصَّةً فَامْتَنَعَتْ ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّقُوْنَ اَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَادِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَالْمِسْوَرُ ابْنُ مُخْرِمَةَ اِذَا اسْتَأْذَنَّا فَاقْتَحِمِ الْحِجَابَ فَفَعَلَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا بِعَشَرِ رِقَابٍ فَاَعْتَقْتُهُمْ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ ، حَتّٰى بَلَغَتْ اَرْبَعِيْنَ ، فَقَالَتْ وَدِدْتُ اَنِّيْ جَعَلْتُ حِيْنَ حَلَفْتُ عَمَلاً اَعْمَلُهُ فَاَفْرُغَ مِنْهُ -

৩২৫৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) .... 'উর্ওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর পর আয়েশা (রা)-এর নিকট সকল লোকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি সকল লোকদের মধ্যে আয়েশা (রা)-এর সবচেয়ে বেশী সদাচারী ছিলেন। আয়েশা (রা)-এর নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রিযিক স্বরূপ যা কিছু আস্ত তা জমা না রেখে সাদকা করে দিতেন। এতে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, অধিক দান খয়রাত করা থেকে তাকে বারণ করা উচিত। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমাকে দান করা থেকে বারণ করা হবে ? আমি যদি তার সাথে কথা বলি, তাহলে আমাকে কাফ্ফারা দিতে হবে এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর নিকট কুরাইশের কতিপয় লোক, বিশেষ করে নবী ﷺ -এর মাতৃবংশের কিছু লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন। তবুও তিনি তাঁর সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন। নবী ﷺ -এর মাতৃবংশ বনী যুহরার কতিপয় বিশিষ্ট লোক যাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন আস্ওয়াদ এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) ছিলেন তারা বললেন, আমরা যখন আয়েশা (রা)-এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব তখন তুমি পর্দার ভিতরে ঢুকে পড়বে। তিনি তাই করলেন। পরে ইব্ন যুবায়র (রা) কাফ্ফারা আদায়ের জন্য তার কাছে দশটি ক্রীতদাস পাঠিয়ে দিলেন। আয়েশা (রা) তাদের সবাইকে আযাদ করে দিলেন। এরপর তিনি বরাবর আযাদ করতে থাকলেন। এমন কি তার সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছে। আয়েশা (রা) বললেন, আমি যখন কোন কাজ করার শপথ করি, তখন আমার সংকল্প থাকে যে আমি যেন সে কাজটা করে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাই এবং তিনি আরো বলেন, আমি যখন কোন কার্য সম্পাদনের শপথ করি উহা যথাযথ পূরণের ইচ্ছা রাখি।

٢٠٥٤. بَابٌ : نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ

২০৫৪ . পরিচ্ছেদ ঃ কুরআনে কারীম কুরাইশের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে

٣٢٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ

بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثَةِ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَانَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ -

৩২৫৬ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, উসমান (রা), যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা), সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা) আবদুর রাহমান ইব্‌ন হারিস (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা (হাফসা (রা)-এর নিকট) সংরক্ষিত কুরআনকে সমবেতভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ করলেন। উসমান (রা) কুরাইশ বংশীয় তিন জনকে বললেন, যদি যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এবং তোমাদের মধ্যে কোন শব্দে (উচ্চারণ ও লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে) মতবিরোধ দেখা দেয় তবে কুরাইশের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ কর। যেহেতু কুরআন শরীফ তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তা-ই করলেন।

٢٠٥٥. بَابُ : نِسْبَةِ الْيَمَنِ اِلٰى اِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ مِنْهُمْ اَسْلَمُ بْنُ اَفْصٰى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُزَاعَةَ

২০৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়ামানবাসীর সম্পর্ক ইসমাঈল (আ)-এর সঙ্গে ; তন্মধ্যে আসলাম ইব্‌ন আফসা ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আমির ও খুযা'আ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত

٣٢٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ ، فَقَالَ ارْمُوْا بَنِيْ اِسْمٰعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِيْ فُلاَنٍ لاَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَاَمْسَكُوْا بِاَيْدِيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَالَهُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَرْمِيْ وَاَنْتَ مَعَ بَنِيْ فُلاَنٍ ، قَالَ ارْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ -

৩২৫৭ মুসাদ্দাদ (রা) .... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসলাম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক বাজারের নিকটে প্রতিযোগিতামূলক তীর নিক্ষেপের অনুশীলন করছিল। এমন সময় নবী করীম ﷺ বের হলেন এবং তাদেরকে দেখে বললেন, হে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কেননা তোমাদের পিতাও তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন এবং আমি তোমাদের অমুক দলের পক্ষে রয়েছি। তখন একটি পক্ষ তাদের হাত গুটিয়ে নিল। বর্ণনাকারী বললেন, নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কি হল ? তারা বলল, আপনি অমুক পক্ষে থাকলে আমরা কি করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি ? নবী ﷺ বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। আমি তোমাদের উভয় দলের সঙ্গে রয়েছি।

٢٠٥٦. بَابٌ :

২০৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٢٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ يَعْمَرَ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ الدُّؤَلِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اَدَّعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ كَفَرَ بِاللّٰهِ ، وَمَنِ ادَّعٰى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ نَسِيْبٌ ، فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ –

৩২৫৮ আবূ মা'মার (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, কোন ব্যক্তি যদি নিজ পিতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে আল্লাহ্‌র (নিয়ামতের) কুফরী করল এবং যে ব্যক্তি নিজকে এমন বংশের সাথে নসবী সম্পৃক্ততার দাবী করল যে বংশের সাথে তার কোন নসবী সম্পর্ক নেই,সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।

٣٢٥٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْفِرٰى اَنْ يَدَّعِىَ الرَّجُلُ اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ يُرِىَ عَيْنَهُ مَالَمْ تَرَ اَوْ تَقُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ يَقُلْ –

৩২৫৯ আলী ইব্‌ন আইয়াশ (র) .... ওয়াসিলা ইব্‌ন আসকা (রা) বলেন, যে, নবী করীম ﷺ

বলেছেন, নিঃসন্দেহে ইহা বড় মিথ্যা যে, কোন ব্যক্তি এমন লোককে পিতা বলে দাবি করা যে তার পিতা নয় এবং বাস্তবে যা দেখে নাই তা দেখার দাবি করা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

٣٢٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ اَلَيْكَ اِلاَّ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ ، فَلَوْ اَمَرْتَنَا بِاَمْرٍ نَأْخُذُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعَةٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعَةٍ ، اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا اِلَى اللّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ -

৩২৬০ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আমাদের) এ গোত্রটি রাবী'আ বংশের। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুযার গোত্রের কাফেরগণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা আশহুরে হারাম (সম্মানিত চার মাস) ব্যতীত অন্য সময় আপনার খেদমতে হাযির হতে পারি না। খুবই ভাল হতো যদি আপনি আমাদিগকে এমন কিছু নির্দেশ দিয়ে দিতেন যা আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করে আমাদের পিছনে অবস্থিত লোকদেরকে পৌঁছে দিতাম। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ এবং চারটি কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করছি। (এক) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, (দুই) সালাত কায়েম করা, (তিন) যাকাত আদায় করা, (চার) গনীমতের যে মাল তোমরা লাভ কর তার পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য বায়তুল মালে দান করা। আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা (কদু পাত্র), হান্তম (সবুজ রং এর ঘড়া), নাকীর (খেজুর বৃক্ষের মূল খোদাই করে তৈরী পাত্র), মযাফ্ফাত (আলকাতরা লাগানো মাটির পাত্র, এই চারটি পাত্রের) ব্যবহার নিষেধ করছি।

٣٢٦١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلٰى الْمِنْبَرِ : اَلاَ اِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا يُشِيْرُ اِلٰى الْمَشْرِقِ وَمِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

৩২৬১ আবুল ইয়ামান (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় পূর্ব দিকে ইশারা করে বলতে শুনেছি, সাবধান! ফিত্না ফাসাদের উৎপত্তি ঐদিক থেকেই হবে এবং ঐদিক থেকেই শয়তানের শিং-এর উদয় হবে।

٢٠٥٧. بَابُ : ذِكْرِ اَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَاَشْجَعَ

২০৫৭ . পরিচ্ছেদ ঃ আসলাম, গিফার, মুযায়না, জুহায়না ও আশজা' গোত্রের আলোচনা

٣٢٦٢ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَاَشْجَعُ مَوَالِيْ لَيْسَ لَهُمْ مُوْلًى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

৩২৬২ আবু নু'আইম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,-নবী ﷺ বলেছেন কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, গিফার এবং আশজা' গোত্রগুলো আমার আপনজন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কেহ তাদের আপনজন নেই।

٣٢٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

৩২৬৩ মুহাম্মাদ ইব্ন গুরায়র যুহ্রী (র) .... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন 'উমর) (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন, আসলাম গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন আর 'উসাইয়া গোত্র, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

٣٢٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا -

৩২৬৪ মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আসলাম, গোত্র, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিরাপদে রাখুন। গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্ষমা করুন।

٣٢٦٥ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَبَنِيْ أَسَدٍ وَمِنْ بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطْفَانَ ، وَمِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : خَابُوْا وَخَسِرُوْا ، فَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَمِنْ بَنِيْ أَسَدٍ وَمِنْ بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطْفَانَ وَمِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ -

৩২৬৫ কাবিসা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (সাহাবা কিরামকে লক্ষ্য করে) বলেন, বলত জুহায়না, মুযায়না, আসলাম ও গিফার গোত্র যদি আল্লাহ্‌র নিকট বানূ তামীম, বানূ আসাদ, বানূ গাতফান ও বানূ 'আমের হতে উত্তম বিবেচিত হয় তবে কেমন হবে? তখন জনৈক সাহাবী বললেন, তবে তারা (শেষোক্ত গোত্রগুলো) ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হলো। নবী ﷺ বললেন, পূর্বোক্ত গোত্রগুলো বানূ তামীম, বানূ আসাদ, বানূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন গাত্‌ফান এবং বানূ 'আমের ইব্‌ন সা'সা' থেকে উত্তম।

٣٢٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوْبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيْجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسَبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْنُ أَبِيْ يَعْقُوْبَ شَكَّ قَالَ

النَّبِىِّ ﷺ أَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَارٌ مُزَيْنَةَ وَاحَسْبَةُ وَجُهَيْنَةَ خَيْرِ مِنْ بَنِىْ تَمِيْم وَبَنِىْ عَامِرٍ وَاَسْدٍ وَغَطَفَانَ خَابُوْا وَخسرُا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُمْ لاَخَيْرَ مِنْهُمْ -

৩২৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...আবূ বাকরা তার পিতা থেকে বর্ণিত যে, আকরা' ইব্‌ন হাবিস নবী ﷺ-এর নিকট 'আরয করলেন, আসলাম গোত্রের সুররাক হাজীজ, গিফার ও মুযায়না গোত্রদ্বয় আপনার নিকট বায়'আত করেছে এবং (রাবী বলেন) আমার ধারণা জুহায়না গোত্রও। এ ব্যাপারে ইব্‌ন আবূ ইয়াকুব সন্দেহ পোষণ করেছেন। নবী ﷺ বলেন, তুমি কি জান, আসলাম, গিফার ও মুযায়না গোত্রত্রয়, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি জুহায়না গোত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন যে বনূ তামীম, বনূ 'আমির, আসাদ এবং গাত্‌ফান (গোত্রগুলো) যারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়েছে, তাদের তুলনায় পূর্বোক্ত গোত্রগুলো উত্তম। রাবী বলেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ বলেন, সে সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, পূর্বোক্ত গুলো শেষোক্ত গোত্রগুলোর তুলনায় অবশ্যই অতি উত্তম।

٣٢٦٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَشَىْءٌ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ شَىْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيْمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ -

৩২৬৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আসলাম, গিফার এবং মুযাইনা ও জুহানা গোত্রের কিয়দাংশ অথবা জুহানার কিয়দাংশ কিংবা মুযায়নার কিয়দাংশ আল্লাহ্‌র নিকট অথবা বলেছেন কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাত্‌ফান গোত্র থেকে উত্তম বিবেচিত হবে।

٢٠٥٨. بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ

২০৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ যমযম কূপের কাহিনী

٣٢٦٨ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُثَنَّى ابْنُ سَعِيْدِ الْقَصِيْرُ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ قَالَ

لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلاَمِ أَبِيْ ذَرٍّ ، قَالَ قُلْنَا ، بَلٰى قَالَ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَقُلْتُ لِأَخِيْ انطَلِقْ إِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ وَكَلِّمْهُ وَأْتِنِيْ بِخَبَرِهِ ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ ؟ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهٰى عَنِ الشَّرِّ ، فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِنِيْ مِنَ الْخَبَرِ ، فَأَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلٰى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ فَمَرَّ بِيْ عَلِيٌّ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيْبٌ ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَانْطَلِقْ إِلٰى الْمَنْزِلِ ، قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُنِيْ عَنْ شَيْءٍ وَلاَ أُخْبِرُهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلٰى الْمَسْجِدِ ، لاَسْأَلَ عَنْهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِيْ عَنْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ فَمَرَّبِيْ عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ ؟ قَالَ قُلْتُ لاَ ، قَالَ : فَانْطَلِقْ مَعِيْ قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكَ ، وَمَا أَقْدَمَكَ هٰذِهِ الْبَلْدَةَ ، قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْتُكَ قَالَ فَإِنِّيْ أَفْعَلُ ، قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَاهُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَأَرْسَلْتُ أَخِيْ لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِيْ مِنَ الْخَبَرِ ، فَأَرَدْتُ أَن أَلْقَاهُ ، فَقَالَ لَهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ هٰذَا وَجْهِيْ إِلَيْهِ فَاتَّبِعْنِيْ أُدْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ ، قُمْتُ إِلٰى الْحَائِطِ كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِيْ وَامْضِ أَنْتَ فَمَضٰى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلاَمَ فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِيْ ، فَقَالَ لِيْ يَاأَبَا

ذَرٍّ اكْتُمْ هٰذَا الأَمْرَ ، وَارْجِعْ إِلٰى بَلَدِكَ ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُوْرُنَا فَاقْبِلْ ، فَقُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ ، فَجَاءَ اِلٰى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيْهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، فَقَالُوْا قُوْمُوْا إِلٰى هٰذَا الصَّابِئِ ، فَقَامُوْا فَضُرِبْتُ لاَمُوْتَ فَأَدْرَكَنِى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَىَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ وَيْلَكُمْ تَقْتُلُوْنَ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُم عَلٰى غِفَارٍ فَأَقْلَعُوْا عَنِّىْ ، فَلَمَّا أَن أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَاقُلْتُ بِالْأَمْسِ ، فَقَالُوْا قُوْمُوْا إِلٰى هٰذَا الصَّابِيءِ فَصُنِعَ بِىْ مِثْلَ مَاصُنِعَ بِالْأَمْسِ فَأَدْرَكَنِى الْعَبَّاسُ ، فَأَكَبَّ عَلَىَّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ ، قَالَ فَكَانَ هٰذَا أَوَّلَ إِسْلاَمِ أَبِىْ ذَرٍّ –

৩২৬৮ যায়েদ ইব্ন আখযাম (র) .... আবূ জামরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) আমাদিগকে বললেন, আমি কি তোমাদিগকে আবূ যার (রা) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করব? আমরা বললাম হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, আবূ যার (রা) বলেছেন, আমি গিফার গোত্রের একজন মানুষ। আমরা জানতে পেলাম মক্কায় এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাই (উনাইস)-কে বললাম, তুমি মক্কায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত ও আলোচনা করে বিস্তারিত খোজঁ-খরব নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মক্কার ঐ লোকটির সহিত সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা করে ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম– কি খবর নিয়ে এলে ? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি একজন মহান ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার সংবাদে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তারপর আমি একটি ছড়ি ও একপাত্র খাবার নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। মক্কায় পৌছে আমার অবস্থা দাঁড়াল এই – তিনি আমার পরিচিত নন, কারো নিকট জিজ্ঞাসা করাও আমি সমীচীন মনে করি না। তাই আমি যমযমের পানি পান করে মসজিদে অবস্থান করতে থাকলাম। একদিন সন্ধ্যা বেলা আলী (রা) আমার নিকট দিয়ে গমন কালে আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, মনে হয় লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আমার সাথে আমার বাড়ীতে চল। রাস্তায় তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি। আর আমিও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু বলিনি। তাঁর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করে ভোর বেলায় পুনরায় মসজিদে গমন করলাম যাতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু ঐখানে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে ঐ ব্যক্তি

সম্পর্কে কিছু বলবে। ঐ দিনও আলী (রা) আমার নিকট দিয়ে গমনকালে বললেন, এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি? আমি বললাম না। তিনি বললেন, আমার সাথে চল। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বল, তোমার বিষয় কি ? কেন এ শহরে আগমন ? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখবেন বলে আশ্বাস দেন তাহলে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি গোপনীয়তা রক্ষা করব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি, এখানে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সাথে সবিস্তার আলাপ আলোচনা করার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে ফেরৎ গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কোন কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আগমন করেছি। আলী (রা) বললেন, তুমি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছ। আমি এখনই তাঁর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছি। তুমি আমার অনুসরণ কর এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করি তুমিও সে গৃহে প্রবেশ করবে। রাস্তায় যদি তোমার বিপদজনক কোন ব্যক্তি দেখতে পাই তবে আমি জুতা ঠিক করার ভান করে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করতেছি। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে। (যেন কেউ বুঝতে না পারে তুমি আমার সঙ্গি)। আলী (রা) পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট প্রবেশ করলে, আমিও তাঁর সাথে ঢুকে পড়লাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। আর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। নবী ﷺ বললেন, হে আবূ যার। আপাততঃ তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয় সংবাদ জানতে পাবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য দীনসহ্ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! আমি কাফির মুশরিকদের সম্মুখে উচ্চস্বরে তৌহীদের বাণী ঘোষণা করব। (ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন,) এই কথা বলে তিনি মসজিদে হারামে গমন করলেন, কুরাইশের লোকজনও সেথায় উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, হে, কুরাইশগণ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইহা শুনে কুরাইশগণ বলে উঠল, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। তারা আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল; যেন আমি মরে যাই। তখন আব্বাস (রা) আমার নিকট পৌছে আমাকে ঘিরে রাখলেন (প্রহার বন্ধ হল)। তারপর তিনি কুরাইশকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা গিফার বংশের একজন লোককে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছ অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলাকে গিফার গোত্রের সন্নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। (ইহা কি তোমাদের মনে নেই)? একথা শুনে তারা সরে পড়ল। পরদিন ভোরবেলা কাবাগৃহে উপস্থিত হয়ে গেল দিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘোষণা দিলাম। কুরাইশগণ বলে উঠলো, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। পূর্ব দিনের মত আজও তারা নির্মমভাবে আমাকে মারধর করলো। এই দিনও আব্বাস (রা) এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরাইশদিগকে লক্ষ্য করে ঐ দিনের মত বক্তব্য রাখলেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, ইহাই ছিল আবূ যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা।

٢٠٥٩. بَابُ : ذِكْرِ قَحْطَانَ

২০৫৯ . পরিচ্ছেদ ঃ কাহ্তান গোত্রের আলোচনা

٣٢٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثُوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ –

৩২৬৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহ্তান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তির[১] আবির্ভাব না হবে যে মানবজাতিকে তার লাঠি দ্বারা (শক্তিদ্বারা সুশৃংখলভাবে) পরিচালিত করবে।

٢٠٦٠. بَابُ مَايُنْهٰى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

২০৬০. পরিচ্ছেদ ঃ জাহেলী যুগের মত সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ

٣٢٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتّٰى كَثُرُوْا ، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيْدًا حَتّٰى تَدَاعَوْا ، وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَالَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَابَالُ دَعْوٰى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ قَالَ مَاشَأْنُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا خَبِيْثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ

১. ইয়ামান বাসীদের পূর্বপুরুষ, মাহদী (আ)-এর পরে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا نَقْتُلُ هٰذَا الْخَبِيْثَ يَعْنِي عَبْدَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَايَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ -

৩২৭০ মুহাম্মদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর পরিচালনায় যুদ্ধে শামিল ছিলাম। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুহাজির সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে একজন কৌতুক পুরুষ ছিলেন। তিনি কৌতুকচ্ছলে একজন আনসারীকে আঘাত করলেন। তাতে আনসারী সাহাবী ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং উভয় গোত্রের সহযোগিতার জন্য নিজ নিজ লোকদের ডাকলেন। আনসারী সাহাবী বললেন, হে আনসারীগণ। মুহাজির সাহাবী বললেন, হে মুহাজিরগণ সাহায্যে এগিয়ে আস। নবী করীম ﷺ ইহা শুনে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, জাহেলী যুগের হাঁকডাক কেন? অতঃপর বললেন, তাদের ব্যাপার কি ? তাঁকে ঘটনা জানান হল। মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর কোমরে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, নবী ﷺ বললেন, এ জাতীয় হাঁকডাক ত্যাগ কর, এ অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল বলল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছে ? আমরা যদি মদীনায় নিরাপদে ফিরে যাই তবে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই বাহির করে দিবে নিকৃষ্ট ও অপদস্ত ব্যক্তিগণকে (মুহাজিরদিগকে)। এতে 'উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি এই খাবীসকে হত্যা করার অনুমতি দিবেন ? নবী করীম ﷺ বললেন, (এরূপ করলে) লোকজন বলাবলি করবে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে থাকে।

٣٢٧١ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ -

৩২৭১ সাবিত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে, (বিপদ কালিন বিলাপরত অবস্থায়) গন্ডদেশে চপেটাঘাত করে, পরিধেয় বস্ত্র ছিন্নভিন্ন করতে থাকে এবং জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় হৈ চৈ করে।

٢٠٦١. بَابُ : قِصَّةِ خُزَاعَةَ

২০৬১ . পরিচ্ছেদ ঃ খুযা'আ গোত্রের কাহিনী

٣٢٧٢ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدَفَ أَبُوْ خُزَاعَةَ -

৩২৭২ ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, আমর ইবন লুহাই ইব্‌ন কাম'আ ইব্‌ন খিনদাফ খুযা'আ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিল।

٣٢٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ وَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِيْ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِاٰلِهَتِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ -

৩২৭৩ আবুল ইয়ামান (র) .... যুহরী (র) বলেন। আমি সা'ঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, বাহীরা বলে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত উটনি যার দুগ্ধ আট্‌কিয়ে রাখা হত এবং কোন লোক তার দুধ দোহন করত না। সাইবা বলা হয় ঐ জন্তুকে যাকে তারা ছেড়ে দিত দেবতার নামে। ইহাকে বোঝা বহন ইত্যাদি কোন কাজ কর্মে ব্যবহার করা হয় না। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি আমর ইব্‌ন 'আমির খুয'আইকে তার বেরিয়ে আসা নাড়ী-ভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে (দেব-দেবীদের নামে) সাইবা উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে।

٢٠٦٢. بَابُ : جَهْلِ الْعَرَبِ

২০৬২. পরিচ্ছেদ ঃ আরবের মূর্খতা

٣٢٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَافَوْقَ الثَّلاَثِيْنَ وَمِائَةٍ فِيْ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ : قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلٰى قَوْلِهِ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ -

৩২৭৪ আবুন নু'মান (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি যদি আরবদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে আগ্রহী হও, তবে সূরা আন্'আমের ১৪০ আয়াতের অংশটুকু মনোযোগের সাথে পাঠ কর। (ইরশাদ হয়েছে) "নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজ সন্তানদিগকে (দারিদ্রের ভয়ে) হত্যা করছে। এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া হালাল বস্তু সমূহকে হারাম করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি জঘন্য মিথ্যারোপ করেছে, নিশ্চয়ই তারা পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী হয়েছে। তারা সুপথগামী হতে পারে নি।

٢٠٦٣. بَابُ : مَنِ انْتَسَبَ إِلٰى آبَائِهِ فِى الْإِسْلاَمِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ إِبْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْكَرِيْمَ بْنَ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ ، وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

২০৬৩ . পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ও জাহিলী যুগে পিতৃপুরুষের প্রতি সম্পর্ক আরোপ করল। ইব্‌ন উমর ও আবূ হুরায়রা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সম্ভ্রান্ত বংশ-ধারার সন্তান হলেন ইউসুফ (আ) ইব্‌ন ইয়াকুব (আ) ইব্‌ন ইসহাক (আ) ইব্‌ন ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। বারা'আ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর

٣٢٧٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ، جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يُنَادِىْ يَابَنِىْ فِهْرٍ يَابَنِىْ عَدِىٍّ بِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ * وَقَالَ لَنَا قَبِيْصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْهُمْ قَبَائِلَ قَبَائِلَ –

৩২৭৫ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত "তোমার নিকট আত্মীয়গণকে সতর্ক কর" অবতীর্ণ হল, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে বনী ফিহ্‌র, হে বনী 'আদি, বিভিন্ন কুরাইশ শাখা গোত্রগুলিকে নাম ধরে ধরে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। এবং কাবীসা (র) -- ইব্‌ন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত "তোমার নিকট আত্মীয়গণকে সতর্ক কর' অবতীর্ণ হল, তখন নবী করীম ﷺ তাদেরে গোত্র গোত্র করে আহ্বান করতে লাগলেন।

٣٢٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ، يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ، يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللّٰهِ ، لاَ أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، سَلاَنِىْ مِنْ مَالِىْ مَاشِئْتُمَا –

৩২৭৬ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, (উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ বললেন, হে আব্‌দে মানাফের বংশধরগণ, তোমরা (ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা) তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, তোমরা (ঈমান ও

আমলের দ্বারা) তোমাদের নিজেদেরকে হিফাযত কর। হে যুবায়রের মাতা – রাসূলুল্লাহ্‌র ফুফু, হে মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা। তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (ঈমান ও আমলের দ্বারা) রক্ষা কর। তোমাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর সামন্যতম ক্ষমতাও আমার নাই আর আমার ধন-সম্পদ থেকে তোমরা যা ইচ্ছা তা চেয়ে নিয়ে যেতে পার (দেওয়ার ইখতিয়ার আমার আছে)

٢٠٦٤. بَابُ : ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

২০৬৪ . পরিচ্ছেদ ঃ ভাগ্নে ও আযাদকৃত গোলাম নিজের গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত

٣٢٧٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ خَاصَّةً فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوْا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ –

৩২৭৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আনসারদের বললেন, তোমাদের মধ্যে (এই মজলিশে) অপর গোত্রের কেউ আছে কি ? তারা বললেন না, অন্য কেউ নেই। তবে আমদের একজন ভাগিনা আছে। নবী ﷺ বললেন কোন গোষ্ঠির ভাগ্নে সে গোষ্ঠিরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়।

٢٠٦٥. بَابُ : قِصَّةِ الْحَبَشِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ يَابَنِيْ أَرْفِدَةَ

২০৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ হাবশীদের ঘটনা এবং নবী ﷺ -এর উক্তি হে বনূ আরফিদা

٣٢٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِيْ أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوْ بَكْرٍ ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ وَتِلْكَا الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى * وَقَالَتْ

عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِيْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِيْ أَرْفِدَةَ يَعْنِيْ مِنَ الْأَمْنِ –

৩২৭৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে (অর্থাৎ ১০,১১,১২ তারিখে) আবূ বকর (রা) আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট দু'টি বালিকা ছিল। তারা দফ (একদিকে খোলা ছোট বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে এবং নেচে নেচে (যুদ্ধের বিজয় গাথা) গান করছিল। নবী ﷺ তখন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে ছিলেন। আবূ বক্‌র (রা) এদেরকে ধমকালেন। নবী ﷺ তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে বললেন, হে আবু বক্‌র এদেরকে গাইতে দাও। কেননা, আজ ঈদের দিন ও মিনার দিনগুলির অন্তর্ভুক্ত। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমি (তাঁর পিছনে থেকে) হাবশীদের খেলা উপভোগ করছিলাম। মস্‌জিদের নিকটে তারা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। এমন সময় 'উমর (রা) এসে তাদেরকে ধমকালেন। নবী ﷺ বললেন, হে 'উমর! তাদেরকে বানূ আরফিদাকে নিরাপদ ছেড়ে দাও।

٢٠٦٦. بَابُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ لاَ يُسَبَّ نَسَبُهُ

২০৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার বংশকে গালমন্দ দেয়া না হউক

٣٢٧٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِيْ فَقَالَ حَسَّانُ لاَ سُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ * وَعَنْ أَبِيْهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ الْهَيْثَمِ نَفَحَتِ الدَّابَّةُ إِذَا رَمَتْ مَجَوَافِرِهَا وَنَفَحَهُ بِالسَّيْفِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعِيْدٍ –

৩২৭৯ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসসান (রা) কবিতার ছন্দে মুশরিকদের নিন্দা করতে অনুমতি চাইলে নবী ﷺ বললেন, আমার বংশকে কিভাবে তুমি পৃথক করবে ? হাসসান (রা) বললেন, আমি তাদের মধ্য থেকে এমনভাবে আপনাকে আলাদা করে নিব যেমনভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে নেয়া হয়। 'উরওয়া (র) বলেন, আমি হাসসান (রা)-কে 'আয়েশা (রা)-এর সম্মখে তিরস্কার করতে উদ্যত হলে, তিনি আমাকে বললেন, তাকে গালি দিও না। সে নবী ﷺ -এর পক্ষ থেকে কবিতার মাধ্যমে শত্রুদের বাক্যাঘাত প্রতিহত করত। আবুল হায়ছম বলেন, نَفَحَتِ الدَّابَّةُ (বলা হয়) যখন পশু তার ক্ষুর দ্বারা আঘাত করে আর نَفْحَةً بِالسَّيْفِ (বলা হয়) যখন দূর থেকে আঘাত করা হয়।

٢٠٦٧. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَسْمَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ الآيَة وَقَوْلِهٖ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَقَوْلِهٖ : مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ أَحْمَدُ

২০৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নামসমূহ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ ও তার বাণী ; মুহাম্মদ ﷺ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে ; মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর সাথে যারা আছেন তারা কুফরের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর আর তাঁর বাণীঃ আমার পর যিনি আসবেন তাঁর নাম আহ্মাদ

٣٢٨٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِىْ مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِىْ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِىَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ-

৩২৮০ ইব্‌রাহীম ইবনুল মুন্‌যির (র) .... জুবায়ের ইব্‌ন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্মাদ, আমি আল-মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফ্র ও শির্ককে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হাশির

(সমবেতকারী কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে) আমার চারপাশে মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আক্বিব (সর্বশেষ আগমনকারী আমার পর অন্য কোন নবীর আগমন হবে না।)

٣٢٨١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلاَ تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّىْ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ -

৩২৮১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আশ্চর্যান্বিত হওনা ? (তোমরা কি দেখছনা) আমার প্রতি আরোপিত কুরাইশদের নিন্দা ও অভিশাপকে আল্লাহ্ তা'আলা কি চমৎকারভাবে দূরীভূত করছেন ? তারা আমাকে নিন্দিত মনে করে গালি দিচ্ছে, অভিশাপ করছে অথচ আমি মুহাম্মদ-চির প্রসংশীত। (কাজেই তাদের গাল-মন্দ আমার উপর পতিত হয় না।)

٢٠٦٨. بَابُ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

২০৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ খাতামুন-নাবীয়্যীন

٣٢٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ -

৩২৮২ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র) .... জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন আমার ও অন্যান্য নবীগণের অবস্থা এমন, যেন কেউ একটি ভবন নির্মাণ করলো আর একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে গৃহটিকে সুন্দর সুসজ্জিত করে নিল। জনগণ (উহার সৌন্দর্য দেখে) মুগ্ধ হল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল, যদি একটি ইটের স্থানটুকু খালি রাখা না হত (তবে ভবনটি কতইনা সুন্দর হত!)

٣٢٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ ، وَيَتَعَجَّبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ -

৩২৮৩ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এরূপ, এক ব্যক্তি যেন একটি ভবন নির্মাণ করল; ইহাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক কোনায় একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন ইহার চারপাশে ঘুরে বিস্ময়ের সহিত বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন? নবী ﷺ বলেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবী।

٢٠٦٩. بَابُ وَفَاةُ النَّبِيُّ ﷺ

২০৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর ওফাত

٣٢٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ -

৩২৮৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী করীম ﷺ -এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। ইব্‌ন শিহাব বলেন; সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যীব এভাবেই আমার নিকট বর্ণনা করেন।

٢٠٧٠. بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর উপনামসমূহ

٣٢٨٥ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن حُمَيدٍ عَن أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِى السُّوقِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا القَاسِمِ فَالتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوا بِاسمِى وَلاَ تَكتَنُوا بِكُنيَتِى –

৩২৮৫ হাফ্স ইব্‌ন 'উমর (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন বাজারে গিয়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি হে আবুল কাসিম! বলে ডাক দিল। নবী ﷺ সেদিকে ফিরে তাকালেন। (এবং বুঝতে পারলেন, সে অন্য কাকেও ডাকছে।) তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার আসল নাম (অন্যের জন্য) রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম কারো জন্য রেখ না।

٣٢٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ –

৩২৮৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমার আসল নামে অন্যের নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম অন্যের জন্য রেখোনা।

٣٢٨٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ تَسَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ –

৩২৮৭ আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (নবী) ﷺ বলেছেন, আমার নামে নামকরণ করতে পার, কিন্তু আমার কুনিয়্যাতে (উপনাম) তোমাদের নাম রেখ না।

٢٠٧١. بَابٌ :

২০৭১. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٢٨٨ حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ إِبْنَ أَرْبَعٍ وَّتِسْعِيْنَ جَلْدًا مُعْتَدِلاً ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ مَامُتِّعْتُ بِهٖ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ إِلاَّ بِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ خَالَتِيْ ذَهَبَتْ بِيْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِيْ شَاكٍ ، فَادْعُ اللّٰهَ لَهٗ قَالَ فَدَعَالِيْ -

৩২৮৮ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... জু'আইদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদকে চুরানব্বই বছর বয়সে সুস্থ-সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি এখনও নবী করীম ﷺ -এর দু'আর বরকতেই চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। আমার খালা একদিন আমাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর দরবারে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ভাগিনাটি পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। আপনি তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করুন। তখন নবী করীম ﷺ আমার জন্য দু'আ করলেন।

٢٠٧٢. بَابُ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ

২০৭২. পরিচ্ছেদ ঃ মোহরে নুবুওয়্যাত

٣٢٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِيْ وَقِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَالِيْ بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهٖ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَنَظَرْتُ إِلٰى خَاتَمٍ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحُجَلَةُ مِنْ

حُجْلِ الْفَرَسَ الَّذِىْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ حَمْزَةَ مِثْلَ رِزِّ الْحَجَلَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ الصَحِيحِ الرَّاءِ قَبْلُ الزَّاءِ -

৩২৮৯ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) .... জু'আইদ (র) বলেন, আমি সাইব ইব্ন ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি যে, আমার খালা (একদিন) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমার ভাগিনা পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। (আপনি তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করুন!) তখন নবী ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তিনি ওযু করলেন, তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানি আমি পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে "মোহরে নাবুওয়্যাত" দেখলাম যা কবুতরের ডিমের ন্যায় অথবা বাসর ঘরের পর্দার বুতামের মত। ইব্ন উবায়দুল্লাহ বলেন, الحُجَلَةُ অর্থ সাদা চিহ্ন, যা ঘোড়ার কপালের সাদা অংশ এর অর্থ থেকে গৃহিত। আর ইব্রাহীম ইব্ন হামযা বলেন, কবুতরের ডিমের মত। আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন বিশুদ্ধ হল زاء -এর পূর্বে را হবে অর্থাৎ رِزٌ।

٢٠٧٣. بَابُ صِفَةِ النَّبِىُّ ﷺ

২০৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা

٣٢٩٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَبْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِىْ فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلٰى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِىْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِىِّ ﷺ لاَ شَبِيْهٌ بِعَلِىٍّ وَعَلِىٌّ يَضْحَكُ -

৩২৯০ আবূ 'আসিম (র) .... 'উক্‌বা ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ বক্‌র (রা) বাদ আসর এর সালাতান্তে বের হয়ে চলতে লাগলেন। (পথিমধ্যে) হাসান (রা)-কে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। তখন তিনি তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং বললেন, আমার পিতা কুরবান হউন! এ-ত নবী করীম ﷺ -এর সাদৃশ্য আলীর সাদৃশ্য নয়। তখন আলী (রা) হাসতেছিলেন।

٣٢٩١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ عَنْ أَبِىْ

جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ -

৩২৯১ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... আবু জুহায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছি। আর হাসান (ইব্‌ন 'আলী) (রা) তাঁরই সাদৃশ্য।

٣٢٩٢ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِىْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُشْبِهُهُ قُلْتُ لأَبِىْ جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِىْ ، قَالَ كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ وَأَمَرَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ بِثَلاَثَةَ عَشَرَ قَلُوْصًا ، قَالَ فَقُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا -

৩২৯২ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র) .... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি। হাসান ইব্‌ন আলী (রা) ছিলেন তাঁরই সদৃশ (রাবী বলেন) আমি আবূ জুহায়ফাকে বললাম, আপনি নবী ﷺ -এর বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, নবী ﷺ গৌর বর্ণের ছিলেন। কাল কেশরাজির ভিতর যৎসামান্য সাদা চুলও ছিল। তিনি তেরটি সবল উটনী আমাদিগকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের হস্তগত হওয়ার পূর্বেই নবী ﷺ -এর ওফাত হয়ে যায়।

٣٢٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ وَهْبٍ أَبِىْ جُحَيْفَةَ السُّوَائِىِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى الْعَنْفَقَةَ -

৩২৯৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাজা (র) .... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি আর তাঁর নীচের ঠোঁটের নিম্নভাগের দাঁড়িতে সামান্য সাদা চুল দেখেছি।

٣٢٩٤ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِىْ عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ -

৩২৯৪ ইসাম ইব্‌ন খালিদ (র) .... হারীয ইব্‌ন 'উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি নবী ﷺ -কে দেখেছেন যে, তিনি বৃদ্ধ ছিলেন ? তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর বাচ্চা দাঁড়িতে কয়েকটি চুল সাদা ছিল।

٣٢٩٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ هِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبْطٍ رَجِلٍ ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَقُبِضَ وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ ، قَالَ رَبِيْعَةُ فَرَأَيْتُ شَعْرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ ، فَسَأَلْتُ : فَقِيْلَ احْمَرَّ مِنَ الطِّيْبِ

৩২৯৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... রাবী'আ ইব্‌ন আবূ আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে নবী ﷺ-এর (দৈহিক গঠন) বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ লোকদের মধ্যে মাঝারি গড়নের ছিলেন–– বেমানান লম্বাও ছিলেন না বা বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর শরীরের রং গোলাপী ধরনের ছিল, ধবধবে সাদাও নয় কিংবা তামাটে বর্ণেরও নয়। মাথার চুল কুঁকড়ানোও ছিল না আবার সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। প্রথম দশ বছর মক্কায় অবস্থানকালে ওহী যথারীতি নাযিল হতে থাকে। এরপর দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হয় তখন তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না। রাবী'আ (র) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর একটি চুল দেখেছি উহা লাল রং-এর ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বলা হল যে অধিক সুগন্ধী লাগানোর কারণে উহার রং লাল হয়েছিল।

٣٢٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَا

بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ فَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ -

৩২৯৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেমানান লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না। ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার তামাটে রং এরও ছিলেন না। কেশরাজি একেবারে কুঞ্চিত ছিল না, একেবারে সোজাও ছিলনা। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। তাঁর নবুওয়্যাত কালের প্রথম দশ বছর মক্কায় এবং পরের দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। যখন তাঁর ওফাত হয় তখন মাথা ও দাঁড়িতে কুড়িটি চুলও সাদা ছিলনা।

٣٢٩٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ -

৩২৯৭ আহমদ ইব্‌ন সা'ঈদ (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা মুবারক ছিল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং বেমানান বেঁটেও ছিলেন না।

٣٢٩٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِيْ صُدْغَيْهِ -

৩২৯৮ আবু নু'আয়ম (র) .... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ চুলে খেযাব ব্যবহার করেছেন কি ? তিনি বললেন, না (তিনি তা ব্যবহার করেননি)। তাঁর কানের পাশে গুটি কয়েক চুল সাদা হয়েছিল মাত্র। (কাজেই চুলে খেযাব ব্যবহারের আবশ্যক হয় নাই)।

٣٢٩٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَابَيْنَ

الْـمَنْكِبَيْنِ ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ، وَقَالَ يُوْسُفُ بْنُ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْهِ إِلٰى مَنْكِبَيْهِ ـ

৩২৯৯ হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমর (র) .... বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে আমি কখনো দেখিনি। ইউসুফ ইব্‌ন আবূ ইসহাক তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ -এর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

٣٣٠٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ هُوَا التَّبِيْعِيِّ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَ : بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ ـ

৩৩০০ আবূ নু'আয়ম (র) .... আবূ ইসহাক তাবে-ই (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী ﷺ -এর চেহারা মুবারক কি তরবারীর ন্যায় (চকচকে) ছিল? তিনি বলেন না, বরং চাঁদের মত (স্নিগ্ধ ও মনোরম) ছিল।

٣٣٠١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَبُوْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ بِالْمَصِّيْصَةِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شعبة وَزَادَ فِيْهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ تَمُرُّ مِنْ وَّرَائِهَا الْمَرْأَةُ ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوْا يَأْخُذُوْنَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُوْنَ بِهَا وَجُوْهَهُمْ ، قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلٰى وَجْهِيْ فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ ـ

৩৩০১ হাসান ইব্‌ন মানসুর আবূ 'আলী (র) .... হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ জুহায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, একদিন নবী করীম ﷺ দুপুর বেলায় বাতহার দিকে বেরিয়ে গেলেন। সে স্থানে অজু করে যুহরের দু' রাকাআত ও আসরের দু' রাকআত সালাত আদায় করেন। তাঁর সম্মুখে একটি বর্শা পোতা ছিল। বর্শার বাহির দিক দিয়ে নারীগণ যাতায়াত করছিল। সালাত শেষে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী ﷺ-এর উভয় হাত ধরে তারা নিজেদের মাথা ও চেহারায় বুলাতে লাগলেন। আমিও নবী ﷺ-এর হাত মুবারক ধারণ করতঃ আমার চেহারায় বুলাতে লাগলাম। তাঁর হাত তুষার চেয়ে স্নিগ্ধ শীতল ও কস্তুরীর চেয়ে অধিক সুগন্ধ ছিল।

٣٣٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ -

৩৩০২ আবদান (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। তাঁর বদান্যতা বহুগুণ বেড়ে যেতো রামাযান মোবারকের পবিত্র দিনে যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাক্ষাতে আসতেন। জিব্‌রাঈল (আ) রামাযানের প্রতিরাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুরআনে করীমের দাওর করতেন। নবী করীম ﷺ কল্যাণ বিতরণে প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন।

٣٣٠٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنِ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ ، فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا قَالَ الْمُدْلَجِىُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأٰى أَقْدَامَهُمَا إِنَّ بَعْض هٰذِهِ الْأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ

৩৩০৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী করীম ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রফুল্লচিত্তে তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। খুশীর আমেজে তাঁর চেহারার খুশীর চিহ্ন ঝলমল করছিল। তিনি তখন আয়েশাকে বললেন, হে আয়েশা! তুমি শুননি, মুদলাজী ব্যক্তিটি (চেহারার ও আকৃতি গণনায় পারদর্শী) যায়েদ ও উসামা সম্পর্কে কি বলেছে ? পিতা-পুত্রের শুধু পা দেখে (শরীরের বাকী অংশ ঢাকা ছিল) বলল, এ পাগুলো একটা অন্যটির অংশ (অর্থাৎ তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের)।

٣٣٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ ، قَالَ سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمْرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ -

৩৩০৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে তার তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে সালাম করলাম, খুশী ও আনন্দে তাঁর চেহারা মুবারক ঝলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা এমনি-ই খুশী ও আনন্দে ঝলমল করতো। মনে হত যেন চাঁদের একটি টুক্রা। তাঁর চেহারা মুবারকের এ অবস্থা থেকে আমরা তা বুঝতে সক্ষম হতাম।

٣٠٠٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِيْ اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْ كُنْتُ مِنْهُ -

৩৩০৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি মানব জাতির সর্বোত্তম যুগে আবির্ভূত হয়েছি। যুগের পর যুগ হয়ে আমি সেই যুগেই জন্মেছি যে যুগ আমার জন্য নির্ধারিত ছিল।

٣٣٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُسَهُمْ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ رُؤُسَهُمْ ، وَكَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَىْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ -

৩৩০৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চুল পিছনের দিকে আঁচড়িয়ে রাখতেন আর মুশ্রিকগণ তাদের চুল দু'ভাগ করে সিঁতি কেটে রাখত। আহ্লে কিতাব তাদের চুল পিছনের দিকে আঁচড়িয়ে রাখত। নবী করীম ﷺ যে কোন বিষয়ে আল্লাহ্র আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুকরণকে ভালবাসতেন। তারপর নবী ﷺ তাঁর চুল দু'ভাগ করে সিঁথি কেটে রাখতে লাগলেন।

٣٣٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا-

৩৩০৭ আবদান (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অশ্লীল ভাষী ও অসদাচারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।

٣٣٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ بِهَا -

৩৩০৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-কে (জাগতিক বিষয়ে) যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হত, তখন তিনি সহজ সরলটিই গ্রহণ করতেন যদি তা গোনাহ না হত। যদি গোনাহ হত তবে তা থেকে তিনি অনেক দূরে সরে থাকতেন। নবী ﷺ ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহ্‌কে রাযী ও সন্তুষ্ট করার মানসে প্রতিশোধ করতেন।

٣٣٠٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيْرًا وَلَادِيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ رِيْحًا قَطُّ أَوْعَرْفًا قَطُّ، أَطْيَبَ مِنْ رِيْحٍ أَوْعَرْفِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩০৯ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (রা) .... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর হাতের তালু অপেক্ষা মোলায়েম কোন রেশম ও গরদকেও স্পর্শ করি নাই। আর নবী করীম ﷺ -এর শরীর মোবারকের খুশ্‌বু অপেক্ষা অধিকতর সুঘ্রাণ আমি কখনো পাই নাই।

٣٣١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهٖ -

৩৩১০ মুসাদ্দাদ (রা) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ অন্তপুরবাসিনী পর্দানশীন কুমারীদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। মুহাম্মদ (র) ....শুবা (র) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। (তবে এ বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে যে,) যখন নবী করীম ﷺ কোন কিছু অপছন্দ করতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারকে তা (বিরক্তির ভাব) দেখা যেত।

٣٣١١ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَاعَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ -

৩৩১১ আলী ইব্‌ন জা'দ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কখনো কোন খাদ্যবস্তুকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেয়ে নিতেন নতুবা ত্যাগ করতেন।

٣٣١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى نَرٰى اِبْطَيْهِ ، قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَقَالَ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ -

৩৩১২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... ইব্‌ন বুহায়না আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন উভয় বাহুকে শরীর থেকে এমনভাবে পৃথক করে রাখতেন যে, আমরা তাঁর বগল দেখতে পেতাম। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

٣٣١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى دُعَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ -

৩৩১৩ আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিস্‌কা (বৃষ্টির জন্য সালাত ও দু'আ) ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় তাঁর বাহুদ্বয় এতটা উর্ধ্বে উঠাতেন না ইস্তিস্‌কা ব্যতীত কেননা এতে হাত এত উর্ধ্বে উঠাতেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। আবূ মূসা (র) হাদীস বর্ণনায় বলেন, আনাস (রা) বলেছেন নবী ﷺ দু'আর মধ্যে দুনু হাত উপরে উঠিয়েছেন ; এবং আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি।

٣٣١٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِيْ جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِيْ قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ فَخَرَجَ بِلاَلٌ

فَنَادٰى بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلٰى وَبِيْصِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَنَزَةَ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ –

৩৩১৪ হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র) .... আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে (একদা) আমাকে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে নেয়া হল। নবী ﷺ তখন আবতাহ নামক স্থানে দুপুর বেলায় একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বেলাল (রা) তাবু থেকে বেরিয়ে এসে যুহরের সালাতের আযান দিলেন এবং (তাঁবুতে) পুনঃ প্রবেশ করে নবী ﷺ-এর অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকজন ইহা নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি আবার তাঁবুতে ঢুকে একটি ছোট্ট বর্শা নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। নবী ﷺ-ও (এবার) বেরিয়ে আসলেন। আমি যেন তাঁর পায়ের গোছার ঔজ্জ্বল্য এখনো দেখতে পাচ্ছি। বর্শাটি সম্মুখে পুতে রাখলেন। এরপর যুহরের দু' রাকা'আত এবং পরে আসরের দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। বর্শার বাহির দিয়ে গাধা ও মহিলা চলাফেরা করছিল।

٣٣١٥ حَدَّثَنِىْ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُوْ فُلَانٍ جَاءَ فَجَلَسَ إِلٰى جَانِبِ حُجْرَتِىْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُسْمِعُنِىْ ذٰلِكَ ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِىَ سُبْحَتِىْ ، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ –

৩৩১৫ হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এমনভাবে (থেমে থেমে) কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গণনা করতে চাইলে তাঁর কথাগুলি গণনা করতে পারত। লায়স (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি অমুকের (আবূ হুরায়রা (রা)

অবস্থা দেখে কি অবাক হও না ? তিনি এসে আমার হুজরার পাশে বসে আমাকে শুনিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। আমি তখন (নফল) সালাতে ছিলাম। আমার সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি উঠে চলে যান। তাকে যদি আমি পেতাম তবে আমি অবশ্যই তাকে সতর্ক করে দিতাম সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের মত দ্রুত কথা বলতেন না (বরং তিনি ধীরস্থির ও স্পষ্টভাবে কথা বলতেন)।

٢٠٧٤. بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَيَنَمْ قَلْبُهُ ، رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর চোখ বন্ধ থাকত কিন্তু তাঁর অন্তর থাকত বিনিদ্র। সা'ঈদ ইব্‌ন মীনাআ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন

٣٣١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَتَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ ؟ قَالَ : تَنَامُ عَيْنِيْ وَلاَيَنَامُ قَلْبِيْ -

৩৩১৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রামাযান মাসে (রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কিভাবে ছিল ? 'আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ রামাযান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগার রাক'আতের বেশী সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত পড়তেন। এ চার রাক'আত আদায়ের সৌন্দর্যের ও দৈর্ঘ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করোনা। (ইহা বর্ণনাতীত।) তারপর আরো চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এ চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। তারপর তিন রাক'আত (বিতর) আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বিত্‌র সালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন ? নবী ﷺ বললেন, আমার চক্ষু ঘুমায় তবে আমার অন্তর ঘুমায় না।

٣٣١٧ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ نَمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِىَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُوْحٰى اِلَيْهِ ، وَهُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُوَ خَيْرُهُمْ ، وَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُم ، فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى جَاؤُا لَيْلَةً أُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَتَوَلَّاهُ جِبْرِيْلُ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهٖ إِلَى السَّمَاءِ –

৩৩১৭ ইসমাঈল (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মাসজিদে কা'বা থেকে রাতে অনুষ্ঠিত ইসরা-এর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যে তিন ব্যক্তি (ফিরিস্তা) তাঁর নিকট হাযির হলেন মি'রাজ সম্পর্কে ওহী অবতরণের পূর্বে। তখন তিনি মাসজিদুল হারামে ঘুমন্ত ছিলেন। তাঁদের প্রথম জন বলল, তাদের (তিন জনের) কোন জন তিনি ? (যেহেতু নবীজীর পাশে হামযা ও জাফর শুয়ে ছিলেন) মধ্যম জন উত্তর দিল, তিনিই (নবী ﷺ) তাদের শ্রেষ্ঠ জন। আর শেষজন বলল, শ্রেষ্ঠ জনকে নিয়ে চল। এ রাত্রে এতটুকুই হলো, এবং নবী ﷺ ও তাদেরকে আর দেখেন নাই। অতঃপর আর এক রাতে তাঁরা আগমন করল। নবী করীম ﷺ -এর অন্তর তা দেখতে পাচ্ছিল। যেহেতু নবী করীম ﷺ -এর চোখ ঘুমাত কিন্তু তাঁর অন্তর সদা জাগ্রত থাকত। সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম এর অবস্থা এরূপই ছিল যে, তাঁদের চোখ ঘুমাত কিন্তু অন্তর সদা জাগ্রত থাকত। তারপর জিব্‌রাঈল (আ) (ভ্রমণের) দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং নবী ﷺ -কে নিয়ে আকাশের দিকে চড়তে লাগলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠٧٥. بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِى الْإِسْلَامِ

২০৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম আগমনের পর নবুওয়্যাতের নিদর্শনসমূহ

٣٣١٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ قَالَ

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ فَادْلَجُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسُوْا فَغَلَبَتْهُمْ اَعْيُنُهُمْ حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهٖ اَبُوْبَكْرٍ ، وَكَانَ لاَ يُوْقَظُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهٖ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ ، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ اَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ رَاسِهٖ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَزَلَ وَصَلّٰى بِنَا الْغَدَاةَ ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَافُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا ؟ قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ ثُمَّ صَلّٰى وَجَعَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَكُوْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطْشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِذَا نَحْنُ بِاِمْرَاَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ ، فَقُلْنَا لَهَا : اَيْنَ الْمَاءُ ؟ فَقَالَتْ : اِنَّهُ لاَ مَاءَ ، فَقُلْنَا : كَمْ بَيْنَ اَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ ؟ قَالَتْ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فَقُلْنَا : انْطَلِقِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : وَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ اَمْرِهَا حَتّٰى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِيْ حَدَّثَتْنَا ، غَيْرَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ فَاَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا ، فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً حَتّٰى رَوِيْنَا ، فَمَلاَنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَاِدَاوَةٍ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْءِ ، ثُمَّ قَالَ : هَاتُوْا مَاعِنْدَكُمْ ، فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ ، حَتّٰى اَتَتْ اَهْلَهَا ، فَقَالَتْ

لَقِيْتُ اَسْحَرَ النَّاسِ ، اَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوْا ، فَهَدَى اللّٰهُ ذَاكَ الصِّرْمَ
بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَاَسْلَمَتْ وَاَسْلَمُوْا –

৩৩১৮ আবুল ওয়ালিদ (র) .... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সফরে (খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে) তাঁরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন। সারারাত পথ চলার পর যখন ভোর নিকটবর্তী হল, তখন বিশ্রাম গ্রহণের জন্য থেমে গেলেন এবং গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে সূর্য উদিত হয়ে অনেক উপরে উঠে গেল, (কিন্তু কেউই জাগলেন না।) (ইমরান (রা) বলেন) যিনি সর্বপ্রথম ঘুম থেকে জাগলেন তিনি হলেন আবু বক্‌র (রা)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বেচ্ছায় জাগ্রত না হলে তাঁকে জাগানো হত না। তারপর 'উমর (রা) জাগলেন। আবু বকর (রা) তাঁর শিয়রের নিকট গিয়ে বসে উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলতে লাগলেন। অবশেষে নবী ﷺ জেগে উঠলেন এবং অন্যত্র চলে গিয়ে অবতরণ করে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন তখন বললেন হে অমুক, আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে বাধা দিল? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি। (গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল) নবী ﷺ তাকে পাক মাটি দ্বারা তৈয়াম্মুম করার আদেশ দিলেন, তারপর সে সালাত আদায় করল। (ইমরান (রা) বলেন) নবী ﷺ আমাকে অগ্রগামী দলের সাথে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমরা পথ চলছি। হঠাৎ এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা আমাদের নযরে পড়ল। সে পানি ভর্তি দু'টি মশকের মধ্য খানে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পানি কোথায়? সে বলল, (আশেপাশে) কোথায়ও পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার ও পানির জায়গার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু ? সে বলল একদিন ও একরাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট চল। সে বলল, রাসূলুল্লাহ্ কি ? আমরা তাকে যেতে না দিয়ে তাকে নবী ﷺ-এর খেদমতে নিয়ে গেলাম। নবী ﷺ-এর খেদমতে এসেও ঐ জাতীয় কথাবার্তাই বলল যা সে আমাদের সঙ্গে বলেছিল। তবে সে তাঁর নিকট বলল, সে কয়েকজন ইয়াতীম সন্তানের মাতা। নবী ﷺ তার মশক দু'টি নামিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তারপর তিনি মশক দুটির মুখে হাত বুলালেন। আমরা তৃষ্ণাকাতর চল্লিশ জন মানুষ পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম। তারপর আমাদের সকল মশক, বাসনপত্র পানি ভর্তি করে নিলাম। তবে উটগুলিকে পানি পান করান হয় নাই। এত সবের পরও মহিলার মশকগুলি এত পানি ভর্তি ছিল যে তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তারপর নবী ﷺ বললেন, তোমাদের নিকট (খাবার জাতীয়) যা কিছু আছে উপস্থিত কর। কিছু খেজুর ও রুটির টুকরা জমা করে তাকে দেয়া হল। এ নিয়ে মহিলা আনন্দের সাথে তার গৃহে ফিরে গেল। গৃহে গিয়ে সকলের কাছে সে বলল, আমার সাক্ষাত হয়ে ছিল,এক মহাযাদুকরের সাথে অথবা মানুষ যাকে নবী বলে ধারণা করে তার সাথে। আল্লাহ্ এই মহিলার মাধ্যমে এ বস্তিবাসীকে হেদায়েত দান করলেন। মহিলাটি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করল এবং বস্তিবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হল।

٣٣١٩ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهٗ فِى الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهٖ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ ، قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لأَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلاَثَمِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلاَثَمِائَةٍ -

৩৩১৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল, তখন তিনি (মদীনার নিকটবর্তী) যাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। নবী ﷺ তাঁর হাত মোবারক ঐ পাত্রে রেখে দিলেন আর তখনই পানি অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। ঐ পানি দিয়ে উপস্থিত সকলেই অজু করে নিলেন। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের লোক সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বললেন, আমরা তিনশ' অথবা তিনশ' এর কাছাকাছি ছিলাম।

٣٣٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَأُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ الْإِنَاءَ يَدَهُ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ بَيْنَ أَصَابِعِهٖ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ -

৩৩২০ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে (এমন অবস্থায়) দেখতে পেলাম যখন আসরের সালাতের সময় নিকটবর্তী। সকলেই পেরেশান হয়ে পানি খুঁজছেন কিন্তু পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন নবী ﷺ-এর নিকট অযুর পানি (একটি পাত্রসহ আনা হল।) নবী ﷺ সে পাত্রে তাঁর হাত মোবারক রেখে দিলেন এবং সকলকে এ পাত্রের পানি দ্বারা অজু করতে আদেশ দিলেন। আমি দেখলাম তাঁর হাত মোবারকের নীচ হতে পানি সজোরে উথ্‌লে পড়ছিল। কাফিলার শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলেই এই পানি দিয়ে অজু করে নিলেন।

٣٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُبَارَكٍ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَانْطَلَقُوْا يَسِيْرُوْنَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً يَتَوَضَّؤُنَ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِّنْ يَسِيْرٍ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ، ثُمَّ قَالَ : قُوْمُوْا فَتَوَضَّؤُا فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتّٰى بَلَغُوْا فِيْمَا يُرِيْدُوْنَ مِنَ الْوَضُوْءِ وَكَانُوْا سَبْعِيْنَ أَوْ نَحْوَهُ -

৩৩২১ আবদুর রাহমান ইব্‌ন মুবারক (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন এক সফরে বের হয়েছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। তারা চলতে লাগলেন, তখন সালাতের সময় হয়ে গেল, কিন্তু অজু করার জন্য কোথাও পানি পাওয়া গেলনা। কাফিলার এক ব্যক্তি (আনাস (রা) নিজেই) সামান্য পানিসহ একটি পেয়ালা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তারই পানি দ্বারা অজু করলেন এবং তাঁর হাতের চারটি আংগুল পেয়ালার মধ্যে সোজা করে ধরে রাখলেন। আর বললেন, উঠ তোমরা সকলে অজু কর। সকলেই ইচ্ছামত অজু করে নিলেন। তাঁদের সংখ্যা সত্তর বা এর কাছাকাছি ছিল।

٣٣٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا قُلْتُ : كَمْ كَانُوْا ؟ قَالَ : ثَمَانُوْنَ رَجُلًا -

৩৩২২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুনীর (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের সময় উপস্থিত হল (কিন্তু পানির ব্যবস্থা ছিল না) যাদের বাড়ী মসজিদের নিকটে ছিল তারা অজু করার জন্য নিজ

নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক থেকে গেলেন। (যাদের অজুর কোন ব্যবস্থা ছিলনা।) তখন নবী ﷺ-এর সামনে প্রস্তর নির্মিত একটি (ছোট্ট) পাত্র আনা হল। এতে সামান্য পানি ছিল। নবী করীম ﷺ ঐ পাত্রে তাঁর হাত মোবরক রাখলেন। কিন্তু পাত্রটি ছোট্ট বিধায় হাতের আঙ্গুলগুলো প্রসারিত করতে পারলেন না বরং একত্রিত করে রেখে দিলেন। তারপর উপস্থিত সকলেই ঐ পানি দ্বারাই অজু করে নিল। হুমাইদ (একজন রাবী) (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনারা কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, আশি জন।

٣٣٢٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ قَالَ مَالَكُمْ ؟ قَالُوْا : لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَابَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُوْرُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُوْنِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : لَوْكُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً -

৩৩২৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় অবস্থান কালে একদিন সাহাবা কেরাম পীপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। নবী ﷺ-এর সম্মুখে একটি (চামড়ার) পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি অজু করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে মনে করে সকলে ঐদিকে ধাবিত হলেন। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কি হয়েছে ? তাঁরা বললেন, আপনার সম্মুখস্থ পাত্রের সামান্য পানি ব্যতীত অজু ও পান করার মত পানি আমাদের নিকট নাই। নবী ﷺ ঐ পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন। তখনই তাঁর হাত উপচিয়ে ঝর্ণা ধারার ন্যায় পানি ছুটিয়ে বের হতে লাগলো। আমরা সকলেই পানি পান করলাম ও অজু করলাম। সালিম (একজন রাবী) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, আমরা যদি এক লক্ষও হতাম তবুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত। তবে আমরা ছিলাম মাত্র পনরশ'।

٣٣٢٤ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَاإِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً

وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتّٰى لَمْ نَتْرُكْ فِيْهَا قَطْرَةً ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَفِيْرِ الْبِئْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِى الْبِئْرِ ، فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيْدٍ ، ثُمَّ اسْتَقَيْنَا ، حَتّٰى رَوِيْنَا ، وَرَوِيَتْ أَوْ صَدَرَتْ رَكَائِبُنَا ـ

৩৩২৪ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... বারা'আ (ইব্‌ন আযির) (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে হুদায়বিয়ায় চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। হুদায়বিয়া একটি কূপ, আমরা তা হতে পানি এমনভাবে উঠিয়ে নিলাম যে তাতে এক ফোঁটা পানিও বাকী থাকল না। নবী ﷺ কূপের কিনারায় বসে কিছু পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। (সামান্য পানি আনা হলো) তিনি কুল্লি করে ঐ পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। কিছু সময় অপেক্ষা করলাম। তখন কূপটি পানিতে ভরে গেল। আমরা পান করে তৃপ্তি লাভ করলাম, আমাদের উটগুলোও পানি পানে তৃপ্ত হল। অথবা বলেছেন আমাদের উটগুলো পানি পান করে প্রত্যাবর্তন করল।

٣٣٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَىْءٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهٖ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِىْ وَلَاثَتْنِىْ بِبَعْضِهٖ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِىْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهٖ ، فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ آرْسَلَكَ أَبُوْ طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَامٍ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَّعَهُ قُوْمُوْا ، فَانْطَلَقُوْا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا

مَانُطْعِمُهُمْ ؟ فَقَالَتْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّىْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَاعِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا، ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ، ثُمَّ خَرَجُوْا ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاذَنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ أَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً -

৩৩২৫ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তাল্‌হা (রা) তদীয় (পত্নী) উম্মে সুলায়ম্‌কে বললেন, আমি নবী ﷺ -এর কণ্ঠস্বর দুর্বল শুনেছি। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধা বুঝতে পেরেছি। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ আছে। এই বলে তিনি কয়েকটা যবের রুটি বের করলেন। তারপর তাঁর একখানা ওড়না বের করে এর কিয়দংশ দিয়ে রুটিগুলো মুড়ে আমার হাতে গোপন করে রেখে দিলেন ও ওড়নার অপর অংশ আমার শরীর জড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে নবী ﷺ-এর খেদমতে পাঠালেন। রাবী আনাস বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম। ঐ সময় তিনি কতিপয় লোকসহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি গিয়ে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালাম। নবী ﷺ আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠিয়েছে ? আমি বললাম, জি, হাঁ। নবী ﷺ বললেন, খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছে ? আমি বললাম, জি-হাঁ। তখন নবী ﷺ সঙ্গীদেরকে বললেন, চল, আবূ তালহা আমাদেরকে দাও'আত করেছে। আমি তাঁদের আগেই চলে গিয়ে আবু তালহা (রা)-কে নবী ﷺ -এর আগমন বার্তা শুনালাম। ইহা শুনে আবূ তালহা (রা) বলেন, হে উম্মে সুলাইম, নবী ﷺ তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে আসছেন। তাঁদেরকে খাওয়ানোর মত কিছু আমাদের নিকট নেই। উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আবূ তালহা (রা) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাড়ী হতে কিছুদূর অগ্রসর হলেন এবং নবী ﷺ -এর সাক্ষাত করলেন এবং নবী ﷺ আবূ তালহা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে আসলেন, আর বললেন, হে উম্মে সুলায়ম। তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি যবের ঐ রুটিগুলি হাযির করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রুটিগুলো টুক্‌রা টুক্‌রা করা হল। উম্মে সুলায়ম ঘিয়ের পাত্র ঝেড়ে মুছে কিছু ঘি বের করে তা তরকারী স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর নবী করীম

ﷺপাঠ করে তাতে ফুঁ দিলেন এরপর দশজনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা দশজন আসলেন এবং রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আরো দশজনকে আসার কথা বলা হল। তারা আসলেন এবং তৃপ্তি সহকারে রুটি খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। আবার আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তাঁরাও আসলেন এবং পেটভরে খেয়ে নিলেন। অনুরূপভাবে সমবেত সকলেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। লোকজন সর্বমোট সত্তর বা আশিজন ছিলেন।

٣٣٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُم تَعُدُّونَهَا تَخْوِيْفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ ، فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اطْلُبُوْا فَضْلَةً مِّنْ مَاءٍ ، فَجَاؤُا بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَلِيْلٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الطَّهُوْرِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّٰهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ -

৩৩২৬ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (সাহাবাগণ) অলৌকিক ঘটনাসমূহকে বরকত ও কল্যাণকর মনে করতাম আর তোমরা (যারা সাহাবী নও) ঐ সব ঘটনাকে ভীতিকর মনে কর। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। আমাদের পানি কমিয়ে আসল। তখন নবী ﷺ বললেন, অতিরিক্ত পানি তালাশ কর। (তালাশের পর) সাহাবাগণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন যার ভিতর সামান্য পানি ছিল। নবী ﷺ তাঁর হাত মোবারক ঐ পাত্রের ভিতর ঢুকায়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, বরকতময় পানি নিতে সকলেই এসো। এ বরকত আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। তখন আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়ছে। সময় বিশেষে আমরা খাদ্য-দ্রব্যের তাস্বীহ পাঠ শুনতাম আর তা খাওয়া হত।

٣٣٢٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَامِرٌ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِيْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَايُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ ، فَانْطَلِقْ مَعِيْ لِكَيْ لاَ يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ

فَمَشٰى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا ثُمَّ آخَرَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ انْزِعُوْهُ فَاَوْفَاهُمُ الَّذِىْ لَهُمْ وَبَقِىَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ

৩৩২৭ আবু নু'আঈম (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ (রা) ওহোদ যুদ্ধে) ঋণ রেখে শাহাদাত বরণ করেন। তখন আমি নবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার পিতা অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার নিকট বাগানের উৎপন্ন কিছু খেজুর ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ নেই। কয়েক বছরের উৎপাদিত খেজুর একত্রিত করলেও তদ্বারা তাঁর ঋণ শোধ হবে না। আপনি দয়া করে আমার সাথে চলুন, যাতে পাওনাদারগণ (আপনাকে দেখে) আমার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করে। নবী ﷺ তাঁর সাথে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তূপের চারদিক ঘুরে দু'আ করলেন। এরপর অন্য স্তূপের নিকটে গেলেন এবং এর নিকটে বসে পড়লেন এবং জাবির (রা)-কে বললেন, খেজুর বের করে দিতে থাক। অতঃপর সকল পাওনাদারের প্রাপ্য শোধ করে দিলেন অথচ পাওনাদারদের যা দিলেন তার সমপরিমাণ রয়ে গেল।

٣٣٢٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْبِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَابَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَأَبُوْ بَكْرٍ ثَلَاثَةً ، قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِىْ وَأُمِّىْ وَلَا أَدْرِىْ هَلْ قَالَ امْرَأَتِىْ وَخَادِمِىْ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِىْ بَكْرٍ ، وَاَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشّٰى عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتّٰى تَعَشّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَامَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : مَاحَبَسَكَ مِنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ ؟ قَالَ : أَوَ عَشَّيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ : أَبَوْا حَتّٰى تَجِىءَ قَدْ عَرَضُوْا عَلَيْهِمْ

فَغَلَبُوْهُمْ فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ ، فَقَالَ يَا ، غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا وَقَالَ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَاَيْمُ اللّٰهِ : مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللُّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا ، أَكْثَرُ مِنْهَا حَتّٰى شَبِعُوْا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُوْ بَكْرٍ فَإِذَاشَىْءٌ أَوْ أَكْثَرُ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : يَاأُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ ، قَالَتْ لاَ : وَقُرَّةِ عَيْنِىْ لَهِىَ الْآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلاَثِ مِرَارٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ ، يَمِيْنَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَالُقْمَةً ، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الْاَجَلُ فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اَللّٰهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ قَالَ أَكَلُوْا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ –

৩৩২৮ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র) .... আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেন, আসহাবে সুফ্ফায় কতিপয় অসহায় দরিদ্র লোক ছিলেন। নবী করীম ﷺ একবার বললেন, যার ঘরে দু'জনের পরিমাণ খাবার আছে সে যেন এদের মধ্য থেকে তৃতীয় একজন নিয়ে যায়। আর যার ঘরে চার জনের পরিমাণ খাবার রয়েছে সে এদের মধ্য থেকে পঞ্চম একজন বা ষষ্ঠ একজনকে নিয়ে যায় অথবা নবী ﷺ যা বলেছেন। আবূ বকর (রা) তিনজন নিলেন। আর নবী ﷺ নিলেন দশজন এবং আবূ বকর (রা) তিনজন। আবদুর রহমান (রা) বলেন, (আমরা বাড়ীতে ছিলাম তিনজন।) আমি আমার আব্বা ও আম্মা। আবূ উসমান (রা) রাবী বলেন, আমার মনে নাই আবদুর রাহমান (রা) কি ইহাও বলেছিলেন যে আমার স্ত্রী ও আমাদের পিতা-পুত্রের একজন গৃহভৃত্যও ছিল। আবূ বাকর (রা) ঐ রাতে নবীজীর বাড়ীতেই খেয়ে নিলেন এবং ইশার সালাত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। ইশার সালাতের পর পুনরায় তিনি নবী ﷺ গৃহে গমন করলেন। নবী ﷺ-এর রাতের আহার গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তথায়ই অবস্থান করলেন। অনেক রাতের পর গৃহে ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমান পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? তিনি বললেন, তাদের কি এখনো রাতের আহার দেওনি। স্ত্রী বললেন, আপনার না আসা পর্যন্ত তারা আহার খেতে রাযী হননি। তাদেরকে ঘরের লোকজন আহার দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অসম্মতির নিকট আমাদের লোকজনকে হার মানতে হয়েছে। আবদুর রাহমান (রা) বলেন, আমি (অবস্থা বেগতিক দেখে) তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম। আবূ বকর (রা) (আমাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, ওরে বেওকুফ! আহম্মক!

আরো কিছু কড়া কথা বলে ফেললেন। তারপর মেহমান পক্ষকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। আমি কিছুতেই খাবনা। (মধ্যে আরো কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল অবশেষে সকলেই খেতে বসলেন।) আবদুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা যখন গ্রাস তুলে নেই তখন দেখি পাত্রের খাবার অনেক বেড়ে যায়। খাওয়ার শেষে আবূ বকর (রা) লক্ষ্য করলেন যে পরিতৃপ্তভাবে আহারের পরও পাত্রে খাবার পূর্বাপেক্ষা অধিক রয়ে গেছে। তখন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বনী ফিরাস গোত্রের বোন, ব্যাপার কি ? তিনি বললেন, হে আমার নয়নমনি। খাদ্যের পরিমাণ এখন তিনগুণের চেয়েও অধিক রয়েছে। আবূ বকর (রা) তা থেকে কয়েক গ্রাস খেলেন এবং বললেন, আমার কসম শয়তানের প্ররোচনায় ছিল। তারপর অবশিষ্ট খাদ্য নবী ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং ভোর পর্যন্ত ঐ খাদ্য নবী ﷺ -এর হেফাযতে রইল। রাবী বলেন, আমাদের (মুসলমানদের) ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে সন্ধি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের বার জনকে নেতা মনোনীত করা হল। প্রত্যেক নেতার অধীনে আবার কয়েক জন করে লোক ছিল। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন তাদের প্রত্যেকের সাথে কতজন করে দেয়া হয়েছিল! আবদুর রহমান (রা) বলেন, এদের প্রত্যেকেই এ খাবার থেকে খেয়ে নিলেন। অথবা তিনি যা বলেছেন।

٣٣٢٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُوْنُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ قَحْطٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ هَلَكَتِ الشَّاةُ فَادْعُ اللّٰهَ يَسْقِيْنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ : وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيْحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيْهَا ، فَخَرَجْنَا نَخُوْضُ الْمَاءَ حَتّٰى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى ، فَقَامَ إِلَيْهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ ، فَادْعُ اللّٰهَ يَحْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ : حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ كَأَنَّهَا إِكْلِيْلٌ -

৩৩২৯ মুসাদ্দাদ (র) .... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একবার মদীনাবাসী অনাবৃষ্টির দরুন (দুর্ভিক্ষে) পতিত হল। ঐ সময় কোন এক জুমু'আর দিনে নবী ﷺ খুত্‌বা

দিয়েছিলেন, তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল, এবং বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অনাবৃষ্টির কারণে) ঘোড়াগুলো নষ্ট হয়ে গেল, বকরীগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ্র দরবারে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। নবী ﷺ তৎক্ষণাৎ দু'হাত উঠায়ে দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন, তখন আকাশ স্ফটিক সদৃশ্য নির্মল ছিল। হঠাৎ মেঘ সৃষ্টিকারী বাতাস বইতে শুরু করল এবং মেঘ ঘনিভূত হয়ে গেল। তারপর শুরু হল প্রবল বারিপাত যেন আকাশ তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। আমরা (সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে) পানি ভেঙ্গে বাড়ী পৌঁছলাম। পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টিপাত হল। ঐ শুক্রবারে জুমুআর সময় ঐ ব্যক্তি বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, (অতিবৃষ্টির কারণে) গৃহগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করুন। তখন নবী ﷺ (তাঁর কথা শুনে) মুচকি হাঁসলেন এবং বললেন, (হে আল্লাহ!) আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি হউক। আমাদের উপর নয়। (আনাস (রা) বলেন,) তখন আমি দেখলাম, মদীনার আকাশ থেকে মেঘমালা চতুর্দিক সরে গেছে আর মদীনা (যেন মেঘমুক্ত হয়ে) মুকুটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

٣٣٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخُوْ أَبِيْ عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتُّخِذَ الْمِنْبَرُ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৩০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... ইব্ন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ (মসজিদে) খেজুরের একটি কাণ্ডের সাথে (হেলান দিয়ে) খুত্বা প্রদান করতেন। যখন মিম্বর তৈরী করে দেয়া হল। তখন তিনি মিম্বরে উঠে খুত্বা দিতে লাগলেন। কাণ্ডটি তখন (নবী ﷺ-এর বিরহে) কাঁদতে শুরু করল। নবী ﷺ কাণ্ডটির নিকটে গিয়ে হাত বুলাতে লাগলেন। (তখন স্তম্ভটি শান্ত হল।) উপরোক্ত হাদীসটি আবদুল হামীদ ও আবু 'আসিম (র) .. .. .. ইব্ন 'উমর (রা) সূত্রে .. .. .. নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٣١ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْنَخْلَةٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَانَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ ، فَجَعَلُوْا لَهُ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيْ يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِيْ عَلٰى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا -

৩৩৬১ আবূ নু'আঈম (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ একটি বৃক্ষের উপর কিংবা একটি খেজুর বৃক্ষের কান্ডের উপর (হেলান দিয়ে) শুক্রবারে খুত্‌বা প্রদানের জন্য দাঁড়াতেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা অথবা একজন পুরুষ বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দেব কি ? নবী ﷺ বললেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে দিতে পার। অতঃপর তারা একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করে দিলেন। যখন শুক্রবার এল নবী ﷺ মিম্বরে আসন গ্রহণ করলেন, তখন কান্ডটি শিশুর ন্যায় চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। নবী ﷺ মিম্বর হতে নেমে এসে উহাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কান্ডটি (আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে) শিশুর মত আরো ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। রাবী বলেন, কান্ডটি এজন্য কাঁদছিল যেহেতু সে খুত্‌বাকালে অনেক যিক্‌র শুন্‌তে পেত।

٣٣٣٢ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حَفصُ بنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوْفًا عَلٰى جُذُوْعٍ مِنْ نَخْلٍ فكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَقُوْمُ إِلٰى جِذْعٍ مِّنْهَا ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذٰلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتّٰى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ -

৩৩৬২ ইসমা'ঈল (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রথম দিকে খেজুরের কয়েকটি কান্ডের উপর মসজিদে নববীর ছাদ করা হয়েছিল। নবী ﷺ যখনই খুত্‌বা প্রদানের ইচ্ছা করতেন, তখন একটি কান্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তাঁর জন্য মিম্বর তৈরী করে দেওয়া হলে তিনি সেই মিম্বরে উঠে দাঁড়াতেন। ঐ সময় আমরা কান্ডটির ভিতর থেকে দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীর স্বরের

ন্যায় কান্নার আওয়ায শুনলাম। অবশেষে নবী ﷺ তার নিকটে এসে তাকে হাত বুলিয়ে সোহাগ করলেন। তারপর কান্ডটি শান্ত হল।

٣٣٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْث النَّبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ وَحَدَّثَنِيْ بِشْربنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَان سَمِعْتُ اَبَا وَائِلُ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنْ عُمر بْنَ الْخَطَابِ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ : قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيْءٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَجَارِهٖ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، قَالَ لَيْسَتْ هٰذِهٖ وَلٰكِنِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَابَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ لَا بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ ذَاكَ أَحْرٰى أَنْ لَايُغْلَقَ ، قُلْنَا عَلِمَ عَمْرو الْبَابَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، كَمَا أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً ، إِنِّيْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ وَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ ؟ قَالَ عُمَرُ -

৩৩৩৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ .... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী ﷺ-এর (ভবিষ্যতের) ফিত্‌না সম্পর্কীয় হাদীস স্মরণ রেখেছ? যেমনভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমিই সর্বাধিক স্মরণ রেখেছি। উমর (রা) বললেন, বর্ণনা কর, তুমি তো, অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি। হুযায়ফা (রা) বললেন, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশী দ্বারা সৃষ্ট ফিত্‌না-ফাসাদের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে সালাত, সাদ্‌কা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের দ্বারা। উমর (রা) বললেন, আমি এ জাতীয় ফিত্‌না সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি বরং উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গের ন্যায় ভীষণ আঘাত হানে ঐ জাতীয় ফিত্‌না সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করেছি। হুযায়ফা (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ জাতীয় ফিত্না সম্পর্কে আপনার শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনার এবং এ জাতীয় ফিতনার মধ্যে একটি সুদৃঢ় কপাট বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন,এ কপাটটি কি (সাধারণ নিয়মে) খোলা হবে, না (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে? হুযায়ফা (রা) বলেন, (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তা হলে এ কপাটটি আর সহজে বন্ধ করা যাবে না। আমরা (সাহাবীগণ) হুযায়ফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রা) কি জানতেন, ঐ কপাট দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, অবশ্যই; যেমন নিশ্চিতভাবে জানতেন আগামী দিনের পূর্বে, অদ্য রাতের আগমন অনিবার্য। আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস শুনিয়েছি, যাতে ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ নেই। আমরা (সাহাবীগণ) হুযায়ফাকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি, তাই মাসরূককে বললাম, (তুমি জিজ্ঞাসা কর) মাসরূক (র) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ বন্ধ কপাট দ্বারা উদ্দেশ্য কে? হুযায়ফা (রা) বললেন, উমর (রা) স্বয়ং।

٣٣٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالَهُمُ الشَّعَرُ وَحَتّٰى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْأُنُوْفِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمَ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَتَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْأَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلَامِ ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلٰى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِىْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ –

৩৩৩৪ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে এমন এক জাতির সঙ্গে যাদের পায়ের জুতা হবে পশমের এবং যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে তুর্কদের সহিত যাদের চক্ষু ক্ষুদ্রাকৃতি, নাক চেপ্টা, চেহারা লাল বর্ণ যেন তাদের চেহারা পেটানো ঢাল। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হবে যারা নেতৃত্বে ও শাসন ক্ষমতায় জড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত একে অত্যন্ত ঘৃণা ও অপছন্দ করবে। মানুষ খনির ন্যায় (এতে ভাল মন্দ সবই আছে) যারা জাহিলিয়্যাতের যুগে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, ইসলাম গ্রহণের পরও তারা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তোমাদের নিকট এমন যুগ আসবে যখন তোমাদের পরিবার-পরিজনরা, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার চাইতেও আমার সাক্ষাত লাভ তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মনে হবে।

٣٣٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا خُوْزًا وَكِرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ فُطْسَ الْأُنُوْفِ ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ وُجُوْهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ -

৩৩৩৫ ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ না হবে খুয ও কিরমান নামক স্থানে (বসবাসরত) অনারব জাতিগুলির সাথে, যাদের চেহারা লালবর্ণ, চেহারা যেন পিটানো ঢাল, নাক চেপ্টা, চক্ষু ক্ষুদ্রাকৃতি এবং জুতা পশমের। ইয়াহ্ইয়া ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ ও আব্দুর রাজ্জাক (র) থেকে পূর্বের হাদীস বর্ণনায় তার অনুসরণ করেছেন।

٣٣٣٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ إِسْمٰعِيْلُ أَخْبَرَنِىْ قَيْسٌ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ سِنِيْنَ لَمْ أَكُنْ فِىْ سِنِىٍّ أَحْرَصَ عَلٰى أَنْ أَعِىَ الْحَدِيْثَ مِنِّىْ فِيْهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهٖ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَهُوَ هٰذَا الْبَارِزُ * وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ أَهْلُ الْبَارِزِ -

৩৩৩৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাহচর্যে তিনটি বছর কাটিয়েছি। আমার জীবনে হাদীস মুখস্থ করার আগ্রহ এ তিন বছরের চেয়ে অধিক আর কখনো ছিল না। আমি নবী ﷺ -কে হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (পরবর্তীরা) এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের এরা হবে পারস্যবাসী অথবা পাহাড়বাসী অনারব।

٣٣٣٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ ، وَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ -

৩৩৩৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... আমর ইব্‌ন তাগলিব (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কিয়ামতের পূর্বে এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতা ব্যবহার করে এবং তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা হবে পিটানো ঢালের ন্যায়।

٣٣٣٨ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ ، حَتّٰى يَقُوْلُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِيْ فَاقْتُلْهُ -

৩৩৩৮ হাকাম ইব্‌ন নাফে' (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহূদীরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন বিজয়ী হবে তোমরাই। (এমনকি পাথরের আড়ালে কোন ইয়াহূদী আত্মগোপন করে থাকলে) স্বয়ং পাথরই বলবে, হে মুসলিম, এই ত ইয়াহূদী; আমার পিছনে আত্মগোপন করেছে, একে হত্যা কর।

٣٣٣٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُوْلَ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يَغْزُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ : هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُوْلَ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ -

৩৩৩৯ কুতায়বা (র) .... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, (ভবিষ্যতে) মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যে, তারা জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি ? যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন ? তখন তারা বলবে, হাঁ (আছেন)। তখন (ঐ সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপরও তারা আরো

জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি সাহাবা কেরামের সাহচর্য লাভ করেছেন ? তখন তারা বল্‌বে, হাঁ (আছেন)। তখন (ঐ তাবেয়ীর তুফায়েলে) তাদেরকে জয়ী করা হবে।

৩৩৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ الطَّائِيُّ أَخْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيْلِ ، فَقَالَ يَا عَدِيُّ : هَلْ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا ، قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْحَلُ مِنَ الْحِيْرَةِ ، حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللّٰهَ ، قُلْتُ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِيْ ، فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِيْنَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلاَدَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوْزُ كِسْرٰى ، قُلْتُ كِسْرَى ، بْنُ هُرْمُزَ ؟ قَالَ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَلَيَقُوْلَنَّ لَهُ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُوْلاً فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَقُوْلُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالاً وَوَلَدًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ ، فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلاَيَرٰى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَلاَيَرٰى إِلاَّ جَهَنَّمَ ، قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ : فَرَأَيْتُ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللّٰهَ

تَعَالٰى وَكُنْتُ فِيْمَنِ افْتَتَحَ كُنُوْزَ كِسْرٰى بْنِ هُرْمُزَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبُو الْقَاسِمِ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ –

৩৩৪০ মুহাম্মদ ইবনুল হাকাম (র) .... আদি ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর মজলিসে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল। তারপর আর এক ব্যক্তি এসে ডাকাতের উৎপাতের কথা বলে অনুযোগ করল। নবী ﷺ বললেন, হে আ'দী, তুমি কি হীরা নামক স্থানটি দেখেছ! আমি বললাম, দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার জানা আছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখতে পাবে একজন উট সওয়ার হাওদানশীন মহিলা হীরা থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবেনা। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম তাঈ গোত্রের ডাকাতগুলো কোথায় থাকবে যারা ফিত্না ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ছারখার করে দিচ্ছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও, তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে- কিস্রার (পারস্য সম্রাট) ধনভাণ্ডার কবজা করা হয়েছে। আমি বললাম, কিস্রা ইব্ন হুরমুযের ? নবী ﷺ বললেন, হাঁ, কিস্রা ইব্ন হুরমুযের। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, লোকজন মুষ্টিভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে এবং এমন ব্যক্তিকে তালাশ করে বেড়াবে যে তাদের এ মাল গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণকারী একটি মানুষও পাবেনা। তোমাদের প্রত্যেকটি মানুষ কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তার ও আল্লাহ্র মাঝে অন্য কোন দোভাষী থাকবেনা যিনি ভাষান্তর করে বলবেন। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি (দুনিয়াতে) তোমার নিকট আমার বাণী পৌঁছানোর জন্য রাসূল প্রেরণ করিনি ? সে বলবে হাঁ, প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দান করিনি এবং দয়া মেহেরবাণী করিনি? তখন সে বলবে, হাঁ, দিয়েছেন। তারপর সে ডান দিকে নযর করবে, জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার সে বাম দিকে নযর করবে, তখনো সে জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। আদী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অর্ধেকটি খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজকে রক্ষা কর আর যদি তাও করার তৌফিক না হয় তবে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক সৎ ও ভাল কথা বলে নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আদী (রা) বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উট সওয়ার মহিলা হীরা থেকে একাকী রওয়ানা হয়ে কা'বাহ্ শরীফ তাওয়াফ করেছে। সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করেনা। আর পারস্য সম্রাট কিস্রা ইব্ন হুরমুযের ধনভাণ্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। যদি তোমরা দীর্ঘজীবী হও, তবে নবী ﷺ যা বলেছেন, তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। (অর্থাৎ মুষ্টিভরা স্বর্ণ দিতে চাইলে কিন্তু কেউ নিতে চাইবেনা।)

٣٣٤١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى أَهْلِ أُحُدٍ

صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّيْ فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّيْ وَاللهِ لَانْظُرُ إِلَى حَوْضِيْ الْأنَ وَانِّيْ قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحِ خَزَائِنَ الْاَرْضِ ، وَإِنِّيْ وَاللهِ مَا أَخَافُ مِنْ بَعْدِيْ اَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِن أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا -

৩৩৪১ সাঈদ ইব্‌ন শুরাহবিল (র) .... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ বের হয়ে মৃত ব্যক্তির সালাতে জানাযার ন্যায় ওহোদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবায়ে কেরামের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর ফিরে এসে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী ব্যক্তি, আমি তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র দরবারে সাক্ষ্য প্রদান করব। আল্লাহ্‌র কসম, আমি এখানে বসে থেকেই আমার হাউযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম আমার ওফাতের পর তোমরা মুশ্‌রিক হয়ে যাবে এ আশঙ্কা আমার নেই। তবে আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে পার্থিব ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও মোহ তোমাদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করে তুলবে।

٣٣٤٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى أُطُمٍ مِّنَ الْإِطَامِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَاأَرٰى اِنِّيْ أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ

৩৩৪২ আবু নু'আঈম (র) .... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন মদীনায় একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করলেন, তারপর (সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে) বললেন, আমি যা দেখছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ ? আমি দেখছি বারি ধারার ন্যায় ফাসাদ ঢুকে পড়ছে তোমাদের ঘরে ঘরে।

٣٣٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ أَبِيْ سُفْيَانَ حَدَّثَتْهَا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لَاالٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ

الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهٖ وَبِالَّتِيْ تَلِيْهَا ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِيْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ -

৩৩৪৩ আবুল ইয়ামান (র) .... যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) হতে বর্ণিত। একদিন নবী করীম ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে পড়তে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, অচিরেই একটি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। এতে আরবের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়াজুজ ও মাজুজের দেয়ালে এতটুকু পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, এ কথা বলে দু'টি আঙ্গুল গোলাকৃতি করে দেখালেন। যায়নাব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব, অথচ আমাদের মাঝে অনেক নেক লোক রয়েছেন? নবী ﷺ বললেন, হাঁ, যখন অশ্লীলতা (ফিস্‌ক ও কুফর এবং ব্যাভিচার) বেড়ে যাবে। অন্য একটি বর্ণনায় উম্মে সালামা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ জেগে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, সুবাহানাল্লাহ, আজ কী অফুরন্ত ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারই সাথে অগণিত ফিত্‌না-ফাসাদ নাযিল করা হয়েছে।

٣٣٤٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ ابْنُ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ إِنِّيْ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا فَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحْ رُعَامَهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ الْغَنَمُ فِيْهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ فِيْ مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ -

৩৩৪৪ আবু নু'আঈম (র) ....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ সা'সা'আতকে বললেন, তোমাকে দেখছি তুমি বকরীকে অত্যন্ত পছন্দ করে এদেরকে সর্বদা লালন-পালন কর, তাই তোমাকে বলছি, তুমি এদের যত্ন কর এবং রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা কর। আমি নবী করীম

ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এমন এক যামানা আসবে, যখন বকরীই হবে মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ। ইহাকে নিয়ে পর্বত শিখরে বারি বর্ষণের স্থানে চলে যাবে এবং রক্ষা করবে তাঁদের দীনকে ফিত্না ফাসাদ থেকে।

٣٣٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيْ وَمَنْ تُشْرِفْ لَهَا يَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَّجَدَ مَلْجَاءً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْبِهٖ * وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُطِيْعِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ هٰذَا ، اِلاَّ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ يَزِيْدُ مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ -

৩৩৪৫ আবদুল আযীয ওয়াইসী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, অচিরেই অসংখ্য সর্বগ্রাসী ফিত্না ফাসাদ আসতে থাকবে। ঐ সময় বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম (নিরাপদ), দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হতে অধিক রক্ষিত আর চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপদমুক্ত। যে ব্যক্তি ফিত্নার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিত্না তাকে গ্রাস করবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি তার দীন রক্ষার জন্য কোন ঠিকানা অথবা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত হবে। ইব্ন শিহাব যুহরী (র) .. ..নাওফাল ইব্ন মু'আবিয়া (রা) হতে আবূ হুরায়রা (রা)এর হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে অতিরিক্ত আর একটি কথাও বর্ণনা করেছেন যে এমন একটি সালাত রয়েছে (আসর) যে ব্যক্তির ঐ সালাত কাযা হয়ে গেল, তার পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

٣٣٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ

أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ -

৩৩৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে এবং এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটবে যা তোমরা পছন্দ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তদাবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন ? নবী ﷺ বললেন,তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন কর তোমাদের প্রাপ্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ কর।

٣٣٤٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ إِسْمٰعِيْلُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْلِكُ النَّاسَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوْهُمْ ، قَالَ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ أَبَازُرْعَةَ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ يَقُوْلُ هَلَاكُ أُمَّتِيْ عَلٰى يَدَىْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَةٌ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِيْ فُلَانٍ وَبَنِيْ فُلَانٍ -

৩৩৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের এ লোকগুলি (যুবকগণ) জনগণকে ধ্বংস করে দিবে। সাহাবা কেরাম আরয করলেন, তখন আমাদেরকে আপনি কী করতে বলেন ? তিনি বললেন, জনগণ যদি এদের সংশ্রব ত্যাগ করে দিত তবে ভালই হত। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মাক্কী (র) ...... সাঈদ উমাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা) এবং মারওয়ানের (রা) কাছে ছিলাম (তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্থ) আবূ হুরায়রা (রা) বলতে লাগলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় অল্পবয়স্ক ছেলেদের হাতে। এবং মারওয়ান বললেন, অল্প বয়স্ক ছেলেদের হাতে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে তাদের নামও বলতে পারি, অমুকের ছেলে অমুক, অমুকের ছেলে অমুক।

٣٣٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ ،وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِىْ ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ، قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ، قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ ، قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِىْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ ، دُعَاةٌ إِلٰى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا ، فَقَالَ هُمْ مِن جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْاَكَنِىْ ذٰلِكَ ، قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ -

৩৩৪৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুসা (র) .... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন নবী করীম ﷺ-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম; এ আশংকায় যেন আমি ঐ সবের মধ্যে নিপতিত না হই। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা জাহিলিয়্যাতে অকল্যাণকর পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করতাম এরপর আল্লাহ আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর কোন প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ অমঙ্গলের পর কোন কল্যাণ আছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। তবে তা মন্দ মিশ্রিত। আমি বললাম, যে মন্দ মিশ্রিত কি ? তিনি বললেন, এমন একদল লোক যারা আমার আদর্শ ত্যাগ করে অন্যপথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই থাকবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা

করলাম, এরপর কি আরো অমঙ্গল আছে ? তিনি বললেন, হাঁ তখন জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের আগমন ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সারা দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পতিত হই তবে আপনি আমাকে কি করতে আদেশ দেন ? তিনি বলেলেন, মুসলমানদের (বৃহৎ) দল ও তাঁদের ইমামকে আঁকড়িয়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলমানদের এহেন দল ও ইমাম না থাকে ? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে এবং তোমার দীনকে রক্ষা করবে।

٣٣٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمَ أَصْحَابِىْ الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ -

৩৩৪৯ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সঙ্গীগণ কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আর আমি জানতে চেয়েছি ফিত্না ফাসাদ সম্পর্কে।

٣٣٥٠ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ -

৩৩৫০ হাকাম ইব্ন নাফি' (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এমন দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে যাদের দাবী হবে এক। অর্থাৎ উভয় পক্ষ নিজেদেরকে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করবে।

٣٣٥١ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَتَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৩৫১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবী হবে অভিন্ন। আর কিয়ামত কায়েম হবেনা যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আর্বিভাব না হবে। এরা সবাই নিজ নিজকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে দাবী করবে।

٣٣٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُوْ الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِيْ فِيْهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ إِلٰى نَصْلِهِ فَلاَيُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلاَيُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى قُذَذِهِ فَلاَيُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدٰى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ، وَيَخْرُجُوْنَ عَلٰى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ ، حَتّٰى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلٰى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ نَعَتَهُ –

৩৩৫২ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন বানূ তামীম গোত্রের জুলখোয়াইসিরাহ্ নামে এক ব্যক্তি এসে হাযির হল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি (বন্টনে) ইন্সাফ করুন। তিনি বললেন তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইন্সাফ না করি, তবে ইন্সাফ করবে কে ? আমি তো নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হব যদি আমি ইন্সাফ না করি। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, একে যেতে দাও। তার এমন কিছু সঙ্গী সাথী রয়েছে তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাত এবং সিয়াম তুচ্ছ বলে মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নদেশে প্রবেশ করে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে (দ্রুত) বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে কিন্তু (শিকারের) কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্তমাংস অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। এদের নিদর্শন হল এমন একটি কাল মানুষ যার একটি বাহু মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় অথবা মাংস টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধ কালে আত্মপ্রকাশ করবে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে একথা শুনেছি। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। তখন আলী (রা) ঐ ব্যক্তিকে তালাশ করে বের করতে আদেশ দিলেন। তালাশ করে যখন আনা হল। আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করে তার মধ্যে ঐ সব চিহ্নগুলি দেখতে পেলাম, যা নবী করীম ﷺ বলেছিলেন।

٣٣٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِيْ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَايُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

৩৩৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) .... সুয়াইদ ইব্ন গাফালা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন আমার এ অবস্থা হয় যে তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় এবং আমরা পরস্পরে যখন আলোচনা করি তখন কথা হল এই যে, যুদ্ধ ছল-চাতুরী মাত্র। আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যামানায় একদল তরুণের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্থূলবুদ্ধির অধিকারী। তারা নীতিবাক্যগুলো আওড়াতে থাকবে। তারা ইসলাম থেকে (এমন দ্রুত গতিতে ও চিহ্নহীনভাবে) বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ অতিক্রম করে (অন্তরে প্রবেশ) করবে না। যেখানেই এদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাত হবে, এদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। এদের হত্যাকারীদের জন্য এই হত্যার প্রতিদান রয়েছে কিয়ামাতের দিন।

٣٣٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا ، أَلاَ تَدْعُوْ اللّٰهَ لَنَا ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِى الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ هٰذَا الْأَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمَوْتَ لاَيَخَافُ إِلاَّ اللّٰهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

৩৩৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... খাব্বাব ইব্ন আরত্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে (কাফিরদের পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতন ভোগ করছিলাম এসবের) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহ্র নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না ? আপনি কি আমাদের (দুঃখ দুর্দশা লাঘবের) জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবেন না ? তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার) গণের অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খনন করা হত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তার মস্তক দ্বিখন্ডিত করা হত। এ (অমানুষিক নির্যাতনও) তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারতনা। লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে শরীরের হাঁড় পর্যন্ত মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু

ছিন্নভিন্ন করে দিত।এ (লোমহর্ষক নির্যাতন) তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ এ দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন (এবং সর্বত্র নিরাপদ ও শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করবে।) তখনকার দিনের একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত (নিরাপদে) ভ্রমণ করবে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা তার মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের আশংকাও করবে না। কিন্তু তোমরা (ঐ সময়ের অপেক্ষা না করে) তাড়াহুড়া করছ।

٣٣٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِيْ مُوْسٰى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِيْ بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ مُوْسٰى بْنُ أَنَسٍ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيْمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلٰكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

৩৩৫৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সাবিত ইব্‌ন·কায়েস (রা)-কে (কয়েকদিন) তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত পেলেন। তখন এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার সম্পর্কে জানি। তিনি গিয়ে দেখলেন সাবিত (রা) তাঁর ঘরে নত মস্তকে (গভীর চিন্তায়মগ্ন অবস্থায়) বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাবিত, কি অবস্থা তোমার ? তিনি বললেন, অত্যন্ত করুণ। বস্তুতঃ তার গলার স্বর নবী করীম ﷺ-এর গলার স্বর থেকে উঁচু হয়েছিল। কাজেই (কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী) তার সব নেক আমল বরবাদ হয়ে গেছে। সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে নবী ﷺ-কে জানালেন সাবিত(রা) এমন এমন বলেছে। মূসা ইব্‌ন আনাস (র) (একজন রাবী) বলেন, ঐ সাহাবী পুনরায় এ মর্মে এক মহাসুসংবাদ নিয়ে হাযির হলেন (সাবিতের খেদমতে) যে নবী ﷺ বলেছেন, তুমি যাও সাবিতকে বল, নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত নও বরং তুমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَرَأَ رَجُلٌ

الْكَهْفَ وَفِيْ الدَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٍ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ فُلاَنُ فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ -

৩৩৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... বার'আ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী (উসায়দ ইব্ন হুযায়ব) (রাত্রি কালে) সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর বাড়ীতে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন (আতংকিত হয়ে) লাফালাফি করতে লাগল। তখন ঐ সাহাবী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন। তারপর তিনি দেখতে পেলেন, একখন্ড মেঘ এসে তাকে ঢেকে ফেলেছে। তিনি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি এভাবে তিলাওয়াত করতে থাকবে। ইহা তো সাকীনা-প্রশান্তি ছিল, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল।

٣٣٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلٰى أَبِيْ فِيْ مَنْزِلِهٖ فَاشْتَرٰى مِنْهُ رَحْلاً ، فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِيْ، قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهٗ وَخَرَجَ أَبِيْ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهٗ ، فَقَالَ لَهٗ أَبِيْ يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِيْ كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيْقُ لاَ يَمُرُّ فِيْهِ أَحَدٌ ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهَا الشَّمْسُ ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهٗ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدَيْ يَنَامُ عَلَيْهِ ، وَبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ أَفْضُ مَا حَوْلَهٗ ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهٖ إِلٰى

الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِىْ أَرَدْنَا ، فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَاغُلَامُ ؟ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ ، قُلْتُ أَفِىْ غَنَمِكَ لَبَنٌ ، قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفْتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعْرِ وَالْقَذٰى قَالَ فَرَاَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ اِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِىْ قَعْبٍ كُثْبَةً مِّنْ لَبَنٍ وَمَعِى اِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِىِّ ﷺ يَرْتَوِىْ مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حِيْنَ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ، ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلٰى ، قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ أُتِيْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلٰى بَطْنِهَا أُرٰى فِىْ جَلَدٍ مِّنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ ، فَقَالَ إِنِّىْ أُرٰكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَىَّ ، فَادْعُوا اللّٰهَ لِىْ فَاللّٰهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ ، فَدَعَالَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَنَجَا ، فَجَعَلَ لَا يَلْقٰى أَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَّاهُنَا ، فَلَا يَلْقٰى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ ، قَالَ وَوَفٰى لَنَا -

৩৩৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ বক্‌র (রা) আমার পিতার নিকট আমাদের বাড়ীতে আসলেন। তিনি আমার পিতার নিকট থেকে একটি হাওদা ক্রয় করলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে আমার সাথে হাওদাটি বয়ে নিয়ে যেতে বল। আমি হাওদাটি বহন করে তাঁর সাথে চললাম। আমার পিতাও উহার মূল্য গ্রহণের জন্য আমাদের সঙ্গী হলেন। আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবূ বক্‌র, দয়া করে আপনি আমাদেরকে বলুন, আপনারা কি করেছিলেন, যে রাতে (হিজরতের সময়) আপনি নবী ﷺ-এর সাথী ছিলেন? তিনি বললেন,

হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা (সাওর গুহা থেকে বের হয়ে) সারারাত চলে পর -দিন দুপুর পর্যন্ত চললাম। যখন রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ল, রাস্তায় কোন মানুষের যাতায়াত ছিল না। হঠাৎ একটি লম্বা ও চওড়া পাথর আমাদের নযরে পড়লো, যার পতিত ছায়ায় সূর্যের তাপ প্রবেশ করছিল না। আমরা সেখানে গিয়ে অবতরণ করলাম। আমি নবী করীম ﷺ -এর জন্য নিজ হাতে একটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিলাম, যাতে সেখানে তিনি ঘুমাতে পারেন। আমি ঐ স্থানে একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য পাহারায় নিযুক্ত রইলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আর আমি চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরের দিকে ছুটে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। আমি বললাম, হে যুবক, তুমি কার অধীনস্থ রাখাল ? সে মদীনার কি মক্কার এক ব্যক্তির নাম বলল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মেষপালে কি দুগ্ধবতী মেষ আছে ? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিবে ? সে বলল, হ্যাঁ। তারপর সে একটি বক্‌রী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, এর স্তন ধূলা-বালু, পশম ও ময়লা থেকে পরিষ্কার করে নাও। রাবী আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি বারা (রা)-কে দেখলাম এক হাত অপর হাতের উপর রেখে ঝাড়ছেন। তারপর ঐ যুবক একটি কাঠের বাটিতে কিছু দুধ দোহন করল। আমার সাথেও একটি চামড়ার পাত্র ছিল। আমি নবী করীম ﷺ -এর অজুর পানি ও পান করার পানি রাখার জন্য নিয়ে ছিলাম। আমি দুধ নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম। (তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন) তাঁকে জাগানো উচিত মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন। আমি দুধ নিয়ে হাযির হলাম। আমি দুধের মধ্যে সামান্য পানি ঢেলেছিলাম তাতে দুধের নীচ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দুধ পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। তারপর নবী ﷺ বললেন, এখন কি আমাদের যাত্রা শুরুর সময় হয়নি ? আমি বললাম, হ্যাঁ হয়েছে। পুনরায় শুরু হল আমাদের যাত্রা। ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সুরাকা ইব্‌ন মালিক (অশ্বারোহণে) আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অনুধাবনে কে যেন আসছে। তিনি বললেন, চিন্তা করোনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন। তখন নবী করীম ﷺ তার বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোহীসহ ঘোড়া তার পেট পর্যন্ত মাটিতে ধেবে গেল, শক্ত মাটিতে। রাবী যুহায়র এই শব্দটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন আমার ধারণা এরূপ শব্দ বলেছিলেন। সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস আপনারা আমার বিরুদ্ধে দু'আ করেছেন। আমার (উদ্ধারের) জন্য আপনারা দু'আ করে দিন। আল্লাহ্‌র কসম আপনাদের অনুসন্ধানকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নবী করীম ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। সে রেহাই পেল। ফিরে যাওয়ার পথে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হত, সে বলত (এদিকে গিয়ে পণ্ডশ্রম করো না।) আমি সব দেখে এসেছি। যাকেই পেয়েছে, ফিরিয়ে নিয়েছে। আবূ বক্‌র (রা) বলেন, সে আমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে।

৩৩৫৮ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ

عَلٰى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ قُلْتَ طَهُوْرٌ كَلاَّ : بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُوْرُ ، أَوْ تَثُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ ، تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا -

৩৩৫৮ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একদিন অসুস্থ একজন বেদুঈনকে দেখতে (তার বাড়ীতে) গেলেন। রাবী বলেন, নবী করীম ﷺ -এর অভ্যাস ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন, কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ (পীড়াজনিত দুঃখকষ্টের কারণে) গোনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। ঐ বেদুঈনকেও তিনি বললেন। চিন্তার কারণ নেই গুনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বেদুঈন বলল, আপনি বলেছেন গোনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। তা তো নয়। বরং এতো এমন এক জ্বর যা বয়ঃবৃদ্ধের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাকে কবরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে ছাড়বে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাই হউক (পরদিন অপরাহ্নে সে মারা গেল।)

٣٣٥٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُوْلُ مَايَدْرِيْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَاكَتَبْتُ لَهُ ، فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ فَدَفَنُوْهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ فَأَعْمَقُوْا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ ، فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَسُوْا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوالَهُ وَاعْمَقُوْا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا فَأَصْبَحَ وَلَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوْا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ -

৩৩৫৯ আবূ মামার (র) .... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক খৃস্টান ব্যক্তি মুসলমান হল এবং সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান শিখে নিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্য সে অহী লিপিবদ্ধ করত। তারপর সে পুনরায় খৃস্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে অধিক কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুদিন পর আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দিলেন। খৃস্টানরা তাকে যথারীতি দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কররের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। তা দেখে খৃস্টানরা বলতে লাগল–এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদেরই কাজ। যেহেতু আমাদের এ সাথী তাদের থেকে পালিয়ে এসেছিল। এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদূর সম্ভব গভীর করে কবর খুঁড়ে তাতে তাকে পুনরায় দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে (গ্রহণ না করে) আবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবারও তারা বলল, এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের কাণ্ড। তাদের নিকট থেকে পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে কবর খনন করে সমাহিত করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল কবরের মাটি এবারও তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারাও বুঝতে পারল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা শবদেহটি বাইরেই ফেলে রাখল।

٣٣٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كَسْرٰى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوْزَهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

৩৩৬০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কিস্রা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) ধ্বংস হবে, তারপর অন্য কোন কিস্রার আবির্ভাব হবে না। যখন কায়সার (রোম সম্রাটের উপাধি) ধ্বংস হবে তখন আর কোন কায়সারের আবির্ভাব হবে না। (তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বলেছেন) ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ নিশ্চয়ই এ দুই সাম্রাজ্যের ধন-ভান্ডার তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে।

٣٣٦١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

৩৩৬১ কাবীসা (র) .... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিস্রা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর কোন কিস্রার আগমন হবে না এবং কায়সার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর

কোন কায়সারের আগমন হবে না। রাবী উল্লেখ করেন যে, (তিনি আরো বলেছেন) নিশ্চয়ই তাদের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হবে।

٣٣٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَقُوْلُ إِنْ جَعَلَ لِيْ مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهٖ تَبِعْتُهٗ وَقَدِمَهَا فِيْ بَشَرٍ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهٖ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهٗ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيْدٍ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مُسَيْلَمَةَ فِيْ أَصْحَابِهٖ ، فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِيْ هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللّٰهِ فِيْكَ ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ وَإِنِّيْ لَأَرَاكَ الَّذِيْ أُرِيْتُ فِيْكَ مَا رَأَيْتُ ، فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْهُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِيْ شَأْنُهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا أَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِيْ ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ وَالْآخَرُ مُسَيْلَمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ -

৩৩৬২ আবুল ইয়ামান (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর যামানায় মুসায়লামাতুল কায্‌যাব আসল এবং (সাহাবা কেরামের নিকট) বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ যদি তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব। তার স্বজাতির এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে সে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট আসলেন। আর তাঁর সাথী ছিলেন সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শাম্মাস (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। তিনি সাথী দ্বারা বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তুমি যদি আমার নিকট খেজুরের এই ডালটিও চাও, তবুও আমি তা তোমাকে দিব না। তোমার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র যা ফায়সালা তা তুমি লংঘন করতে পারবেনা। যদি তুমি কিছু দিন বেঁচেও থাক তবুও আল্লাহ্ তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিবেন। নিঃসন্দেহে তুমি ঐ ব্যক্তি যার সম্বন্ধে স্বপ্নে আমাকে সব কিছু দেখান হয়েছে। (ইব্‌ন আব্বাস (র) ......

বলেন,) আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (একদিন) আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমার দু'হাতে সোনার দু'টি বালা শোভা পাচ্ছে। বালা দু'টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। স্বপ্নেই আমার নিকট অহী এল, আপনি ফুঁদিন। আমি তাই করলাম। বালা দু'টি উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলাম, আমার পর দু'জন কায্যাব (চরম মিথ্যাবাদী) আবির্ভূত হবে। এদের একজন আসওয়াদ আনসী, অপরজন ইয়ামামার বাসিন্দা মুসায়লামাতুল কায্যাব।

٣٣٦٣ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى أُرَاهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ أَنِّىْ أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلٰى أَرْضٍ بِهَا نَخلٌ فَذَهَبَ وَهلِى إِلى أَنَّهَا اليَمَامَةُ ، أَوالهَجَرُ ، فَإِذَا هِىَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِىْ رُؤْيَاىَ أَنِّىْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُوَا مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ اُخْرٰى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِىْ اَتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ –

৩৩৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি মক্কা থেকে হিজরত করে এমন এক স্থানে যাচ্ছি যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, এ স্থানটি ইয়ামামা অথবা হাযর হবে। পরে বুঝতে পেলাম, স্থানটি মদীনা ছিল। যার পূর্বনাম ইয়াস্রিব। স্বপ্নে আমি আরো দেখতে পেলাম যে আমি একটি তরবারী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার অগ্রভাগ ভেঙ্গে গেল। ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল এটা তা-ই। তারপর দ্বিতীয় বার তরবারীটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন তরবারীটি পূর্বাবস্থার চেয়েও অধিক উত্তম হয়ে গেল। এর তাৎপর্য হল যে, আল্লাহ্ মুসলমানগণকে বিজয়ী ও একত্রিত করে দিবেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখতে পেলাম, একটি গরু (যা যবাই করা হচ্ছে) এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ্ যা করেন সবই ভাল। এটাই হল ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের শাহাদাত বরণ। আর খায়ের হল -- আল্লাহ্র তরফ হতে আগত ঐ সকল কল্যাণই কল্যাণ এবং সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ্ আমাদেরকে বদর যুদ্ধের পর দান করেছেন।

٣٣٦٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِيْنَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَاكُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَ اَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْاٰنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِيْ وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِيْ لِحَاقًا بِيْ، فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَضَحِكْتُ لِذٰلِكَ -

৩৩৬৪ আর নু'আঈম (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর চলার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ফাতিমা (রা) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁকে দেখে নবী করীম ﷺ বললেন, আমার স্নেহের কন্যাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ। তারপর তাঁকে তার ডানপাশে অথবা বামপাশে (রাবির সন্দেহ) বসালেন এবং তাঁর সাথে চুপিচুপি (কি যেন) কথা বললেন। তখন তিনি (ফাতিমা) (রা) কেঁদে দিলেন। আমি (আয়েশা (রা) তাঁকে বললাম।) কাঁদছেন কেন ? নবী করীম ﷺ পুনরায় চুপিচুপি তার সাথে কথা বললেন। তিনি (ফাতিমা (রা)) এবার হেসে উঠলেন। আমি (আয়েশা (রা) বললাম, আজকের মত দুঃখ ও বেদনার সাথে সাথে আনন্দ ও খুশী আমি আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে (ফাতিমা (রা)) কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি (নবী করীম ﷺ) কী বলেছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোপন কথাকে প্রকাশ করব না। পরিশেষে নবী করীম ﷺ -এর ইন্তিকাল হয়ে যাওয়ার পর আমি তাঁকে (আবার) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বলেছিলেন ? তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) প্রথম বার আমাকে বলেছিলেন, জিব্‌রাঈল (আ) প্রতি বছর একবার আমার সঙ্গে পরস্পর কুরআন পাঠ করতেন, এ বছর দু'বার এরূপ পড়ে শুনিয়েছেন। আমার মনে হয় আমার বিদায় কাল ঘনিয়ে এসেছে

এবং এরপর আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তা শুনে আমি কেঁদে দিলাম। দ্বিতীয়বার বলেছিলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতবাসি মহিলাদের অথবা মু'মিন মহিলাদের তুমি সরদার (নেত্রী) হবে। এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম।

٣٣٦٥ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِيْ فَأَخْبَرَنِيْ أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৩৩৬৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ অন্তিম রোগকালে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)কে ডেকে পাঠালেন। এরপর চুপিচুপি কি যেন বললেন। ফাতিমা (রা) তা শুনে কেঁদে ফেললেন। তারপর আবার ডেকে তাঁকে চুপিচুপি আরো কি যেন বললেন। এতে ফাতিমা (রা) হেসে উঠলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হাসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, (প্রথম বার) নবী করীম ﷺ আমাকে চুপে চুপে বলেছিলেন, যে রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন এ রোগেই তাঁর ওফাত হবে; তাই আমি কেঁদে দিয়েছিলাম। এরপর তিনি চুপিচুপি আমাকে বলেছিলেন, তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, এতে আমি হেসে দিয়েছিলাম।

٣٣٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ ، قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ -

৩৩৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) (তাঁর সভাসদদের মধ্যে) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বিশেষ মর্যাদা দান করতেন। একদিন আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) তাঁকে বললেন, তাঁর মত ছেলে ত আমাদেরও রয়েছে। এতে তিনি বললেন, এর কারণ ত আপনি নিজেও জানেন। তখন উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ডেকে إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ওফাত নিকটবর্তী বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। উমর (রা) বললেন, আমিও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই জানি, যা তুমি জান।

٣٣٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيْلِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرْضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهِ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتّٰى يَكُوْنُوا فِى النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيْهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيْهِ اٰخَرِيْنَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيْئِهِمْ فَكَانَ اٰخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৩৩৬৭ আবূ নু'আঈম (র) .... ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর (একদিন বৃহস্পতিবার) একটি চাদর পরিধান করে এবং মাথায় একটি কাল কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা মিম্বরের উপর গিয়ে বসলেন। আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও সানা পাঠ করার পর বললেন, আম্মা বাদ। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, আর আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। ক্রমান্বয়ে তাঁদের অবস্থা লোকের মাঝে এ রকম দাঁড়াবে যেমন খাদ্যের মধ্যে লবণ। তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষকে উপকার বা ক্ষতি করার মত ক্ষমতা লাভ করবে তখন সে যেন আনসারদের ভাল কার্যাবলী কবূল করে এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমার চোখে দেখে। এটাই ছিল নবী করীম ﷺ -এর সর্বশেষ মজলিস।

٣٣٦٨ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ابْنِيْ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৩৩৬৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন হাসান (রা)-কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে সহ মিম্বারে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন, আমার এ ছেলেটি (নাতি) সাইয়্যেদ (সরদার)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে বিবদমান দু'দল মুসলমানের আপোস (সমঝোতা) করিয়ে দিবেন।

٣٣٦٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَّجِيْءَ خَبَرُهُمَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -

৩৩৬৯ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ (মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী) জাফর এবং যায়েদ (ইব্‌ন হারিস (রা)) এর শাহাদাত লাভের সংবাদ (আমাদেরকে) জানিয়ে দিয়েছিলেন, (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) তাদের উভয়ের শাহাদাত লাভের সংবাদ আসার পূর্বেই। তখন তাঁর চক্ষুযুগল অশ্রু বর্ষণ করছিল।

٣٣٧٠ حَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنّٰى يَكُوْنُ لَنَا الْأَنْمَاطُ ، قَالَ أَمَّا إِنَّهُ سَيَكُوْنُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ ، فَأَنَا أَقُوْلُ لَهَا يَعْنِيْ امْرَأَتَهُ أَخِّرِيْ عَنِّيْ أَنْمَاطَكِ ، فَتَقُوْلُ أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا -

৩৩৭০ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নিকট আনমাত (গালিচার কার্পেট) আছে কি ? আমি বললাম আমরা তা পাব কোথায় ? তিনি বললেন, অচিরেই তোমরা আনমাত লাভ করবে। (আমার স্ত্রী যখন আমার শয্যায় তা বিছিয়ে দেয়) তখন আমি তাকে বলি, আমার বিছানা থেকে এটা সরিয়ে নাও। তখন সে বলল, নবী করীম ﷺ কি তা বলেন নাই যে, অচিরেই তোমরা আনমাত পেয়ে যাবে ? তখন আমি তা (বিছান অবস্থায়) থাকতে দেই।

٣٣٧١ حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا ، قَالَ فَنَزَلَ عَلٰى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ اَبِيْ صَفْوَانَ ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلٰى سَعْدٍ ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ انْتَظِرْ حَتّٰى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوْفُ إِذَا أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِيْ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ تَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ نَعَمْ فَتَلَاحَيَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ لَاتَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلٰى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِيْ ، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِيْ أَنْ أَطُوْفَ بِالْبَيْتِ لَاَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ ، قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُوْلُ لِسَعْدٍ لَاتَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ ، فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ ، قَالَ إِيَّايَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَاللّٰهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ أَمَاتَعْلَمِيْنَ مَاقَالَ لِيْ أَخِيْ الْيَثْرِبِيُّ ، قَالَتْ وَمَا قَالَ ؟ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِيْ ، قَالَتْ ، فَوَاللّٰهِ مَايَكْذِبُ مُحَمَّدٌ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوْا إِلٰى بَدْرٍ ، وَجَاءَ الصَّرِيْخُ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ ، أَمَاذَكَرْتَ مَاقَالَ لَكَ أَخُوْكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْرُجُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ جَهْلٍ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِيْ فَسِرْ بِنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللّٰهُ -

৩৩৭১ আহমদ ইব্‌ন ইসহাক (রা) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইব্‌ন মু'আয (রা) (আনসারী) 'ওমরা আদায় করার জন্য (মক্কা) গমন করলেন এবং সাফ্‌ওয়ানের পিতা উমাইয়া ইব্‌ন খালাফ এর বাড়ীতে তিনি অতিথি হলেন। উমাইয়াও সিরিয়ায় গমনকালে (মদীনায়) সাদ (রা)-এর বাড়ীতে অবস্থান করত। উমাইয়া সা'দ (রা)-কে বলল, অপেক্ষা করুন, যখন দুপুর হবে এবং যখন চলাফেরা কমে যাবে, তখন আপনি যেয়ে তাওয়াফ করে নিবেন। (অবসর মুহূর্তে) সাদ (রা) তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ জেহেল এসে হাযির হল। সা'দ (রা)-কে দেখে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তি কে? যে কা'বার তাওয়াফ করছে? সাদ (রা) বললেন, আমি সাদ। আবূ জেহেল বলল, তুমি নির্বিঘ্নে কা'বার তাওয়াফ করছ? অথচ তোমরাই মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে আশ্রয় দিয়েছ? সাদ (রা) বললেন, হাঁ। এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। তখন উমাইয়া সা'দ (রা)-কে বলল, আবুল হাকামের সাথে উচ্চস্বরে কথা বল না, কেননা সে মক্কাবাসীদের (সর্বজন মান্য) নেতা। এরপর সা'দ (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে বাধা প্রদান কর, তবে আমিও তোমার সিরিয়ার সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিব। উমাইয়া সা'দ (রা)-কে তখন বলতে লাগল, তোমার স্বর উঁচু করো না এবং সে তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন সা'দ (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মুহাম্মদ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তারা তোমাকে হত্যা করবে। উমাইয়া বলল, আমাকেই? তিনি বললেন হাঁ (তোমাকেই)। উমাইয়া বলল, আল্লাহ্‌র কসম মুহাম্মদ ﷺ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। এরপর উমাইয়া তার স্ত্রীর কাছে ফিরে এসে বলল, তুমি কি জান, আমার ইয়াসরিবী ভাই (মদীনা) আমাকে কি বলেছে? স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল কি বলছে? উমাইয়া বলল, সে মুহাম্মদ ﷺ -কে বলতে শুনেছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। তার স্ত্রী বলল, আল্লাহ্‌র কসম, মুহাম্মদ ﷺ ত মিথ্যা বলেন না। যখন মক্কার মুশরিকরা বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল এবং আহবানকারী আহ্বান চালাল। তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, তোমার ইয়াসরিবী ভাই তোমাকে যে কথা বলছিল সে কথা কি তোমার স্মরণ নেই? তখন উমাইয়া (বদরের যুদ্ধে) না যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিল। আবূ জেহেল তাকে বলল, তুমি এ অঞ্চলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। (তুমি যদি না যাও তবে কেউ-ই যাবে না) আমাদের সাথে দুই একদিনের পথ চল। (এরপর না হয় ফিরে আসবে।) উমাইয়া তাদের সাথে চলল। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় (বদর প্রান্তে মুসলমানদের হাতে) সে নিহত হল।

٣٣٧٢ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ ، فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ

عَبْقَرِيًا فِى النَّاسِ يَفْرِىْ فَرِيَّهُ ، حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بَعَطَنٍ * وَقَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَنَزَعَ أَبُوْ بَكْرٍ ذَنُوْبَيْنِ -

৩৩৭২ আবদুর রহমান ইব্‌ন শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা (স্বপ্নে) লোকজনকে একটি মাঠে সমবেত দেখতে পেলাম। তখন আবূ বক্‌র (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং (একটি কূপ থেকে) এক অথবা দুই (রাবির সন্দেহ) বালতি পানি উঠালেন। পানি উঠাতে তিনি দুর্বলতা বোধ করছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমর (রা) বালতিটি হাতে নিলেন। বালতিটি তখন বৃহদাকার হয়ে গেল। আমি মানুষের মধ্যে পানি উঠাতে উমরের মত দক্ষ ও শক্তিশালী ব্যক্তি কখনো দেখিনি। অবশেষে উপস্থিত লোকেরা তাদের উটগুলিকে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল। হাম্মাম (র) (একজন রাবী) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি আবূ বক্‌র দু'বালতি পানি উঠালেন।

٣٣٧٣ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِىْ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ تُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ايْمُ اللّٰهِ مَاحَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتّٰى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيْلَ أَوْكَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِىْ عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

৩৩৭৩ আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) .... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জানানো হল যে, একবার জিবরাঈল (আ) নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলেন। তখন উম্মে সালামা (রা) তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি এসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর উঠে গেলেন। নবী করীম ﷺ উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটিকে চিনতে পেরেছ কি ? তিনি বললেন, এতো দেহ্ইয়া। উম্মে সালামা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম। আমি দেহ্ইয়া বলেই বিশ্বাস করছিলাম কিন্তু নবী করীম ﷺ -কে তাঁর খুত্‌বায় জিব্‌রাঈল (আ)-এর আগমনের কথা বলতে শুনলাম। (সুলায়মান (রাবী) বলেন) আমি আবূ উসমানকে জিজ্ঞাসা করলাম এ হাদীসটি আপনি কার কাছে শুনেছেন ? তিনি বললেন, উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা)-এর নিকট শুনেছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠٧٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

২০৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ কাফিরগণ নবী করীম ﷺ -কে সেরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে, এবং তাদের এক দল জেনে শুনেই সত্য গোপন করে থাকে। (২ ঃ ১৪৬)

٣٣٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَيَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِيْ شَأْنِ الرَّجْمِ، فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأَتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَاقَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوْا صَدَقَ يَامُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَبِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ -

৩৩৭৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কে তাওরাতে কি বিধান পেয়েছ? তারা বলল, আমরা এদেরকে লাঞ্ছিত করব এবং তাদের বেত্রাঘাত করা হবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)

বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে বাহির করল এবং প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সংক্রান্ত আয়াতের উপর হাত রেখে তার পূর্বে ও পরের আয়াতগুলি পাঠ করল। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, তোমার হাত সরাও। সে হাত সরাল। তখন দেখা গেল তথায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিধান রয়েছে। তখন ইয়াহূদিরা বলল, হে মুহাম্মদ! তিনি (আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম) সত্যই বলছেন। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধানই রয়েছে। তখন নবী করীম ﷺ প্রস্তর নিক্ষেপে দু'জনকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি (প্রস্তর নিক্ষেপকালে) ঐ পুরুষটিকে মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। সে মেয়েটিকে প্রস্তরের আঘাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল।

٢٠٧٧. بَابُ سُؤَالِ الْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ

২০৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা মুজিযা দেখানোর জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট আহ্বান জানালে তিনি চাঁদ দু'টুকরা করে দেখালেন

٣٣٧٥ حَدَّثَنِيْ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْهَدُوْا -

৩৩৭৫ সাদাকা ইব্ন ফায্ল (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

٣٣٧٦ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ * وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ -

৩৩৭৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও খালীফা (র) .... আনাস (ইব্‌ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসী কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মুজিযা দেখানোর জন্য দাবী জানালে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।

٣٣٧٧ حَدَّثَنِىْ خَلَفُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِىْ زَمَانِ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৩৭৭ খালাফ ইব্‌ন খালিদ আল-কুরায়শী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ -এর যামানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

٢٠٧٨ بَابٌ

২০৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٣٧٨ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيْاَنِ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا ، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتّٰى أَتٰى أَهْلَهُ -

৩৩৭৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর দু'জন সাহাবী (আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌র ও উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (রা) অন্ধকার রাতে নবী করীম ﷺ -এর দরবার হতে বের হলেন, তখন তাদের সাথে দু'টি বাতির ন্যায় কিছু তাদের সম্মুখভাগ আলোকিত করে চলল। যখন তারা পৃথক হয়ে গেলেন তখন প্রত্যেকের সাথে এক একটি বাতি চলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা নিজ নিজ বাড়ীতে পৌঁছে গেলেন।

٣٣٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ حَتّٰى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ -

৩৩৭৯ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র) .... মুগিরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমন কি কিয়ামত আসবে তখনও তারা বিজয়ী থাকবে।

٣٣٨٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِىءٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَزَالُ مِنْ أُمَّتِىْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِى أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ ، قَالَ عُمَيْرٌ بْنُ هَانِئٍ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذٌ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هٰذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ -

৩৩৮০ হুমায়দী (র) .... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহ্‌র দীনের উপর অটল থাকবে। তাদেরকে যারা সাহায্য না করবে অথবা তাদের বিরোধীতা করবে, তারা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা তাদের অবস্থার উপর মযবুত থাকবে। উমাইর ইব্‌ন হানী (র) মালিক ইব্‌ন ইউখামিরের (র) বরাত দিয়ে বলেন, মু'আয (রা) বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ার অবস্থান করবে। মু'আবিয়া (র) বলেন, মালিক (র)-এর ধারণা যে ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে বলে মু'আয (রা) বলেছেন।

٣٣٨١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَىَّ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ هُوَا الْبَارِقِىْ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِىْ لَهُ بِهٖ شَاةً فَشْتَرٰى لَهُ بِهٖ شَاتَيْنِ فَبَاعَ

إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيْبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيْبٌ إِنِّيْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُوْنَهُ عَنْهُ وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْ الْخَيْلِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيْ دَارِهِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا ، قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِيْ لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ -

৩৩৮১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একটি বকরী ক্রয় করে দেয়ার জন্য তাকে একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিলেন। তিনি ঐ দীনার দিয়ে দু'টি বকরী ক্রয় করলেন। তারপর এক দীনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে একটি বকরী ও একটি দীনার নিয়ে হাযির হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্য দু'আ করে দিলেন। এরপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি খরীদ করতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন। সুফিয়ান (র) শাবীব (র) (একজন রাবী) বলেন, আমি উরওয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে বরকত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। রাবী বলেন, আমি তার গৃহে সত্তরটি ঘোড়া দেখেছি। সুফিয়ান (র) বলেন, নবী ﷺ-এর জন্য যে বকরীটি ক্রয় করা হয়েছিল, তা ছিল কুরবানীর উদ্দেশ্যে।

৩৩৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩৩৮২ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন, ﷺ ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে।

৩৩৮৩ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ أَبِى التَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسٍ ابْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ -

৩৩৮৩ কায়স ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে।

৩৩৮৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ لَهَا فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا مِنَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاَسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنَ كَانَتْ اَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ رِقَابِهَا وَظُهُوْرِهَا فَهِىَ لَهُ كَذٰلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ وِزْرٌ لَهُ، وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ : فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَّرَهُ -

৩৩৮৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঘোড়া তিন প্রকার। (ঘোড়া পালন) একজনের জন্য পুণ্য, আর একজনের জন্য (দারিদ্র্য ঢেকে রাখার) আবরণ ও অন্য আর একজনের জন্য পাপের কারণ। সে ব্যক্তির জন্য পুণ্য, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে সদা প্রস্তুত রাখে এবং সে ব্যক্তি যখন লম্বা দড়ি দিয়ে ঘোড়াটি কোন চারণভূমি বা বাগানে বেঁধে রাখে তখন ঐ লম্বা দড়ির মধ্যে চারণভূমি অথবা বাগানের যে অংশ পড়বে

তত পরিমাণ সাওয়াব সে পাবে। যদি ঘোড়াটি দড়ি ছিড়ে ফেলে এবং দুই একটি টিলা পার হয়ে কোথাও চলে যায় তার পরে তার লেদাগুলিও নেকী বলে গণ্য হবে। যদি কোন নদী-নালায় গিয়ে পানি পান করে, মালিক যদিও পানি পান করানোর ইচ্ছা করে নাই তাও তার নেক আমলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের স্বচ্ছলতা দারিদ্রের গ্লানি ও পরমুখাপেক্ষীতা থেকে নিজকে রক্ষা করার জন্য ঘোড়া পালন করে এবং তার গর্দান ও পিঠে আল্লাহ্র যে হক রয়েছে তা ভুলে না যায়। (অর্থাৎ তাঁর যাকাত আদায় করে) তবে এই ঘোড়া তার জন্য আযাব থেকে আবরণ স্বরূপ। অপর এক ব্যক্তি যে অহংকার, লোক দেখানো এবং আহলে ইসলামের সাথে শত্রুতার কারণে ঘোড়া লালন-পালন করে এ ঘোড়া তার জন্য পাপের বোঝা হবে। নবী করীম ﷺ -কে গাধা (পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন আয়াত আমার নিকট অবতীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্থবোধক অনুপম আয়াতটি আমার নিকট নাযিল হয়েছেঃ যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তার প্রতিফল অবশ্যই দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তার প্রতিফল দেখতে পাবে। (৯৯ঃ ৭৮)

٣٣٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ صَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوْا بِالْمَسَاحِيْ ، فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ وَاَحَالُوْا اِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ دَعْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاِنِّى اَخْتٰى اَنْ لاَ تَكُوْنَ مَحْفُوْظًا وَاِنْ كَانَ فِيْهِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاِنَّهُ غَرِيْبٌ جِدًا –

৩৩৮৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভোরে খায়বারে পৌঁছলেন। তখন খায়বারবাসী কোদাল নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছিল। তাঁকে ﷺ -কে দেখে তারা বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ পুরা সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছে। (এ বলে) তারা দৌড়াদৌড়ি করে তাদের সুরক্ষিত কিল্লায় ঢুকে পড়ল। নবী করীম ﷺ দু'হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, "আল্লাহু আকবার" খায়বার ধ্বংস হোক, আমরা যখন কোন জাতির (বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে), তাদের আঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন এসব আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের প্রভাতটি অত্যন্ত অশুভ হয়। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, فَرَفَعَ يَدَيْهِ শব্দটি বর্জন করুন। কেননা আমার ধারণা যে, এ শব্দটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায় না। যদি পাওয়াও যায় তবে তা নিশ্চয়ই অপ্রসিদ্ধ হবে।

٣٣٨٦ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الْفُدَيْكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا فَاَنْسَاهُ قَالَ اُبْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ حَدِيْثًا بَعْدُ -

৩৩৮৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার থেকে অনেক হাদীস আমি শুনেছি, তবে তা আমি ভুলে যাই। তিনি ﷺ বললেন, তোমার চাদরটি বিছাও। আমি চাদরটি বিছিয়ে দিলেম। তিনি তার হাত দিয়ে চাদরের মধ্যে কি যেন রাখলেন এবং বললেন, চাদরটি (গুটিয়ে তোমার বুকে) চেপে ধর। আমি (বুকের সাথে) চেপে ধরলাম, তারপর আমি আর কোন হাদীস ভুলি নাই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠٧٩. بَابُ فَضَائِلِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِىَّ ﷺ أَوْرَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهِ

২০৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর সাহাবা কেরামের ফযীলত। মুসলমানদের মধ্য থেকে নবী করীম ﷺ -এর সাহচর্য পেয়েছেন অথবা তাকে যিনি দেখেছেন তিনি তাঁর সাহাবী

٣٣٨٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ

فِـئَامٌ مِـنَ الـنَّاسِ فَـيُـقَالُ هَلْ فِـيْكُمْ مَـنْ صَاحَبَ رَسُـوْلَ اللّٰـهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَـيُفْتَحُ لَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَـيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَـيُـقَالُ هَلْ فِـيْكُمْ مَـنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُـوْلَ اللّٰـهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَـيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَـيُـقَالُ هَلْ فِـيْكُمْ مَـنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُـوْلِ اللّٰـهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَـيُفْتَحُ لَهُمْ –

৩৩৮৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) .... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জনগণের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন ? (অর্থাৎ সাহাবী) তাঁরা বলবেন, হাঁ আছেন। তখন (ঐ সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। তারপর জনগণের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট বাহিনী (শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভে ধন্য কিংবা কোন ব্যক্তির (সাহাবীর) সাহচর্য লাভ করেছেন ? (অর্থাৎ তাবেয়ী) তখন তারা বলবেন, হাঁ আছেন। তখন (ঐ তাবেয়ীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী কোন ব্যক্তির (তাবেয়ীর) সাহচর্য লাভ করেছেন ? (অর্থাৎ তাবে'-তাবেয়ী) বলা হবে আছেন। তখন তাদেরকে (ঐ তাবে'-তাবেয়ীর বরকতে) জয়ী করা হবে।

٣٣٨٨ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنِ رَاهْوَيْهِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ اَدْرِىْ اَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ ، وَيَنْذُرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ –

৩৩৮৮ ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইহ্ (র) .... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার (সাহাবীগণের) যুগ। এরপর তৎ-সংলগ্ন যুগ (তাবেয়ীদের যুগ)। এরপর তৎসংলগ্ন যুগ (তাবে'-তাবেয়ীদের যুগ)। ইমরান (রা) বলেন, তিনি তাঁর যুগের পর দু'যুগ অথবা তিনি যুগ বলছেন তা আমার স্মরণ নেই। তারপর (তোমাদের যুগের পর) এমন লোকের আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য প্রদানে আগ্রহী হবে অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। পার্থিব ভোগ বিলাসের কারণে তাদের মাঝে চর্বিযুক্ত স্থূলদেহ প্রকাশ পাবে।

٣٣٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ ، قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ * قَالَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ –

৩৩৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন, আমার উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। এরপর তৎসংলগ্ন যুগ। তারপর তৎসংলগ্ন যুগ। তারপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ কেউ সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য প্রদান করবে। (মিথ্যাকে প্রমাণিত করার জন্য সাক্ষ্য, হলফ ইত্যাদি নির্দ্বিধায় করতে থাকবে।) ইব্‌রাহীম (নাখ্‌য়ী; রাবী) বলেন, ছোট বেলায় আমাদের মুরুব্বীগণ আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার করার কারণে আমাদেরকে মারধর করতেন।

٢٠٨٠. بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَفَضْلِهِمْ ، مِنْهُمْ اَبُوْ بَكْرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ قُحَافَةَ التَّيْمِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الاية وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ الْاٰيَة قَالَتْ عَائِشَةُ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ

২০৮০. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাজিরগণের মর্যাদা ও ফযীলত তাদের মধ্য থেকে আবূ বক্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কুহাফা তায়মী (রা)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য .. .. .. (৫৯ ঃ ৮) এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন। (৯ ঃ ৪০) আয়েশা, আবূ সাঈদ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) নবী ﷺ-এর সাথে সাওর পর্বতের গুহায় ছিলেন

৩৩৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرٰى اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ عَازِبٍ رَحلاً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ اِلَىَّ رَحْلِىْ ، فَقَالَ عَازِبٌ لاَحَتّٰى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ اَنْتَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُوْنَ يَطْلُبُوْنَكُمْ ؟ قَالَ اَرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَحْيَيْنَا اَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتّٰى اَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِىْ هَلْ اَرٰى مِنْ ظِلٍّ فَاوِىَ اِلَيْهِ فَاِذَا صَخْرَةٌ اَتَيْتُهَا ، فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلٍّ لَهَا فَسَوَيْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اِضْطَجِعْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَاضْطَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اَنْظُرُ مَاحَوْلِىْ هَلْ اَرٰى مِنَ الطَّلَبِ اَحَدًا ، فَاِذَا اَنَا بِرَاعِىْ غَنَمٍ يَسُوْقُ غَنَمَهُ اِلٰى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا الَّذِىْ اَرَدْنَا ، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ اَنْتَ يَاغُلاَمُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ فَهَلْ فِى غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَهَلْ اَنْتَ حَالِبٌ لَبَنًا ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا ضَرَبَ اِحْدٰى كَفَّيْهِ بِالْاُخْرٰى ، فَحَلَبَ لِىْ

كُثْبَةً مِّنْ لَبَنٍ ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِدَاوَةً عَلٰى فَمِهَا خِرْقَةً فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ ، فَانْطَلَقْتُ بِهٖ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ ، فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ قَدْ اٰنَ الرَّحِيْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُوْنَنَا فَلَمْ يُدْرِكْنَا اَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ ، فَقُلْتُ هٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -

৩৩৯০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাজা (র) .... বারা (ইব্‌ন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আযিব (রা)-এর নিকট থেকে তের দিরহাম মূল্যের একটি হাওদা ক্রয় করলেন। আবূ বকর (রা) আযিবকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে হাওদাটি আমার কাছে পৌঁছে দিতে বল। আযিব (রা) বললেন, আমি বারাকে বলব না যতক্ষণ আপনি আমাদেরকে (হিজরতের ঘটনা) সবিস্তার বর্ণনা করে শুনাবেন যে আপনি ও নবী করীম ﷺ কি করছিলেন যখন আপনারা (হিজরতের উদ্দেশ্যে) মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন ? আর মক্কার মুশরীকগণ আপনাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। আবূ বকর (রা) বললেন, আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে সারারাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত অবিরাম চললাম। যখন ঠিক দুপুর হয়ে গেল, এবং উত্তাপ তীব্রতর হলো আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলাম কোথাও কোন ছায়া দেখা যায় কিনা, যেন আমরা সেখানে বিশ্রাম নিতে পারি। তখন একটি বৃহদাকার পাথর নযরে পড়ল। এই পাথরটির পাশে কিছু ছায়াও আছে। আমি সেখানে আসলাম এবং ঐ ছায়াবিশিষ্ট স্থানটি সমতল করে নবী করীম ﷺ-এর জন্য বিছানা করে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন, তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি চর্তুদিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, আমাদের তালাশে কেউ আসছে কিনা ? ঐ সময় আমি দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার ভেড়া ছাগল হাঁকিয়ে ঐ পাথরের দিকে আসছে। সেও আমাদের মত ছায়া তালাশ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে যুবক, তুমি কার রাখাল ? সে একজন কুরাঈশের নাম বলল, আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বক্‌রীর পালে দুগ্ধবতী বকরী আছে কি ? সে বলল, হাঁ, আছে। আমি বললাম। তুমি কি আমাদেরকে দুধ দোহন করে দিবে ? সে বলল, হাঁ, দিব। আমি তাকে তা দিতে বললাম তৎক্ষণাৎ সে বক্‌রীর পাল থেকে একটি বক্‌রী ধরে নিয়ে এল। এবং পিছনের পা দু'টি বেঁধে নিল। আমি তাকে বললাম, বকরীর স্তন দু'টি ঝেড়ে মুছে ধূলাবালি থেকে পরিষ্কার করে নেও এবং তোমার হাত দু'টি পরিষ্কার কর। তিনি এক হাত অন্য হাতের উপর মেরে (পরিষ্কারের পদ্ধতিটিও) দেখালেন। এরপর সে আমাদিগকে পাত্রভরে দুধ এনে দিল। আমি নবী করীম ﷺ-এর জন্য এমন একটি চামড়ার পাত্র সাথে রেখে ছিলাম যার মুখ কাপড় দ্বারা বাঁধা

ছিল। আমি দুধের মধ্যে সামান্য পানি মিশিয়ে দিলাম যেন দুধের নিম্নভাগও ঠান্ডা হয়ে যায়। এরপর আমি দুধ নিয়ে নবী করীম ﷺ খেদমতে হাযির হয়ে দেখলাম তিনি জেগেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি দুধ পান করুন। তিনি দুধ পান করলেন; আমি খুশী হলাম। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ হয়েছে। আমরা রওয়ানা হয়ে পড়লাম। মক্কাবাসী মুশরিকরা আমাদের অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করছে। কিন্তু সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জশাম ব্যতীত আমাদের সন্ধান তাদের অন্য কেউ পায়নি। সে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনুসন্ধানকারী আমাদের নিকটবর্তী। তিনি বললেন, চিন্তা করনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন।

٣٣٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَاظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اَللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

৩৩৯১ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) .... আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন (সাওর) গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম। তখন আমি নবী করীম ﷺ-কে বললাম, যদি কাফেরগণ তাদের পায়ের নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবূ বক্‌র, ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা স্বয়ং আল্লাহ্ যাঁদের তৃতীয় জন।

٢٠٨١. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سُدُّوا الْأَبْوَابَ إِلاَّ بَابَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৮১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর উক্তিঃ আবূ বক্‌র (রা) এর দরজা ব্যতীত সব দরজা বন্ধ করে দাও। এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٣٣٩٢ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذٰلِكَ الْعَبْدُ مَاعِنْدَ اللّٰهِ،

قَالَ فَبَكَى اَبُوْ بَكْرٍ فَتَعَجَّبْنَا لِبُكَائِهِ اَنْ يُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ اَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَيُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلاَّ سُدَّ اِلاَّ بَابُ اَبِىْ بَكْرٍ -

৩৩৯২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা প্রদানকালে বললেন, আল্লাহ্ তাঁর এক প্রিয় বান্দাকে পার্থিব ভোগ বিলাস এবং তাঁর নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখ্‌তিয়ার দান করেছেন এবং ঐ বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করেছে। রাবী বলেন তখন আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম। নবী করীম ﷺ এক বান্দার খবর দিচ্ছেন যাকে এভাবে ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হয়েছে (তাতে কান্নার কী কারণ থাকতে পারে ?) কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারলাম, ঐ বান্দা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এবং আবূ বকর (রা) আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ দিয়ে, তার সাহচর্য দিয়ে আমার উপর সর্বাধিক ইহসান করেছে সে ব্যক্তি হল আবূ বকর (রা)। আমি যদি আমার রব ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবূ বকরকে করতাম। তবে তার সাথে আমার দীনি ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিক মহব্বত রয়েছে। মসজিদের দিকে আবূ বকরের দরজা ব্যতীত অন্য কোন দরজা খোলা রাখা যাবে না।

٢٠٨٢. بَابُ فَضْلِ اَبِىْ بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ

২০৮২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এ পরেই আবূ বকরের মর্যাদা

٣٣٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ اَبَابَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ –

৩৩৯৩ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা নিরূপণ করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম আবূ বকর (রা)-কে তাঁরপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে, তারপর উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে।

٢٠٨٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً قَالَهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ

২০৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর উক্তি ঃ আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। আবূ সাঈদ (রা) এটা বর্ণনা করেছেন

٣٣٩٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اُمَّتِىْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اَخِىْ وَصَاحِبِىْ –

৩৩৯৪ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি আমার উম্মতের কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার (দীনি) ভাই ও সাহাবী।

٣٣٩٥ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ وَمُوْسَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةَ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ مِثْلَهُ –

৩৩৯৫ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ ও মূসা ইব্‌ন সাঈদ (র)......... আইয়ুব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন, আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে তাকেই (আবূ বকরকেই) অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই সর্বোত্তম। কুতায়বা (র) ...... আইয়ুব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৩৯৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِى الْجَدِّ فَقَالَ اَمَّا الَّذِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ اَنْزَلَهُ اَبًا يَعْنِىْ اَبَا بَكْرٍ -

৩৩৯৬ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফাবাসীগণ দাদার (মিরাস) সম্পর্কে জানতে চেয়ে ইব্ন যুবায়রের নিকট পত্র পাঠালেন, তিনি বললেন, ঐ মহান ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন, এ উম্মতের কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে তাকেই করতাম, (অর্থাৎ আবূ বকর (রা)) তিনি দাদাকে মিরাসের ক্ষেত্রে পিতার সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন।

٢٠٨٤. بَابٌ

২০৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ

৩৩৯৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعْ اِلَيْهِ ، قَالَتْ اَرَاَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ كَاَنَّهَا تَقُوْلُ الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِىْ فَأْتِىْ اَبَا بَكْرٍ -

৩৩৯৭ হুমাইদী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... জুবায়র ইব্ন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী করীম ﷺ -এ খেদমতে এল। (আলোচনা শেষে যাওয়ার সময়) তিনি তাঁকে আবার আসার জন্য বললেন। মহিলা বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তবে কি করব ? একথা দ্বারা মহিলাটি নবী ﷺ -এর ওফাতের প্রতি ঈঙ্গিত করেছিল। তিনি ﷺ বললেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবূ বকরের নিকট আসবে।

৩৩৯৮ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الطَّيِّبِ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ

عَمَّارًا يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ اِلاَّخَمْسَةُ اَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَاَبُوْ بَكْرٍ –

৩৩৯৮ আহমদ ইব্‌ন আবূ তৈয়্যেব (র) .... আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে তাঁর সাথে মাত্র পাচঁজন গোলাম, (বিলাল, যায়েদ ইব্‌ন হারিসা, আমির ইব্‌ন ফুহাইরা, আবূ ফুকীহা ও আম্মারের পিতা ইয়াসির) দু'জন মহিলা (খাদীজা ও সুমাইয়া) এবং আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না।

৩৩৯৯ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِذِ اللّٰهِ اَبِى اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهٖ حَتّٰى اَبْدٰى عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ ، وَقَالَ اِنِّى كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَىْءٌ ، فَأَسْرَعْتُ اِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ فَاَبٰى عَلَىَّ ذٰلِكَ فَاَقْبَلْتُ اِلَيْكَ ، فَقَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ ثَلاَثًا ، ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتٰى مَنْزِلَ اَبِىْ بَكْرٍ ، فَسَأَلَ اَثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ ؟ قَالُوْا لاَ ، فَأَتٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِىِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ حَتّٰى اَشْفَقَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ اِلَيْكُمْ ، فَقُلْتُمْ ، كَذَبْتَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِىْ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ ، فَهَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْلِىْ صَاحِبِىْ مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوْذِىَ بَعْدَهَا –

৩৩৯৯ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) .... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আবূ বকর (রা) পরিহিত কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে

রেখে আসলেন যে তার উভয় হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের এ সাথী এইমাত্র কারো সাথে ঝগড়া করে আসছে। (এমন সময় আবূ বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত হয়ে) তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এবং উমর ইব্ন খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু বচসা হয়ে গেছে। আমিই প্রথম কটু কথা বলেছি। তারপর আমি লজ্জিত হয়ে তার নিকট ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার খেদমতে হাযির হয়েছি। নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন, হে আবূ বকর (রা)। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর উমর (রা) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবূ বকর (রা)-এর বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ বকর কি বাড়ীতে আছেন ? তারা বলল, 'না'। তখন উমর (রা) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে চলে আসলেন। (তাকে দেখে) নবী করীম ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবূ বকর (রা) ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিই প্রথম অন্যায় করেছি। একথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ্ যখন' আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন তখন তোমরা সবাই বলেছ, তুমি মিথ্যা বলছ আর আবূ বকর বলেছে, আপনি সত্য বলছেন। তাঁর জান মাল সর্বস্ব দিয়ে আমার প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছে তা নযীরবিহীন। তোমরা কি আমার খাতিরে আমার সাথীকে অব্যাহতি প্রদান করবে ? এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন। এরপর আবূ বকর (রা)-কে আর কখনও কষ্ট দেয়া হয় নি।

٣٤٠٠ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ خَالِدُ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلٰى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَىُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ اَبُوْهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً -

৩৪০০ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র) .... আমর ইব্ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের সেনানায়ক করে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে ? তিনি বললেন, আয়েশার পিতা (আবূ বকর) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন লোকটি! তিনি বললেন, উমর ইব্ন খাত্তাব তারপর আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।

٣٤٠١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِىْ غَنَمِهٖ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِىْ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِىْ ، وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ اِنِّىْ لَمْ اُخْلَقْ لِهٰذَا وَلٰكِنِّىْ خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ، قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِنِّىْ اُوْمِنُ بِذٰلِكَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -

৩৪০১ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি; একদা একজন রাখাল তার বকরীর পালের কাছে ছিল। এমতাবস্থায় একটি নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ে বাঘের পিছনে ধাওয়া করে বকরীটি ছিনিয়ে আনল। তখন বাঘটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি বকরীটি ছিনিয়ে নিলে? হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন কে তাকে রক্ষা করবে, যেদিন তার জন্য আমি ব্যতীত অন্য কোন রাখাল থাকবে না। একদা এক ব্যক্তি একটি গাভীর পিঠে আরোহণ করে সেটিকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভীটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এ কাজের জন্য সৃষ্ট হয় নি। বরং আমি কৃষি কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছি। একথা শুনে সকলেই বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল "সুবহানাল্লাহ"! (কি আশ্চর্য গাভী কথা বলে! বাঘ কথা বলে!) নবী করীম ﷺ বললেন, আমি আবূ বকর এবং উমর ইব্ন খাত্তাব এ কথা বিশ্বাস করি (ঐ সময়ে তাঁরা দু'জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।)

٣٤٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ عَلٰى قَلِيْبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوْبًا اَوْذَنُوْبَيْنِ وَفِىْ نَزْعِهٖ ضَعْفٌ ، وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ -

৩৪০২ আবদান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমি আমাকে এমন একটি কূপের কিনারায় দেখতে পেলাম যেখানে বালতিও রয়েছে, আমি কূপ থেকে পানি উঠালাম যে পরিমাণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেন। তারপর বালতিটি ইব্ন আবূ কুহাফা (আবূ বকর) নিলেন এবং এক বা দু'বালতি পানি উঠালেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তার দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর উমর ইব্ন খাত্তাব বালতিটি তার হাতে নিলেন। তার হাতে বালতিটির আয়তন বেড়ে গেল। আমি কোন দক্ষ, শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় পানি উঠাতে দেখিনি। অবশেষে মানুষ (তৃপ্ত হয়ে) নিজ নিজ আবাসে অবস্থান নিল।

٣٤٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ اَحَدَ شِقَّىْ ثَوْبِىْ يَسْتَرْخِىْ اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلاَءَ ، قَالَ مُوْسٰى : قُلْتُ لِسَالِمٍ اَذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ ، قَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ ذَكَرَ اِلاَّ ثَوْبَهُ –

৩৪০৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গর্বের সাথে পরিহিত কাপড় টাখ্নুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে চলাফিরা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের নযর করবেন না। এ শুনে আবূ বকর (রা) বললেন, আমার অজ্ঞাতসারে কাপড়ের একপাশ কোন কোন সময় নীচে নেমে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তো গর্বের সাথে তা করছ না। মূসা (র) বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবদুল্লাহ (রা) কি 'যে ব্যক্তি তার লুঙ্গী ঝুলিয়ে চলল' বলেছেন ? সালিম (র) বললেন, আমি তাকে শুধু কাপড়ের কথা উল্লেখ করতে শুনেছি।

٣٤٠٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِىَ مِنْ اَبْوَابٍ يَعْنِى الْجَنَّةَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ ، بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا عَلٰى هٰذَا الَّذِى يُدْعٰى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ ، وَقَالَ هَلْ يُدْعٰى مِنْهَا كُلِّهَا اَحَدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ يَا اَبَا بَكْرٍ -

৩৪০৪ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া জোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করবে (পরকালে) তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। বলা হবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, এ দরজাই উত্তম। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সালাত আদায়কারী হবে তাঁকে সালাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের আহ্বান জানানো হবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সাদকাদানকারী হবে, তাকে সাদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সাওম আদায়কারী হবে তাকে সাওমের দরজা বাবুর রাইয়ান থেকে আহ্বান করা হবে। আবূ বকর (রা) বললেন, কোন ব্যক্তিকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে এমনতো অবশ্য জরুরী নয়, তবে কি এরূপ কাউকে ডাকা হবে ? নবী করীম ﷺ বললেন, হাঁ, আছে। আমি আশা করছি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, হে আবূ বকর।

٣٤٠٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِالسُّنْحِ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِىْ بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَامَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ مَاكَانَ يَقَعُ فِىْ نَفْسِىْ اِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ فَلَيَقْطَعَنَّ اَيْدِىَ رِجَالٍ وَاَرْجُلَهُمْ ، فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَايُذِيْقُكَ اللّٰهُ الْمَوْتَتَيْنِ اَبَدًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اَيُّهَا الْحَالِفُ عَلٰى رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللّٰهَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ اَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ وَقَالَ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْخَلَتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ ، قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُوْنَ قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الْاَنْصَارُ اِلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ فَقَالُوْا مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ فَذَهَبَ اِلَيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُ بِذٰلِكَ اِلاَّ اَنِّيْ قَدْهَيَّأْتُ كَلاَمًا قَد اَعْجَبَنِيْ خَشِيْتُ اَنْ لاَ يَبْلُغَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ اَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِيْ كَلاَمِهٖ نَحْنُ الْاُمَرَاءُ وَاَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لَا وَاللّٰهِ لاَنَفْعَلُ مِنَّا اَمِيْرٍ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ : وَلٰكِنَّا الْاُمَرَاءُ وَاَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ هُمْ اَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَاَعْرَبُهُمْ اَحْسَابًا ، فَبَايِعُوْا عُمَرَ اَو اَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ اَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَاَحَبُّنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهٖ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللّٰهُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شَخَصَ بَصَرُ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ثَلَاثًا وَقَصَّ الْحَدِيْثَ قَالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ اِلاَّ نَفَعَ اللّٰهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَاِنَّ فِيْهِمْ لَنِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللّٰهُ بِذٰلِكَ ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ نِ النَّاسَ الْهُدٰى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوْا بِهٖ يَتْلُوْنَ: وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ .... اِلَى الشَّاكِرِيْنَ –

৩৪০৫ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন ওফাত হয়, তখন আবূ বকর (রা) (স্বীয় বাসগৃহ) সুন্হ-এ ছিলেন। ইসমাঈল (রাবী) বলেন, সুন্হ মদীনার উঁচু এলাকার একটি স্থানের নাম। (ওফাতের সংবাদ শুনার সাথে সাথে) উমর (রা) দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয় নাই। আয়েশা (রা) বলেন, উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তখন আমার অন্তরে এ বিশ্বাসই ছিল (তাঁর ওফাত হয় নাই) আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে পুনরায় জীবিত করবেন। এবং তিনি কিছু সংখ্যক লোকের (মুনাফিকের) হাত-পা কেঁটে ফেলবেন। তারপর আবূ বকর (রা) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক থেকে আবরণ সরিয়ে তাঁর ললাটে চুমু খেলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান। আপনি জীবনে মরণে পূত পবিত্র। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ আপনাকে কখনও দু'বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন না। তারপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং (উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন) হে হলফকারী, ধৈর্যধারণ কর। আবূ বকর (রা) যখন কথা বলতে লাগলেন, তখন উমর (রা) বসে পড়লেন। আবূ বকর (রা) আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর ইবাদতকারী ছিলে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে তারা নিশ্চিত জেনে রাখ আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি অমর। তারপর আবূ বকর (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল আর তারা সকলও মরণশীল। (৩৯ঃ ৩০) আরো তিলওয়াত করলেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। তাই যদি তিনি মারা যান অথবা তিনি নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারবে না। (৩ঃ ১৪৪) আল্লাহ্ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। রাবী বলেন, আবূ বকর (রা)-এর এ কথাগুলি শুনে সকলই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাবী বলেন, আনসারগণ সাকীফা বনূ সায়িদায়ে সাদ ইব্ন উবাইদা (রা)-এর নিকট সমবেত হলেন এবং বলতে লাগলেন, আমাদের (আনসারদের) মধ্য হতে একজন আমীর হবেন এবং তোমাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে একজন আমীর হবেন। আবূ বকর (রা), উমর ইব্ন খাত্তাব, আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা)-এ তিনজন আনসারদের নিকট গমন করলেন।

উমর (রা) কথা বলতে চাইলে, আবূ বকর (রা) তাকে থামিয়ে দিলেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলাম এই জন্য যে, আমি আনসারদের মহফিলে বলার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে এমন কিছু চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণ কথা তৈরী করেছিলাম। যার প্রেক্ষিতে আমার ধারণা ছিল হয়তঃ আবূ বকর (রা)-এর চিন্তা ভাবনা এতটা গভীরে নাও পৌঁছতে পারে। কিন্তু আবূ বকর (রা) অত্যন্ত জোরাল ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন, আমীর আমাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে একজন হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে (আনসারদের) হবেন উযীর। তখন হুবাব ইব্‌ন মুনযির (আনসারী) (র) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম। আমরা এরূপ করব না। বরং আমাদের মধ্যে একজন ও আপনাদের মধ্যে একজন আমীর হবেন। আবূ বকর (রা) বললেন, না, এমন হয় না। আমাদের মধ্য হতে খলীফা এবং তোমাদের মধ্য হতে উযীর হবেন। কেননা কুরাইশ গোত্র অবস্থানের (মক্কা) দিক দিয়ে যেমন আরবের মধ্যস্থানে, বংশ ও রক্তের দিকে থেকেও তারা তেমনি শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতায় সবার শীর্ষে। "তোমরা উমর (রা) অথবা আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা)-এর হাতে বায়'আত করে নাও। উমর (রা) বলে উঠলেন, আমরা কিন্তু আপনার হাতেই বায়'আত করব। আপনিই আমাদের নেতা। আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের মাঝে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয়তম ব্যক্তি। এ বলে উমর (রা) তাঁর হাত ধরে বায়'আত করে নিলেন। সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই বায়'আত করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলেন, আপনারা সা'দ ইব্‌ন উবায়দা (রা)-কে মেরে ফেললেন ? উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তাকে মেরে ফেলেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিম .... আয়েশা (রা) বলেন, ওফাতের সময় নবী করীম ﷺ -এর চোখ দু'টি বার বার উপর দিকে উঠছিল এবং তিনি বার বার বলছিলেন, (হে আল্লাহ্) সর্বোচ্চ বন্ধুর (আল্লাহ্‌র) সাক্ষাতের আমি আগ্রহী। আয়েশা (রা) বলেন, আবূ বকর ও উমর (রা)-এর খুত্‌বা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এ চরম মুহূর্তে উম্মতকে রক্ষা করেছেন। উমর (রা) জনগণকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এমন কিছু মানুষ আছে যাদের অন্তরে কপটতা রয়েছে আল্লাহ্ তাদের ফাঁদ থেকে উম্মতকে রক্ষা করেছেন। এবং আবূ বকর (রা) লোকদিগকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। হক ও ন্যায়ের পথ নির্দেশ করেছেন, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর সাহাবা কেরাম এ আয়াত পড়তে পড়তে প্রস্থান করলেনঃ মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূলগণ গত হয়েছেন .... কৃতজ্ঞ বান্দাদের। (৩ ঃ ১৪৪)

٣٤٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِى رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِى أَىُّ النَّاس خَيْرٍ بَعْدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُوْلَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ ؟ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৩৪০৬ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন হানাফীয়া (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে ? তিনি বললেন, আবূ বকর (রা)। আমি বললাম, এরপর কে ? তিনি বললেন, উমর (রা)। আমার আশংকা হল যে, এরপর তিনি উসমান (রা-এর নাম বলবেন, তাই (তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে) আমি বললাম, তারপর আপনি ? তিনি বললেন, না, আমি তো মুসলিমদের একজন।

٣٤٠٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهٖ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌلِيْ فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهٖ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهٗ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالُوْا أَلاَتَرٰى مَاصَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهٗ، وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهٗ عَلٰى فَخِذِيْ، قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ فَعَاتَبَنِيْ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِيْ بِيَدِهٖ فِيْ خَصِرَتِيْ فَلاَ يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِيْ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى أَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ الْتَيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ : مَاهِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ بِآلِ أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهٗ -

৩৪০৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধ সফরে গিয়েছিলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়েশ নামক স্থানে গিয়েছিলাম; তখন আমার হারটি গলা থেকে ছিড়ে যায়। হার তালাশ করার জন্য নবী করীম ﷺ সেখানে

অবস্থান করেন। এজন্য সাহাবীগণও তার সঙ্গে সেখানে অবস্থান করেন্। যেখানে পানি ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। তাই সাহাবীগণ আবূ বকর (রা)-এ নিকট এসে বললেন, আপনি কি দেখছেন না, আয়েশা (রা) কি করলেন ? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সঙ্গে সাহাবীগণকে এমন স্থানে অবস্থান করালেন যেখানে পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। তখন আবূ বকর (রা) আমার নিকট আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি (আবূ বকর (রা)). আমাকে বলতে লাগলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এবং সাহাবীগণকে এমন এক স্থানে আটকিয়ে রেখেছ, যেখানে পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আমাকে অনেক ভৎর্সনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি হাত দ্বারা আমার কোমরে খোচা মারতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকার কারণে আমি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। এরূপ পানি না থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে রইলেন। (ফজরের সালাতের সময় হল অথচ পানির কোন ব্যবস্থা নেই।) তখন আল্লাহ্ পাক তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন এবং সকলেই তাইয়াম্মুম করলেন। উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রা) বলেন, হে আবূ বকর (রা)-এর পরিবারবর্গ, এটা আপনাদের প্রথম (একমাত্র) বরকত নয় ; (ইতিপূর্বেও আমরা এ পরিবার দ্বারা আরো বরকত পেয়েছি।) আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমরা সে উটটিকে উঠালাম যে উটের উপর আমি সাওয়ার ছিলাম। তখন হারটি তার নীচে পাওয়া গেল।

٣٤٠٨ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ -

৩৪০৮ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবে তাদের একমুদ বা অর্ধমুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না। জরীর আবদুল্লাহ ইব্ন দাউদ, আবূ মুয়াবিয়া ও মুহাযির (র) আমাশ (র)থেকে হাদীস বর্ণনায় শুবা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٤٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ

أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَأَلْزَمَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَأَكُوْنَنَّ مَعَهُ يَوْمِيْ هٰذَا ، قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا خَرَجَ وَوَجَّهُ هَاهُنَا فَخَرَجْتُ عَلٰى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتّٰى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيْسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتّٰى قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى بِئْرِ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَأَكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ ، فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ، فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَأَقْبَلْتُ حَتّٰى قُلْتُ لِأَبِيْ بَكْرٍ أُدْخُلْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِيْ يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِيْ ، فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيْدُ أَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَجِئْتُ وَقُلْتُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ

وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ اِنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهٖ فَجَاءَ ، اِنْسَنٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانُ ، فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ، وَجِئْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ ، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُكَ ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِىءَ فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ ، قَالَ شَرِيْكٌ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَاَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ -

৩৪০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মিসকীন (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন ঘরে অজু করে বের হলেন এবং (মনে মনে স্থির করলেন) আমি আজ সারাদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কাটাব, তার থেকে পৃথক হব না। তিনি মসজিদে গিয়ে নবী করীম ﷺ-এর খবর নিলেন, সাহাবীগণ বললেন, তিনি এদিকে বেরিয়ে গেছেন। আমিও ঐ পথ ধরে তাঁর অনুগমন করলাম। তাঁর খুঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আরীস কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। আমি (কূপে প্রবেশের) দরজার নিকট বসে পড়লাম। দরজাটি খেজুরের শাখা দিয়ে তৈরী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর প্রয়োজন (ইস্তিনজা) সেরে অযু করলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে দাঁড়ালাম এবং দেখতে পেলাম তিনি আরীস কূপের কিনারার বাঁধের মাঝখানে বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দু'টি খুলে কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবং ফিরে এসে দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে স্থির করে নিলাম যে আজ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দারোয়ানরূপে (পাহারাদারের) দায়িত্ব পালন করব। এ সময় আবূ বকর (রা) এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আবূ বকর! আমি বললাম থামুন, (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি) আমি গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবূ বকর (রা) ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি ফিরে এসে আবূ বকর (রা) কে বললাম, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবূ বকর (রা) ভিতরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ডানপাশে কূপের কিনারায় বসে দু'পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠায়ে নবী করীম ﷺ-এর ন্যায় কূপের ভিতর ভাগে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন। আমি ফিরে এসে (দরজার পাশে) বসে পড়লাম। আমি (ঘর হতে বের হওয়ার সময়) আমার ভাইকে অযু করছে অবস্থায় রেখে এসেছিলাম। তারও আমার সাথে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি তার (ভাইয়ের) মঙ্গল চান তবে তাকে নিয়ে আসুন। এমন সময় এক ব্যক্তি দরজা নাড়তে লাগল। আমি বললাম, কে? তিনি বললেন, আমি

উমর ইব্‌ন খাত্তাব। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি।) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে সালাম পেশ করে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! উমর ইব্‌ন খাত্তাব (ভিতরে আসার) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও। আমি এসে তাঁকে বললাম, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বামপাশে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে কূপের ভিতরের দিকে পা ঝুলিয়ে বসে গেলেন। আমি আবার ফিরে আসলাম এবং বলতে থাকলাম আল্লাহ্ যদি আমার ভাইয়ের মঙ্গল চান, তবে যেন তাকে নিয়ে আসেন। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে দরজা নাড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ? তিনি বললেন, আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান। আমি বললাম, থামুন (আমি অনুমতি নিয়ে আসছি) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে জানালাম। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসতে বল এবং এবং তাকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়ে দাও। তবে (দুনিয়াতে তার উপর) কঠিন পরীক্ষা হবে। আমি এসে বললাম; ভিতরে আসুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন; তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে। তিনি ভিতরে এসে দেখলেন, কূপের কিনারায় খালি জায়গা নাই। তাই তিনি নবী ﷺ-এর সম্মুখে অপর এক স্থানে বসে পড়লেন। শরীক (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বলেছেন, আমি এর দ্বারা (পরবর্তী কালে) তাদের কবর এরূপ হবে এই অর্থ করেছি।

٣٤١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ فَانَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ -

৩৪১০ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একবার) নবী করীম ﷺ আবূ বকর, উমর, উসমান (রা) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়টি (তাঁদেরকে ধারণ করে আনন্দে) নড়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ওহোদ, স্থির হও। তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

٣٤١١ حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا عَلٰى بِئْرٍ اَنْزِعُ مِنْهَا جَاءَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ

يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ اَبِىْ بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِى يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَّهُ ، فَنَزَعَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ * قَالَ وَهْبٌ : الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْاِبِلِ يَقُوْلُ حَتّٰى رَوِيَتِ الْاِبِلُ فَانَاخَتْ -

৩৪১১ আহমদ ইব্ন সাঈদ আবূ আবদুল্লাহ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা (স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে) আমি একটি কূপ থেকে (বালতি দিয়ে) পানি টেনে তুলছি। তখন আবূ বকর ও উমর (রা) আসলেন। আবূ বকর (রা) আমার হাত থেকে বালতি তার হাতে নিয়ে এক বালতি কি দু'বালতি পানি টেনে তুললেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর (উমর) ইব্ন খাত্তাব (রা) বালতিটি আবূ বকরের হাত থেকে নিলেন, তার হাতে যাওয়ার সাথে সাথে বালতিটি বৃহদাকার হয়ে গেল। কোন শক্তিশালী বাহাদুরকে তার মত পানি উঠাতে আমি দেখিনি। লোকজন তাদের উটগুলিকে তৃপ্তি ভরে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল। ওয়াহাব (রাবী) বলেন, عَطَنٌ অর্থ উটশালা। এমনকি উটগুলি পানি পানে তৃপ্ত হয়ে বসে পড়ল।

٣٤١٢ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحُسَيْنِ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنِّىْ لَوَاقِفٌ فِىْ قَوْمٍ فَدَعَوُا اللّٰهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلٰى سَرِيْرِهِ اِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِيْ قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَةً عَلٰى مَنْكَبِىْ يَقُوْلُ رَحِمَكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ يَّجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لاَنِّى كَثِيْرًا مَّا كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ يَّجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَهُمَا فَالْتَفَتُّ فَاِذَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ -

৩৪১২ অলীদ ইব্‌ন সালিহ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিও ঐ দলের সাথে দু'আয় রত ছিলাম, যারা উমর ইব্‌ন খাত্তাবের জন্য দু'আ করেছিল। তখন তাঁর মরদেহটি খাটের উপর রাখা ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ আমার পিছন দিক থেকে তার কনুই আমার কাঁধের উপর রেখে উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি অবশ্য এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার উভয় সঙ্গীর সাথেই রাখবেন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বহুবার বলতে শুনেছি, আমি এবং আবূ বকর ও উমর এক সাথে ছিলাম, আমি এবং আবূ বকর ও উমর এ কাজ করেছি। আমি ও আবূ বকর এবং উমর (একসাথে) চলেছি। আমি এ আশাই পোষণ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাদের উভয়ের সঙ্গেই রাখবেন। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

٣٤١٣ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ اَشَدِّ مَاصَنَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ اَبِىْ مُعَيْطٍ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِىْ عُنُقِهٖ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيْدًا فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ -

৩৪১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ কুফী (র) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সর্বাধিক কঠোর আচরণ কি করেছিল? তিনি বললেন, আমি উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুআইতকে দেখেছি; সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসল যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গলদেশে জড়িয়ে শক্তভাবে চেপে ধরল। আবূ বকর (রা) এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহ্ই আমার রব। যিনি তাঁর দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (মুজিযা) সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?

٢٠٨٥. بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَبِىْ حَفْصٍ الْقُرَشِىِّ الْعَدَوِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২০৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব আবূ হাফস কুরাইশী-আদবী (রা)-এর ফযীলত ও মর্যাদা

٣٤١٤ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمَاجِشُوْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَاَيْتُنِيْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا اَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَاَةِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ هٰذَا بِلَالٌ وَرَاَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ ، فَارَدْتُ اَنْ اَدْخُلَهُ فَانْظُرَ اِلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ عُمَرُ بِاَبِىْ وَاُمِّى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلَيْكَ اَغَارُ -

৩৪১৪ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি স্বপ্নে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ আবূ তালহা (রা)-এর স্ত্রী রুমায়সাকে দেখতে পেলাম এবং আমি পদচারণার শব্দও শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এই ব্যক্তি কে ? এক ব্যক্তি বলল, তিনি বিলাল (রা)। আমি একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম যার আঙ্গিনায় এক মহিলা রয়েছে। আমি বললাম, ঐ প্রাসাদটি কার ? এক ব্যক্তি বলল, প্রাসাদটি উমর ইব্‌ন খাত্তাবের (রা)। আমি প্রাসাদটিতে প্রবেশ করে (সব কিছু) দেখার ইচ্ছা করলাম। তখন তোমার (উমর (রা)) সুক্ষ্ম মর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। উমর (রা) (এ কথা শুনে) বললেন, আমার বাপ-মা আপনার উপর কুরবান, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছেও কি মর্যাদাবোধ প্রকাশ করতে পারি ?

٣٤١٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ

رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرُ وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ -

৩৪১৫ সাঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, একবার আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম, একজন মহিলা একটি প্রাসাদের আঙ্গিনায় (বসে) অযু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার ? ফিরিশ্তাগণ বললেন, তা উমর (রা)-এর। আমি উমর (রা) সূক্ষ্ম মর্যাদা বোধের স্মরণ করে ফিরে এলাম। উমর (রা) (তা শুনে) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আপনার কাছে কি মর্যাদাবোধ দেখাব ইয়া রাসূলাল্লাহ ?

٣٤١٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ اَبُوْ جَعْفَرٍ نِالْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَمْزَةُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ يَعْنِى اللَّبَنَ حَتّٰى انْظُرَ اِلَى الرِّىِّ يَجْرِىْ فِىْ ظُفُرِىْ اَوْ فِى اَظْفَارِىْ ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَ قَالَ الْعِلْمَ -

৩৪১৬ মুহাম্মদ ইব্ন সালত আবূ জাফর-কুফী (র) .... হামযা (র)-এর পিতা (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) দুধ পান করতে দেখলাম যে তৃপ্তির চিহ্ন যেন আমার নখগুলির মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। তারপর দুধ (পান করার জন্য) উমর (রা)-কে দিলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ? তিনি বললেন, ইল্ম।

٣٤١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلٰى قَلِيْبٍ ، فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ

نَزْعًا ضَعِيْفًا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِيْ فَرِيَّهُ حَتّٰى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ ، قَالَ ابْنُ جُبَيْرِ الْعَبْقَرِيُّ عِتَاقُ الزَّرَابِيِّ وَقَالَ يَحْيٰى : اَلزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا خَمْلٌ رَقِيْقٌ مَبْثُوْثَةٌ كَثِيْرَةٌ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَوْمِ اَعْنِيْ الْعَبْقَرِيَّ –

৩৪১৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটি কূপের পাড়ে বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছি। তখন আবূ বকর (রা) এসে এক বালতি বা দু'বালতি পানি তুললেন। তবে পানি তোলার মধ্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এলেন। বালতিটি তাঁর হাতে গিয়ে বৃহদাকারে পরিণত হল। তাঁর মত এমন বলিষ্ঠভাবে পানি উঠাতে আমি কোন বাহাদুরকেও দেখিনি। এমনকি লোকেরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করে আবাসে বিশ্রাম নিল। ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, العبقرى হল উন্নত মানের সুন্দর বিছানা। ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, الزَّرَابِيُّ হল মখমলের সূক্ষ্ম সূতার তৈরী বিছানা। مَبْثُوْثَةٌ অর্থ প্রসারিত। আর اَلْعَبَقَرِيُّ হল গোত্র নেতা।

٣٤١٨ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ اسْتَاْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ عَلٰى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا اسْتَاْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عُمَرُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ،

فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللاَّتِىْ كُنَّ عِنْدِىْ ، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَاَنْتَ اَحَقُّ اَن يَّهَبْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : يَا عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِىْ وَلاَ تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَ نَعَمْ ، اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيْهًا يَاابْنَ الْخَطَّابِ ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّاقَطُّ اِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ -

৩৪১৮ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কুরাইশের কতিপয় মহিলা কথা বলছিলেন এবং তাঁরা বেশী পরিমাণ দাবী দাওয়া করতে গিয়ে তাঁর আওয়াযের চেয়ে তাদের আওয়ায উচ্চকণ্ঠ ছিল। যখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তাঁরা (মহিলাগণ) উঠে দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আর উমর (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন, রাসূলে করীম ﷺ হাসছিলেন। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে সদা হাস্য রাখুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী করীম ﷺ বললেন, মহিলাদের কান্ড দেখে আমি অবাক হচ্ছি, তাঁরা আমার কাছে ছিল, অথচ তোমার আওয়ায শুনা মাত্র তারা সব দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেল। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকেই-ত অধিক ভয় করা উচিৎ। তারপর উমর (রা) ঐ মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে নিজ ক্ষতিসাধনকারী মহিলাগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ আল্লাহ্‌র রাসূলকে ভয় কর না? তারা উত্তরে বললেন, আপনি রাসূল করীম ﷺ থেকে অনেক রূঢ় ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ ঠিকই হে ইব্‌ন খাত্তাব! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, শয়তান যখনই কোন পথে তোমাকে দেখতে পায় সে তখনই তোমার ভয়ে এ পথ ছেড়ে অন্যপথে চলে যায়।

٣٤١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَازِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ -

৩৪১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে আমরা অতিশয় বলবান ও মর্যাদাশীল হয়ে আসছি।

٣٤٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وُضِعَ عُمَرُ عَلٰى سَرِيْرِهٖ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيْهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِىْ اِلاَّ رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِىْ فَاِذَا عَلِىٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهٖ مِنْكَ ، وَايْمُ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لاَظُنُّ اَنْ يَّجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ اَنِّى كُنْتُ كَثِيْرًا اَسْمَعُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : ذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ –

৩৪২০ আবদান (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা)-এর লাশ খাটের উপর রাখা হল। খাটটি কাঁধে তোলে নেয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দু'আ পাঠ করছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার কাঁধের উপরে হাত রাখায় আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি আলী (রা)। তিনি উমর (রা)-এর জন্য আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতের দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে উমর, আমার জন্য আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় এমন কোন ব্যক্তি আপনি রেখে যাননি, যার আমলের অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহ্‌র কসম। আমার এ বিশ্বাস যে আল্লাহ্ আপনাকে (জান্নাতে) আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি বহুবার নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি, আবূ বকর ও উমর গেলাম। আমি, আবূ বকর ও উমর প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবূ বকর ও উমর বের হলাম ইত্যাদি।

٣٤٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنِ اَبِىْ عُرَوبَةِ وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ وَكَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالاَحَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ اُحُدًا وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ اُثْبُتْ اُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ –

৩৪২১ মুসাদ্দাদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ ওহোদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর উমর ও উসমান (রা)। তাদেরকে (ধারণ করতে পেরে) নিয়ে পাহাড়টি (আনন্দে) নেচে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাহাড়কে পায়ে আঘাত করে বললেন, হে ওহোদ, স্থির হও। তোমার উপর নবী, সিদ্দীক ও শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

٣٤٢٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَنِى ابْنُ عُمَرُ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهٖ يَعْنِىْ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَارَاَيْتُ اَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حِيْنَ قُبِضَ كَانَ اَجَدَّ وَاَجْوَدَ حَتّٰى انْتَهٰى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -

৩৪২২ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) .... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে উমর (রা)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি (ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পরে কাউকে (এ সব গুণের অধিকারী) আমি দেখি নি। তিনি (উমর (রা)) অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত দানশীল ছিলেন। এসব গুণাবলী যেন উমর (রা) পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে।

٣٤٢٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: وَمَاذَا اَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ لاَشَىْءَ اِلاَّ اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ : فَمَا فَرِحْنَا بِشَىْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ ، قَالَ اَنَسٌ : فَاَنَا اُحِبُّ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ بِحُبِّى اِيَّاهُمْ وَاِنْ لَمْ اَعْمَلْ بِمِثْلِ اَعْمَالِهِمْ -

৩৪২৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একব্যক্তি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি (পাথেয়) সংগ্রহ করেছ?

সে বলল, কোন কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (আন্তরিকভাবে) মহব্বত করি। তখন তিনি বললেন, তুমি (কিয়ামতের দিন) তাঁদের সাথেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি মহব্বত কর। আনাস (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর এ কথা দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে, অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে মহব্বত করি এবং আবূ বকর ও উমর (রা)-কেও। আশা করি তাঁদেরকে আমার মহব্বতের কারণে তাদের সাথে জান্নাতে বসবাস করতে পারব; যদিও তাঁদের আমলের মত আমল করতে পারিনি।

٣٤٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُ فِيْ اُمَّتِيْ اَحَدٌ فَاِنَّهُ عُمَرُ زَادَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْكَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُوْنَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنُوْا اَنْبِيَاءَ فَاِنْ يَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَعُمَرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ مُحَدَّثٍ -

৩৪২৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাযাআ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে অনেক মুহাদ্দাস (যার অন্তরে সত্য কথা অবতীর্ণ হয়) ব্যক্তি ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ মুহাদ্দাস হন তবে সে ব্যক্তি উমর। যাকারিয়া (র) .. .. .. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন কতিপয় লোক ছিলেন, যাঁরা নবী ছিলেন না বটে তবে ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের সাথে কথা বলতেন। আমার উম্মতে এমন কোন লোক হলে সে হবে উমর (রা)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) (কুরআনের আয়াতে) وَلاَ مُحَدَّثٍ অতিরিক্ত বলেছেন।

٣٤٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا

رَاعٍ فِىْ غَنَمِهٖ عَدَا الذِّئْبُ فَاَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتّٰى اسْتَنْقَذَهَا فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ وَلِهٰذَا يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِىْ فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِنِّىْ اُوْمِنُ بِهٖ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ –

৩৪২৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদিন এক রাখাল তার বকরীর পালের সাথে ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ পাল আক্রমণ করে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে বকরীকে উদ্ধার করে আনল। তখন বাঘ রাখালকে বলল, যখন আমি ছাড়া অন্য কেউ থাকবেনা তখন হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ থেকে তাদেরকে কে রক্ষা করবে ? (তা শুনে) সাহাবীগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ। (বাঘ কথা বলে) তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমি তা বিশ্বাস করি এবং আবূ বকর ও উমরও বিশ্বাস করে। অথচ তাঁরা কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

٣٤٢٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوْا عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَ وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ اِجْتَرَّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الدِّيْنَ –

৩৪২৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম, অনেক লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হল। তাদের গায়ে (বিভিন্ন রকমের) জামা ছিল। কারো কারো জামা এত ছোট ছিল যে, কোন প্রকারে বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে। আবার কারো জামা এর চেয়ে ছোট ছিল। আর উমর (রা)-কেও আমার সামনে পেশ করা হল। তাঁর শরীরে এত লম্বা জামা ছিল যে, সে জামাটি হেঁচড়াইয়া চলতেছিল। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ স্বপ্নের কি তাবীর (ব্যাখ্যা) করলেন। তিনি বললেন, দীনদারী (ধর্মপরায়ণতা)।

٣٤٢٧ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَاَنَّهُ يُجْزِّعُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَئِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ اَبَا بَكْرٍ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُوْنَ ، قَالَ اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِضَاهُ ، فَاِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى مَنَّ بِهٖ عَلَيَّ وَاَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَاِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهٖ عَلَيَّ وَاَمَّا مَا تَرٰى مِنْ جَزَعِىْ فَهُوَ مِنْ اَجْلِكَ وَاَجْلِ اَصْحَابِكَ وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ لِيْ طِلَاعَ الْاَرْضِ ذَهَبًا ، لَافْتَدَيْتُ بِهٖ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ اَنْ اَرَاهُ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُمَرَ بِهٰذَا -

৩৪২৭ সালত ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... মিসওয়ার ইব্ন মাখারামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমর (রা) (আবূ লুলু গোলামের খঞ্জরের আঘাতে) আহত হলেন, তখন তিনি বেদনা অনুভব করছিলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলতে লাগলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ আঘাত জনিত কারণে (আল্লাহ্ না করুন) যদি আপনার কিছু (মৃত্যু) ঘঠে (তাতে চিন্তা-ভাবনা) বা দুঃখের কোন কারণ নেই)। আপনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক উত্তমরূপে আদায় করেছেন। এরপর (তাঁর থেকে) আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর আপনি আবূ বকর (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং এর হকও উত্তমরূপে আদায় করেন। এরপর (তাঁর থেকে) আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর আপনি (খলীফা মনোনীত হয়ে) সাহাবা কেরামের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাদের হকও উত্তরূপে আদায় করেছেন। যদি আপনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে পড়েন তবে আপনি অবশ্যই তাদের

থেকে এমন অবস্থায় পৃথক হবেন যে তাঁরাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। উমর (রা) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি লাভ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছ, তাতো আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি আমার প্রতি করেছেন। এবং আবূ বকর (রা) এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে যা তুমি উল্লেখ করেছ তাও একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যা তিনি আমার উপর করেছেন। আর আমার যে অস্থিরতা তুমি দেখছ তা তোমার এবং তোমার সাথীদের কারণেই। আল্লাহর কসম, আমার নিকট যদি দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ থাকত তবে আল্লাহ্‌র আযাব দেখার পূর্বেই তা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফিদয়া হিসাবে এসব বিলিয়ে দিতাম। হাম্মাদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলাম ....।

٣٤٢٨ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِيْ افْتَحْ لَهُ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ ، فَاِذَا عُثْمَانُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ ، قَالَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ ـ

৩৪২৮ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার কোন একটি বাগানের ভিতর আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বাগানের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য বলল। নবী করীম ﷺ বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম যে, তিনি আবূ বকর (রা)। তাঁকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত সুসংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার জন্য বলল। নবী করীম ﷺ বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। (রাবী বলেন) আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি উমর (রা)। তাঁকে আমি নবী করীম ﷺ প্রদত্ত সুসংবাদ জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এরপর আর একজন দরজা খুলে দেয়ার জন্য বললেন। নবী করীম ﷺ বললেন, দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের

সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। কিন্তু তার উপর কঠিন বিপদ আসবে। (দরজা খুলে) দেখলাম যে, তিনি উসমান (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, আমি তাকে তা বলে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর বললেন, اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ আল্লাহই সাহায্যকারী।

٣٤٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

৩৪২৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। নবী করীম ﷺ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন।

٢٠٨٦. بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَبِىْ عَمْرِو نِ الْقُرَشِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يَحْفِرُ بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ

২০৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ উসমান ইব্ন আফ্ফান আবূ আমর কুরায়শী (রা)-এর ফযীলত ও মর্যাদা। নবী করীম ﷺ বলেন, রূমা কূপটি যে খনন করে দিবে তার জন্য জান্নাত। উসমান (রা) তা খনন করে দিলেন। নবী ﷺ আরো বলেন, যে সংকটপূর্ণ যুদ্ধে (তাবুক যুদ্ধে) যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবে তাঁর জন্য জান্নাত। উসমান (রা) তা করে দেন

٣٤٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَاَمَرَنِىْ بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَا عُمَرُ ، ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى سَتُصِيْبُهُ فَاِذَا عُثْمَانُ بْنُ

عَفَّانَ ، قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ سَمِعَا اَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى بِنَحْوِهٖ وَزَادَ فِيْهِ عَاصِمٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِيْ مَكَانٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ اَوْ رُكْبَتِهٖ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا -

৩৪৩০ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের দরজা পাহাড়া দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে আসতে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। আমি (দরজা খুলে) দেখলাম যে, তিনি আবূ বকর (রা)। তারপর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি ﷺ বললেন, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। (দরজা খুলে) দেখতে পেলেন, তিনি উমর (রা) তারপর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললেন, তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি দাও এবং অচিরেই তাঁর উপর বিপদ আসবে একথাটির সাথে জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। (দরজা খুলে) দেখতে পেলাম যে, তিনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। হাম্মাদ (র) ...... আবূ মূসা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আসিম (র) (একজন রাবী) উক্ত বর্ণনায় আরো বলেন, নবী করীম ﷺ বাগানের এমন এক জায়গায় বসাছিলেন যেখানে পানি ছিল এবং তাঁর হাঁটু অথবা এক হাঁটুর উপর অতিরিক্ত ছিলনা। যখন উসমান (রা) আসলেন তখন হাঁটু কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন।

٣٤٣١ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ قَالَا مَايَمْنَعُكَ اَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لِاَخِيْهِ الْوَلِيْدِ فَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيْحَةٌ لَكَ ، قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اُرَاهُ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِمْ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ عُثْمَانَ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ ؟ فَقُلْتُ اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ

بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ ﷺ
فَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَاَيْتَ هَدْيَهُ وَقَدْ اَكْثَرَ
النَّاسُ فِى شَانِ الْوَلِيْدِ قَالَ اَدْرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ لاَوَلٰكِنْ خَلَصَ
اِلَىَّ مِنْ عِلْمِهٖ مَا يَخْلُصُ اِلَى الْعَذْرَاءِ فِىْ سِتْرِهَا ، قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ
اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ
وَاٰمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهٖ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ
اَبُوْ بَكْرٍ مِثْلُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ اَفَلَيْسَ لِىْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ
الَّذِىْ لَهُمْ ؟ قُلْتُ بَلٰى ، قَالَ فَمَا هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِىْ تَبْلُغُنِىْ عَنْكُمْ اَمَّا
مَاذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيْدِ فَسَنَأْخُذُ فِيْهِ بِالْحَقِّ اِن شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًا
فَاَمَرَهُ اَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِيْنَ -

৩৪৭১ আহমদ ইব্ন শাবীব ইব্ন সাঈদ (র) .... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (র) থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও আবদুর রাহমান ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগুস (র) আমাকে বললেন যে, উসমান (রা)-এর সাথে তাঁর (বৈপিত্রিয় ভাই) অলীদের বিষয় আলোচনা করতে তোমাকে কি সে বাঁধা দেয় ? জনগণ তার সম্পর্কে নানারূপ কথাবার্তা বলছে। উসমান (রা) যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, আপনার সাথে আমার একটি প্রয়োজন আছে এবং তা আমি আপনার কল্যাণের জন্যই বলবো। উসমান (রা) বললেন, ওহে, আমি তোমা থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাচ্ছি। আমি তাদের কাছে ফিরে আসলাম। তৎক্ষণাৎ উসমান (রা)-এর দূত এসে হাযির হলো। আমি তার খেদমতে গেলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, বল, তোমার নসিহত (উপদেশ) কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। কুরআনে করীম তাঁর ﷺ উপর অবতীর্ণ করেছেন। আপনি ঐ সকল (মহামানব)-এর অন্যতম যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। আপনি (হাবসা ও মদীনা) উভয় (স্থানে) হিজরত করেছেন এবং আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চরিত্র মাধুর্য প্রত্যক্ষ করেছেন। (আপনার ভাই) অলীদ সম্পর্কে জনগণ নানারূপ কথাবর্তা বলাবলি করছে। (সে বিষয় অতি সত্বর ব্যবস্থা করা কর্তব্য)। উসমান (রা) আমাকে

বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেছ? আমি বললাম না। তবে তাঁর ইলম আমার পর্দানশীন কুমারীগণের কাছে যখন পৌঁছেছে তখন আমার কাছে অবশ্যই পৌঁছেছে। উসমান (রা) হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দানকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাঁর আনীত শরীয়তের উপর আমিও ঈমান এনেছি। (হাবসা এবং মদীনায়) আমি উভয় হিজরত করেছি, যেমন তুমি বলছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি, তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁর নাফরমানী করি নি ও তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দুনিয়া হতে নিয়ে গিয়েছেন। তারপর আবূ বকর (রা)-এর সাথে অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। এরপর উমর (রা)-এর সঙ্গেও অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। তারপর আমার কাঁধে খিলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার কি ঐ সকল অধিকার নেই যা তাঁদের ছিল? আমি বললাম হাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে কী সব কথাবার্তা আমার নিকট পৌঁছেছে? অবশ্য অলীদ সম্পর্কে তুমি যা বলছ অতি সত্বর আমি সে সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নিব। এ বলে তিনি আলী (রা)-কে ডেকে এনে অলীদকে বেত্রাঘাত করার জন্য আদেশ দিলেন। আলী (রা) তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করলেন।

٣٤٣٢ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِىْ زَمَانِ النَّبِىِّ ﷺ لاَنَعْدِلُ بِاَبِىْ بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ تَابَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -

৩৪৩২ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন বাযী' (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর যামানায় (মর্যাদায়) আবূ বকর (রা)-এর সমকক্ষে কাউকে মনে করতাম না, তারপর উমর (রা)-কে তারপর উসমান (রা)-কে (মর্যাদা দিতাম) তারপর সাহাবাগণের মধ্যে কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দিতাম না। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ (র) আবদুল আযীয (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় শাযান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٤٣٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَوَحَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمُ ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ

فِيْهِمْ ؟ قَالُوْا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ : اِنِّىْ سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِىْ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ اُحُدٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ ؟ قَالَ نَعَمْ : قَالَ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالِ اُبَيِّنْ لَكَ ، اَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَلَهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ ، وَاَمَّا تُغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَاذَهَبَ عُثْمَانُ اِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ ، فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهِ فَقَالَ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِهَا الْاٰنَ مَعَكَ -

৩৪৩৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... উসমান ইব্ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক মিসরবাসী মক্কায় এসে হজ্জ সম্পাদন করে দেখতে পেল যে, কিছু সংখ্যক লোক একত্রে বসে আছে। সে বলল, এ লোকজন কারা ? তাকে জানানো হল এরা কুরাইশ বংশের লোকজন। সে বলল, তাদের মধ্যে ঐ শায়েখ ব্যক্তিটি কে ? তারা বললেন, ইনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)। সে ব্যক্তি (তাঁর নিকট এসে) বলল, হে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা), আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব; আপনি আমাকে বলুন, (১) আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান (রা) ওহোদ যুদ্ধ (চলাকালে) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। (২) সে বলল, আপনি জানেন কি উসমান (রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন? ইব্ন উমর (রা) উত্তরে বললেন, হাঁ। (৩) আপনি জানেন কি বায়'আতে রিযওয়ানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন ? ইব্ন উমর (রা) বললেন, হাঁ। লোকটি বলে উঠল, আল্লাহু আকবার। ইব্ন উমর (রা) তাকে বললেন, এস, তোমাকে প্রকৃত ঘটনা বলে দেই। উসমান (রা)-এর ওহোদ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন ও ক্ষমা করে দিয়েছেন। (কুরআনে

কারীমে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে) আর তিনি বদর যুদ্ধে এজন্য অনুপস্থিত ছিলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর কন্যা তাঁর স্ত্রী (রুকাইয়া (রা)) রোগগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, বদরের অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব ও গনীমতের অংশ মিলবে। আর বায়'আত রিযওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হল, মক্কার বুকে তাঁর (উসমান (রা)) চেয়ে সম্ভ্রান্ত, অন্য কেউ যদি থাকতো তবে তাকেই তিনি উসমানের পরিবর্তে পাঠাতেন। অতঃপর রাসূল করীম (সা.) উসমান (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। এবং তাঁর চলে যাওয়ার পর বায়'আতে রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাসূল করীম ﷺ তাঁর ডান হাতের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটি উসমানের হাত। তারপর ডান হাত বাম হাতে স্থাপন করে বললেন যে, এ হল উসমানের বায়'আত। ইব্‌ন উমর (রা) ঐ (মিসরীয়) লোকটিকে বললেন, তুমি এস এই জবাব নিয়ে যাও।

৩৪৩৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ صَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ اُحُدًا وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ فَقَالَ اسْكُنْ اُحُدُ اَظُنُّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهٖ فَلَيْسَ عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ -

৩৪৩৪ মুসাদ্দাদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা) তাঁদেরকে পেয়ে পাহাড়টি (আনন্দে) কেঁপে উঠল। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, হে ওহোদ স্থির হও। (আনাস (রা) বলেন) আমার মনে হয় তিনি পা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলেন। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমার উপর একজন নবী ও একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।

٢٠٨٧. بَابُ قِصَّةُ الْبَيْعَةُ وَالْاِتِّفَاقُ عَلٰى عُثْمَانَ بْنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ وَفِيْهِ مَقْتَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

২০৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর প্রতি বায়'আত ও তাঁর উপর (জনগণের) ঐকমত্য হওয়ার ঘটনা এবং এতে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

৩৪৩৫ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبْلَ اَنْ يُصَابَ بِاَيَّامٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلٰى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ

حُنَيْفٍ ، قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا اَتَخَافَانِ اَنْ تَكُوْنَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْاَرْضَ مَالاَ تُطِيْقُ قَالاَ حَمَّلْنَاهَا اَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيْقَةٌ مَافِيْهَا كَبِيْرُ فَضْلٍ قَالَ انْظُرَا اَنْ تَكُوْنَا حَمَّلْتُمَا الْاَرْضَ مَالاَتُطِيْقُ قَالاَ لاَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ سَلَمَنِىْ اللّٰهُ لاَدَ عَنَّ اَرَامِلَ اَهْلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ اِلٰى رَجُلٍ بَعْدِىْ اَبَدًا ، قَالَ فَمَا اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ رَابِعَةٌ حَتّٰى اُصِيْبَ قَالَ اِنِّىْ لَقَائِمٌ مَا بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ اِلاَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ اُصِيْبَ وَكَانَ اِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوُوْا ، حَتّٰى اِذَا لَمْ يَرَفِيْهِنَّ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ ، وَرُبَمَا قَرَأَ بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ اَوِ النَّحْلِ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ اِلاَّ اَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَتَلَنِىْ اَوْ اَكَلَنِى الْكَلْبُ حِنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّيْنٍ ذَاتَ طَرَفَيْنِ ، لاَ يُمَرُّ عَلٰى اَحَدٍ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَالاَ اِلاَّ طَعَنَهُ حَتّٰى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ ، فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا ، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ اَنَّهُ مَأْخُوْذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ، فَمَنْ يَلِىَ عُمَرَ ، فَقَدْ رَأٰى الَّذِىْ اَرٰى ، وَاَمَّا نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَاِنَّهُمْ لاَ يَدْرُوْنَ غَيْرَ اَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوْا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَصَلّٰى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ صَلاَةً خَفِيْفَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قَالَ يَاابْنَ عَبَّاسٍ اِنْظُرْ مَنْ قَتَلَنِىْ فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ غُلاَمُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ الصَّنَعُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوْفًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَجْعَلْ مِيْتَتِىْ بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى الْاِسْلاَمَ قَدْ كُنْتَ اَنْتَ

وَاَبُوْكَ تُحِبَّانِ اَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوْجُ بِالْمَدِيْنَةِ ، وكَانَ العَبَّاسِ اَكْثَرُهُمْ رَقِيْقًا فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ ، اَىْ اِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا ، قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوْا بِلِسَانِكُمْ ، وَصَلُّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوْا حَجَّكُمْ ، فَاحْتُمِلَ اِلٰى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وكَانَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَائِلٌ لاَ بَأْسَ وَقَائِلٌ يَقُوْلُ اَخَافُ عَلَيْهِ ، فَأُتِىَ بِنَبِيْذٍ فَشَرِبَهُ ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ، ثُمَّ أُتِىَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَعَلِمُوْا اَنَّهُ مَيِّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوْا يُثْنُوْنَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللّٰهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدَمٍ فِى الْاِسْلَامِ مَاقَدْ عَلِمْتَ ، ثُمَّ وُلِّيْتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ اَنَّ ذٰلِكَ كَفَافٌ لاَعَلَىَّ وَلاَلِىْ ، فَلَمَّا اَدبَرَ اِذَا اِزَارُهُ يَمَسُّ الْاَرْضَ ، قَالَ رُدُّوْا عَلَىَّ الْغُلَامَ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ ارْفَعْ ثَوْبَكَ فَاِنَّهُ اَنْقٰى لِثَوْبِكَ ، وَاَتْقٰى لِرَبِّكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَىَّ مِنَ الدَّيْنِ ، فَحَسَبُوْهُ فَوَجَدُوْهُ سِتَّةً وَثَمَانِيْنَ اَلْفًا اَوْ نَحْوَهُ ، قَالَ اِنْ وَفِىْ لَهُ مَالُ اٰلِ عُمَرَ فَادِّهِ مِنْ اَمْوَالِهِمْ ، وَاِلاَّ فَسَلْ فِىْ بَنِىْ عَدِىِّ ابْنِ كَعْبٍ فَاِنْ لَمْ تَفِ اَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِيْ قُرَيْشٍ وَلاَ تَعْدُهُمْ اِلٰى غَيْرِهِمْ فَاَدِّعَنِّىْ هٰذَاالْمَالَ ، انْطَلِقْ اِلٰى عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ عُمَرُ السَّلَامَ ، وَلاَ تَقُلْ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنِّىْ لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَمِيْرًا ، وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِىْ ، فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ

وَيَسْتَأْذِنُ اَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِيْ ، وَلأُوْثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلٰى نَفْسِى ، فَلَمَّا اَقْبَلَ قِيْلَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ ارْفَعُوْنِىْ فَاَسْنَدَهُ رَجُلٌ اِلَيْهِ فَقَالَ مَالَدَيْكَ ؟ قَالَ الَّذِىْ تُحِبُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ اَذِنَتْ ، قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا كَانَ شَىْءٌ اَهَمَّ اِلَىَّ مِنْ ذٰلِكَ ، فَاِذَا اَنَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُوْنِيْ ، ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاِنْ اَذِنَتْ لِيْ فَاَدْخِلْنِيْ وَاِنْ رَدَّتْنِىْ فَرُدُّوْنِىْ اِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيْرُ مَعَهَا ، فَلَمَّا رَاَيْنَاهَا قُمْنَا ، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ ، فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ ، فَقَالُوْا اَوْصِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِسْتَخْلِفْ ، قَالَ مَا اَجِدُ اَحَقَّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْ هٰؤُلاَءِ النَّفَرِ اَوِ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُم رَاضٍ فَسَمّٰى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ ، فَاِنْ اَصَابَتِ الْاِمْرَةُ سَعْدًا ، فَهُوَ ذَاكَ وَاِلاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ اَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ ، فَاِنِّىْ لَمْ اَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزٍ وَلاَ خِيَانَةً ، وَقَالَ أُوْصِى الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِيْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ ، اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوْصِيْهِ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَاَنْ يُعْفٰى عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَأُوْصِيْهِ بِاَهْلِ الْاَمْصَارِ خَيْرًا ، فَاِنَّهُمْ رِدْءُ الْاِسْلاَمِ ، وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ وَاَنْ لاَ يُؤْخَذَ

مِنْهُم ، اِلاَّ فَضْلَهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ ، وَاُوْصِيْهِ بِالْاَعْرَابِ خَيْرًا فَاِنَّهُمْ ، اَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَّةُ الْاِسْلاَمِ ، اَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِىْ اَمْوَالِهِمْ ، وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفِىْ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَلاَ يُكَلَّفُوْا اِلاَّ طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَابِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِىْ فَسَلَّمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَتْ اَدْخِلُوْهُ فَاُدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اجْعَلُوْا اَمْرَكُمْ اِلٰى ثَلاَثَةٍ مِنْكُم قَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عَلِىٍّ ، فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هٰذَا الْاَمْرِ فَنَجْعَلُهُ اِلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْاِسْلاَمُ لَيَنْظُرَنَّ اَفْضَلَهُمْ فِىْ نَفْسِهِ فَاُسْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَفَتَجْعَلُوْنَهُ اِلَىَّ وَاللّٰهُ عَلَىَّ اَنْ لاَ اٰلُوْهُ عَنْ اَفْضَلِكُمْ ، قَالاَ نَعَمْ فَاَخَذَ بِيَدِ اَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِى الْاِسْلاَمِ مَاقَدْ عَلِمْتَ فَاللّٰهُ عَلَيْكَ لَئِنْ اَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ اَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيْعَنَ ثُمَّ خَلاَ بِالْاٰخَرِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا اَخَذَ الْمِيْثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَاعُثْمَانُ فَبَايَعَهُ ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِىٌّ وَوَلَجَ اَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوْهُ –

৩৪৩৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে আহত হওয়ার কিছুদিন পূর্বে মদীনায় দেখেছি যে তিনি হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) ও উসমান ইব্‌ন হুনায়ফ (র)-এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, (ইরাক বাসীর উপর কর

ধার্যের ব্যাপারে) তোমরা এটা কী করলে ? তোমরা কী আশঙ্কা করছ যে তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূখন্ড অক্ষম ? তারা বললেন, আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূ-খন্ড তা বহনে সক্ষম। এতে অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপান হয়নি। তখন উমর (রা) বললেন, তোমরা পুনঃচিন্তা করে দেখ যে তোমরা এ ভূখন্ডের উপর যে কর আরোপ করেছ তা বহনে সক্ষম নয় ? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বললেন, না (সাধ্যাতীত কর আরোপ করা হয় নি) এরপর উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব যে তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখপেক্ষী না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর চতুর্থ দিন তিনি (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন। যেদিন প্রত্যুষে তিনি আহত হন, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। উমর (রা) (সালাত শুরু করার প্রাক্কালে) দু'কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন কাতারে কোন ত্রুটি নেই তখন তাকবীর বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহ্‌ল অথবা এ ধরনের (দীর্ঘ) সূরা (ফজরের) প্রথম রাক'আতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণে লোক প্রথম রাকআতে শরীক হতে পারেন। (সেদিন) তাকবীর বলার পরেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বলেন, আমাকে আক্রমণ করেছে। ঘাতক "ইলজ" দ্রুত পলায়নের সময় দু'ধারী খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলছে। এভাবে তের জনকে আহত করল। এদের মধ্যে সাতজন শহীদ হলেন। এ অবস্থা দৃষ্টে এক মুসলিম তার লম্বা চাদরটি ঘাতকের উপর ফেলে দিলেন। ঘাতক যখন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আত্মহত্যা করল। উমর (রা) আব্দুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর হাত ধরে আগে এগিয়ে দিলেন। উমর (রা)-এর নিকটবর্তী যারা ছিল শুধুমাত্র তারাই ব্যাপরটি দেখতে পেল। আর মসজিদের প্রান্তে যারা ছিল তারা ব্যাপরটি এর বেশী বুঝতে পারল না যে উমর (রা)-এর কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে না। তাই তারা "সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ" বলতে লাগলেন। আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) তাঁদেরকে নিয়ে সংক্ষেপে সালাত আদায় করলেন। যখন মুসল্লীগণ চলে গেলেন, তখন উমর (রা) বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস (রা) দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরা ইব্‌ন শো'বা (রা)-এর গোলাম (আবূ লুলু)। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ কারীগর গোলামটি ? তিনি বললেন, হাঁ। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুল্লিাহ, আল্লাহ্ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটান নি। হে ইব্‌ন আব্বাস (রা) তুমি এবং তোমার পিতা মদীনায় কাফির গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পছন্দ করতে। আব্বাস (রা)-এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলি। উমর (রা) বললেন, তুমি ভুল বলছ। (তুমি তা করতে পার না) কেননা তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে তোমাদের কেবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, তোমাদের ন্যায় হজ্জ করে। তারপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেয়া হল। আমরা তাঁর সাথে চললাম। মানুষের অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতিপূর্বে তাদের উপর এতবড় মুসীবত আর আসেনি। কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। তারপর খেজুরের শরবত আনা হল তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়ল। এরপর দুধ আনা হল,

তিনি তা পান করলেন; তাও তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলই বুঝতে পারলেন, মৃত্যু তাঁর অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনার জন্য আল্লাহ্‌র সু-সংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নবী করীম ﷺ -এ সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন তারপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন। তারপর আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন। উমর (রা) বললেন, আমি পছন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে যাক। যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হল তখন তার (পরিহিত) লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। (এ দেখে) উমর (রা) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আন। (ছেলেটি আসল) তিনি বললেন– হে ভাতিজা, তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার উপর এবং তোমার রবের নিকটও পছন্দীয়। (তারপর তিনি বললেন) হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর তুমি হিসাব করে দেখ আমার ঋণের পরিমাণ কত। তাঁরা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাজার (দিরহাম) বা এর কাছাকাছি। তিনি বললেন, যদি উমরের পরিবার পরিজনের মাল দ্বারা তা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথায় আদি ইব্‌ন কা'ব এর বংশধরদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ কর। তাদের মাল দিয়েও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশ কবিলা থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে এর বাহিরে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দাও। উম্মল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর খেদমতে তুমি যাও এবং বল উমর আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন, শব্দটি বলবে না। কেননা এখন আমি মু'মিনগণের আমীর নই। তাঁকে বল উমর ইব্‌ন খাত্তাব তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন। ইব্‌ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর খেদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ কর, তিনি দেখলেন, আয়েশা (রা) বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন। আয়েশা (রা) বললেন, তা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে আমার উপরে তাঁকে অগ্রাধিকার প্রদান করছি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হল– এই যে আবদুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কি সংবাদ ? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি যা আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার ওফাত হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাঁকে (আয়েশা (রা)) আমার সালাম জানিয়ে বলবে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলমানদের গোরস্থানে নিয়ে যাবে। এ সময় উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-কে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফসা (রা) তাঁর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর পুরুষগণ এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তিনি ঘরের ভিতর চলে (গেলেন) ঘরের ভেতর হতেও আমরা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি

ওয়সিয়াত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন। উমর (রা) বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ব্যতীত অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাচ্ছি না, যাঁদের প্রতি নবী করীম ﷺ তার ইন্তিকালের সময় রাযী ও খুশী ছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের নাম বললেন, আলী, উসমান, যুবায়র, তালহা, সা'দ ও আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রা) এবং বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তোমাদের সাথে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সান্ত্বনা হিসাবে। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সাদের (রা) উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ব বিষয়ে সা'দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে (কুফার গভর্নরের পদ থেকে) অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করি নি। আমার পরে (নির্বাচিত) খলীফাকে আমি ওয়াসিয়াত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান-সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। এবং আমি তাঁকে আনসার সাহাবীগণের যাঁরা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করে আসছিলেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ওয়াসিয়াত করছি যে তাঁদের মধ্যে নেককারগণের ওযর আপত্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারোর ভুলত্রুটি হলে তা যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি তাঁকে এ ওয়সিয়াতও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের আধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কেননা তাঁরাও ইসলামের হেফাযতকারী। এবং তারাই ধন-সম্পদের যোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের থেকে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লীবাসীদের সহিত সদ্ব্যবহার করারও ওয়াসিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মুল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ জিম্মীদের (অর্থাৎ সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়) বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরা করা হয়। (তারা কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে) তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া (কর) যেন চাপানো না হয়। উমর (রা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-কে সালাম করলেন এবং বললেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি (আয়েশা (রা)) বললেন, তাকে প্রবেশ করাও। এরপর তাঁকে প্রবেশ করান হল এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন করা হল। যখন তাঁর দাফন কার্য সম্পন্ন হল, তখন ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। তখন আবদুর রাহমান (রা) বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য থেকে তিনজনের উপর ছেড়ে দাও। তখন যুবায়র (রা) বললেন, আমি, আমরা বিষয়টি আলী (রা)-এ উপর অর্পণ করলাম। তালহা (রা) বললেন, আমার বিষয়টি উসমান (রা)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। সা'দ (রা) বললেন, আমার বিষয়টি আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। তারপর আবদুর রহমান (রা), উসমান ও আলী (রা)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে কে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করেন ? (একজন অব্যাহতি দিলে) এ দায়িত্ব অপর জনার উপর অর্পণ করব। আল্লাহ্ ও ইসলামের হক আদায় করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর যোগ্য সে সম্পর্কে দু'জনেরই চিন্তা করা উচিৎ। ব্যক্তিদ্বয় (উসমান ও আলি (রা)) নীরব থাকলেন। তখন আবদুর রাহমান (রা) নিজেই বললেন, আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি ? আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাদের

মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে একটুও ত্রুটি করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ। তাদের একজনের (আলী (রা)-এর) হাত ধরে বললেন, রাসূল করীম ﷺ-এর সাথে আপনার যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতা রয়েছে তা আপনিও ভালভাবে জানেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে এটা আপনার জন্য জরুরী হবে যে যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহলে আপনি ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি উসমান (রা)-কে মনোনীত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। তারপর তিনি অপরজনের (উসমানের (রা)-এর) সঙ্গে একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করে, তিনি বললেন, হে উসমান (রা) আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি (আবদুর রাহমান (রা), তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। তারপর আলী (রা) তাঁর (উসমান (রা)-এর বায়'আত করলেন)। এরপর মদীনাবাসীগণ অগ্রসর হয়ে সকলেই বায়'আত করলেন।

٢٠٨٨. بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبِ اَبِى الْحَسَنِ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْكَ وَقَالَ عُمَرُ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ

২০৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ তালিব কুরাইশী হাশিমী (রা)-এর মর্যাদা নবী করীম ﷺ আলী (রা)-কে বলেছেন, তুমি আমার ঘনিষ্ঠ আপনজন আমি তোমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন। উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পর্যন্ত তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন

٣٤٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ ، قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ ، فَقَالُوْا يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَأْتُوْنِيْ بِهٖ ، فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ فَدَعَا لَهُ ، فَبَرَاَ حَتّٰى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهٖ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا ، فَقَالَ انْفُذْ عَلٰى

رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ ، فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ -

৩৪৩৬ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যাঁর হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। রাবী বলেন, তারা এই আগ্রহ ভরে রাত্রি যাপন করলেন যে, কাকে ঐ পতাকা দেয়া হবে। যখন সকাল হল তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ নিকট গিয়ে হাযির হলেন। তাদের প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিলেন যে পতাকা তাকে দেয়া হবে। তারপর তিনি বললেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব কোথায় ? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস। যখন তিনি এলেন, তখন রাসূল ﷺ তাঁর দু'চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও করলেন। এতে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে পতাকাটি দিলেন। আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মত না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তিনি বললেন, তুমি সোজা অগ্রসর হতে থাক এবং তাদের আঙ্গিনায় উপনীত হয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দাও। তাদের উপর আল্লাহ্‌র যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাবে তাও তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহ্‌র কসম, তোমার দ্বারা যদি একটি মানুষও হিদায়েত প্রাপ্ত হয়, তা হবে তোমার জন্য লাল রঙ্গের উট প্রাপ্তির চেয়েও অধিক উত্তম।

٣٤٣٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهٖ رَمَدٌ فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِيْ فَتَحَهَا اللّٰهُ فِيْ صَبَاحِهَا ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ اَو لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، فَاِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ ، فَقَالُوْا هٰذَا عَلِيٌّ فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

৩৪৩৭ কুতায়বা (র) .... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে যান নি। কেননা তাঁর চোখে অসুখ ছিল। এতে তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি কি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে (জিহাদে) যাব না ? তারপর তিনি বেড়িয়ে পড়লেন এবং নবী ﷺ -এর সাথে মিলিত হলেন। যেদিন সকালে আল্লাহ্ বিজয় দান করলেন, তার পূর্ব রাত্রে (সন্ধ্যায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করব, অথবা বলেছিলেন যে এমন এক ব্যক্তি ঝান্ডা গ্রহণ করবে যাঁকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ভালবাসেন, অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দান করাবেন। তারপর আমরা দেখতে পেলাম তিনি হলেন আলী (রা), অথচ আমরা তাঁর সম্পর্কে এমনটি আশা করি নি। তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে আলী (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেই (পতাকা) দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দিলেন।

٣٤٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هٰذَا فُلاَنٌ لاَمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ يَدْعُوْ عَلِيًا عِنْدَ الْمِنْبَرِ قَالَ ، فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ ؟ يَقُوْلُ لَهٗ اَبُوْ تُرَابٍ ، فَضَحِكَ وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا سَمَّاهُ اِلاَّ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا كَانَ لَهٗ اسْمٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْهُ فَاسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيْثَ سَهْلاً ، وَقُلْتُ لَهٗ يَا اَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَالِكَ ؟ قَالَ دَخَلَ عَلِىٌّ عَلٰى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ، قَالَتْ فِى الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهٗ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهٖ وَخَلَصَ التُّرَابُ اِلٰى ظَهْرِهٖ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهٖ فَيَقُوْلُ اجْلِسْ يَا اَبَا تُرَابٍ مَرَّتَيْنِ –

৩৪৩৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সাহল ইব্‌ন সাদ (রা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, মদীনার অমুক আমীর মিম্বরের নিকটে বসে আলী (রা) সম্পর্কে অপ্রিয় কথা বলছে। তিনি বললেন, সে কি বলছে ? সে বলল, সে তাকে আবূ তুরাব (রা) বলে উল্লেখ করছে। সাহল (রা) (একথা শুনে) হেসে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তাঁর এ নাম নবী করীম ﷺ -ই রেখে ছিলেন। এ নাম অপেক্ষা তাঁর নিকট অধিক প্রিয় আর কোন নাম ছিল না। আমি (নাম রাখার) ঘটনাটি জানার জন্য সাহল (রা) এর নিকট আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবূ আব্বাস, এটা কিভাবে হয়েছিল। তিনি বললেন,(একদিন) আলী (রা) ফাতিমা (র) এর নিকট গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এস মসজিদে শুয়ে রইলেন। (অল্পক্ষণ পর) নবী করীম ﷺ এসে জিজ্ঞাসা

করলেন, তোমার চাচাত ভাই (আলী) কোথায় ? তিনি বললেন, মসজিদে। রাসূলে করীম ﷺ তাঁর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। পরে তিনি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলেন যে তাঁর চাঁদর পিঠ থেকে সরে গিয়েছে। তাঁর পিঠে ধুলা-বালি লেগে গেছে। রাসূল করীম ﷺ তাঁর পিঠ থেকে ধুলা-বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন, উঠে বস হে আবূ তুরাব। এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছিলেন।

٣٤٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَن اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاَرْغَمَ اللّٰهُ بِاَنْفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ اَوْسَطُ بُيُوْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ ؟ قَالَ اَجَلْ قَالَ فَاَرْغَمَ اللّٰهُ بِاَنْفِكَ ، اِنْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَيَّ جَهْدَكَ -

৩৪৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) .... সাদ ইব্‌ন উবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এসে উসমান (রা)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তিনি উসমান (রা)-এর কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন। ইব্‌ন উমর (রা) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, মনে হয় এটা তোমার কাছে খারাপ লাগছে। সে বলল, হাঁ। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ (তোমাকে) অপমানিত করুন! তারপর সে ব্যক্তি আলী (রা)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাঁরও কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ঐ দেখ। তাঁর ঘরটি নবী করীম ﷺ -এর ঘরগুলির মধ্যে অবস্থিত এরপর তিনি বললেন, মনে হয় এসব কথা শুনতে তোমার খারাপ লাগছে। সে বলল, হাঁ। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। যাও, আমার বিরুদ্ধে তোমার শক্তি ব্যয় কর।

٣٤٤٠ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا شَكَتْ مَاتَلْقٰى مِنْ اَثَرِ الرَّحَا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ سَبْىٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِىْءِ فَاطِمَةَ ، فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا

فَذَهَبْتُ لاَقُوْمَ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا ، فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِىْ وَقَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِىْ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ ، وَتُسَبِّحَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ -

৩৪৪০ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদিন (আমার নিকট) অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এরপর নবী করীম ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। ফাতিমা (রা) (এক জন গোলাম পাওয়ার আশা নিয়ে) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে, আয়েশা (রা)-এর কাছে তাঁর কথা বলে আসলেন। নবী করীম ﷺ যখন ঘরে আসলেন তখন ফাতিমা (রা) এর আগমন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করলেন। (আলী (রা) বলেন।) নবী করীম ﷺ আমাদের এখানে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসে পড়লেন যে আমি তাঁর পদদ্বয়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমরা যা চেয়েছিলে তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিবনা ? (তা হল) তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখর চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আক্‌বার" তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ্" তেত্রিশবার "আল্ হামদুলিল্লাহ্" পড়ে নিবে। এটা খাদিম (যা তোমরা চেয়েছিলে) অপেক্ষা অনেক উত্তম।

٣٤٤١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعَلِىٍّ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى -

৩৪৪১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (তাবূক যুদ্ধের প্রাক্কালে) আলী (রা)-কেবলেছিলেন,তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে,যেভাবে হারূন (আ)মূসা (আ) এর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তুমিও আমার নিকট সেই মর্যাদা লাভ কর।

٣٤٤٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اقْضُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُوْنَ

فَانِّىْ اَكْرَهُ الْاِخْتِلاَفَ حَتّٰى يَكُوْنَ النَّاسُ جَمَاعَةً اَوْ اَمُوْتُ كَمَا مَاتَ اَصْحَابِىْ فَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَرٰى اَنَّ عَامَّةَ مَايُرْوٰى عَنْ عَلِىٍّ اَلْكَذِبُ –

৩৪৪২ আলী ইবনুল জা'দ (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা পূর্ব থেকে যেভাবে ফয়সালা করে আসছ সেভাবেই কর কেননা পারস্পরিক বিবাদ আমি অপছন্দ করি। যেন সকল লোক এক দল ভুক্ত হয়ে থাকে। অথবা আমি এমতাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হই যেভাবে আমার সাথীগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। (মুহাম্মদ) ইব্‌ন সীরীন (র) এ ধারণা পোষণ করতেন যে, আলী (রা) এর (১ম খলীফা হওয়া সম্পর্কে) যে সব কথা তার থেকে (রাফেযী সম্প্রদায় কর্তৃক) বর্ণিত তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন।

٢٠٨٩. مَنَاقِبُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ الْهَاشِمِىْ وَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَشْبَهْتَ خَلْقِىْ وَخُلُقِىْ

২০৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব হাশিমী (রা) এর মর্যাদা। নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আকৃতি ও চরিত্রে আমার সদৃশ

٣٤٤٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ دِيْنَارٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاِنِّىْ كُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِىْ حَتّٰى لاَ اٰكُلُ الْخَمِيْرَ وَلاَ اَلْبَسُ الْحَبِيْرَ ، وَلاَ يَخْدُمُنِىْ فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةُ وَكُنْتُ اُلْصِقُ بَطْنِىْ بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوْعِ وَاِنْ كُنْتُ لاَ سْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْاٰيَةَ هِىَ مَعِىْ كَىْ يَنْقَلِبَ بِىْ فَيُطْعِمَنِىْ ، وَكَانَ اَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِيْنِ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِىْ بَيْتِهِ ، حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ اِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ فَيَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَافِيْهَا –

৩৪৪৩ আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, লোকজন (অভিযোগের সুরে) বলে থাকেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুতঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আত্মতৃপ্তি নিয়ে পড়ে থাকতাম। ঐ সময়ে আমি সুস্বাদু রুটি ভক্ষণ করি নি, দামী বস্ত্র পরিধান করি নি। তখন কেউ আমার খেদমত করত না। এবং আমি ক্ষুধার জ্বালায় পাথরময় যমিনের সাথে পেট চেপে ধরতাম। কোন কোন সময় কুরআনে কারীমের আয়াত বিশেষ, আমার জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম যেন, তারা আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কিছু আহারের ব্যবস্থা করেন। গরীব মিসকীনদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি ছিলেন জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। তিনি প্রায়ই আমাকে নিজ ঘরে নিয়ে যেতেন এবং যা ঘরে থাকত তাই আমাকে আহার করিয়ে দিতেন। (কোন সময় এমন হত যে তাঁর ঘরে কিছুই থাকেনা) ঘিয়ের শূন্য পাত্র এনে তিনি আমাদের সামনে তা ভেঙ্গে দিতেন আর তা চেটে খেতাম।

٣٤٤٤ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ اِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ يُقَالُ كُنْ فِىْ جَنَاحِىْ كُنْ فِىْ نَاحِيَتِىْ كُلُّ جَانِبَيْنِ جَنَاحَانِ -

৩৪৪৪ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) .... শাবী (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) যখন জাফর (রা) এর ছেলে (আবদুল্লাহ) কে সালাম করতেন তখন বলতেন, হে, দু'বাহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র।[১] আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র)) বলেন, বলা হয় كُنْ فِىْ جَنَاحِىْ অর্থ তুমি আমার পাশে থাক। প্রত্যেক বস্তুর দু'পাশকে দু'বাহু বলা হয়।

٢٠٩٠ ذِكْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২০৯০. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) এর আলোচনা

٣٤٤٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ

১. মূতা যুদ্ধে প্রথমে জাফর (রা)-এর এক বাহু কর্তিত হয়, তারপর অপর বাহু। এরপর তিনি শহীদ হন। নবী করীম (সা) জান্নাতে তাঁর বাহু সংযোজনের সুসংবাদ দান করেন।

اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَا قَحِطُوْا اسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِيْنَا ، وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا ﷺ فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ -

৩৪৪৫ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) (এর খিলাফত কালে) অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তলিব (রা) এর ওয়াসিলা নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আমরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমাদের নবীর ﷺ ওয়াসিলা নিয়ে দু'আ করতাম তুমি (আমাদের দু'আ কবুল করে) বৃষ্টি বর্ষণ করতে, এখন আমরা আমাদের নবী ﷺ এর চাচা আব্বাস (রা)-এর ওয়াসিলায় বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করছি। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন বৃষ্টি হত।

٢٠٩١ بَابٌ مَنَاقِبُ قَرَابَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

২০৯১. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আত্মীয়দের মর্যাদা এবং ফাতিমা (রা) বিন্তে নবী ﷺ -এর মর্যাদা। নবী ﷺ বলেছেন, ফাতিমা (রা) জান্নাতবাসী মহিলাগণের সরদার

٣٤٤٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَرْسَلَتْ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِىِّ ﷺ الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ يَعْنِىْ مَالَ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَزِيْدُوْا عَلَى الْمَاْكَلِ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَاَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَشَهَّدَ عَلِىٌّ ، ثُمَّ

قَالَ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَضِيْلَتَكَ وَذَكَرَقَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَقَّهُمْ فَتَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ ، فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ -

৩৪৪৬ আবুল ইয়ামান (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) এর নিকট ফাতিমা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ দাবী করলেন যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিনাযুদ্ধে দান করেছিলেন, যা তিনি সাদ্‌কা স্বরূপ মদীনা, ফাদাকে রেখে গিয়েছিলেন এবং খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ হতে যে অবশিষ্ট ছিল তাও। আবূ বকর (রা) (তার উত্তরে) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের (নবীগণের মালের ওয়ারিস কেউ হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সবই সাদ্‌কা। মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ এ মাল থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মাল থেকে খেতে পারবে। তবে (আহারের জন্য) প্রয়োজনের অধিক নিতে পারবে না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি নবী করীম ﷺ-এর পরিত্যক্ত মালে তাঁর যুগে যেমন নিয়ম ছিল তার পরিবর্তন করব না। আমি অবশ্যই তা করব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করে গেছেন। এরপর আলী (রা) শাহাদত (হামদ-সানা) পাঠ করে বললেন, হে আবূ বকর ! আমরা আপনার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁদের যে আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তা এবং তাঁদের অধিকারের কথাও উল্লেখ করলেন। আবূ বকর (রা)ও এ বিষয়ে উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা আমি অধিক পছন্দ করি।

٣٤٤٧ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُم قَالَ ارْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهٖ -

৩৪৪৭ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহহাব (র) .... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারবর্গের প্রতি তোমরা অধিক সম্মান দেখাবে।

٣٤٤٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّىْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ -

৩৪৪৮ আবু ওয়ালিদ (র) .... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফাতিমা আমার (দেহের) টুক্‌রা। যে তাঁকে কষ্ট দিবে, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল।

٣٤٤٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِىْ شَكْوَاهُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ فَسَاَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَرَّنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِىْ وَجَعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ سَارَّنِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اِلَىَّ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهٖ اَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৩৪৪৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাযা'আ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ওফাতের সময় যে রোগে আক্রান্ত হন তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)কে ডেকে পাঠালেন। (তিনি আসলে) চুপিচুপি কি যেন তাঁকে বললেন, তিনি এতে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি তাঁকে ডেকে পুনরায় চুপিচুপি কি যেন বললেন, এবারে তিনি হাসতে লাগলেন। আমি তাঁকে এ (হাসি-কান্নার) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে জানালেন যে, তিনি এ রোগে ওফাত লাভ করবেন, এতে আমি কাঁদতে শুরু করি। এরপর তিনি চুপেচুপে বললেন, আমি তাঁর পরিবার বর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, তখন আমি হাসতে শুরু করি।

٢٠٩٢ مَنَاقِبُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِىُّ النَّبِىِّ ﷺ سُمِّىَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِبَيَاضِ ثِيَابِهِمْ

২০৯২. পরিচ্ছেদ ঃ যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (রা) এর মর্যাদা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি নবী করীম ﷺ-এর হাওয়ারী ছিলেন। (বিশেষ সাহায্যকারী) (কুরআন মজীদে উল্লেখিত) হাওয়ারীকে তাদের কাপড় সাদা হওয়ার কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে

٣٤٥٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ اَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رُعَافٌ شَدِيْدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتّٰى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَاَوْصٰى فَدَخَلَ

عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ وَقَالُوْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ؟ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ اَحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ ، فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوْا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ هُوَ ؟ قَالَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوْا الزُّبَيْرُ ، قَالَ نَعَمْ قَالَ اَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّهٗ لَخَيْرُ هُمْ مَا عَلِمْتُ ، وَاِنْ كَانَ لاَحَبَّهُمْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৪৫০ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র) .... মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) কঠিন নাকের পীড়ায় (নাক দিয়ে রক্তপাত) আক্রান্ত হলেন (একত্রিশ হিজরী) সনে যে সনকে নাকের পীড়ার সন বলা হয় এ কারণে তিনি ঐ বছর হজ্জ পালন করতে পারলেন না এবং ওসিয়াত করলেন। ঐ সময় কুরাইশের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কাউকে আপনার খলীফা মনোনীত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, জনগণ কি একথা বলেছে ? সে বললো, হাঁ, উসমান (রা) বললেন, বলতো কাকে (মনোনীত করব) ? রাবী বলেন তখন সে ব্যক্তি নীরব হয়ে গেল। তারপর অপর এক ব্যক্তি আসল, (রাবী বলেন) আমার ধারণা সে হারিস (ইব্ন হাকাম মারওয়ানের ভাই) ছিল। সেও বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, জনগণ কি চায় ? সে বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কাকে ? রাবী বলেন সে নীরব হয়ে গেল। উসমান (রা) বললেন, সম্ভবতঃ তারা যুবায়র (রা) এর নাম প্রস্তাব করেছে। সে বলল, হাঁ। উসমান (রা) বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার জানামতে তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং নবী করীম ﷺ-এর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন।

٣٤٥١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَقِيْلَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ اَلزُّبَيْرُ ، قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ خَيْرُكُمْ ثَلاَثًا -

৩৪৫১ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) .... মারওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। তিনি বললেন, তা কি বলাবলী হচ্ছে ? সে বলল, হাঁ, তিনি হচ্ছেন যুবায়র (রা)। এই শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম তোমরা নিশ্চয়ই জান যে যুবায়র (রা) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

৩৪৫২ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ هُوَا ابْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِىٌّ وَاِنَّ حَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ –

৩৪৫২ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিলেন। আর আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র (রা)।

৩৪৫৩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْاَحْزَابِ جُعِلْتُ اَنَا وَعُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ فِى النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلٰى فَرَسِهٖ يَخْتَلِفُ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَااَبَتِ رَاَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ اَوَ هَلْ رَأَيْتَنِىْ يَابُنَىَّ ، قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَأْتِ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَيَاتِيْنِىْ بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ –

৩৪৫৩ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ চলাকালে আমি এবং উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (স্বল্প বয়সের কারণে) মহিলাদের দলে চলছিলাম। হঠাৎ (আমার পিতা) যুবায়েরকে দেখতে পেলাম যে, তিনি অশ্বারোহণ করে বনী কুরায়যা গোত্রের দিকে দু'বার অথবা তিন বার আসা যাওয়া করছেন। যখন ফিরে আসলাম তখন বললাম, হে আব্বা আমি আপনাকে (বনী কুরায়যার দিকে) কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন কে বনী কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের খবরা-খবর জেনে আসবে ? তখন (সে কাজে) আমিই গিয়ে ছিলাম। (সংবাদ নিয়ে) যখন আমি ফিরে আসলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে বললেন, আমার মাতাপিতা তোমার জন্য কুরবান হোক।

٣٤٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ اَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوْهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلٰى عَاتِقِهٖ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ اُدْخِلُ اَصَابِعِيْ فِيْ تِلْكَ الضَّرَبَاتِ اَلْعَبُ وَاَنَا صَغِيْرٌ -

৩৪৫৪ আলী ইব্ন হাফস (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহীদগণ যুবায়েরকে বললেন, আপনি কি আক্রমণ কঠোরতর করবেন না ? তা হলে আমরাও আপনার সাথে (সর্বশক্তি নিয়ে) আক্রমণ করব। এবার তিনি ভীষণভাবে আক্রমণ করলেন। শত্রুরা তাঁর কাঁধে দু'টি আঘাত করল। ক্ষতদ্বয়ের মধ্যে আরো একটি ক্ষতের চিহ্ন ছিল যা বদর যুদ্ধে হয়েছিল। উরওয়া (র) বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঐ ক্ষতস্থানগুলিতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করতাম।

٢٠٩٣ بَابُ ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَقَالَ عُمَرُ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ

২০৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) -এর মর্যাদা। উমর (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আমৃত্যু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন

٣٤٥٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الْاَيَّامِ الَّتِيْ قَاتَلَ فِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا -

৩৪৫৫ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) .... আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেসব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্য থেকে এক যুদ্ধে (ওহোদ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে কোন এক সময় তালহা ও সাদ (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। আবূ উসমান (রা) তাঁদের উভয় থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٤٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ رَاَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِىْ وَقٰى بِهَا النَّبِىُّ ﷺ قَدْ شَلَّتْ -

৩৪৫৬ মুসাদ্দাদ (র) .... কাইস ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা (রা)-এর ঐ হাতকে অবশ অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দিয়ে (ওহোদ যুদ্ধে শত্রুদের আক্রমণ হতে) নবী করীম ﷺ -কে হিফাযত করেছিলেন।

٢٠٩٤. بَابُ مَنَاقِبُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصِ الزُّهْرِيِّ وَبَنُوْ زُهْرَةَ اَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَلِكٍ

২০৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাস যুহরীর (রা) মর্যাদা। বনূ যুহরা নবী করীম ﷺ -এর মামার বংশ। তিনি হলেন সা'দ ইব্‌ন মালিক

٣٤٥٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ جَمَعَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ -

৩৪৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধে নবী ﷺ তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে (বলে) ছিলেন, (তোমার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হউক)।

٣٤٥٨ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَاَنَا ثُلُثُ الْاِسْلَامِ-

৩৪৫৮ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমাকে খুব ভালভাবে জানি, ইসলাম গ্রহণে আমি ছিলাম তৃতীয় ব্যক্তি।(পুরুষদের মধ্যে)

٣٤٥٩ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ : مَا اَسْلَمَ اَحَدٌ اِلاَّ فِى الْيَوْمِ

الَّذِيْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّيْ لَثُلُثُ الْاِسْلَامِ * تَابَعَهُ اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ –

৩৪৫৯। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার জানা মতে) যে দিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি সেদিন (এর পূর্বে খাদীজা (রা) ও আবূ বকর (রা) ব্যতীত) অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। আমি সাতদিন এমনিভাবে অতিবাহিত করেছি যে আমি ইসলাম গ্রহণে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

٣٤٦٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : اِنِّيْ لَاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيْرُ اَوِ الشَّاةُ مَالَهُ خَلْطٌ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْا اَسَدٍ تُعَزِّرُنِيْ عَلَى الْاِسْلَامِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَضَلَّ عَمَلِيْ وَكَانُوْا وَشَوْابِهٖ اِلٰى عُمَرَ قَالُوْا لَايُحْسِنُ يُصَلِّيْ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ ثَلَثَ الْاِسْلَامِ يَقُوْلُ وَاِنَّا ثَالِثَ ثَلَاثَةُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ –

৩৪৬০। আম্‌র ইব্‌ন আওন (র) .... কায়েস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আরবদের মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা নবী করীম ﷺ-এর সংগে থেকে লড়াই করেছি। তখন গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের কোন আহার্য ছিল না এমনকি আমাদেরকে (কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু) উট অথবা ছাগলের ন্যায় বড়ির মত মল ত্যাগ করতে হত। আর এখন (এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে,) বনু আসাদ আমাকে ইসলামের ব্যাপারে লজ্জা দিচ্ছে। আমি তখন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং আমার আমলসমূহ বৃথা যাবে। বনূ আসাদ উমর (রা) এর নিকট সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে যথা নিয়মে সালাত আদায় না করার অভিযোগ করছেল। আবূ আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেন ইসলামের তৃতীয় ব্যক্তি একথা দ্বারা তিনি বলতে চান যে নবী ﷺ-এর সঙ্গে যারা প্রথমে ইসলাম এনেছিল আমি এদের তিনজনের তৃতীয়।

٢٠٩٥. بَابُ ذِكْرُ اَصْهَارِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ اَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيْعِ

২০৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর জামাতা সম্পর্কে বর্ণনা। আবুল আস ইব্‌ন রাবী (র) তাদের মধ্যে একজন

٣٤٦١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَاطِمَةُ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ اَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ اَبِيْ جَهْلٍ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ اَمَّ بَعْدُ فَاِنِّى اَنْكَحْتُ اَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ ، فَحَدَّثَنِيْ وَصَدَقَنِيْ وَاِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّيْ وَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يَسُوْءَهَا وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ اَلْخِطْبَةَ ، وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْوَرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ وَوَعَدَنِيْ فَوَفٰى لِيْ -

৩৪৬১ আবুল ইয়ামান (র) .... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ জেহেলের কন্যাকে আলী (রা) বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। ফাতিমা (রা) এই সংবাদ শুনতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বললেন, আপনার গোত্রের লোকজন মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের খাতিরে রাগান্বিত হন না। আলী তো আবূ জেহেলের কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (এ শুনে) খুত্‌বা দিতে প্রস্তুত হলেন। (মিস্‌ওয়ার বলেন) তিনি যখন হাম্‌দ ও সানা পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবুল আস ইব্‌ন রাবির নিকট আমার মেয়েকে শাদী দিয়েছিলোম। সে আমার সাথে যা বলেছে সত্যই বলেছে। আর (শোন) ফাতিমা আমার (স্নেহের) টুক্‌রা; তাঁর কোন কষ্ট হোক তা আমি কখনও পছন্দ করি না। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র রাসূলের মেয়ে এবং

আল্লাহ্‌র চরম দুশমনের মেয়ে একই ব্যক্তির কাছে একত্রিত হতে পারে না। (একথা শুনে) আলী (রা) তাঁর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হালহালা (র) .... মিস্ওয়ার (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বনী আবদে শামস গোত্রে তাঁর এক জামাতা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসা করতে শুনেছি। নবী ﷺ বলেন, সে আমাকে যা বলেছে– সত্য বলেছে। যা অঙ্গীকার করেছে, তা পূরণ করেছে।

٢٠٩٦. بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْتَ أَخُوْنَا وَمَوْلاَنَا

২০৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) যায়েদ ইব্‌ন হারিসা (রা) এর মর্যাদা। বারা (র) বলেন নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেছেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের বন্ধু

৩৪৬২ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِيْ اِمَارَتِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِن تَطعَنُوا فِي اِمَارَتِه فَقَد كُنتُم تَطعَنُونَ فِي اِمَارَةِ اَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهٗ –

৩৪৬২ খালিদ ইব্‌ন মাখ্লাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এবং উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা)কে উক্ত বাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত করেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর অধিনায়কত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। (ইহা শুনে) নবী করীম ﷺ বললেন, তার নেতৃত্বের প্রতি তোমাদের সমালোচনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা, এরপূর্বে তার পিতার (যায়েদের) নেতৃত্বের প্রতিও তোমরা সমালোচনা করেছ। আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই সে (যায়েদ) নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল এবং আমার প্রিয়জনদের মধ্যে একজন ছিল। তারপর তার পুত্র (উসামা) আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম।

٣٤٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ قَائِفٌ وَالنَّبِىُّ ﷺ شَاهِدٌ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ فَسُرَّ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَعْجَبَهُ فَاَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ –

৩৪৬৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক কায়িফ (রেখা চিহ্ন বিশেষজ্ঞ) আসে, সে সময় নবী করীম ﷺ উপস্থিত ছিলেন। উসামা (রা) ও তাঁর পিতা (পা বাইরে রেখে উভয়েই একটি চাদরে শরীর আবৃত করে) শুয়ে ছিলেন। কায়িফ (তাদের শুধু পা দেখে বলে উঠল, এ পাগুলো একটি অন্যটির অংশ। রাবী বলেন নবী করীম ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে (কায়িফের মন্তব্যটি) আয়েশা (রা) কেও অবহিত করলেন।[১]

٢٠٩٧. بَابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

২০৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)-এর আলোচনা

٣٤٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ ارء الْمَخْزُوْمِيَّةِ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ –

৩৪৬৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক মহিলার চুরির ঘটনায় কুরাইশগণ ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় পাত্র উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) ব্যতীত কে আর তাঁর নিকট (সুপারিশ করার) সাহস করবে?

٣٤٦٥ وَحَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَهَبْتُ اَسَالُ الزُّهْرِىَّ عَنْ

১. ব্যাপার ছিল এই যে, জাহেলী যুগে উসামা (রা) এর পিতৃত্ব সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করত, যেহেতু উসামা (রা) ছিলেন কাল এবং তাঁর পিতা যায়েদ (রা) ছিলেন গৌরবর্ণ। নবী করীম (সা) আনন্দিত হলেন একারণে যে, যেহেতু তারা কায়িফের মন্তব্যে বিশ্বাসী ছিল। সেহেতু তার বক্তব্যে তাদের সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়ে গেল।

حَدِيْثِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ فَصَاحَ بِيْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ عَنْ اَحَدٍ قَالَ وَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عروة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ امْرَاَةً مِنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ ، فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْهَا فَلَمْ يَجْتَرِئْ اَحَدٌ اَنْ يُكَلِّمَهُ لكلمه اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ اِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ مِنْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا –

৩৪৬৫ আলী (র) .... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরি করেছিল। তখন তারা বলল, দেখত, এ ব্যাপারে কে নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা বলতে পারবে? কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-ই কথা বলার সাহস করল না। উসামা (রা) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করলেন। তখন তিনি ﷺ বললেন, বনী ইসরাইল তাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ চুরি করলে তাকে (বিচার না করে) ছেড়ে দিত। এবং দুর্বল কেউ চুরি করলে তারা তার হাত কেটে দিত। (আমার কন্যা) ফাতিমা (রা) (চুরির অপরাধে দোষিণী) হলেও (আল্লাহ্ তাঁর হিফাযত করুন) তবে অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে ফেলতাম।

٣٤٦٦ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُوْنُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ اِلٰى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِيْ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ انْظُرْ مَنْ هٰذَا ؟ لَيْتَ هٰذَا عِنْدِيْ ، قَالَ لَهُ اِنْسَانٌ ، اَمَا تَعْرِفُ هٰذَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ اُسَامَةَ قَالَ فَطَأْطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الْاَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَحَبَّهُ –

৩৪৬৬ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন দিনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, মস্‌জিদের এক কোণে তার কাপড় টেনে নিচ্ছে, তিনি বললেন, দেখতো, লোকটি কে? সে যদি আমার নিকট থাকত (তবে আমি তাকে সদুপদেশ দান করতাম) তখন একজন তাঁকে বলল, হে আবূ আবদুর রাহমান, আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি উসামা

(রা)-এর পুত্র মুহাম্মদ। এ কথা শুনে ইব্‌ন উমর (রা) মাথা নীচু করে দু'হাত দিয়ে মাটি আছড়াতে লাগলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখ্‌লে নিশ্চয়ই আদর করতেন।

٣٤٦٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَحِبَّهُمَا فَاِنِّىْ أُحِبُّهُمَا ، وَقَالَ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ مَوْلٰى لِاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ اَيْمَنَ بْنِ اُمِّ اَيْمَنَ ، وَكَانَ اَيْمَنُ اَخَا اُسَامَةَ لِاُمِّهٖ وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَاٰهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ فَقَالَ اَعِدْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ مَوْلٰى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ اَيْمَنَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ ، فَقَالَ اَعِدْ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ لِىْ ابْنُ عُمَرَ مَنْ هٰذَا ؟ قُلْتُ : الْحَجَّاجُ بْنُ اَيْمَنَ بْنِ اُمِّ اَيْمَنَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ رَاٰى هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَحَبَّهُ فَذَكَرَ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّ اَيْمَنَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَ حَاضِنَةَ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৪৬৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং হাসান (রা)-কে এক সাথে (কোলে) তুলে নিতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি এদেরকে ভালবাস। আমিও এদেরকে ভালবাসি। মু'আইয (র) উসামা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম (হারমালা) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের (র) এর সঙ্গে ছিল। তখন (উসামা (রা) এর বৈপিত্রীয়) ভাই হাজ্জাজ ইব্‌ন আয়মান (মস্‌জিদে) প্রবেশ করল, এবং সালাতে রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করেনি। ইব্‌ন উমর (রা) তাকে বললেন, সালাত পুনরায় আদায় কর। যখন সে

চলে গেল তখন ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কে ? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইব্‌ন আয়মন ইব্‌ন উম্মে আয়মান। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাকে দেখতেন তবে স্নেহ করতেন। তারপর এ পরিবারের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কত ভালবাসা ছিল তা বর্ণনা করতে লাগলেন এবং উম্মে আয়মানের সন্তানদের কথাও বললেন। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন আমার কোন কোন সাথী আরো বলেছেন যে উম্মে আয়মান (রা) নবী করীম ﷺ-কে শিশুকালে কোলে নিয়েছেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন আয়মন ইব্‌ন উম্মে আয়মন (র) আর আয়মান ছিলেন উসামা (র) এ বৈপিত্রীয় ভাই হাজ্জাজ হলেন এক আন্‌সারী ব্যক্তি। ইব্‌ন উমর (রা) তাকে দেখলেন যে সে সালাতে রুকু সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করছেন না। তখন তিনি তাকে বললেন, পুনরায় সালাত আদায় কর। আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র)) বলেন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান (র).... হারমালা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন নবী ﷺ-এর ধাত্রী।

٢٠٩٨. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২০৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এর মর্যাদা

٣٤٦٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا رَاٰى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَرٰى رُؤْيَا اَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًا اَعْزَبَ وَكُنْتُ اَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَخَذَانِيْ فَذَهَبَابِيْ اِلَى النَّارِ ، فَاِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ ، وَاِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ وَاِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ اٰخَرُ ، فَقَالَ لِيْ لَنْ تُرَعَ ، فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَيَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً

৩৪৬৮ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর জীবনকালে কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে, তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করতেন। আমিও স্বপ্ন দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতাম এ উদ্দেশ্যে যে তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করব। আমি ছিলাম অবিবাহিত একজন তরুণ যুবক। তাই আমি নবী করীম ﷺ -এর যুগে মস্‌জিদেই ঘুমাতাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, যেন দু'জন ফিরিশ্‌তা আমাকে ধরে জাহান্নামের নিকট নিয়ে গেলেন। আমি দেখতে পেলাম যে কূপের ন্যায় তার দু'টি উঁচু পাড়ও রয়েছে। তাতে এমন এমন মানুষও রয়েছে যাদেরকে আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ (জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি) বার বার পাঠ করতে লাগলাম। তখন তৃতীয় একজন ফিরিশ্‌তা তাদের দু'জনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তিনি আমাকে বললেন, ভয় করোনা (এরপর আমি জেগে গেলাম) স্বপ্নটি (আমার বোন) হাফসা (রা)-এর নিকট বললাম। তিনি তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্‌ অত্যন্ত ভাল মানুষ। যদি সে শেষ রাতে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করত (তবে আরও ভাল হত) (তাঁর পুত্র) সালিম (র) বলেন, এরপর আবদুল্লাহ (রা) রাতে অতি অল্প সময়ই ঘুমাতেন।

٣٤٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ اَنَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ -

৩৪৬৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) .... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট বলেছেন যে, আবদুল্লাহ অত্যন্ত নেক ব্যক্তি।

٢٠٩٩. بَابُ مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২০৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ আম্মার ও হুযায়ফা (রা)-এর মর্যাদা

٣٤٧٠ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلْتُ : اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَاَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ اِلَيْهِمْ ، فَاِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى جَنْبِيْ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا : اَبُوْ الدَّرْدَاءِ ، فَقُلْتُ اِنِّيْ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُيَسِّرَلِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا ، فَيَسَّرَكَ لِيْ ، قَالَ

مِمَّنْ اَنْتَ ؟ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ ، قَالَ اَوَ لَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ اُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَلَيْسَ فِيْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ ﷺ اَوَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِىْ لاَيَعْلَمُ اَحَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ يَقْرَاُ عَبْدُ اللّٰهِ ، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَ الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى ، قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِيْهِ اِلٰى فِىَّ –

৩৪৭০ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম (সেখানে পৌঁছে) দু' রাকআত (নফল) সালাত আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে একজন নেক্‌কার সাথী মিলিয়ে দিন। তারপর আমি একটি জামাআতের নিকট এসে তাদের নিকট বসলাম। তখন একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমার পাশেই বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে ? তারা উত্তরে বললেন, ইনি আবূ দারদা (রা)। আমি তখন তাঁকে বললাম, একজন নেক্‌কার সাথীর জন্য আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলাম। আল্লাহ আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কোথাকার বাসিন্দা ? আমি বললাম, আমি কুফার বাসিন্দা। তিনি বললেন, (নবী করীম ﷺ -এর) জুতা, বালিশ এবং অজুর পাত্র বহনকারী সর্বক্ষণের সহচর ইব্‌ন উম্মে আবদ (রা) কি তোমাদের ওখানে নেই ? তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তি নেই যাকে আল্লাহ শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন ? (অর্থাৎ আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) তোমাদের মধ্যে কি নবী করীম ﷺ-এর গোপন তথ্য অভিজ্ঞ লোকটি নেই ? যিনি ব্যতীত অন্য কেউ এসব রহস্য জানেন না (অর্থাৎ হুযায়ফা (রা) তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূরা وَاللَّيْلِ কি ভাবে পাঠ করতেন ? তখন আমি তাকে সুরাটি পড়ে শুনালাম ঃ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সূরাটি সরাসরি এ ভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন।[১]

٣٤٧١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ اِلَى الشَّامِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسَ اِلٰى اَبِىْ الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ اَنْتَ ؟

১. প্রচলিত কিরআতে সূরাটির এ অংশে আছে ঃ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ দারদা (রা)-এর কিরাআতে وَمَا خَلَقَ শব্দটি নাই। অবশ্য এতে অর্থের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

قَالَ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ ، قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْمِنْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ عَمَّارًا، قُلْتُ بَلٰى قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمْ صَاحِبِ السِرَّ الَّذِىْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِىْ حُذَيْفَةَ ، قُلْتُ بَلٰى ، قَالَ اَوْ لَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ اَوِ السَّوَادِ ؟ قَالَ بَلٰى ، قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى عُلْتُ وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى قَالَ مَازَالَ بِىْ هٰؤُلَاءِ حَتّٰى كَادُوْا يَسْتَنْزِلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৩৪৭১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) .... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলকামা (র) একবার সিরিয়ায় গেলেন। যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্, আমাকে একজন নেক্কার সাথী মিলিয়ে দিন। তখন তিনি আবূ দারদা (রা)-এর নিকট গিয়ে বসলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথাকার বাসিন্দা। আমি বললাম, কুফার বাসিন্দা। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তিটি নেই যাঁকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জবানীতে শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আম্মার (ইব্ন ইয়াসির) (রা)। আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে নবী করীম ﷺ-এর গোপন তথ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিটি কি নেই যিনি ব্যতীত অন্য কেউ এ সব গোপন রহস্যাদি জানেন না ? অর্থাৎ হুযায়ফা (রা)। আমি বললাম, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে কি নবী করীম ﷺ-এর মিস্ওয়াক ও সামান বহনকারী (নিত্য সহচর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)) নেই ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আবদুল্লাহ وَاللَّيْلِ কিভাবে পাঠ করেন। আমি বললাম وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়েন। তখন তিনি বললেন, (এভাবে পড়ার কারণে) নবী করীম ﷺ থেকে যেভাবে শুনেছিলাম এরা (সিরিয়াবাসী) তা থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

٢١٠٠. بَابُ مَنَاقِبِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০০. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ উবাইদা ইব্ন জার্‌রাহ (রা)-এর মর্যাদা

٣٤٧٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَلِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ

اَمِيْنًا وَاِنَّ اَمِيْنَنَا اَيَّتُهَا الْاُمَّةُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ –

৩৪৭২ আমর ইব্‌ন আলী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন আমীন (অত্যন্ত বিশ্বস্ত) ব্যক্তি থাকেন আর আমাদের এই উম্মতের মধ্যে আমীন ব্যক্তি হচ্ছে আবূ উবাইদা ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা)।

٣٤٧٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَهْلِ نَجْرَانَ لَاَبْعَثَنَّ حَقَّ اَمِيْنٍ ، فَاَشْرَفَ اَصْحَابُهُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ –

৩৪৭৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নাজরানবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন; আমি (তোমাদের ওখানে) এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব যিনি হবেন অত্যন্ত আমীন ও বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি ﷺ আবূ উবাইদা (রা)-কে পাঠালেন।

٢١٠١. بَابُ ذِكْرِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ

২১০১. পরিচ্ছেদ ঃ মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা)-এর বর্ণনা

٢١٠٢. بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَانَقَ النَّبِىُّ ﷺ الْحَسَنَ

২১০২. পরিচ্ছেদ ঃ হাসান ও হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা। নাফি ইব্‌ন জুবাইর (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ হাসান (রা)-এর সাথে আলিঙ্গন করেছেন

٣٤٧٤ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ اِلٰى جَنْبِهِ يَنْظُرُ اِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَاِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُوْلُ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

৩৪৭৪ সাদাকা (ইব্‌ন ফায্‌ল) (র) .... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম ﷺ-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি, ঐ সময় হাসান (রা) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকদের দিকে আবার হাসান (রা)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার এ সন্তান (পৌত্র) সায়্যেদ (নেতা) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিবাদমান দু'দল মুসলমানের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করিয়ে দিবেন।

٣٤٧٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ أُحِبُّهُمَا فَاحِبَّهُمَا -

৩৪৭৫ মুসাদ্দাদ (র) .... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং হাসান (রা)-কে এক সাথে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি এদের দু'জনকে মহব্বত করি, আপনিও এদেরকে মহব্বত করুন। অথবা এরূপ কিছু বলেছেন।

٣٤٧٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُتِىَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجُعِلَ فِىْ طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِىْ حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ اَنَسٌ كَانَ اَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَخْضُوْبًا بِالْوَسْمَةِ -

৩৪৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের সম্মুখে হুসাইন (রা)-এর (বিচ্ছেদকৃত) মস্তক আনা হল এবং একটি বড় পাত্রে তা রাখা হল। তখন ইব্‌ন যিয়াদ তাঁর (নাকে মুখে) খুচাতে লাগল এবং তাঁর রূপ লাবণ্য সম্পর্কে কটুক্তি করল। আনাস (রা) বললেন, (নবী করীম ﷺ-এর পরিবার বর্গের মধ্যে) হুসাইন (রা) গঠন ও আকৃতিতে নবী করীম ﷺ-এর অবয়বের সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। (শাহাদত বরণকালে) তাঁর চুল ও দাঁড়িতে ওয়াসমা (এক প্রকার পাতার রস) দ্বারা কলপ লাগানো ছিল।

٣٤٧٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَدِىٌّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ عَاتِقِهِ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ أُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ -

৩৪৭৭ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসানকে নবী ﷺ-এর কাঁধের উপর দেখেছি। তখন তিনি ﷺ বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস।

٣٤٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُوْلُ بِأَبِيْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ شَبِيْهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ -

৩৪৭৮ আবদান (র) .... উক্‌বা ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বক্‌র (রা)-কে দেখলাম, তিনি হাসান (রা)-কে কোলে তুলে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, এ-ত নবী করীম ﷺ-এর সদৃশ, আলীর সদৃশ নয়। তখন আলী (রা) (নিকটেই দাঁড়িয়ে) হাঁসছিলেন।

٣٤٧٩ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَصَدَقَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أُرْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِيْ أَهْلِ بَيْتِهِ -

৩৪৭৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মায়ীন ও সাদাকা (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) বললেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জন কর।

٣٤٨٠ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ -

৩৪৮০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর পরিবারে হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর চেয়ে নবী ﷺ-এর অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিলেন না। আবদুর রায্‌যাক (র) ...... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٣٤٨١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوْبَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ نُعَيْمٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ

رَجُلٌ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ اَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ ، فَقَالَ اَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُوْنَ عَنْ قَتْلَ الذُّبَابِ ، وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا

৩৪৮১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে ইরাকের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইহ্রামের অবস্থায় মশা-মাছি মারা জায়েয আছে কি ? তিনি বললেন, ইরাকবাসী মশা-মাছি মারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে অথচ তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাতীকে হত্যা করেছে। নবী ﷺ বলতেন, হাসান ও হুসাইন (রা) আমার কাছে দুনিয়ার দু'টি পুষ্প বিশেষ।

٢١٠٣ بَابُ مَنَاقِبِ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِى الْجَنَّةِ

২১০৩. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ বকর (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) বিলাল ইব্ন রাবাহ্ (রা)-এর মর্যাদা। নবী করীম ﷺ বলেন, (হে বিলাল) জান্নাতে আমি তোমার জুতার শব্দ আমার আগে আগে শুনেছি

٣٤٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ اَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ اَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِىْ بِلاَلاً -

৩৪৮২ আবূ নু'আঈম (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলতেন, আবূ বকর (রা) আমাদের নেতা এবং মুক্ত করেছেন আমাদের একজন নেতা বিলাল (রা)-কে।

٣٤٨٣ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اسْمٰعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ اَنَّ بِلاَلاً قَالَ لاَبِىْ بَكْرٍ : اِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِىْ لِنَفْسِكَ فَامْسِكْنِىْ وَاِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِىْ لِلّٰهِ فَدَعْنِىْ وَعَمَلَ اللّٰهِ -

৩৪৮৩ ইব্ন নুমাইর (র) .... কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিলাল (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত কাজের জন্য আমাকে ক্রয় করে থাকেন তবে আপনার খেদমতেই

আমাকে রাখুন আর যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের (আযাদ করার) আশায় আমাকে ক্রয় করে থাকেন, তাহলে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করার সুযোগ দান করুন।

٢١٠٤. مَنَاقِبِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২১০৪. পরিচ্ছেদ ঃ (আবদুল্লাহ) ইব্ন আব্বাস (রা) এর মর্যাদা

٣٤٨٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى صَدْرِهِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الحِكْمَةَ –

৩৪৮৪ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্, তাকে হিক্‌মত শিক্ষা দান করুন।

٣٤٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ قَالَ الْبُخَارِىْ وَالْحِكْمَةَ الْاَصَابَةُ فِىْ غَيْرِ النُّبُوَّةِ –

৩৪৮৫ আবূ মামার (র) .... আবদুল ওয়ারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী করীম ﷺ এ কথাটিও বলেছিলেন) ইয়া আল্লাহ্, তাকে কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করুন। মূসা (রা) ..... খালিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমার বুখারী (র) বলেন الحكمة। অর্থ নবুওয়াতের বিষয় ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

٢١٠٥. بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০৫. পরিচ্ছেদ ঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) এর মর্যাদা

٣٤٨٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعٰى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ

فَأُصِيْبَ ثُمَّ جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّٰى اَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ -

৩৪৮৬ আহমদ ইব্‌ন ওয়াকিদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ (মূতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী যায়েদ (ইব্‌ন হারিসা) জাফর (ইব্‌ন আবূ তালিব) ও (আবদুল্লাহ) ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ আসার পূর্বেই আমাদিগকে শুনিয়ে ছিলেন। তিনি বলছিলেন, যায়েদ (রা) পতাকা ধারণ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। তারপর জাফর (রা) পতাকা ধারণ করে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) পতাকা হাতে নিয়ে শাহাদাত বরণ করলেন। তিনি যখন এ কথাগুলি বলছিলেন তখন তাঁর উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। (এরপর বললেন) আল্লাহ তা'আলার অন্যতম বিশিষ্ট তরবারী (খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা)) পতাকা উঠিয়েছেন অবশেষে আল্লাহ মুসলমানগণকে বিজয় দান করেছেন।

٢١٠٦. بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০৬. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ হুযায়ফা (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম (রা)-এর মর্যাদা

٣٤٨٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللّٰهِ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ بَعْدَ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ وَلاَ اَدْرِىْ بَدَأَ بِاُبَىٍّ اَوْ بِمُعَاذٍ -

৩৪৮৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর মজলিসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর আলোচনা হলে তিনি বললেন, আমি এই ব্যক্তিকে ঐদিন থেকে অত্যন্ত ভালবাসি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ সর্বপ্রথম তাঁর নাম উল্লেখ করলেন, আবূ হুযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে। শেষোক্ত দু'জনের মধ্যে কার নাম আগে উল্লেখ করছিলেন শুধু এ কথাটুকু আমার স্মরণ নেই।

٢١٠٧. مَنَاقِبُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০৭. পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর মর্যাদা

٣٤٨٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا ، وَقَالَ اسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَولى اَبِى حُذَيفَةَ ، وَاُبَىِّ بنِ كَعبٍ ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ـ

৩৪৮৮ হাফস ইব্‌ন উমর (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীল ভাষী ছিলেন না; তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হতে কুরআন শিক্ষা কর, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, সালিম মাওলা আবূ হুযায়ফা, উবাই ইব্‌ন কা'ব ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)।

٣٤٨٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلاً فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ اَرْجُوْا اَنْ يَكُوْنَ اسْتَجَابَ ، قَالَ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ ، قَالَ : اَفَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ ، اَوَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمُ الَّذِىْ اُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، اَوَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ سِرٍّ الَّذِىْ لاَيَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، كَيْفَ قَرَاَ ابْنُ اُمِّ عَبْدٍ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ، قَالَ اَقْرَأَنِيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاهُ اِلٰى فِيَّ فَمَا زَالَ هٰؤُلاَءِ حَتّٰى كَادُّوْا يَرُدُّوْنِىْ ـ

৩৪৮৯ মূসা (র) .... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়া গেলাম, মস্‌জিদে দু'রাকআত (নফল) সালাত আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ্‌, আমাকে একজন সৎ সাথী মিলিয়ে দিন। তখন আমি একজন বৃদ্ধকে আসতে দেখলাম। তিনি ছিলেন আবূ দারদা (রা)। তিনি যখন আমার নিকটে আসলেন, তখন আমি বললাম, আশা করি আমার দু'আ কবুল হয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন স্থানের বাসিন্দা? আমি বললাম, আমার ঠিকানা কুফায়। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে নবী করীম ﷺ-এর জুতা, বালিস ও অজুর পাত্র বহনকারী (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)) কি বিদ্যমান নেই? তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি কি নেই, যাকে শয়তান থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে? (অর্থাৎ আম্মার (রা))। তোমাদের মাঝে কি গোপন তথ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিটি (হুযায়ফা (রা)) নেই, যিনি ব্যতীত এসব গোপন রহস্য অন্য কেউ জানে না। (আমি বললাম, আছেন) তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) وَاللَّيْلِ (রা) কিভাবে পড়েন? আমি পড়লাম, وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى এভাবে পড়েন। তিনি বললেন, নবী ﷺ আমাকে সূরাটি সরাসরি এভাবে পড়তে শিখিয়েছেন। কিন্তু এসব লোক বার বার বলে আমাকে এ থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর উপক্রম করেছে।

٣٤٩٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيْبِ السَّمْتِ وَالْهَدْىِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى نَأْخُذَ عَنْهُ فَقَالَ : مَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِالنَّبِىِّ ﷺ مِنَ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ -

৩৪৯০ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-কে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে অনুরোধ করলাম যার আকার আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী করীম ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য আছে, আমরা তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। হুযায়ফা (রা) বললেন, আকার-আকৃতি, চাল-চালন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রাখেন এমন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) ব্যতীত অন্য কাউকে আমি জানি না।

٣٤٩١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَدِمْتُ اَنَا

وَاَخِىْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَانُرٰى اِلاَّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِىِّ ﷺ لِمَا نَرٰى مِنْ دُخُوْلِ اُمِّهٖ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ -

৩৪৯১ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) .... আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে মদীনায় আগমন করি এবং বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করি। তখন আমরা মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) নবী ﷺ -এর পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে অহরহ নবী করীম ﷺ -এর ঘরে যাতায়াত করতে দেখতাম।

٢١٠٨. ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মু'আবিয়া (রা)-এর আলোচনা

٣٤٩٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَادِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِاِبْنِ عَبَّاسٍ فَاَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

৩৪৯২ হাসান ইব্ন বিশ্‌র (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মু'আবিয়া (রা) ইশার সালাতের পর এক রাকআত মিলিয়ে বিতরের সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর নিকট ইব্ন আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন, তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তাঁকে কিছু বলোনা, কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

٣٤٩٣ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قِيْلَ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِىْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَاِنَّهُ مَا اَوْتَرَ اِلاَّ بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ اِنَّهُ فَقِيْهٌ -

৩৪৯৩ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র). .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলা হল, আপনি আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে এ বিষয় আলাপ করবেন কি ? যেহেতু তিনি বিতর সালাত এক রাকাআত মিলিয়ে আদায় করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি (তাঁর দৃষ্টিতে) ঠিকই করেছেন, কেননা তিনি নিজেই একজন ফকীহ্।

٣٤٩٤ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -

৩৪৯৪ আমর ইব্ন আব্বাস (র) .... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এমন এক সালাত আদায় কর, আমরা (দীর্ঘদিন) নবী ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছি আমরা তাঁকে তা আদায় করতে দেখিনি বরং তিনি এ দু'রাকাআত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পর দু' রাকাআত (নফল)।

٢١٠٩. مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

২১০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ফাতিমা (রা)-এর মর্যাদা। নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফাতিমা (রা) জান্নাতবাসী মহিলাদের নেত্রী

٣٤٩٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّيْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا فَقَدْ اَغْضَبَنِيْ -

৩৪৯৫ আবুল ওয়ালীদ (র) .... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফাতিমা আমার (দেহের) অংশ। যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করল সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করল।

٣٤٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِيْ شَكْوَاهُ الَّتِيْ قُبِضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ

فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِىْ وَجْعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِىْ فَاَخْبَرَنِى اَنِّىْ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ اَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৩৪৯৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগে নবী করীম ﷺ ওফাত লাভ করেন সে সময়ে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং তার সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে ফাতিমা (রা) কেঁদে দিলেন। এরপর আবার কাছে ডেকে এনে তার সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে তিনি হেসে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ ব্যাপারে ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে চুপে চুপে অবহিত করলেন যে তিনি এ রোগে ওফাত লাভ করবেন। এতে আমি কেঁদে ছিলাম। তারপর আবার আমাকে চুপে চুপে জানালেন যে আমি তাঁর পরিবার পরিজনের প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর সাথে মিলিত হব। এতে আমি হেসে ছিলাম।

٢١١٠. فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

২১১০. পরিচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা)-এর ফযীলত

٣٤٩٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ اِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَاعَائِشُ هٰذَا جِبْرَائِلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَالاَ اَرٰى تُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৩৪৯৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা, জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি উত্তরে বললাম, "ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি যা দেখতে পান (জিবরাঈলকে) আমি তা দেখতে পাই না। এ কথা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বুঝিয়েছেন।

٣٤٩٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ح حَدَّثَنَا عَمْرٌو اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ

اِلاَّ : مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৩৪৯৮ আদম ও আমর (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান (ঈসা আলাইহিস্ সালামের মাতা) ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (র) ব্যতিত অন্য কেউ তাদের মত কামিল হননি। আর আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদ (গোশ্ত এবং রুটি দ্বারা তৈরী খাদ্য বিশেষ) এর শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর।

٣٤٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৩৪৯৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর।

٣٥٠٠ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقْدَمِيْنَ عَلٰى فَرَطِ صِدْقٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى اَبِيْ بَكْرٍ -

৩৫০০ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রা) যখন (মৃত্যু) রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) এসে বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন, আপনি সত্য পূর্বগামী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর নিকট যাচ্ছেন।

٣٥٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ اِلَى الْكُوْفَةِ

لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ : اِنِّىْ لاَعْلَمُ اَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ابْتَلاَكُمْ لِتَتَّبِعُوْهُ اَوْ اِيَّاهَا -

৩৫০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা)-এর স্বপক্ষে জিহাদে সাহায্য করার জন্য লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আম্মার ও হাসান (রা)-কে কূফায় প্রেরণ করেন। আম্মার (রা) তাঁর ভাষণে একদিন বললেন, এ কথা আমি ভালভাবেই জানি যে, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানিত সহধর্মিণী। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন যে তোমরা কি আলী (রা)-এর আনুগত্য করবে না, আয়েশা (রা)-এর আনুগত্য করবে।

٣٥٠٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ ، فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهٖ فِىْ طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَهَلَكَتْ ، فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ ، فَلَمَّا اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ ، قَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً -

৩৫০২ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (তাঁর বোন) আসমা (রা)-এর নিকট থেকে একটি হার চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে হারটি হারিয়ে যায়। এর অনুসন্ধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেলে তাঁরা পানির অভাবে অযূ ছাড়াই সালাত আদায় করলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর কাছে এসে এই বিষয়ে অভিযোগ পেশ করলেন। তখন তায়াইম্মুমের আয়াত নাযিল হল। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) বললেন, (হে আয়েশা) আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহ্‌র কসম! যখনই আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই আল্লাহ তা'আলা এর সমাধান করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্য এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

٣٥٠٣ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا كَانَ فِىْ مَرَضِهٖ جَعَلَ يَدُوْرُ فِىْ نِسَائِهٖ

وَيَقُوْلُ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا حِرْصًا عَلٰى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِىْ سَكَنَ -

৩৫০৩ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন (পূর্বরীতি অনুযায়ী) সহধর্মিণীগণের ঘরে ঘরে ধারাবাহিকভাবে অবস্থান করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থানের আগ্রহে এ কথাটি বলতেন, "আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব ? আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব ? আয়েশা (রা) বলেন, আমার ঘরে অবস্থানের নির্ধারিত দিনই নবী ﷺ ইন্তিকাল করেন।

٣٥٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ ، فَقُلْنَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ وَاللّٰهِ اِنَّ النَّاسَ يَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَاِنَّا نُرِيْدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيْدُهُ عَائِشَةُ فَمُرِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ اَنْ يَهْدُوْا اِلَيْهِ حَيْثُمَا كَانَ اَوْ حَيْثُمَا دَارَ ، قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ اُمُّ سَلَمَةَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَتْ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ فَلَمَّا عَادَ اِلَىَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ ، فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ لاَ تُؤْذِيْنِىْ فِىْ عَائِشَةَ ، فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَانَزَلَ عَلَىَّ الْوَحْىُ وَاَنَا فِى لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرِهَا -

৩৫০৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদীয়া প্রদানের জন্য আয়েশা (রা)-এর গৃহে তাঁর অবস্থানের দিন তালাশ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন আমার সতীনগণ উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট সমবেত হয়ে বললেন, হে উম্মে সালামা। আল্লাহ্‌র কসম, লোকজন তাদের হাদীয়াসমূহ প্রেরণের জন্য আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থানের দিন তালাশ করেন। আয়েশা (রা)-এর ন্যায় আমরাও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি। আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলুন, তিনি যেন লোকদের বলে দেন, তারা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই তারা হাদীয়া পাঠিয়ে দেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কথা শুনে মুখ

ফিরিয়ে নিলেন। পরে আমার গৃহে অবস্থানের জন্য পুনরায় আসলে আমি ঐ কথা তাঁকে বলি। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারেও আমি ঐ কথা তাঁকে বললাম, তিনি বললেন, হে উম্মে সালামা! আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিবে না। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের মধ্যে আয়েশা (রা) ব্যতীত অন্য কারো শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি।

٢١١١. بَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ ، وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوْتُوْا

২১১১. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারগণের মর্যাদা। (আল্লাহ তা'আলা বলেন) ঃ আর যারা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্ব হতেই এ নগরীতে (মদীনাতে) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে এবং মুহাজিরগণকে ভালবাসে আর মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙক্ষা পোষণ করে না। (৫৯ ঃ ৯)

٣٥٠٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَرَأَيْتَ اسْمَ الْاَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمُّوْنَ بِهِ اَمْ سَمَّاكُمُ اللّٰهُ ؟ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللّٰهُ ، كُنَّا نَدْخُلُ عَلٰى اَنَسٍ فَيُحَدِّثُنَا مَنَاقِبَ الْاَنْصَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَىَّ اَوْ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَزْدِ ، فَيَقُوْلُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا –

৩৫০৫ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... গায়লান ইব্ন জারীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের আনসার নামকরণ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ? এ নাম কি আপনারা করেছেন না আল্লাহ্ আপনাদের এ নামকরণ করেছেন ? আনাস (রা) বললেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ নামকরণ করেছেন। (গায়লান (র) বলেন) আমরা (বসরায়) যখন আনাস (রা)-এর নিকট যেতাম, তখন তিনি আমাদেরকে আনসারদের গুণাবলী ও কীর্তিসমূহ বর্ণনা করে শুনাতেন। তিনি আমাকে অথবা আয্দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমার গোত্র অমুক দিন অমুক (কৃতিত্বপূর্ণ) কাজ করেছেন, অমুক দিন অমুক (সাহসীকতা পূর্ণ) কাজ করেছেন।

٣٥٠٦ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَدِمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلأُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوْا فَقَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فِىْ دُخُوْلِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ ـ

৩৫০৬ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ (যা আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে দীর্ঘ একশ বিশ বছর স্থায়ী ছিল) এমন একটি যুদ্ধ ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা (মদীনার পরিবেশকে) তাঁর (রাসূলের অনুকূল করার জন্য) মদীনা আগমনের পূর্বেই ঘটিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন সেখানকার সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছিল। তাদের ইসলাম গ্রহণকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -এর জন্য অনুকূল করে দিয়েছিলেন।

٣٥٠٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَاَعْطٰى قُرَيْشًا وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ اِنَّ سُيُوْفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ ، وَغَنَائِمُنَا تُوَدُّ عَلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِىُّ ﷺ فَدَعَا الْاَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَاالَّذِىْ بَلَغَنِىْ عَنْكُمْ وَكَانُوْا لاَ يَكْذِبُوْنَ ، فَقَالُوْا هُوَ الَّذِىْ بَلَغَكَ قَالَ اَوَلاَ تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ اِلٰى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ ، لَوْسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَو شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَهُمْ ـ

৩৫০৭ আবুল ওয়ালীদ (র) .... আবূ তাইয়্যাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে মালে গনীমত দিলে কতিপয় আনসার বলেছিলেন যে, এ বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি কুরাইশদের আমাদের গনীমতের মাল

দিলেন অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ কথা পৌছলে তিনি আনসারদেরকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের থেকে যে কথাটি শুনতে পেলাম, সে কথাটি কি ছিল ? যেহেতু তাঁরা মিথ্যা কথা বলতেন না, সেহেতু তাঁরা বললেন, আপনার নিকট যা পৌছেছে তা সত্যই। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে লোকজন গনীমতের মাল নিয়ে তাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি আনসারগণ উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই চলব।

٢١١٢. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ لاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১১২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর উক্তি ঃ যদি হিজরত না হত তবে আমি একজন আনসার-ই হতাম। আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে একথা বর্ণনা করেছেন

৩৫০৮ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ اَنَّ الاَنْصَارَ سَلَكُوْا وَادِيًا اَوْشِعْبًا لَسَلَكْتُ فِيْ وَادِيْ الاَنْصَارِ، وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اَمْرَأً مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا ظَلَمَ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ آوَوْهُ وَنَصَرُوْهُ اَوْ كَلِمَةً اُخْرٰى -

৩৫০৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ অথবা তিনি বলেছেন আবুল কাসিম বলেন, আনসারগণ যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলব। যদি হিজরত (এর বিধান) না হত, তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ এ কথায় কোন অত্যুক্তি করেন নাই। আমার মাতা-পিতা তাঁর উপর কুরবান হউক তারা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, সর্বতোভাবে সাহায্য-সহায়তা করেছেন। অথবা এরূপ কিছু বলেছেন।

٢١١٣. بَابُ اِخَاءُ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

২১১৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

٣٥٠٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٗ قَالَ لَمَّا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّيْ اَكْثَرُ الْاَنْصَارِ مَالاً فَاَقْسِمُ مَالِيْ نِصْفَيْنِ وَلِيْ امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ اَعْجَبْهُمَا اِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِيْ اُطَلِّقْهَا فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اَيْنَ سُوْقُكُمْ ؟ فَدَلُّوْهُ عَلٰى سُوْقِ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ اِلاَّ وَمَعَهٗ فَضْلٌ مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهٖ اَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ ، قَالَ كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا ؟ قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ اَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ شَكَّ اِبْرَاهِيْمُ -

৩৫০৯ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ ও সা'দ ইব্ন রাবী (রা) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। তখন তিনি (সা'দ (রা)) আবদুর রাহমান (রা) কে বললেন, আনসারদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদকে দু'ভাগ করে নিন। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে,আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দতান্তে আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন। আবদুর রাহমান (রা) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবারে এবং সম্পদে বরকত দান করুন। (আমাকে দেখিয়ে দিন) আপনাদের (স্থানীয়) বাজার কোথায় ? তারা তাঁকে বনূ কায়নুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন। (কয়েক দিন পর) যখন ঘরে ফিরলেন তখন (ব্যবসায় মুনাফা হিসেবে) কিছু পনীর ও কিছু ঘি সাথে নিয়ে ফিরলেন। এরপর প্রত্যহ সকাল বেলা বাজার যেতে লাগলেন। একদিন নবী করীম ﷺ-এর কাছে এমতাবস্থায় আসলেন যে, তাঁর শরীর ও কাপড়ে হলুদ রং এর চিহ্ন ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, ব্যাপার কি! তিনি (আবদুর রাহমান) (রা) বললেন, আমি (একজন আনসারী মহিলাকে) বিয়ে করেছি। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আটির পরিমাণ অথবা খেজুরের এক আটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি।

٣٥١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَاٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ ، فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ عَلِمَتِ الْاَنْصَارُ اَنِّىْ مِنْ اَكْثَرِهَا مَالاً سَاَقْسِمُ مَالِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِىْ امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ اَعْجَبَهُمَا اِلَيْكَ فَاُطَلِّقُهَا حَتّٰى اِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى اَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَاَقْطٍ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْيَمْ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ مَا سُقْتَ فِيْهَا ، قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৫১০ কুতায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) হিজরত করে আমাদের কাছে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্ন রাবী (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিলেন। তিনি (সাদ (রা) ছিলেন অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি। সা'দ (রা) বললেন, সকল আনসারগণ জানেন যে আমি তাঁদের মধ্যে অধিক বিত্তবান ব্যক্তি। আমি অচিরেই আমার ও তোমার মাঝে আমার সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দিব দুই ভাগে। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে; তোমার যাকে পছন্দ হয় বল, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত পালন শেষ হলে তুমি তাকে বিয়ে করে নিবে। আবদুর রাহমান (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনার পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। (এরপর তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন) বাজার থেকে মুনাফা স্বরূপ ঘি ও পনীর সাথে নিয়ে ফিরলেন। অল্প কয়েকদিন পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলেন। তখন তাঁর শরীরে ও কাপড়ে হলুদ রংয়ের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ? তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি অথবা (বলেছেন) একটি আটি পরিমান স্বর্ণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

٣٥١١ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اُقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّخْلَ قَالَ لاَ قَالَ تَكْفُوْنَ الْمَؤُنَةَ وَتُشْرِكُوْنَا فِى اَمْرٍ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

৩৫৯১ সালত ইব্‌ন মুহাম্মদ আবূ হাম্মাম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ বললেন, (হে আল্লাহ্‌র রাসূল) আমাদের খেজুরের বাগানগুলি আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মাঝে বন্টন করে দিন। তিনি (নবী করীম ﷺ) বললেন, না, (ভাগ করে দেয়ার প্রয়োজন নেই।) তখন আনসারগণ (মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করে) বললেন, আপনারা বাগানগুলির রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের সহায়ক হউন এবং উৎপাদিত ফসলের অংশীদার হয়ে যান। মুহাজিরগণ বললেন, আমরা ইহা (সর্বান্তকরণে) মেনে নিলাম।

٢١١٤. بَابُ حُبِّ الْاَنْصَارِ

২১১৪. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারদের প্রতি ভালবাসা

٣٥١٢ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْاَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ اِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ -

৩৫৯২ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ছাড়া আনসারগণকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ঘৃণা করবেন।

٣٥١٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ -

৩৫১৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আনসারদের প্রতি মুহব্বত ঈমানেরই নিদর্শন এবং তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকীর পরিচায়ক।

٢١١٥. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَنْصَارِ أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

২১১৫. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারদের লক্ষ্য করে নবী ﷺ -এর উক্তি ঃ মানুষের মাঝে তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়

٣٥١٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُمْثِلاً فَقَالَ : اللّٰهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ -

৩৫১৪ আবূ মা'মার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আনসারের) কতিপয় বালক-বালিকা ও মহিলাকে রাবী বলেন, আমার মনে হয়– তিনি বলেছিলেন, কোন শাদীর অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখে নবী করীম ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

٣٥١٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ مَرَّتَيْنِ -

৩৫১৫ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন কাসীর (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন আনসারী মহিলা তার শিশুসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন। একথাটি তিনি দু'বার বললেন।

٢١١٦. بَابُ اَتْبَاعُ الْاَنْصَارِ

২১১৬. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারদের অনুসারিগণ

٣٥١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ اَبَا حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَتِ الْاَنْصَارِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِكُلِّ نَبِيٍّ اَتْبَاعُ وَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَابِهِ فَنَمَيْتُ ذٰلِكَ اِلَى ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذٰلِكَ زَيْدٌ -

৩৫১৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা) .... যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন কতিপয়) আনসার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেক নবীরই অনুসারী ছিলেন। আমরাও আপনার অনুসারী। আপনি আমাদের উত্তরসুরিদের জন্য দু'আ করুন যেন তারা (সর্বতোভাবে) আপনার অনুসারী হয়। তিনি (আকাঙক্ষা অনুযায়ী) দু'আ করলেন। (আমর একজন রাবী বলেন) আমি এই হাদীসটি (আবদুর রাহমান) ইব্‌ন আবূ লায়লার নিকট বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) এ ভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥١٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَمْزَةَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ اَتْبَاعًا وَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهُ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَتْبَاعَهُمْ مِنْهُم ، قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِاِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنُّهُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ -

৩৫১৭ আদম (র) .... আবূ হামযা (রা) নামক একজন আনসারী থেকে বর্ণিত, কতিপয় আনসার (রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে) বললেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে (তাদের রাসূলের) অনুসরণকারী একটি দল থাকে। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরাও আপনার অনুসরণ করছি। আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন যেন আমাদের পরবর্তীগণ (সর্বক্ষেত্রে) আমাদের (মত আপনার একনিষ্ঠ) অনুসারী হয়। নবী করীম ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্, তাঁদের পরবর্তীগণকে (সম্পূর্ণ) তাদের মত করে দাও। আমর (র) বলেন। আমি হাদীসটি আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (রা)-কে বললাম। তিনি বললেন, যায়েদও এইভাবে হাদীসটি বলেছেন। শুবা (র) বলেন, আমার ধারণা, ইনি যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-ই হবেন।

٢١١٧. بَابُ فَضْلُ دُوَرِ الْأَنْصَارِ

২১১৭. পরিচ্ছেদ ঃ আনসার গোত্রগুলোর মর্যাদা

٣٥١٨ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَن اَبِىْ أُسَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ ابْنُ خَزْرَجٍ ، ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ مَا اَرَى النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا ؟ فَقِيْلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ اَبُوْ أُسَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ –

৩৫১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, তারপর বানূ আবদুল আশহাল তারপর বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ তারপর বানূ সায়িদা এবং আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। এ শুনে সা'দ (রা) বললেন, নবী করীম ﷺ অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করেছেন ? তখন তাকে বলা হল; তোমাদেরকে তো অনেক গোত্রের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। আবদুস সামাদ (র) .... আবূ উসাইদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।· সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা) বলেছেন।

٣٥١٩ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَنْ يَحْيٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ أُسَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الْاَنْصَارِ اَوْ قَالَ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ وَبَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُوْ سَاعِدَةَ –

৩৫১৯ সাদ ইব্‌ন হাফস (র) .... আবূ উসায়দ (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আনসারদের মধ্যে বা আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, বানূ আবদুল আশহাল, বানূ হারিস ও বানূ সায়িদা।

٣٥٢٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَاسُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ خَيْرَ دُوَرِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِيْ الْحَارِثِ ، ثُمَّ بَنِيْ سَاعِدَةَ وَفِيْ كُلِّ دُوَرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقْنَا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ اَبُوْ أُسَيْدٍ اَلَمْ تَرَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلَنَا اَخِيْرًا ، فَاَدْرَكَ سَعْدُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ خُيِّرَ دُوَرُ الْاَنْصَارِ فَجُعِلْنَا اٰخِرًا ، فَقَالَ اَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْخِيَارِ -

৩৫২০ খালিদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র) .... আবূ হুমায়দ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, তারপর বানূ আবদুল আশহাল, তারপর বানূ হারিস এরপর বানূ সায়িদা। আনসারদের সকল গোত্রে রয়েছে কল্যাণ। (আবূ হুমায়দ (র) বলেন,) আমরা সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন আবূ উসায়দ (রা) বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, নবী করীম ﷺ আনসারদের পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সকলের শেষ পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন ? তা শুনে সা'দ (রা) নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনসার গোত্রগুলোকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সকলের শেষ পর্যায়ে স্থান দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমরাও শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ ?

٢١١٨. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْاَنْصَارِ اِصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১১৮. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারদের সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর উক্তি ঃ তোমরা ধৈর্যধারণ করবে অবশেষে আমার সংগে হাওযে কাউসারের নিকট সাক্ষাত করবে। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٣٥٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّهُ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ

قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فلاَنًا ؟ قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ -

৩৫২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না ? তিনি ﷺ বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হল হাউযে কাউসার।

٣٥٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ خَرَجَ مَعَهُ اِلَى الْوَلِيْدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ اَلاَنْصَارَ اِلٰى اَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لاَ : اِلاَّ اَنْ تُقْطِعَ لاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَهَا قَالَ اَمَّالاَ : فَاصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ فَاِنَّهُ سَيُصِيْبُكُمْ اُثْرَةٌ بَعْدِيْ -

৩৫২২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত তিনি যখন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সঙ্গে ওয়ালীদ (ইব্‌ন আবদুল মালিক)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাসরা থেকে দামেস্ক সফর করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম ﷺ বাহ্‌রাইনের জমি তাদের জন্য (জায়গীর হিসাবে) বরাদ্দ করার উদ্দেশ্যে আনসারদিগকে আহবান করলে তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের মুহাজির ভাইদের জন্য এরূপ জায়গীর বরাদ্দ না করা পর্যন্ত আমরা তা গ্রহণ করব না। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা যদি তা গ্রহণ করতে না চাও, তবে (কিয়ামতের ময়দানে) হাউযে কাউসারের নিকটে আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে থাক। কেননা অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে, আমার পরে তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

٢١١٩. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

২১১৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর দু'আ (হে আল্লাহ্!) আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল করুন

٣٥٢٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِيَاسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَعَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ -

৩৫২৩ আদম (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। হে আল্লাহ্‌! আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল করুন। কাতাদা (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন হে আল্লাহ! আনসারকে ক্ষমা করে দিন।

٣٥٢٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ نِ الطَّوِيْلِ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدَا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدَا

فَاَجَابَهُمُ اللّٰهُمَّ لاَعَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةَ ، فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

৩৫২৪ আদম (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দক যুদ্ধের পরিখা খননকালে বলছিলেন, আমরা হলাম ঐ সমস্ত লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর হাতে জিহাদের জন্য বায়'আত করেছি যত দিন আমরা বেঁচে থাকব। এর উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। (হে আল্লাহ্‌) আনসারও মুহাজিরদের সম্মান বৃদ্ধি করে দিন।

٣٥٢٥ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ نَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلٰى اَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةَ ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ -

৩৫২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ওবায়দুল্লাহ (র) .... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন পরিখা খনন করে আমাদের কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌! প্রকৃত জীবন একমাত্র আখিরাতের জীবনই। মুহাজির ও আনসারদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।

٢١٢٠. بَابٌ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

২১২০. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ আর তারা (আনসারগণ) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় (৫৯ ঃ ৯)

٣٥٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَبَعَثَ اِلٰى نِسَائِهٖ فَقُلْنَ مَامَعَنَا اِلاَّ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضُمُّ اَوْ يُضِيْفُ هٰذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلَى امْرَأَتِهٖ ، فَقَالَ اَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ قُوْتَ صِبْيَانِىْ، فَقَالَ هَيِّئْ طَعَامَكِ، وَاَصْبِحِىْ سِرَاجَكِ وَنَوِّمِىْ صِبْيَانَكِ ، اِذَا اَرَادُوْا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا ، وَاَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا ، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ، ثُمَّ قَامَتْ كَاَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاَطْفَاَتْهُ فَجَعَلاَ يُرِيَانِهٖ اَنَّهُمَا يَأْكُلاَنِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ، فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِكَ اللّٰهُ اللَّيْلَةَ اَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

৩৫২৬ মুসাদ্দাদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে এল। তিনি ﷺ খাদ্য দ্রব্য কিছু আছে কিনা তা জানার জন্য) তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আছ যে এই (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তিকে মেহমান হিসাবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন জনৈক আনসারী সাহাবী (আবূ তালহা (রা) বললেন, আমি (পারব)। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে (বাড়িতে) গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের আহার্য ব্যতীত আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। (স্বামীর কথা অনুযায়ী) সে বাতি

জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরী ছিল তা উপস্থিত করল। (তারপর মেহমান সহ তারা খেতে বসলেন) বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তাঁরা উভয়েই (বাচ্চারাসহ) সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট গেলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের গত রাতের কার্যকলাপ দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশী হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন। (আনসারদের অন্যতম গুণ হল এই)ঃ তারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (৫৯ঃ ৯)

٢١٢١. بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ اقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيْئِهِمْ

২১২১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর উক্তি ঃ তাদের (আনসারদের) নেক্কারদের পক্ষ হতে (উত্তম কার্য) কবূল কর, এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিকারীদের ক্ষমা করে দাও

٣٥٢٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى اَبُوْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا شَاذَانُ اَخُوْ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا اَبِيْ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : مَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُوْنَ فَقَالَ مَايُبْكِيْكُمْ ؟ قَالُوْا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ عَصَّبَ عَلٰى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَاِنَّهُمْ كَرِشِيْ وَعَيْبَتِيْ وَقَدْ قَضَوُا الَّذِيْ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِيْ لَهُمْ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

৩৫২৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবূ আলী (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত তখন আবূ বকর ও আব্বাস (রা) আনসারদের

কোন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে দেখতে পেলেন যে, তারা (সকলেই বসে বসে) কাঁদছেন। তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন ? তাঁরা বললেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে আমাদের মজলিস স্মরণ করে কাঁদছি। তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে আনসারদের অবস্থা বললেন, রাবী বললেন, (তা শুনে) নবী করীম ﷺ চাদরের কিনারা দিয়ে মাথা বেঁধে (ঘর থেকে) বেরিয়ে আসলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। এ দিনের পর আর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন নি। তরপর হামদ ও সানা পাঠ করে সমবেত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আনসারগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছি; কেননা তাঁরাই আমার অতি আপনজন, তাঁরাই আমার বিশ্বস্ত লোক। তারা তাঁদের উপর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। তাঁদের যা প্রাপ্য তা তাঁরা এখনো পায়নি। তাঁদের নেক লোকদের উত্তম কার্যকলাপ সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাঁদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করবে।

٣٥٢٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيْلِ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًابِهَا عَلٰى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَتَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتّٰى يَكُوْنُوْا كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، فَمَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ اَمْرًا يَضُرُّفِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعُهُ ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ –

৩৫২৮ আহমদ ইব্‌ন ইয়াকুব (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (অন্তিম পীড়ায় আক্রান্তকালে) একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে, চাদরের দু-প্রান্ত দু'কাধে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটি কাল রঙের পাগড়ী বেঁধে (ঘর থেকে) বের হলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। হামদ ও সানার পর বললেন, হে লোক সকল, জনসংখ্যা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর আনসারগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে যাবে! এমনকি তারা খাদ্য-দ্রব্যে লবণের মত (সামান্য পরিমাণে) পরিণত হবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে সে ইচ্ছা করলে কারো উপকার বা অপকার করতে পারে, তখন সে যেন নেক্‌কার আনসারদের নেক্ কার্যাবলী কবূল করে এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়।

٣٥٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاَنْصَارُ كَرِشِىْ وَعَيْبَتِىْ وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّوْنَ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

৩৫২৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আনসারগণ আমার অতি আপনজন ও বিশ্বস্ত লোক। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর তাদের সংখ্যাহ্রাস পেতে থাকবে। তাই তাদের নেক্‌কারদের উত্তম কার্যাবলী কবূল কর এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও।

٢١٢٢. بَابٌ مَنَاقِبُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২২. পরিচ্ছেদ ঃ সাদ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٣٠ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : اُهْدِيَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَمَسُّوْنَهَا وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا ، فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هٰذِهٖ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا اَوْ اَلْيَنُ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِىُّ سَمِعَا اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৫৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে এক জোড়া রেশমী কাপড় হাদীয়া স্বরূপ দেয়া হল। সাহাবা কেরাম (রা) তা স্পর্শ করে এর কোমলতায় অবাক হয়ে গেলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, এর কোমলতায় তোমরা অবাক হচ্ছ ? অথচ সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর (জান্নাতে প্রদত্ত) রুমাল এর চেয়ে অনেক উত্তম, অথবা বলেছেন অনেক মুলায়েম। হাদীসটি কাতাদা ও যুহরী (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٥٣١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ مُسَاوِرٍ خَتَنُ اَبِىْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ

اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَعَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ فَاِنَّ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ اهْتَزَّ السَّرِيْرُ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ –

৩৫৩১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... জাবির (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠে ছিল। আমাশ (র) ...... নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, একব্যক্তি জাবির (রা)-কে বলল, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) তো বলেন, জানাযার খাট নড়েছিল। তদুত্তরে জাবির (রা) বললেন, সা'দ ও বারা (রা)-এর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা বিরোধ ছিল, (কিন্তু এটা ঠিক নয়) কেননা, আমি নবী করীম ﷺ-কে عَرْشُ الرَّحْمٰنِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আরশ্ সা'দ ইব্‌ন মু'আযের (মৃত্যুতে) কেঁপে উঠল বলতে শুনেছি।

٣٥٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَاسًا نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيْبًا مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى خَيْرِكُمْ اَوْ سَيِّدِكُمْ فَقَالَ يَاسَعْدُ اِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّيْ اَحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبٰى ذَرَارِيْهُمْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ اَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ –

৩৫৩২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, কতিপয় লোক (বনী কুরায়যার ইয়াহূদীগণ) সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে সালিশ মেনে (দুর্গ থেকে) নেমে আসে (তিনি আহত ছিলেন) তাঁকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠানো হল। তিনি গাধায় সাওয়ার হয়ে আসলেন। যখন (যুদ্ধকালীন অস্থায়ী) মস্‌জিদের নিকটে আসলেন, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠতম

ব্যক্তি অথবা (বললেন) তোমাদের সরদার আসছেন তাঁর দিকে দাঁড়াও। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ! তারা (বনী কুরায়যার ইয়াহূদীগণ) তোমাকে সালিশ মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে এসেছে। সা'দ (রা) বললেন, আমি তাদের সম্পর্কে এ ফয়সালা দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হোক এবং শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করে রাখা হোক। (তাঁর ফয়সালা শুনে) নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছ অথবা (বলে ছিলেন) তুমি বাদশাহর (আল্লাহ্র) ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা করেছ।

٢١٢٣. بَابُ مَنْقَبَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২১২৩. পরিচ্ছেদ ঃ উসায়দ ইব্ন হুযায়র ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٢٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أُسَيْدُ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৫৩৩ আলী ইব্ন মুসলিম (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, দু' ব্যক্তি অন্ধকার রাতে নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে বের হলেন। হঠাৎ তারা তাদের সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন। রাস্তায় তাঁরা যখন ভিন্ন হয়ে পড়লেন তখন আলোটিও তাঁদের উভয়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মা'মার (র) সাবিত (র)র মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এদের একজন উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) এবং অপরজন এক আনসারী ব্যক্তি ছিলেন এবং হাম্মাদ (র) সাবিত (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসায়দ (ইব্ন হুযায়র) ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট ছিলেন।

٢١٢٤. بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২৪. পরিচ্ছেদ ঃ মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ شُعْبَةُ

عَنْ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اسْتَقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ : مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ ، وَاُبَىٍّ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -

৩৫৩৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পাঠ শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে ঃ ইব্ন মাসউদ, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই (ইব্ন কা'ব) ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে।

٢١٢٥. مَنْقَبَةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا

২১২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর মর্যাদা। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি এর পূর্বে নেক লোক ছিলেন[১]

٣٥٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ، ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ ذَاقَدَمٍ فِى الْاِسْلَامِ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ لَهُ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلٰى نَاسٍ كَثِيْرٍ -

৩৫৩৫ ইসহাক (র) .... আবূ উসাইদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোত্র হল, বানু নাজ্জার, তারপর বানু আবদ-ই-আশহাল, তারপর বানু হারিস ইব্ন খাযরাজ তারপর বানু সায়িদা। আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই খায়র ও কল্যাণ রয়েছে। তখন সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, তিনি ছিলেন প্রথম যুগের অন্যতম মুসলমান। আমার ধারণা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন (তদুত্তরে তাঁকে বলা হল, আপনাদেরকে বহু গোত্রের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

১. অর্থাৎ আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা)-এর বর্ণনার অর্থ এ নয় যে, তিনি ইফ্‌ক্-এর ঘটনার পর সৎলোক নন।

٢١٢٦. بَابُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২১২৬. পরিচ্ছেদ ঃ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَاَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خُذُوْا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأَ بِهٖ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ -

৩৫৩৬ আবুল ওয়ালিদ (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর মজলিসে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর আলোচনা চলছিল। তখন তিনি বললেন ; তিনি সে ব্যক্তি যাঁকে নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য শুনার পর থেকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। নবী ﷺ বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (সর্ব প্রথম তিনি এ নামটি বললেন)। সালিম আবূ হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম, মু'আয ইব্ন জাবাল ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)।

٣٥٣٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا قَالَ غُنْدَرٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لأُبَىٍّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِىْ ؟ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى -

৩৫৩৭ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (রা) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বললেন, আল্লাহ "সূরা لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইব্ন কাব (রা) জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ আমার নাম উচ্চারণ করেছেন ? নবী করীম ﷺ বললেন, হাঁ। তখন তিনি (আনন্দের আতিশয্যে) কাঁদলেন।

٢١٢٧. بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২৭. পরিচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٣٨ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَىٌّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لاَنَسٍ مَنْ اَبُوْ زَيْدٍ ؟ قَالَ اَحَدُ عُمُوْمَتِىْ -

৩৫৩৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর যুগে (সর্বপ্রথম) যে চার ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফয করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন আনসারী। (তাঁরা হলেন) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা), মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) আবূ যায়েদ (রা) যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা)। কাতাদা (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আবূ যায়েদ কে ? তিনি বললেন, উনি আমার চাচাদের মধ্যে একজন।

٢١٢٨. بَابُ مَنَاقِبِ اَبِىْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২৮. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ তালহা (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ مُجَوِّبٌ بِهٖ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ ، وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيْدَ الْقَدِّ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُوْلُ اُنْشُرْهَا لاَبِىْ طَلْحَةَ فَاَشْرَفَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ لاَ تُشْرِفْ يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ

الْقَوْمِ نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ ، وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرٰى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ، تُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْاٰنِ فَتُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ اَبِيْ طَلْحَةَ اِمَّا مَرَّتَيْنِ وَاِمَّا ثَلَاثًا -

৩৫৩৯ আবূ মা'মার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবূ তালহা (রা) ঢাল হাতে নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আবূ তালহা (রা) সুদক্ষ তীরন্দায ছিলেন। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে ঐদিন দু' বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি শরাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নবী করীম ﷺ তাকেই বলতেন, তোমরা তীরগুলি আবূ তালহার জন্য রেখে দাও। এক সময় নবী করীম ﷺ মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবূ তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হয়ত শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ। আনাস (রা) বলেন, ঐদিন আমি আবূ বকর (রা)-এর কন্যা আয়েশা (রা)-কে এবং (আমার মাতা) উম্মে সুলায়মকে দেখতে পেলাম যে, তাঁরা পরিধেয় কাপড় এতটুকু পরিমাণ তুলে ফেলেছেন যে, তাঁদের পায়ের খাঁড়ু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা পানির মশক ভরে নিজেদের পিঠে বহন করে এনে আহাতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। পুনরায় ফিরে গিয়ে পানি ভরে নিয়ে আহতদেরকে পান করাচ্ছিলেন। ঐ সময় আবূ তালহা (রা)-এর হাত থেকে (তন্দ্রাবেশে) তাঁর তরবারীখানা দু'বার অথবা তিনবার পড়ে গিয়েছিল।

٢١٢٩. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২৯. পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لِاَحَدٍ يَمْشِيْ عَلَى الْاَرْضِ

اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ وَفِيْهِ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ اَلْآيَةَ قَالَ لاَ اَدْرِىْ قَالَ مَالِكٌ اَلْآيَةَ اَوْ فِى الْحَدِيْثِ -

৩৫৪০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) .... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কারো সম্পর্কে একথাটি বলতে শুনিনি যে, 'নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতবাসী'। সা'দ (রা) বলেন, তাঁরই সম্পর্কে সূরা আহকাফের এ আয়াত নাযিল হয়েছেঃ "এ বিষয়ে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

٣٥٤١ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ السَّمَانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِىْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى وَجْهِهِ اَثَرُ الْخُشُوْعِ فَقَالُوْ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوْ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ وَاللّٰهِ مَايَنْبَغِىْ لاَحَدٍ اَنْ يَقُوْلَ مَالاَ يَعْلَمُ وَسَاُحَدِثُكَ لِمَ ذَاكَ رَاَيْتُ رُؤْيَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنِّىْ فِىْ رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعْتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسْطَهَا عَمُوْدٌمِنْ حَدِيْدٍ اَسْفَلُهُ فِى الْاَرْضِ وَاَعْلاهُ فِى السَّمَاءِ فِىْ اَعلاَهُ عُرْوَةٌ فَقِيْلَ لِىْ ارْقَهْ قُلْتُ لاَ اَسْتَطِيْعُ فَاَتَانِىْ مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِىْ مِنْ خَلْفِىْ فَرَقِيْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِىْ اَعْلاَهَا ، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ ، فَقِيْلَ لَهُ اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَاِنَّهَا لَفِىْ يَدِىْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْاِسْلَامُ ، وَذٰلِكَ الْعَمُودُ عَمُوْدُ الْاِسْلَامِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقٰى ، فَاَنْتَ عَلَى الْاِسْلَامِ حَتّٰى تَمُوْتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ

بْنُ سَلاَمٍ * وَقَالَ لِىْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَصِيْفٌ مَكَانَ مِنْصَفٌ -

৩৫৪১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... কায়েস ইব্‌ন উবাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় মস্‌জিদে বসা ছিলাম। তখন এমন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন যার চেহারায় বিনয় ও নম্রতার ছাপ ছিল। (তাঁকে দেখে) লোকজন বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তি জান্নাতিগণের একজন। তিনি, সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকআত সালাত আদায় করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখন লোকজন বলাবলি করছিল যে, ইনি জান্নাতবাসিগণের একজন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম কারো জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে জানেনা। আমি তোমাকে প্রকৃত ঘটনাটি বলছি কেন ইহা বলা হয়। আমি নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমি দেখলাম যে, আমি যেন একটি বাগানে অবস্থানরত; বাগানটি বেশ প্রশস্ত, সবুজ, (সুন্দর ও শোভাময়)। বাগানের মধ্যে একটি লোহার স্তম্ভ যার নিম্নভাগ মাটিতে এবং উর্ধ্বভাগ আকাশ স্পর্শ করেছে; স্তম্ভের উর্ধ্বে একটি শক্তকড়া সংযুক্ত রয়েছে। আমাকে বলা হল, উর্ধ্বে আরোহণ কর। আমি বললাম, ইহাতো আমার সামর্থের বাইরে। তখন একজন খাদিম এসে পিছন দিক থেকে আমার কাপড় সমেত চেপে ধরে আমাকে আরোহণে সাহায্য করলেন। আমি চড়তে লাগলাম এবং উপরে গিয়ে আংটাটি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হল, শক্তভাবে আংটাটি আঁকড়ে ধর। তারপর কড়াটি আমার হাতের মোঠায় ধারণ অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। নবী করীম ﷺ -এর নিকট স্বপ্নটি বললে, তিনি স্বপ্নটির (তা'বীর হিসাবে) বললেন, এ বাগান হল ইসলাম, আর স্তম্ভটি হল ইসলামের খুঁটিসমূহ (করণীয় মৌলিক বিষয়াদি) কড়াটি হল (কুরআনে করীমে উল্লিখিত) "উরুয়াতুল উস্‌কা" (শক্ত ও অটুট কড়া) এবং তুমি আজীবন ইসলামের উপর অটল থাকবে। (রাবী বলেন) এই ব্যক্তি হলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)। খলীফা (র) مِنْصَفٌ -এর স্থলে وَصِيْفٌ বলেছেন।

٣٥٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلاَ تَجِىءُ فَاُطْعِمَكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِىْ بَيْتٍ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّكَ بِاَرْضٍ اَلرِّبَا بِهَا فَاشٍ اِذَا كَانَ لَكَ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَاَهْدٰى اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ اَوْ حِمْلَ شَعِيْدٍ اَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتَ -

৩৫৪২ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আবূ বুরদা (র) বলেন, আমি মদীনায় গেলাম; আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাদের এখানে আসবে না ? তোমাকে আমি খেজুর ও ছাতু খেতে দেব এবং একটি (মর্যাদাপূর্ণ) ঘরে থাকতে দেব। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এমন স্থানে (ইরাকে) বসবাস কর, যেখানে সুদের কারবার অত্যন্ত ব্যাপক। যখন কোন মানুষের নিকট তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সেই মানুষটি যদি তোমাকে কিছু ঘাস, খড় অথবা খড়ের ন্যায় নগণ্যবস্তুও হাদীয়া পেশ করে তার তা গ্রহণ করো না, যেহেতু তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। নযর (রা), আবূ দাউদ (র) ও ওয়াহাব (র) শু'বাহ্ (র) থেকে بَيْتٌ শব্দটি বর্ণনা করেন নি।

٢١٣٠. بَابُ تَزْوِيْجُ النَّبِيِّ ﷺ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَفَضْلُهَا

২১৩০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর সাথে খাদীজাহ (রা)-এর বিবাহ এবং তাঁর ফযীলত

٣٥٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ -

৩৫৪৩ মুহাম্মদ ও সাদাকা (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মারিয়াম (আ) ছিলেন (তৎকালীন) নারী সমাজের শ্রেষ্ঠতমা নারী। আর খাদীজা (রা) (এ উম্মতের) নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা।

٣٥٤٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ كَتَبَ اِلَى هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاغِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِيْ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَاَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَاِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِيْ فِيْ خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ -

৩৫৪৪ সাঈদ ইব্‌ন উফাইর (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান প্রদর্শন করিনি; যতটুকু খাদীজা (রা)-এর প্রতি করেছি। কেননা, আমি নবী করীম ﷺ-কে তাঁর কথা বারবার আলোচনা করতে শুনেছি, অথচ আমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে মণি-মুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে আদেশ করেন। কোন দিন বকরী যবেহ হলে খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের নিকট তাদের প্রত্যেকের আবশ্যক পরিমাণ গোশ্‌ত নবী করীম ﷺ হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন।

٣٥٤٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَاغِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا قَالَتْ وَتَزَوَّجَنِيْ بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِيْنَ وَاَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ اَوْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ

৩৫৪৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা প্রকাশ করিনি, যতটুকু খাদীজা (রা)-এর প্রতি করেছি। যেহেতু নবী করীম ﷺ তাঁর আলোচনা অধিক করতেন। তিনি (আরো) বলেন, খাদীজা (রা)-এর (ইন্তিকালের) তিন বছর পর তিনি আমাকে বিবাহ করেন। আল্লাহ স্বয়ং অথবা জিব্‌রাঈল (আ) নবী করীম ﷺ-কে আদেশ করলেন যে, খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে মণিমুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দিন।

٣٥٤٦ حَدَّثَنِيْ عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى اَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَاغِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلٰكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِى الدُّنْيَا امْرَأَةٌ اِلاَّ خَدِيْجَةُ فَيَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ

৩৫৪৬ উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান (র) .... আয়েশাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি যতটুকু খাদীজা (রা)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাঁর কথা অধিক সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবেহ্ করে গোশ্‌তের পরিমাণ বিবেচনায় হাঁড়-মাংসকে ছোট ছোট টুকরা করে হলেও খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সূরে নবী করীম ﷺ -কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদীজা (রা) ব্যতীত পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নাই। প্রতি উত্তরে তিনি ﷺ বলতেন, হাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন তাঁর গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল।

٣٥٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَشَّرَ النَّبِىُّ ﷺ خَدِيْجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ -

৩৫৪৭ মুসাদ্দাদ (র) .... ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আউফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ খাদীজা (রা)-কে জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন কি? তিনি বললেন, হাঁ। এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন, যে প্রাসাদটি তৈরী করা হয়েছে এমন মুতী দ্বারা যার ভিতরদেশ ফাঁকা। আর সেখানে থাকবে না হৈ হুল্লোড়, কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি।

٣٥٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتٰى جِبْرِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ اَتَتْ مَعَهَا اِنَاءٌ فِيْهِ اِدَامٌ اَوْ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ فَاِذَا هِىَ اَتَتْكَ فَاقْرَاْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّىْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ خَلِيْلٍ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَاْنَتْ هَالَةُ خُوَيْلِدٍ اُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِذٰلِكَ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ ، فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوْزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ ، حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِى الدَّهْرِ ، قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا -

৩৫৪৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঐ যে খাদীজা (রা) একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী, অথবা খাবার দ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সু-সংবাদ দিবেন যার ভিতরদেশ ফাঁকা-মুতি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার হট্টগোল; না কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি।
ইসমাঈল ইব্‌ন খলীল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার খাদীজার বোন হালা বিন্‌তে খুওয়ায়লিদ রাসূল ﷺ -এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। রাসূল ﷺ মনে করলেন খাদীজার অনুমতি প্রার্থনার কথা। এজন্য তিনি খুশী হয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ, হালা (এর কি খবর)? আয়েশা (রা) বললেন এতে আমি অভিমান করে বললাম, আপনি কি কুরায়শ বংশের লাল গণ্ডধারী এক বৃদ্ধার স্মরণ করছেন, যে অনেক আগে মৃত্যু বরণ করেছে? আল্লাহ তো আপনাকে তার চেয়ে উত্তম মহিলা দান করেছেন!

٢١٣١ . بَابٌ ذِكْرُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৩১. পরিচ্ছেদ ঃ জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা)-এর আলোচনা

٣٥٤٩ حَدَّثَنَا اسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا حَجَبَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِيْ الاَّ ضَحِكَ ، وَعَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ اَنْتَ مُرِيْحِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ، قَالَ فَنَفَرْتُ الَيْهِ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ اَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرْنَا ، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَاَتَيْنَاهُ فَاَخْبَرْنَاهُ فَدَعَالَنَا وَلاَ حْمَسَ –

৩৫৪৯ ইসহাক আল ওয়াসিতী (র)......জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে কোনদিন আমাকে বাঁধা প্রদান করেন নি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন, মুচকি হাসি দিয়েছেন। জারীর (রা) আরো বলেন, জাহিলী যুগে (খাস'আম গোত্রের একটি প্রতীমা রক্ষিত মন্দির) যুল-খালাসা নামে একটি ঘর ছিল। যাকে কা'বায়ে ইয়ামানী ও

কা'বায়ে শামী বলা হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসার ব্যাপারে আমাকে শান্তি দিতে পার ? জারীর (রা) বলেন, আমি আহমাস গোত্রের একশ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলাম এবং (প্রতীমা ঘরটি) বিধ্বস্ত করে দিলাম। সেখানে যাদেরকে পেলাম হত্যা করে ফেললাম। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সংবাদ শুনালাম। তিনি (অত্যন্ত খুশী হয়ে) আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দু'আ করলেন।

٢١٣٢. بَابُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৩২. পরিচ্ছেদ ঃ হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান 'আব্বাসী (রা) এর আলোচনা

٣٥٥٠ حَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ هَزِيْمَةً بَيِّنَةً فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَيْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلَاهُمْ عَلٰى اُخْرَاهُمْ . فَاجْتَلَدَتْ اُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ فَنَادٰى اَيْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِيْ اَبِيْ فَقَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ اَبِيْ فَوَاللّٰهِ مَازَالَتْ فِيْ حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

৩৫৫০ ইসমাঈল ইব্ন খালীল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধে (প্রথম দিকে) মুশরিকগণ যখন চরমভাবে পরাজিত হয়ে পড়লো, তখন ইব্লীস চীৎকার করে (মুসলমানগণকে) বলল, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! পিছনের দিকে লক্ষ্য কর। তখন অগ্রবর্তী দল পিছন দিকে ফিরে (শত্রুদল মনে করে) নিজদলের উপর আক্রমণ করে বসল এবং একে অন্যকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হুযায়ফা (রা) পিছনের দলে তাঁর পিতাকে দেখতে পেয়ে চীৎকর করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, এই যে আমার পিতা, এই যে আমার পিতা। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, কিন্তু তারা কেহই বিরত থাকেনি। শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলল। হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাফ করে দিন। আমার পিতা উরওয়া (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, এ কথার কারণে হুযায়ফা (রা)-এর মধ্যে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মঙ্গলের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

٢١٣٣. بَابُ ذِكْرُ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَقَالَ

عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكَانَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ مِنْ اَهْلِ خِبَاءٍ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ يَعِزُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ قَالَ وَاَيْضًا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِيْ لَهٗ عِيَالَنَا ، قَالَ لاَ اُرَاهُ اِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ

২১৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ‘উতবা ইব্‌ন রাবী‘আর কন্যা হিন্দ-এর আলোচনা। ‘আবদান (র).... আয়েশা (রা) বলেন, উতবার মেয়ে হিন্দ (রা) এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ এক সময় আমার মনের অবস্থা (এত খারাপ ছিল যে) পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারের লাঞ্ছিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের লাঞ্ছিত হতে দেখার চেয়ে অধিক আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারের সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের সম্মানিত দেখার চেয়ে অধিকতর প্রিয় নয়। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। তারপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফিয়ান (রা) একজন কৃপণ ব্যক্তি। (অনুমতি ব্যতীত) যদি তার মাল আমি ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করি তবে তাতে কি আমার কিছু (গুনাহ) হবে ? তিনি বললেন, না, কিন্তু প্রয়োজন মত (যথাযথভাবে) ব্যয় করা হলে (আপত্তি নেই)

٢١٣٤. بَابُ حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ

২১৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা)-এর ঘটনা

٣٥٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ

عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِىَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِاَسْفَلَ بَلْدَحٍ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ الْوَحْىُ فَقُدِّمَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ سُفْرَةٌ ، فَاَبٰى اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ اِنِّىْ لَسْتُ اٰكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلٰى اَنْصَابِكُمْ ، وَلاَ اٰكُلُ اِلاَّ مَاذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ، وَاَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيْبُ عَلٰى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللّٰهُ وَاَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ ، وَاَنْبَتَ لَهَا مِنَ الْاَرْضِ ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلٰى غَيْرِ اسْمِ اللّٰهِ اِنْكَارًا لِذٰلِكَ وَاِعْظَامًا لَهُ قَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ يُحَدِّثُ بِهٖ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَتْبَعُهُ ، فَلَقِىَ عَالِمًا مِنَ الْيَهُوْدِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِيْنِهِمْ ، فَقَالَ اِنِّىْ لَعَلِّىْ اَنْ اَدِيْنَ دِيْنَكُمْ فَأَخْبِرْنِىْ ، فَقَالَ لاَتَكُوْنُ عَلٰى دِيْنِنَا حَتّٰى تَأْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ ، قَالَ زَيْدٌ : مَااَفِرُّ اِلاَّ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَلاَ اَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ شَيْئًا اَبَدًا ، وَاَنَا اَسْتَطِيْعُهُ فَهَلْ تَدُلُّنِىْ عَلٰى غَيْرِهٖ ، قَالَ مَااَعْلَمُهُ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ حَنِيْفًا ، قَالَ زَيْدٌ : وَمَا الْحَنِيْفُ ؟ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًا وَلاَنَصْرَانِيًا وَلاَيَعْبُدُ اِلاَّ اللّٰهَ ، فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِىَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارٰى فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُوْنَ عَلٰى دِيْنِنَا حَتّٰى تَأْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ ، قَالَ مَا اَفِرُّ اِلاَّ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ ، وَلاَ اَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ ، وَلاَ مِنْ غَضَبِهٖ شَيْئًا اَبَدًا ، وَاَنَا اَسْتَطِيْعُ ، فَهَلْ اَنِىْ تَدُلُّنِىْ عَلٰى غَيْرِهٖ ، قَالَ مَااَعْلَمُهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ حَنِيْفًا ، قَالَ وَمَا الْحَنِيْفُ ؟ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًا

وَلَانَصْرَانِيًا وَلاَ يَعْبُدُ اِلاَّ اللّٰهُ فَلَمَّا رَءَاى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَشْهَدُ اَنِّى عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَىَّ هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ يَقُوْلُ : يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ ، وَاللّٰهِ مَامِنْكُمْ عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ غَيْرِىْ ، وَكَانَ يُحْيِى الْمَوْؤُدَةَ ، يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ ، لاَ تَقْتُلْهَا اَنَا اَكْفِيْكَهَا مَؤُنَتَهَا فَيَأْخُذُهَا فَاِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لاَبِيْهَا اِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا اِلَيْكَ وَاِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُنَتَهَا -

৩৫৫১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে একদা নবী করীম ﷺ মক্কার নিম্নাঞ্চলের বালদা নামক স্থানে যায়েদ ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন নুফায়েলের সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে আহার্য পূর্ণ একটি ‘খানচা’ পেশ করা হল। তিনি তা থেকে কিছু খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর যায়েদ (রা) বললেন, আমিও ঐ সব জন্তুর গোশ্‌ত খাই না যা তোমরা তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবাই কর। আল্লাহ্‌র নামে যবাইকৃত ছাড়া অন্যের নামে যবাই করা জন্তুর গোশ্‌ত আমি কিছুতেই খাইনা। যায়দ ইব্‌ন ‘আমর কুরাইশের যবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে তাদের উপর দোষারোপ করতেন এবং বলতেন; বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ্‌, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করলেন। ভূমি থেকে উৎপন্ন করলেন, তৃণ-লতা অথচ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সমূহদান অস্বীকার করে প্রতিমার প্রতি সম্মান করে আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করছ। মূসা (সনদসহ) বলেন, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। মূসা (র) বলেন, আমার জানা মতে তিনি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, যায়দ ইব্‌ন আমর সঠিক তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত দীনের তালাশে সিরিয়ায় গমন করলেন। সে সময় একজন ইয়াহূদী আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তার নিকট তাদের দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং বললেন, হয়ত আমি তোমাদের দীনের অনুসারী হব, আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত কর। তিনি বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবেনা। গ্রহণ করলে যে পরিমাণ গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহ্‌র গযব তোমার উপর আপতিত হবে। যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র গযব থেকে পালিয়ে আসছি। আমি যথাসাধ্য আল্লাহ্‌র সামান্যতম গযবকেও আমি বহন করব না। আর আমার কি ইহা বহনের শক্তি-সামর্থ্য আছে? তুমি কি আমাকে এ ছাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান দিতে পার? সে বলল, আমি তা জানি না, তবে তুমি দীনে হানীফ গ্রহণ করে নাও।

যায়েদ জিজ্ঞাসা করলেন। (দীনে) হানীফ কি ? সে বলল, তাহল ইব্‌রাহীম (আ)-এর দীন। তিনি ইয়াহূদীও ছিলেন না নাসারাও ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতেন না। তখন যায়েদ বের হলেন এবং তাঁর সাথে একজন খৃস্টান আলিমের সাক্ষাত হল। ইয়াহূদী 'আলীমের নিকট ইতিপূর্বে তিনি যা যা বলেছিলেন তার কাছেও তা বললেন। তিনি বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবেনা। গ্রহণ করলে যে পরিমাণ গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহ্‌র লা'নত তোমার উপর আপতিত হবে। যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র লা'নত থেকে পালিয়ে আসছি। আর আমি যথাসাধ্য সামান্যতম আল্লাহ্‌র লা'নত ও গযব ও বহন করব না। তিনি বললেন, আমাদের ধর্মের যে পরিমাণ তুমি গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহ্‌র লা'নত তোমার উপর পড়বে। যায়েদ (রা) বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র লা'নত থেকে পালিয়ে এসেছি,এবং আমি আল্লাহ্‌র লা'নত ও গযবের সামান্যতম অংশ বহন করতে রাযী নই, এবং আমি কি তা বহনের শক্তি রাখি ? তুমি কি আমাকে এছাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান দেবে সে বলল, আমি অন্য কিছু জানিনা। শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, তুমি দীনে হানীফ গ্রহণ কর। তিনি বললেন, হানীফ কী ? উত্তরে তিনি বললেন, তাহল ইব্‌রাহীম (আ)-এর দীন, তিনি ইয়াহূদীও ছিলেন না এবং খৃস্টানও ছিলেন না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করতেন না। যায়েদ যখন ইব্‌রাহীম (আ) সম্পর্কে তাদের মন্তব্য জানতে পারলেন, তখন তিনি বেরিয়ে পড়ে দু'হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি দীনে ইব্‌রাহীম (আ)-এর উপর আছি। লায়স (র) বলেন হিশাম তাঁর পিতাসূত্রে তিনি আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে আমার কাছে লিখছেন যে, তিনি (আসমা) বলেন, আমি দেখলাম যায়েদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লকে কা'বা শরীফের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন, হে কুরাইশ গোত্র, আল্লাহ্‌র কসম, আমি ব্যতীত তোমাদের কেউ-ই দীনে ইব্‌রাহীমের উপর নেই। আর তিনিত যেসব কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার জন্য নেওয়া হত তাদেরকে তিনি বাঁচাবার ব্যবস্থা করতেন। যখন কোন লোক তার কন্যা সন্তানকে হত্যা করার জন্য ইচ্ছা করত, তখন তিনি এসে বলতেন, হত্যা করো না আমি তার জীবিকার ব্যবস্থার ব্যয়ভার গ্রহণ করবো। এ বলে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতেন। শিশুটি বড় হলে পর তার পিতাকে বলতেন, তুমি যদি তোমার কন্যাকে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে আমি দিয়ে দেব। আর তুমি যদি নিতে ইচ্ছুক না হও, তবে আমিই-এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে থাকব।

٢١٣٥. بَابُ بُنْيَانُ الْكَعْبَةِ

২১৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বা গৃহের নির্মাণ

٣٥٥٢ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ

الْحِجَارَةَ ، فَقَالَ عَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ اِزَارَكَ عَلٰى رَقَبَتِكَ يَقِيْكَ مِنَ الْحِجَارَةِ ، فَخَرَّ اِلَى الْاَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ : اِزَارِيْ اِزَارِيْ فَشُدَّ عَلَيْهِ اِزَارَهُ -

৩৫৫২ মাহমূদ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছিল। তখন নবী করীম ﷺ ও আব্বাস (রা) (অন্যদের সাথে) পাথর বয়ে আনছিলেন। আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ-কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের উপর রাখ, পাথরের ঘর্ষণ হতে তোমাকে রক্ষা করবে। (লুঙ্গিটি খোলার সাথে সাথে) তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর চোখ দু'টি আকাশের দিকে নিবিষ্ট ছিল। (কিছুক্ষণ পর) তাঁর চেতনা ফিরে এল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, আমার লুঙ্গি দাও। আমার লুঙ্গি দাও। তৎক্ষণাৎ তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল।

٣٥٥٣ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ قَالاَ لَمْ يَكُمْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتّٰى كَانَ عُمَرُ فَبَنٰى حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ جَدْرُهُ قَصِيْرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ -

৩৫৫৩ আবূ নু'মান (র) ....'আম্র ইব্ন দীনার ও 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, নবী করীম ﷺ-এর যুগে কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে কোন প্রাচীর ছিল না। লোকজন কা'বা গৃহকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে সালাত আদায় করত। উমর (রা) (তাঁর খিলাফত কালে) কা'বার চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর নির্মাণ করেন। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এ প্রাচীর ছিল নীচু, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) (তাঁর যুগে দীর্ঘ ও উঁচু) প্রাচীর নির্মাণ করেন।

٢١٣٦. بَابُ اَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ

২১৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ জাহিলিয়্যাতের (ইসলাম পূর্ব) যুগ

٣٥٥٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِيْ

الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ لاَ يَصُوْمُهُ

৩৫৫৪ মুসাদ্দাদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আশুরার দিন কুরাইশগণ ও নবী করীম ﷺ সাওম পালন করতেন। যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি নিজেও আশুরার সাওম পালন করতেন এবং অন্যকেও তা পালনে আদেশ দিতেন। যখন রমযানের সাওম ফরয করা হল, (তখন 'আশুরার সাওম ঐচ্ছিক করে দেয়া হল)। তখন যার ইচ্ছা রোযা রাখতেন আর যার ইচ্ছা রোযা রাখতেন না।

٣٥٥٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُوْرِ فِي الْاَرْضِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُوْلُوْنَ : اِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ ، وَعَفَا الْاَثَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ ، قَالَ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُحِلِّيْنَ بِالْحَجِّ وَاَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ -

৩৫৫৫ মুসলিম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জের মাসগুলোতে 'উমরা পালন করাকে কুরাইশগণ পাপ কাজ বলে মনে করত। তারা মুহাররম মাসের নামকে পরিবর্তন করে সফর মাস নামে আখ্যায়িত করত এবং বলত, (উটের) যখম যখন শুকিয়ে যাবে এবং পদচিহ্ন মুছে যাবে তখন উমরা পালন করা হালাল হবে যারা তা পালন করতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ যিলহাজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখে হজ্জের তালবিয়া (লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা) পড়তে পড়তে মক্কায় হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে বললেন, তোমরা (তোমাদের তালবীয়াকে উমরায় পরিণত করে নেও। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ , আমাদের জন্য কোন কোন বিষয় হালাল হবে? তিনি বললেন, যাবতীয় বিষয় হালাল হয়ে যাবে।

٣٥٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرُو يَقُوْلُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَهُ شَأْنٌ -

৩৫৫৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহেলিয়্যাতের যুগে একটি মহা প্লাবন হয়েছিল। যদ্বারা মক্কায় দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়েছিল। 'সুফিয়ান (রা) বলেন, 'আমর ইব্ন দীনার বলতেন, এ হাদীসটির একটি দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে।

٣٥٥٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ اَحْمَسَ يُقَالُ لَهَازَيْنَبُ فَرَأَهَا لاَتَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لاَتَكَلَّمُ قَالُوْا حَجَّتْ مُصْمِتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّمِىْ فَاِنَّ هٰذَا لاَيَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ مَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ اِمْرَؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اَىُّ الْمُهَاجِرِيْنَ ؟ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتْ مِنْ اَىِّ قُرَيْشٍ اَنْتَ ؟ قَالَ اِنَّكَ لَسَؤُلٌ ، اَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ، قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلٰى هٰذَا الْاَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِىْ جَاءَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ اَئِمَّتُكُمْ ، قَالَتْ وَمَا الْاَئِمَّةُ ؟ قَالَ اَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُؤُسٌ وَاَشْرَافٌ يَأْمُرُوْنَهُمْ فَيُطِيْعُوْنَهُمْ قَالَتْ بَلٰى ، قَالَ فَهُمْ اُولٰئِكَ عَلَى النَّاسِ -

৩৫৫৭ আবূ নু'মান (র) .... কাইস ইব্ন আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ বকর (রা) আহমাস গোত্রের যায়নাব নাম্নী জনৈক মহিলার নিকট গমন করলেন। তিনি গিয়ে দেখতে পেলেন, মহিলাটি কথাবার্তা বলছেনা। তিনি (লোকজনকে) জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাটির এ অবস্থা কেন, কথাবার্তা বলছে না কেন ? তারা তাঁকে জানালেন, এ মহিলা নীরব থেকে থেকে হজ্জ পালন করে আসছেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেন, কথা বল কেন না ইহা হালাল নয়। ইহা জাহেলিয়্যাত যুগের কাজ। তখন মহিলাটি কথাবার্তা বলল, জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে ? আবূ বকর (রা) উত্তরে বললেন, আমি একজন মুহাজির ব্যক্তি। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোন গোত্রের মুহাজির ? আবূ বকর (রা) বললেন, কুরাইশ গোত্রের। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কুরাইশের কোন শাখার আপনি ? আবূ বকর (রা) বললেন, তুমি তো অত্যধিক উত্তম প্রশ্নকারিণী। আমি আবূ বকর। তখন মহিলাটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, জাহেলিয়্যা যুগের পর যে উত্তম দীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করেছেন সে দীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে টিকে থাকতে পারব ? আবূ বকর (রা) বললেন, যতদিন তোমাদের

ইমামগণ তোমাদেরকে নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইমামগণ কারা ? আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের গোত্রে ও সমাজে এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কি দেখনি। যারা আদেশ করলে সকলেই তা মেনে চলে। মহিলা উত্তর দিল, হাঁ। আবূ বকর (রা) বললেন, এরাই হলেন জনগণের ইমাম।

٣٥٥٨ حَدَّثَنِيْ فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَسْلَمَتْ اِمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِى الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيْنَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَاِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيْثِهَا قَالَتْ :

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا * اَلاَ اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِىْ

فَلَمَّا اَكْثَرَتْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ ؟ قَالَتْ خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ اَهْلِىْ وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ اَدَمٍ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِىَ تَحْسِبُهُ لَحْمًا فَأَخَذَتْ فَاتَّهَمُوْنِىْ بِهٖ فَعَذَّبُوْنِىْ بِهٖ حَتّٰى بَلَغَ مِنْ اَمْرِىْ اَنَّهُمْ طَلَبُوْا فِىْ قُبُلِىْ فَبَيْنَاهُمْ حَوْلِىْ وَاَنَا فِىْ كَرْبِىْ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحُدَيَّا حَتّٰى وَازَتْ بِرُؤُسِنَا ثُمَّ اَلْقَتْهُ فَأَخَذُوْهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هٰذَا الَّذِىْ اتَّهَمْتُمُوْنِى بِهٖ وَاَنَا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ -

৩৫৫৮ ফারওয়া ইব্ন আবুল মাগরা (র) .... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের কোন এক গোত্রের জনৈকা (মুক্তিপ্রাপ্ত) কৃষ্ণকায় মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। (বসবাসের জন্য) মস্‌জিদের পাশে ছিল তার একটি ছোট ঘর। আয়েশা (রা) বলেন, সে আমাদের নিকট আসত এবং আমাদের সাথে (নানা রকমের) কথাবার্তা বলত, যখন তার কথাবার্তা শেষ হত তখন প্রায়ই বলতো, ইয়াওমুল বিশাহ (মনিমুক্তা খচিত হারের দিন) আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর একটি দিন জেনে রাখুন! আমার প্রতিপালক আমাকে কুফর এর দেশ থেকে নাজাত দিয়েছেন। সে এ কথাটি প্রায়ই বলত। একদিন আয়েশা (রা) ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়ামুল বিশাহ' কী ? তখন সে বলল, যে আমার মুনীবের পরিবারের জনৈকা শিশু কন্যা ঘর থেকে বের হল। তার গলায় চামড়ার (উপর মনিমুক্তা খচিত) একটি হার ছিল। হারটি (ছিড়ে) গলা থেকে পড়ে গেল। তখন একটি চিল একে গোশ্‌তের টুকরা মনে করে ছোঁ

মেরে নিয়ে গেল। তারা আমাকে হার চুরির সন্দেহে শাস্তি ও নির্যাতন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার লজ্জাস্থানে তল্লাশী চালাল। যখন তারা আমার চারপাশে ছিল এবং আমি চরম বিষাদে ছিলাম। এমন সময় একটি চিল কোথা হতে উড়ে আসল এবং আমাদের মাথার উপরে এসে হারটি ফেলে দিল। তারা হারটি তুলে নিল। তখন আমি বললাম, এটা সেই হার যে হার চুরির অপরাধে আমার উপর অপবাদ দিয়েছ, অথচ এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

٣٥٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلاَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ –

৩৫৫৯ কুতায়বা (র) .... ইব্‌ন 'উমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাবধান! যদি তোমাদের শপথ করতে হয় তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করো না। লোকজন তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করত। তিনি বললেন, সাবধান! বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।

٣٥٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِىْ بَيْنَ يَدَىِ الْجَنَازَةِ وَلاَ يَقُوْمُ لَهَا وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْمُوْنَ لَهَا يَقُوْلُوْنَ اِذَا رَأَوْهَا كُنْتِ فِىْ اَهْلِكِ مَا اَنْتِ مَرَّتَيْنِ –

৩৫৬০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) .... 'আমর (রা) হতে বর্ণিত যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন কাসিম (রা) তার কাছে বলেছেন যে, কাসিম জানাযা বহনকালে আগে আগে চলতেন। জানাযা দেখলে তিনি দাঁড়াতেন না এবং তিনি বর্ণনা করছেন যে, আয়েশা (রা) বলতেন, জাহিলী যুগে মুশরিকগণ জানাযা দেখলে দাঁড়াত এবং মৃত ব্যক্তির রূহকে লক্ষ্য করে বলত, তুমি তোমার আপনজনদের সাথেই রয়েছ যেমন তোমার জীবদ্দশায় ছিলে। এ কথাটি তারা দু'বার বলত।

٣٥٦١ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهُ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلٰى ثَبِيْرَ فَخَالَفَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ -

৩৫৬১ 'আমর ইব্ন 'আব্বাস (র) .... 'আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, মুশরিকগণ সাবীর পাহাড়ের উপর সূর্যকিরণ পতিত না হওয়া পর্যন্ত মুয্দালাফা থেকে রাওয়ানা হত না। নবী করীম ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে রাওয়ানা হয়ে তাদের প্রথার বিরোধিতা করেন।

٣٥٦١ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ اُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ يَحْيٰى بْنُ الْمُهَلَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَأْسًا دِهَاقًا قَالَ مَلأٰى مُتَتَابِعَةً * قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا -

৩৫৬২ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... ইকরিমা (র) বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَكَأْسًا دِهَاقًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, শরাব পরিপূর্ণ এবং একের পর এক পেয়ালা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার পিতা আব্বাস (রা)-কে ইসলাম পূর্ব যুগে বলতে শুনেছি, আমাদেরকে পাত্রপূর্ণ শরাব একের পর এক পান করাও।

٣٥٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ : اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ * وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِى الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ -

৩৫৬৩ আবূ নু'য়াঈম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সর্বাধিক সঠিক বাক্য যা কোন কবি বলেছেন তা হল লাবীদ এর এ পংক্তিটি– সাবধান, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল জিনিসই বাতিল ও অসার। এবং কবি উমাইয়্যা ইব্ন আবূ সাল্ত (তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল।

٣٥٦٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِاَبِيْ بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ : تَدْرِيْ مَاهٰذَا ؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِاِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اُحْسِنُ الْكَهَانَةَ اِلاَّ اَنِّيْ خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِيْ فَأَعْطَانِيْ بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِيْ اَكَلْتَ مِنْهُ ، فَاَدْخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ بَطْنِهِ ـ

৩৫৬৪ ইসমাঈল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা)-এর একজন ক্রীতদাস ছিল। সে প্রত্যহ তার উপর নির্ধারিত কর আদায় করত। আর আবূ বকর (রা) তার দেওয়া কর থেকে আহার করতেন। একদিন সে কিছু খাবার জিনিস এনে দিল। তা থেকে তিনি আহার করলেন। তারপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি ইহা কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, বলত ইহা কি? গোলাম উত্তরে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ গণনা করা আমার উত্তমরূপে জানা ছিল না। তথাপি প্রতারণামূলকভাবে ইহা করেছিলাম। (কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমার গণনা সঠিক হল।) আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হলে গণনার বিনিময়ে এ দ্রব্যাদি সে আমাকে হাদীয়া দিল যা থেকে আপনি আহার করলেন। আবূ বকর (রা) ইহা শুনামাত্র মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দিলেন এবং পাকস্থলীর মধ্যে যা কিছু ছিল সবই বের করে দিলেন।

٣٥٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لُحُوْمَ الْجَزُوْرِ اِلٰى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِيْ بَطْنِهَا ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِيْ نُتِجَتْ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ـ

৩৫৬৫ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম পূর্ব যুগের মানুষ 'হাবালুল হাবালা' রূপে উটের গোশ্ত ক্রয়-বিক্রয় করত। রাবী বলেন, হাবালুল হাবালার অর্থ হল—তারা উট ক্রয়-বিক্রয় করত এই শর্তে যে কোন নির্দিষ্ট গর্ভবতী উটনী বাচ্চা প্রসব করলে পর ঐ প্রসবকৃত বাচ্চা যখন গর্ভবতী হবে তখন উটের মূল্য পরিশোধ করা হবে। নবী করীম ﷺ তাদেরকে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দিলেন।

٣٥٦٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ قَالَ غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ كُنَّا نَأْتِىْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْاَنْصَارِ وَكَانَ يَقُوْلُ لِىْ فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا –

৩৫৬৬ আবূ নু'মান (র) .... গায়লান ইব্‌ন জারীর (র) থেকে বর্ণিত, আমরা আনাস ইব্‌ন মালিক(রা) এর কাছ থেকে তিনি আমাদের কাছে আনসারদের ঘটনা বর্ণনা করতেন। রাবী বলেন, আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলতেন, তোমার স্বজাতি অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে, অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে।

(اَلْقَسَامَةُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ)

জাহিলী যুগের কাসামা (হত্যাকারীর গোত্রের পঞ্চাশ জনের শপথ গ্রহণ)

٣٥٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنٌ اَبُوْ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَزِيْدَ الْمَدَنِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ اَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيْنَا بَنِىْ هَاشِمٍ ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ اِسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ اُخْرَى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِىْ اِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ ، قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ ، فَقَالَ اَغِثْنِىْ بِعِقَالٍ اَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِى لَا تَنْفِرُ الْاِبِلُ ، فَاَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ ، فَلَمَّا نَزَلُوْا عُقِلَتِ الْاِبِلُ اِلَّا بَعِيْرًا وَاحِدًا ، فَقَالَ الَّذِىْ اسْتَأْجَرَهُ مَاشَأْنُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْاِبِلِ؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَاَيْنَ عِقَالُهُ ؟ قَالَ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا اَجَلُهُ ، فَمَرَّبِهِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ اَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ ؟ قَالَ مَااَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ اَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّى رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ

قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَكُنْتَ اِذَا اَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا اٰلَ قُرَيْشٍ ، فَاِذَا اَجَابُوْكَ فَنَادِ يَااٰلَ بَنِيْ هَاشِمٍ فَاِنْ اَجَابُوْكَ ، فَسْئَلْ عَنْ اَبِيْ طَالِبٍ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِيْ فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِيْ اسْتَأْجَرَهُ اَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ ، فَقَالَ مَافَعَلَ صَاحِبُنَا ؟ قَالَ مَرِضَ ، فَاَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ، فَوَلِيْتُ دَفْنَهُ ، قَالَ قَدْ كَانَ اَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ ، فَمَكُثَ حِيْنًا ، ثُمَّ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ اَوْصٰى اِلَيْهِ اَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا اٰلَ قُرَيْشٍ قَالُوْا هٰذِهِ قُرَيْشٌ ، قَالَ يَا اٰلَ بَنِيْ هَاشِمٍ ؟ قَالُوْ هٰذِهِ بَنُوْ هَاشِمٍ قَالَ اَيْنَ اَبُوْ طَالِبٍ ؟ قَالُوْا هٰذَا اَبُوْ طَالِبٍ ، قَالَ اَمَرَنِيْ فُلاَنٌ اَنْ اُبَلِّغَكَ رِسَالَةً اَنَّ فُلاَنًا قَتَلَهُ فِيْ عِقَالٍ، فَأَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ اَخْتَرْمِنَّا اِحْدٰى ثَلاَثٍ ، اِنْ شِئْتَ اَنْ تُوَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ فَاِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا ، وَاِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ اَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ ، فَاِنْ اَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهٖ ، فَاَتٰى قَوْمَهُ فَقَالُوْا نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَقَالَتْ يَا اَبَا طَالِبٍ اُحِبُّ اَنْ تُجِيْزَ اَبْنِيْ هٰذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِيْنَ ، وَلاَتَصْبِرْ يَمِنَهُ حَيْثُ تُصْبِرُ الْأَيْمَانُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَااَبَا طَالِبٍ اَرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلاً اَنْ يَحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْاِبِلِ ، يُصِيْبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ ، هٰذَانِ بَعِيْرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّيْ وَلاَ تُصْبِرُ يَمِيْنِيْ حَيْثُ تُصْبَرُ الْاَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا ، وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَّاَرْبَعُوْنَ فَحَلَفُوْا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَاحَالَ الْحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَاَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطْرِفُ ـ

৩৫৬৭ আবূ মা'মার (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম কাসামা হত্যাকারী গোত্রের লোকের (শপথ গ্রহণ) জাহিলী যুগে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের হাশেম গোত্রে। (এতদ্ সম্পর্কীয় ঘটনা হল এই) কুরাইশের কোন একটি শাখা গোত্রের একজন লোক বনু হাশিমের একজন মানুষ (উমর ইব্‌ন 'আলকামা) কে মজুর হিসাবে নিয়োগ করল। ঐ মজুর তার সাথে উটগুলির নিকট গমন করল। ঘটনাক্রমে বনু হাশিমের অপর এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর খাদ্যভর্তি বস্তার বাঁধন ছিড়ে গেল। তখন সে মজুর ব্যক্তিটিকে বলল, আমাকে একটি রশি দিয়ে সাহায্য কর, যেন তা দিয়ে আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি এবং উটটিও যেন পালিয়ে যেতে না পারে। মজুর তাকে একটি রশি দিল। ঐ ব্যক্তি তার বস্তার মুখ বেঁধে নিল। যখন তারা অবতরণ করল তখন একটি ব্যতীত সকল উট বেঁধে রাখা হল। মজুর নিযুক্তকারী ব্যক্তি মজুরকে জিজ্ঞাসা করল, সকল উট বাঁধা হল কিন্তু এ উটটি বাঁধা হল না কেন ? মজুর উত্তরে বলল, এ উটটি বাঁধার কোন রশি নেই। তখন সে বলল, এই উটটির রশি কোথায় ? রাবী বলেন, একথা শুনে মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে শেষ পর্যন্ত এ আঘাতেই তার মৃত্যু হল। আহত মজুরটি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রহণ গুনছিল, তখন ইয়ামানের একজন লোক তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এবার হজ্জে যাবেন ? সে বলল, না, তবে অনেকবার গিয়েছি। আহত মজুরটি বলল, আপনি কি আমার সংবাদটি আপনার জীবনের যে কোন সময় পৌছে দিতে পারেন ? ইয়ামানী লোকটি উত্তরে, বলল, হাঁ তা পারব। তারপর মজুরটি বলল, আপনি যখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় উপস্থিত হবেন তখন হে কুরাইশের লোকজন বলে ঘোষণা দিবেন। যখন তারা আপনার ডাকে সাড়া দিবে, তখন আপনি বনু হাশিম গোত্রকে ডাক দিবেন, যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া দেয়, তবে আপনি তাদেরকে আবূ তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং তাকে পেলে জানিয়ে দিবেন যে, অমুক ব্যক্তি (উটের মালিক) একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে। কিছুক্ষণ পর আহত মজুরটি মৃত্যুবরণ করল। মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তিটি যখন মক্কায় ফিরে এল। তখন আবূ তালিব তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের ভাইটি কোথায় ? তার কি হয়েছে ? এখনও ফিরছেনা কেন ? সে বলল, আপনার ভাই হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করেছি (কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মারাই গেল)। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে যথারীতি সমাহিত করেছি। আবূ তালিব বললেন, তুমি এরূপ করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তারপর ঐ ইয়ামানী ব্যক্তি যাকে সংবাদ পৌছে দেয়ার জন্য মজুর ব্যক্তিটি অসিয়াত করেছিল, হজ্জব্রত পালনে মক্কায় উপস্থিত হল এবং (পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী) হে কুরাইশগণ বলে ডাক দিল। তখন তাকে বলা হল, এই যে, কুরাইশ। সে আবার বলল, হে বনু হাশিম, বলা হল; এই যে, বনু হাশিম। সে জিজ্ঞাসা করল, আবূ তালিব কোথায় ? লোকজন আবূ তালিবকে দেখিয়ে দিল। তখন ইয়ামানী লোকটি বলল, আপনাদের অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট এ সংবাদটি পৌছে দেয়ার জন্য আমাকে অসিয়াত করেছিল যে অমুক ব্যক্তি মাত্র একটি রশির কারণে তাঁকে হত্যা করেছে। (সে ঘটনাটিও সবিস্তারে বর্ণনা করল) এ কথা শুনে আবূ তালিব মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির নিকট গমন করে বলল;(তুমি আমাদের ভাইকে হত্যা করেছ) কাজেই আমাদের তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি তোমাকে মেনে নিতে হবে। তুমি হয়ত হত্যার বিনিময় স্বরূপ একশ উট দিবে অথবা তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পঞ্চাশ জন লোক

হলফ করে বলবে যে তুমি তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এসব করতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করব। তখন হত্যাকারী ব্যক্তিটি স্ব-গোত্রীয় লোকদের নিকট গমন করলে ঘটনা বর্ণনা করল। ঘটনা শুনে তারা বলল, আমরা হলফ করে বলব। তখন বনু হাশিম গোত্রের জনৈক মহিলা যার বিবাহ হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও হয়েছিল, আবূ তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আমি এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি পঞ্চাশজন হলফকারী থেকে আমার এ সন্তানটিকে রেহাই দিবেন এবং ঐ স্থানে তার হলফ নিবেননা যে স্থানে হলফ নেয়া হয়। (অর্থাৎ রুকনে ইয়ামীনী ও মাকামে ইব্‌রাহীমের মধ্যবর্তী স্থান) আবূ তালিব তার আবদারটি মনজুর করলেন। তারপর হত্যাকারীর গোত্রের জনৈক পুরুষ আবূ তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আপনি একশ' উটের পরিবর্তে পঞ্চাশ জনের হলফ নিতে চাচ্ছেন, এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি হলফকারীর উপর দু'টি উট পড়ে। আমার দু'টি উট গ্রহণ করুন এবং আমাকে যেখানে হলফ করার জন্য দাঁড় করানো হয় সেখানে দাড় করানো থেকে আমাকে অব্যাহতি দেন। অপর আট চল্লিশজন এসে যথাস্থানে হলফ করল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, হলফ করার পর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ঐ আটচল্লিশ জনের একজনও বেঁচে ছিলনা।

৩৫٦٨ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ بُعَاثٍ يَوْمٌ قَدَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوْا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فِيْ دُخُوْلِهِمْ فِي الْاِسْلَامِ * وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِيْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنَّةً، اِنَّمَا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ لاَ نُجِيْزُ الْبَطْحَاءَ اِلاَّ شَدًّا –

৩৫৬৮ 'উবায়দু ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসুলের ﷺ অনুকূলে (হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। এযুদ্ধের কারণে তারা (মদীনাবাসীরা) বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল এবং এদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই যুদ্ধে নিহিত ও আহত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ যুদ্ধ ঘটিয়ে ছিলেন এ কারণে যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। ইব্‌ন ওহাব (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সাফা ও মারওয়ার

মধ্যবর্তী বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে সাঈ (দৌড়ান) করা সুন্নত নয়। জাহেলী যুগের লোকেরাই শুধু সেখানে সাঈ করত এবং বলত, আমরা বাতহা নামক স্থানটি দ্রুত দৌড়িয়ে অতিক্রম করব।

٣٥٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ اَبَا السَّفَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ يَآاَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا مِنِّيْ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاسْمِعُوْنِيْ مَاتَقُوْلُوْنَ وَلاَ تَذْهَبُوْا فَتَقُوْلُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلاَ تَقُوْلُوا الْحَطِيْمُ فَاِنَّ الرَّجُلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِيْ سَوْطَهُ اَوْ نَعْلَهُ اَوْ قَوْسَهُ -

৩৫৬৯ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-জুফী (র) .... আবুস্‌সাফর (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে এ কথা বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! আমি যা বলছি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং তোমরা যা বলতে চাও তাও আমাকে শুনাও এবং এমন যেন না হয় যে তোমরা এখান থেকে চলে গিয়ে বলবে ইব্‌ন 'আব্বাস এরূপ বলেছেন। (অতঃপর ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বললেন,) যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে ইচ্ছা করে সে যেন হিজর এর বাহির থেকে তাওয়াফ করে এবং এ স্থানকে হাতীম বলবেনা কারণ, জাহেলীয়াতের যুগে কোন ব্যক্তি ঐ জায়গাটিতে তার চাবুক, জুতা তীর ধনু ইত্যাদি নিক্ষেপ করে হলফ করত।

٣٥٧٠ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قِرَدَةً اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوْهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ -

৩৫৭০ নুয়া'ঈম ইব্‌ন হাম্মাদ (র) .... আমর ইব্‌ন মাইমূন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে দেখেছি, একটি বানর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে অনেকগুলো বানর একত্রিত হয়ে প্রস্তর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করল। আমিও তাদের সাথে প্রস্তর নিক্ষেপ করলাম।

٣٥٧١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خِلاَلٌ مِنْ خِلاَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِىْ

الْاَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهَا الْاِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنْوَاءِ -

৩৫৭১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হলঃ কারো বংশ-কুল নিয়ে খুঁটা দেওয়া (কারো মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশার্থে) বিলাপ করা। তৃতীয় কথাটি (রাবী উবায়দুল্লাহ) ভুলে গেছেন। তবে সুফিয়ান (র) বলেন, তৃতীয় কার্যটি হল, নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি কামনা করা।

٢١٣٧. بَابُ مَبْعَثِ النَّبِىِّ ﷺ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَىِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ كَعْبِ بْنِ لُؤَىِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ اِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نَزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ

২১৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর নবুয়্যাত লাভ। মুহাম্মদ ﷺ ইব্ন আবদুল্লাহ, ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন কুসাঈ ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্‌রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্‌র ইব্ন মালিক ইব্ন নাযর ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযাইমা ইব্ন মুদরাকা ইব্ন ইলিয়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নাযার ইব্ন মা'দ্দ ইব্ন আদনান

٣٥٧٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُنْزِلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِيْنَ ثُمَّ تُوُفِّىَ ﷺ -

৩৫৭২ আহমদ ইব্ন আবূ রাজা (র) .... ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর উপর যখন (ওহী) নাযিল করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। এরপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। তারপর তাঁকে হিজরতের আদেশ দেওয়া হয়। তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন এবং তথায় দশ বছর অবস্থান করলেন, তারপর তাঁর ওফাত হয়।

٢١٣٨. بَابُ مَالَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَكَّةَ

২১৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ মক্কাবাসী মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতন ভোগ করেছেন তার বিবরণ

٣٥٧٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ وَاِسْمٰعِيْلُ قَالاَ سَمِعْنَا قَيْسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُوْلُ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً ، فَقُلْتُ أَلاَ تَدْعُو اللّٰهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيْدِ ، مَادُوْنَ عِظَامِهٖ مِنْ لَحْمٍ اَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ ، وَيُوْضَعُ الْمِنْشَارُ عَلٰى مَفْرِقِ رَأْسِهٖ ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ ، وَلَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ * زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ –

৩৫৭৩ আল-হুমায়দী (র) .... খাব্বাব (রা) বলেন, আমি (একবার) নবী করীম ﷺ খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি তাঁর নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা গৃহের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। (যেহেতু) আমরা মুশরিকদের পক্ষ থেকে কঠিন নির্যাতন ভোগ করছিলাম। তাই আমি বললাম, আপনি কি (আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার) জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবেন না ? তখন তিনি উঠে বসলেন এবং তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদের মধ্যে কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত সমস্ত মাংস ও শিরা উপশিরাগুলি লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ে বের করে ফেলা হত। কিন্তু এসব নির্যাতনও তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারত না। তাঁদের মধ্যে কারো মাথার মধ্যবর্তী স্থানে করাত স্থাপন করে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হত। কিন্তু এ নির্যাতনও তাঁদেরকে তাঁদের দীন থেকে ফিরাতে পারত না। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই দীনকে পরিপূর্ণ করবেন, ফলে একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ (শহর) থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সে ভয় করবে না। রাবী (র) আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেন এবং তার মেষ পালের উপর নেকড়ে বাঘের আক্রমণে সে ভয় করবে না।

٣٥٧٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَمَا بَقِىَ اَحَدٌ اِلاَّ سَجَدَ اِلاَّ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ هٰذَا يَكْفِيْنِىْ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللّٰهِ -

৩৫৭৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) .... আবদুল্লাহ (রা) (ইব্ন মাসউদ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূরা আন-নাজ্ম তিলাওয়াত করে সিজদা করলেন। তখন এক ব্যক্তি ব্যতীত (উপস্থিত) সকলেই সিজ্দা করলেন। ঐ ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, সে এক মুষ্টি কংকর তুলে নিয়ে তার উপর সিজ্দা করল এবং সে বলল, আমার জন্য এরূপ সিজ্দা করাই যথেষ্ট। (আবদুল্লাহ (রা) বলেন) পরবর্তীকালে আমি তাকে কাফির অবস্থায় (বদর যুদ্ধে) নিহত হতে দেখেছি।

٣٥٧٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ بِسَلٰى جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهٖ وَدَعَتْ عَلٰى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَاُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ ، شُعْبَةُ الشَّاكُ فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ فَاُلْقُوْا فِىْ بِئْرٍ غَيْرَ اُمَيَّةَ ، اَوْ اُبَىٍّ تَقَطَّعَتْ اَوْصَالُهُ ، فَلَمْ يُلْقَ فِى الْبِئْرِ -

৩৫৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'উদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ সিজ্দা করলেন। তাঁর আশেপাশে কুরাইশের কয়েকজন লোক বসেছিল। এমন সময় উক্বা ইব্ন আবূ মুয়াইত (যবাইকৃত) উটের নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে উপস্থিত হল এবং নবী করীম ﷺ-এর পিঠের উপর নিক্ষেপ করল। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠাতে পারলেন না। (সংবাদ পেয়ে) ফাতিমা (রা) এসে তাঁর

পিঠের উপর থেকে তা সরিয়ে দিলেন এবং যে এ কাজেটি করেছে তার জন্য বদ দু'আ করেলেন। এরপর নবী করীম ﷺ (মাথা উঠিয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ্! পাকড়াও কর কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে-- আবূ জেহেল ইব্ন হিশাম, উৎবা ইব্ন রাবিয়া, শায়বা ইব্ন রাবি'য়া, উমাইয়া ইব্ন খালফ অথবা উবাই ইব্ন খালাফ। উমাইয়া ইব্ন খালফ না উবাই ইব্ন খালফ এ বিষয়ে (শো'বা রাবী সন্দেহ করেন) (ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন) আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত অবস্থায় দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত এদের সবাইকে সে দিন একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তার গ্রন্থিগুলি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল যে তাকে কূপে নিক্ষেপ করা যায় নি।

٣٥٧٦ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبْزٰى قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ مَا اَمْرَهُمَا ، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا اُنْزِلَتِ الَّتِيْ فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُوْ اَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اُخَرَ ، وَقَدْ اَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ الْاٰيَةَ فَهٰذِهِ لِأُوْلٰئِكَ وَاَمَّا الَّتِيْ فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ اِذَا عَرَفَ الْاِسْلاَمَ وَشَرَائِعَهُ ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ اِلاَّ مَنْ نَدِمَ -

৩৫৭৬ 'উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আবযা (রা) একদিন আমাকে আদেশ করলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) কে এ আয়াত দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, এর অর্থ কী ? আয়াতটি হল এই "আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না।" এবং "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে।" আমি ইব্ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, যখন সূরা আল-ফুরকানের আয়াতটি নাযিল করা হল তখন মক্কার মুশ্‌রিকরা বলল, আমরা তো মানুষকে হত্যা করেছি যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন এবং আল্লাহ্র সাথে অন্যকে মা'বুদ হিসাবে শরীক করেছি। আরো নানা জাতীয় অশ্লীল কাজ কর্ম করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "কিন্তু যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ......" সুতরাং এ আয়াতটি তাদের জন্য প্রযোজ্য। আর সূরা নিসার যে আয়াতটি রয়েছে তা। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ইসলাম ও তার বিধি-বিধানকে জেনে বুঝে কবূল করার পর কাউকে (ইচ্ছাকৃত) হত্যা করেছে।

তখন তার শাস্তি, জাহান্নাম। তারপর মুজাহিদ (র) কে আমি এ বিষয় জানালাম। তিনি বললেন, তবে যদি কেউ অনুতপ্ত হয় .....।

٣٥٧٧ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِيْ الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَخْبِرْنِيْ بِاَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ حِجْرِ الْكَعْبَةِ اِذْ اَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِيْ مُعَيْطٍ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنقًا شَدِيْدًا ، فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ اَلْاٰيَةَ * تَابَعَهُ ابْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو * وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قِيْلَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ * وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ -

৩৫৭৭ 'আইয়্যাশ ইবনুল ওয়ালিদ (র) ....'উরাওয়া ইব্ন যুবায়র (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) এর নিকট বললাম, মক্কার মুশ্‌রিক কর্তৃক নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা কঠোর আচরণের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, একদিন নবী করীম ﷺ কা'বা শরীফের (পশ্চিম পার্শ্বস্থ) হিজর নামক স্থানে সালাত আদায় করছিলেন। তখন 'উকবা ইব্ন আবূ মু'য়াইত এল এবং তার চাদর দিয়ে নবী করীম ﷺ-এর কণ্ঠনালী পেচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলল। তখন আবূ বকর (রা) এগিয়ে এসে 'উকবাকে কাঁধে ধরে নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের প্রতিপালক।

٢١٣٩. بَابُ اِسْلاَمِ اَبِيْ بَكْرٍ نِالصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

٣٥٧٨ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَمَّادِ نِ الْاٰمُلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ

مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ اِلاَّ خَمْسَةُ اَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَاَبُوْ بَكْرٍ

৩৫৭৮ আবদুল্লাহ ইব্ন হাম্মাদ আমুলী (র) .... আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এমন অবস্থায় (ইসলাম গ্রহণের জন্য) সাক্ষাত করলাম যে, তখন তাঁর সঙ্গে (ইসলাম গ্রহণে করেছেন) এমন পাঁচজন কৃতদাস, দু'জন মহিলা ও আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না।

٢١٤٠. بَابُ اِسْلاَمِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৪০. পরিচ্ছেদ ঃ সা'দ (ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)—এর ইসলাম গ্রহণ

٣٥٧٩ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ : مَا اَسْلَمَ اَحَدٌ اِلاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ ، وَلَقَدْ مَكُثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّيْ لَثُلُثُ الاِسْلاَمِ -

৩৫৭৯ ইসহাক (র) .... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম সেদিনের পূর্বে অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি। আর আমি সাতদিন পর্যন্ত বয়স্কদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

٢١٤١. بَابٌ ذِكْرُ الْجِنِّ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

২১৪১. পরিচ্ছেদ ঃ জ্বিনদের আলোচনা এবং আল্লাহর বাণীঃ (হে রাসূল ﷺ) বলুন আমার নিকট ওহী এসেছে যে, একদল জ্বিন মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শ্রবণ করছে .....

٣٥٨٠ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

مِسْعَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوْقًا مَنْ اٰذَنَ النَّبِىَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةً اسْتَمَعُوا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْكَ : يَعْنِىْ عَبْدَ اللّٰهِ اَنَّهٗ اٰذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ -

৩৫৮০ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) .... আবদুর রাহমান (র) বলেন, আমি মাসরূক (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাতে জ্বিনরা মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণ করেছিল ঐ রাতে নবী করীম ﷺ-কে তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সংবাদটি কে দিয়েছিল ? তিনি বললেন, তোমার পিতা আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ (রা)) আমাকে বলেছেন যে, তাদের উপস্থিতির সংবাদ একটি বৃক্ষ দিয়েছিল।

٣٥٨١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَدِّىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِدَاوَةً لِوَضُوْئِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهٗ فَقَالَ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ اَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ اَبْغِنِىْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلَا تَأْتِنِىْ بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهٗ بِاَحْجَارٍ اَحْمِلُهَا فِىْ طَرَفِ ثَوْبِىْ حَتّٰى وَضَعْتُ اِلٰى جَنْبِهٖ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ ، فَقُلْتُ مَابَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ ، قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ ، وَاِنَّهٗ اَتَانِىْ وَفْدُ جِنِّ نَصِيْبِيْنَ وَنِعْمَ الْجِنُّ فَسَأَلُوْنِى الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ لَهُمْ اَنْ لَا يَمُرُّوْا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ اِلَّا وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا -

৩৫৮১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-এর অজু ও ইস্তিন্‌জার কাজে ব্যবহারের জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র বহন করে পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাকিয়ে বললেন, কে ? আমি বললাম, আমি আবূ হুরায়রা। তিনি বললেন, আমাকে কয়েকটি পাথর তালাশ করে দাও। আমি উহা দ্বারা ইস্তিন্‌জা করব। তবে, হাঁড় এবং গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর নিকটে রেখে দিলাম এবং আমি তথা হতে কিছুটা দূরে সরে গেলাম। তিনি যখন ইস্তেন্‌জা থেকে অবসর হলেন, তখন আমি অগ্রসর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁড় ও গোবর এর বিষয় কি ? তিনি বললেন, এগুলো জ্বিনের খাদ্য। আমার নিকট নাসীবীন[১] নামক জায়গা

১. সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি নগরী।

থেকে জ্বিনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। তারা উত্তম জ্বিন ছিল। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্যের প্রার্থনা জানাল। তখন আমি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলাম যে, যখন কোন হাড় বা গোবর (তাদের) হস্তগত হয় তখন যেন উহাতে অদের খাদ্যদ্রব্য পায়।

٢١٤٢. بَابٌ اِسْلاَمُ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৪২. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

٣٥٩٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَلَغَ اَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَخِيْهِ ارْكَبْ اِلٰى هٰذَا الْوَادِىْ، فَاعْلَمْ لِىْ عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ يَأْتِيْهِ الْخَبْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهٖ ثُمَّ ائْتِنِىْ فَانْطَلَقَ الاَخُ حَتّٰى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهٖ، ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَبِىْ ذَرٍّ، فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْاَخْلاَقِ، وَكَلاَمًا مَاهُوَ بِالشِّعْرِ، فَقَالَ مَاشَفَيْتَنِىْ مِمَّا اَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيْهَا مَاءٌ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِىَّ ﷺ وَلاَيَعْرِفُهُ وَكَرِهَ اَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتّٰى اَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ إِضْطَجَعَ فَرَاٰهُ عَلِىٌّ فَعَرَفَ اَنَّهُ غَرِيْبٌ، فَلَمَّا رَاٰهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ، حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ اَحْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ، وَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اَمْسٰى، فَعَادَ اِلٰى مَضْجَعِهٖ فَمَرَّبِهٖ عَلِىٌّ، فَقَالَ اَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ اَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ، فَاَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهٖ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، فَعَادَ عَلٰى

مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ تُحَدِّثُنِيْ مَاالَّذِيْ اَقْدَمَكَ ، قَالَ اِنْ اَعْطَيْتَنِيْ عَهْدًا وَمِيْثَاقًا لَتُرْشِدَنِيْ فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَاِنَّهُ حَقٌّ ، وَهُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِيْ فَاِنِّيْ اِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا اَخَافُ عَلَيْهِ قُمْتُ كَاَنِّي أُرِيْقُ الْمَاءَ فَاِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِيْ حَتّٰى تَدْخُلَ مَدْخَلِيْ فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوْهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَاَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِرْجِعْ اِلٰى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَكَ اَمْرِيْ ، قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ : اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوْهُ حَتّٰى اَضْجَعُوْهُ وَاَتَى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ قَالَ وَيْلَكُمْ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَاَنَّ طَرِيْقَ تُجَّارِكُمْ اِلَى الشَّامِ فَاَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا فَضَرَبُوْهُ ثَارُوْا اِلَيْهِ فَاَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ -

৩৫৮২ 'আমর ইব্ন 'আব্বাস (র) .... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন আবূ যার (রা) এর নিকট পৌছল, তখন তিনি তাঁর ভাই (উনাইস) কে বললেন, তুমি এই উপত্যকায় যেয়ে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে জেনে আস যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন ও তাঁর কাছে আসমান থেকে সংবাদ আসে। তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুন এবং ফিরে এসে আমাকে শুনাও। তাঁর ভাই (মক্কাভিমুখে) রওয়ানা হয়ে ঐ ব্যক্তির নিকট পৌছে তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। এরপর তিনি আবূ যারের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললেন, আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি উত্তম স্বভাব অবলম্বন করার জন্য (লোকদেরকে) নির্দেশ দান করছেন এবং এমন কালাম (পড়তে শুনলাম) যে পদ্য নয়। এতে আবূ যার (রা) বললেন, আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে বিষয়ে তুমি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেনা। আবূ যার (রা) সফরের উদ্দেশ্যে যৎসামান্য পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি ছোট্ট পানির মশকসহ মক্কায় উপস্থিত হলেন। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে নবী করীম ﷺ-কে তালাশ করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে (নবী করীম ﷺ-কে) চিনতেন না। আবার

কাউকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও পছন্দ করলেন না। এমতাবস্থায় রাত হয়ে গেল। তিনি (মসজিদে) শুয়ে পড়লেন। আলী (রা) তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, লোকটি বিদেশী মুসাফির। যখন আবূ যার আলী (রা)-কে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত একে অন্যকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। আবূ যার (রা) পুনরায় তাঁর পাথেয় ও মশক নিয়ে মসজিদে হারামের দিকে চলে গেলেন। এ দিনটি এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি (পূর্ব দিনের) শোয়ার জায়গায় ফিরে গেলেন। তখন আলী (রা) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখন কি মুসাফির ব্যক্তির গন্তব্য স্থানের সন্ধান লাভের সময় হয়নি ? সে এখনও এ জায়গায় অবস্থান করছে। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। (পথিমধ্যে) কেউ কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এমতাবস্থায় তৃতীয় দিন হয়ে গেল। আলী (রা) পূর্বের ন্যায় তাঁর পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি কি আমাকে বলবেনা কি জিনিস এখানে আসতে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে ? আবূ যার (রা) বললেন, তুমি যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পাকা পোক্ত অঙ্গীকার কর তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। আলী (রা) অঙ্গীকার করলেন এবং আবূ যার (রা) ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। আলী (রা) বললেন, তিনি সত্য, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যখন ভোর হয়ে যাবে তখন তুমি আমার অনুসরণ করবে। তোমার জন্য ভয়ের কারণ আছে এমন যদি কোন কিছু আমি দেখতে পাই তবে আমি রাস্তায় পাশে চলে যাব যেন আমি পেশাব করতে চাই। আর যদি আমি সোজা চলতে থাকি তবে তুমিও আমার অনুসরণ করতে থাকবে এবং যে ঘরে আমি প্রবেশ করি সে ঘরে তুমিও প্রবেশ করবে। আবূ যার (রা) তাই করলেন আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তিনিও তাঁর (আলীর) সাথে প্রবেশ করলেন। তিনি (নবী করীম ﷺ -এর কথাবার্তা শুনলেন এবং ঐ স্থানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি তোমার স্বগোত্রে ফিরে যাও এবং আমার নির্দেশ না পোঁছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করবে। আবূ যার (রা) বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার ইসলাম গ্রহণকে মুশরিকদের সম্মুখে উচ্চস্বরে ঘোষণা করব। এই বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ও মসজিদে হারামে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (ইহা শুনামাত্র মুশরিক) লোকজন (উত্তেজিত হয়ে) তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রহার করতে করতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এমন সময় আব্বাস (রা) এসে তাঁকে আগলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য। তোমরা কি জাননা, এ লোকটি গিফার গোত্রের ? আর তোমাদের ব্যবসায়ী দলগুলিকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়েই সিরিয়া যাতায়াত করতে হয়। একথা বলে তিনি তাদের হাত থেকে আবূ যারকে রক্ষা করলেন। পরদিন ভোরে তিনি অনুরূপ বলতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বেদম প্রহার করতে লাগল। আব্বাস (রা) এসে আজো তাঁকে রক্ষা করলেন।

٢١٤٣. بَابٌ اِسْلاَمُ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ সাঈদ ইব্ন যায়েদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

٣٥٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِيْ مَسْجِدِ الْكُوْفَةِ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَاِنَّ عُمَرَ لَمُوْثِقِيْ عَلَى الْاِسْلاَمِ ، قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ وَلَوْ اَنَّ اُحُدًا اُرْفَضَّ لِلَّذِيْ صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ -

৩৫৮৩ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) .... কায়স (রা) বলেন, আমি সা'ঈদ ইব্ন যায়েদ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল (রা)-কে কুফার মসজিদে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, 'উমরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর হাতে আমাকে বন্দী অবস্থায় দেখেছি। তোমরা উসমান (রা) এর সাথে যে ব্যবহার করলে এ কারণে যদি ওহোদ পাহাড় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যায় তবে তা হওয়া সঙ্গতই হবে।

٢١٤٤. بَابٌ اِسْلاَمُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

٣٥٨٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَازِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ -

৩৫৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)......... 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করলেন ঐ দিন থেকে আমরা সর্বদা প্রভাব প্রতিপত্তির আসনে সমাসীন রয়েছি।

٣٥٨٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَاَخْبَرَنِيْ جَدِّيْ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِى الدَّارِ خَائِفًا اِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ نِالسَّهْمِيُّ اَبُوْ

عَمْرٍو عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ وَقَمِيْصٌ مَكْفُوْفٌ بِحَرِيْرٍ ، وَهُوَ مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ اَنَّهُمْ سَيَقْتُلُوْنَنِىْ اِنْ اَسْلَمْتُ ، قَالَ لاَسَبِيْلَ اِلَيْكَ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا اَمِنْتُ فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِىَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِىْ ، فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُوْنَ ؟ فَقَالُوْا نُرِيْدُ هٰذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِىْ صَبَا قَالَ لاَ سَبِيْلَ اِلَيْهِ فَكَرَّ النَّاسُ -

৩৫৮৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) .... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা 'উমর (রা) (ইসলাম গ্রহণের পর,) একদিন নিজ গৃহে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। তখন আবূ 'আমর 'আস ইব্ন ওয়াইল সাহমী তাঁর কাছে আসলেন তার গায়ে ছিল ধারিদার চাদর ও রেশমী জরির জামা। তিনি বানু সাহম গোত্রের লোকছিলেন। জাহেলী যুগে তারা আমাদের হালীফ (বিপদ কালে সাহায্যের চুক্তি যাদের সাথে করা হয়) ছিল। 'আস 'উমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার অবস্থা কেমন ? 'উমর (রা) উত্তর দিলেন। তোমার গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অচিরেই আমাকে হত্যা করবে। ইহা শুনে 'আস (রা) বললেন, তোমাকে কোন কিছু করার শক্তি ও ক্ষমতা তাদের নেই। তার কথা শুনে 'উমর (রা) বললেন, তোমার কথা শুনে আমি শঙ্কাহীন হলাম। 'আস বেরিয়ে পড়লেন এবং দেখতে পেলেন, মক্কা ভূমি লোকে লোকারণ্য । তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? তারা বলল, আমরা 'উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট যাচ্ছি, সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গেছে। 'আস বললেন,তার নিকট যাওয়া, তাকে কোন কিছু করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এতে লোকজন ফিরে গেল।

٣٥٨٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَمَّا اَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوْا صَبَا عُمَرُ وَاَنَا غُلاَمٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِىْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِّنْ دِيْبَاجٍ ، فَقَالَ فَصَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَاَنَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرَاَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوْا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ -

৩৫৮৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, যখন উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন লোকেরা তাঁর গৃহের পাশে সমবেত হল এবং বলতে লাগল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ

করেছে। আমি তখন ছোট বালক। আমাদের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে ছিলাম। তখন একজন লোক এসে বলল, তার গায়ে রেশমী জুববা ছিল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, (তাতে কার কি হল ?) তবে এ সমাবেশ কিসের আমি তাকে আশ্রয় দিচ্ছি। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, তখন আমি দেখলাম, লোকজন চারিদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গেল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে ? লোকেরা বলল, ইনি 'আস ইব্‌ন ওয়াইল।

৩৫৮৭ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَىْءٍ قَطُّ يَقُوْلُ اِنِّىْ لاَظُنُّهُ كَذَا الاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ اِذْ مَرَّبِهٖ رَجُلٌ جَمِيْلٌ ، فَقَالَ لَقَدْ اَخْطَاَ ظَنِّى اَوْ اِنَّ هٰذَا عَلٰى دِيْنِهٖ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ ، عَلَىَّ الرَّجُلَ ، فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهٖ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، قَالَ فَاِنِّىْ اَعْزِمُ عَلَيْكَ الاَّ اَخْبَرْتَنِىْ قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ فَمَا اَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهٖ جِنِّيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا يَوْمًا فِى السُّوْقِ إِذْ جَاءَتْنِىْ اَعْرِفُ فِيْهَا الْفَزَعَ ، فَقَالَتْ اَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَاِبْلاَسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ اِنْكَاسِهَا وَلُحُوْقَهَا بِالْقِلاَصِ وَاَحْلاَسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ عِنْدَ اٰلِهَتِهِمْ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهٖ صَارِخٌ ، لَمْ اَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ اَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُوْلُ : يَا جَلِيْحِ اَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَقُوْلُ : لاَ اِلٰهَ الاَّ أَنْتَ فَوَثَبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لاَ اَبْرَحُ حَتّٰى اَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هٰذَا ثُمَّ نَادٰى يَا جَلِيْحُ اَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ فَقُمْتُ فَمَا نَشِبْنَا اَنْ قِيْلَ هٰذَا نَبِىٌّ –

৩৫৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখনই উমর (রা) কে কোন ব্যাপারে একথা বলতে শুনেছি যে, আমার ধারণা হয় ব্যাপারটি এমন হবে, তবে তার ধারণা মত ব্যাপরটি সংঘটিত হয়েছে। একবার উমর (রা) বসা ছিলেন, এমন সময় একজন সুদর্শন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। উমর (রা) বললেন, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে তবে আমার মনে হয় লোকটি জাহেলী ধর্মাবলম্বী অথবা ভবিষ্যৎ গণনাকারীও হতে পারে। লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এস। তাকে তাঁর কাছে ডেকে আনা হল। উমর (রা) তার ধারণার কথা তাকে শুনালেন। তখন সে বলল, একজন মুসলিমের পক্ষ থেকে বলা হল যা আজকার মত আর কোন দিন দেখেনি। উমর (রা) বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমাকে তোমার ব্যাপরটা খুলে বল। সে বলল, জাহেলী যুগে আমি তাদের ভবিষ্যৎ গণনাকারী ছিলাম। উমর (রা) বললেন, জ্বিনেরা তোমাকে যে সব কথাবার্তা বলেছে, তন্মধ্যে কোন কথাটি তোমার নিকট সর্বাধিক বিস্ময়কর ছিল। সে বলল, আমি একদিন বাজারে অবস্থান করছিলাম। তখন একটি মহিলা জ্বিন আমার নিকট আসল। আমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পেলাম। তখন সে বলল, তুমি কি জ্বিন জাতির অবস্থা দেখছনা, তারা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে? তাদের মধ্যে হতাশা ও বিমূঢ় হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা ক্রমশঃ উটওয়ালাদের এবং চাদর জুব্বা পরিধানকারীদের (আরববাসী) অনুগত হয়ে পড়ছে। উমর (রা) বললেন, সে সত্য কথা বলেছে। আমি একদিন তাদের দেবতাদের কাছে ঘুমন্ত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি একটি গরুর বাছুর নিয়ে হাযির হল এবং সেটা যবাই করে দিল। ঐ সময় এক ব্যক্তি এমন বিকট চীৎকার করে উঠল, যা আমি আর কখনও শুনিনি। সে চীৎকার করে বলছিল, হে জলীহ! একটি স্বাভাবিক কল্যাণময় ব্যাপার অচিরেই প্রকাশ লাভ করবে। তা হল– একজন বিশুদ্ধভাষী লোক বলবেন; لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ (এ ঘোষণা শুনে উপস্থিত) লোকজন ছুটাছুটি করে পলায়ন করল। আমি বললাম, এ ঘোষণার রহস্য উদঘাটন অবশ্যই করব। তারপর আবার ঘোষণা দেওয়া হল। হে জলীহ! একটি স্বাভাবিক ও কল্যাণময় ব্যাপর অতি সত্বর প্রকাশ পাবে। তাহল একজন বাগ্মী ব্যক্তি لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এর প্রকাশ্যে ঘোষণা দিবে। তারপর আমি উঠে দাড়ালাম। এর কিছুদিন পরেই বলা হল যে, তিনিই নবী।

٣٥٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لِلْقَوْمِ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ مُوْثِقِىْ عُمَرُ عَلَى الْاِسْلَامِ اَنَا وَاُخْتَهُ وَمَا اَسْلَمَ وَلَوْ اَنَّ اُحُدًا انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوْقًا اَنْ يَنْقَضَّ –

৩৫৮৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) .... কাইস (র) বলেন, আমি সা'ঈদ ইব্ন যায়েদ (রা)-কে তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি দেখেছি উমর (রা) আমাকে এবং তার বোন ফাতিমাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বেঁধে রেখেছেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যে অসদাচরণ করেছ তার কারণে যদি ওহোদ পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে তবে তা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

٢١٤٥. بَابٌ اِنْشِقَاقُ الْقَمَرِ

২১৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়া

٣٥٨٩ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا -

৩৫৮৯ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন হিসাবে কোনরূপ মুজিযা দেখানোর দাবী জানাল। তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা চাঁদের দু'খণ্ডের মধ্যখানে হেরা পর্বতকে দেখতে পেল।

٣٥٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى فَقَالَ اشْهَدُوْا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ وَقَالَ اَبُو الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْشَقَّ بِمَكَّةَ ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ -

৩৫৯০ আবদান (র) .... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয় তখন আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদিগকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। তখন আমরা দেখলাম, চাদের একটি খণ্ড হেরা পর্বতের দিকে চলে গেল। আবূ যুহা মাসরূকের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয় মক্কা শরীফে।

৩৫৯১ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ الْقَمَرَ اَنْشَقَّ عَلٰى زَمَانِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৫৯১ উসমান ইব্‌ন সালিহ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

৩৫৯২ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ-

৩৫৯২ উমর ইব্‌ন হাফস (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী করীম ﷺ-এর যুগে) চাঁদ খণ্ডিত হয়েছিল।

٢١٤٦. بَابُ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَ بَتَيْنِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبْلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى وَاَسْمَاءَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২১৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ হাবশায় হিজরত। আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের হিজরতের স্থান আমাকে (স্বপ্নে) দেখান হয়েছে। যেখানে রয়েছে প্রচুর বৃক্ষ আর সে স্থানটি ছিল দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী। তখন হিজরতকারিগণ মদীনায় হিজরত করলেন এবং যারা ইতিপূর্বে হাবশায় হিজরত করেছিলেন তারাও মদীনায় ফিরে আসলেন। এ সম্পর্কে আবূ মূসা ও আসমা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৫৯৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ نِ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ

بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَبْنَ مَخْرَمَةَ وعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ قَالاَ لَهُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِيْ اَخِيْهِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ وكَانَ اَكْثَرَ النَّاسُ فِيْمَا فَعَلَ بِهِ ، قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيْحَةٌ فَقَالَ اَيُّهَا الْمَرْءُ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ، فَانْصَرَفْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ جَلَسْتُ اِلَى الْمِسْوَرِ وَاِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ وقَالَ لِيْ : فَقَالاَ قَدْ قَضَيْتَ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْكَ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا اِذْ جَاءَنِيْ رَسُوْلُ عُثْمَانَ ، فَقَالاَ لِيْ قَدِ ابْتَلاَكَ اللّٰهُ : فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفًا ؟ قَالَ فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ قُلْتُ : اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ اللّٰهَ وَرَسُولِهِ ﷺ وَآمَنْتَ بِهِ وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ وَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِيْ شَأْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَحَقٌّ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِيْ يَابْنَ اَخِيْ اَدرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ قَدْ خَلَصَ اِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ اِلَى الْعَذْرَاءِ فِيْ سِتْرِهَا ، قَالَ فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ،وَأمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ ، كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ وَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ

اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ، فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ اَفَلَيْسَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ لَهُمْ عَلَىَّ ، قَالَ بَلٰى ، قَالَ فَمَاهٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِىْ تَبْلُغُنِىْ عَنْكُمْ ، فَاَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ: فَسَنَأْخُذُ فِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ ، قَالَ فَجَلَدَ الْوَلِيْدَ اَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً وَاَمَرَ عَلِيًّا اَنْ يَّجْلِدَهُ وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ ، وَقَالَ يُوْنُسُ وَابْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَفَلَيْسَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ لَهُمْ –

৩৫৯৩ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-জু'ফী (র) .... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়রকে বলেন যে, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা এবং আবদুর রাহমান ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগুস (রা) উভয়ই তাকে বলেন, (হে উবায়দুল্লাহ)! তুমি তোমার মামা উসমান (রা)-এর সাথে তার (বৈপিত্রেয়) ভাই ওয়ালীদ ইব্ন উকবা সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা করছ না কেন? জনগণ তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করছে। উবায়দুল্লাহ বলেন, উসমান (রা) যখন সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসছিলেন তখন আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বললাম, আপনার সাথে আমার কথা বলার প্রয়োজন আছে এবং তা আপনার মঙ্গলার্থেই। তিনি বললেন, ওহে, আমি তোমা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তখন ফিরে আসলাম এবং যখন সালাত সমাপ্ত করলাম, তখন মিসওয়ার ও ইব্ন আবদ ইয়াগুস (রা)-এর নিকট যেয়ে বললাম, এবং উসমান (রা) কে আমি যা বলেছি এবং তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তা উভয়কে শুনালাম। তারা বললেন, তোমার উপর যে দায়িত্বও কর্তব্য ছিল তা তুমি আদায় করেছ। আমি তাদের নিকট বসাই আছি এ সময় উসমান (রা) এর পক্ষ থেকে একজন দূত আমাকে ডেকে নেয়ার জন্য আসলেন। তারা দু'জন আমাকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। আমি চললাম এবং উসমান (রা) এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি উপদেশ যা তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বলতে চেয়েছিলে? তখন আমি কালিমা শাহাদত পাঠ করে (তাঁকে উদ্দেশ্যে করে) বললাম, আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আপনি তাঁর উপর ঈমান এনেছেন, এবং প্রথম দু'হিজরতে (মদীনা ও হাবশা) আপনি অংশ গ্রহণ করেছেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর স্বভাব-চরিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন। জনসাধারণ ওয়ালিদ ইব্ন উকবার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা করছে, আপনার কর্তব্য তাঁর উপর বিধান দন্ড জারি করা। উসমান (রা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পেয়েছ? আমি বললাম, না, পাইনি। তবে তাঁর বিষয় আমার নিকট এমনভাবে নিরঙ্কুশ পৌছেছে যেমনভাবে কুমারী

মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌঁছে থাকে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, উসমান (রা) কালিমা শাহাদত পাঠ করলেন, এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহম্মদ ﷺ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছিল আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। ইসলামের প্রথম যুগের দু'হিজরতে অংশ গ্রহণ করেছি যেমন তুমি বলছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি, তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁর নাফরমানী করিনি। তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। এমতাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা) কে খলীফা নিযুক্ত করলেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁরও নাফরমানী করিনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। অতঃপর উমর (রা) খলীফা মনোনীত হলেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁরও অবাধ্য হইনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। তিনিও ওফাত প্রাপ্ত হলেন। এবং তারপর আমাকে খলীফা নিযুক্ত করা হল। আমার উপর তাদের বাধ্য থাকার যে রূপ হক ছিল তোমাদের উপর তাদের ন্যায় আমার প্রতি বাধ্য থাকার কি কোন হক নাই? উবায়দুল্লাহ বললেন, হাঁ। অবশ্যই হক আছে। উসমান (রা) বললেন, তাহলে এসব কথাবার্তা কি, তোমাদের পক্ষ থেকে আমার নিকট আসছে? আর ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা সম্পর্কে তুমি যা বললে, সে ব্যাপারে আমি অতিসত্বর সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করব ইন্‌শাল্লাহ। অতঃপর তিনি ওয়ালীদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করার রায় প্রদান করলেন এবং ইহা কার্যকরী করার জন্য আলী (রা) কে আদেশ করলেন। তৎকালে অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে আলী (রা) নিযুক্ত ছিলেন। ইউনুস এবং যুহরির ভাতিজা যুহরী সূত্রে যে বর্ণনা করেন তাতে রয়েছে; 'তোমাদের উপর আমার কি হক নেই যেমনটি হক ছিল তাদের জন্য।'

٣٥٩٤ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ أُولٰئِكَ اِذَ كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِيْكَ الصُّوَرَ أُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৩৫৯৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা (রা) তাঁর সাথে আলোচনা করল যে তাঁরা হাবাশায় (ইথিওপিয়া) খৃস্টানদের একটি গির্জা দেখে এসেছেন। সে গির্জায় নানা রকমের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। তাঁরা দু'জন এসব কথা নবী করীম ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, (এদের অভ্যাস ছিল যে) তাদের কোন নেক্‌কার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ (উপাসনালয়) নির্মাণ করত এবং এসব ছবি অঙ্কিত করে রাখত, এরাই কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হবে।

٣٥٩٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ السَّعِيْدِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَاَنَاجُوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمِيْصَةً لَهَا اَعْلاَمٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ الْاَعْلاَمَ بِيَدِهٖ وَيَقُوْلُ : سَنَاهُ سَنَاهُ قَالَ الْحُمَيْدِىُّ يَعْنِىْ حَسَنٌ حَسَنٌ -

৩৫৯৫ হুমাইদী (র) .... উম্মে খালিদ (বিনত খালিদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন হাবশা থেকে মদীনায় আসলাম তখন আমি ছোট্ট বালিকা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি চাদর পরিয়ে দিলেন যাতে ডোরা কাটা ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ডোরাগুলির উপর হাত বুলাতে লাগলেন, এবং বলতে ছিলেন সানাহ্-সানাহ ঃ হুমায়দী (র) বলেন, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর।

٣٥٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ؟ قَالَ اِنَّ فِى الصَّلاَةِ شُغْلاً فَقُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ كَيْفَ تَصْنَعُ اَنْتَ ؟ قَالَ اَرُدُّ فِىْ نَفْسِىْ -

৩৫৯৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাম্মাদ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) সালাতে রত থাকা অবস্থায় নবী ﷺ-কে আমরা সালাম করতাম, তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। যখন আমরা নাজাশীর (হাবশা) কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখন সালাতে রত অবস্থায় তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমরা (সালাতের মধ্যে) আপনাকে সালাম করতাম এবং আপনিও সালামের উত্তর দিতেন। কিন্তু আজ আপনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না ? তিনি বললেন, সালাতের মধ্যে আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্টতা থাকে। রাবী বলেন, আমি ইব্‌রাহীম নাখয়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, (সালাতের মধ্যে কেউ সালাম করলে) আপনি কি করেন ? তিনি বললেন, আমি মনে মনে জবাব দিয়ে দেই।

٣٥٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرُ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا ، فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَكُمْ اَنْتُمْ يَا اَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ -

৩৫৯৭ মুহাম্মদ ইব্‌নুল আলা (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট নবী করীম ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ এসে পৌছল। তখন আমরা ইয়ামানে অবস্থান করছিলাম। আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করলাম। কিন্তু (প্রতিকূল বাতাসের কারণে) আমাদের নৌকা (গন্তব্যস্থানের দিকে না পৌছে) হাবশায় নাজাশীর নিকট নিয়ে গেল। সেখানে জাফর ইব্‌ন আবূ তালিবের (রা) সাথে সাক্ষাৎ হল। আমরা তাঁর সাথে অবস্থান করতে লাগলাম কিছুদিন পর আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। এবং নবী করীম ﷺ যখন খায়বর বিজয় করলেন তখন আমরা তাঁর সাথে মিলিত হলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি বললেন, হে নৌকারোহীগণ, তোমাদের জন্য দু'টি হিজরতের মর্যাদা রয়েছে।

٢١٤٧. بَابُ مَوْتُ النَّجَاشِىِّ

২১৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু

٣٥٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِىُّ مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلٰى اَخِيْكُمْ اَصْحَمَةَ

৩৫৯৮ আবুর রাবী (র) .... যাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাজাশীর (আসহাম) মৃত্যু হল তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আজ একজন সৎ ব্যক্তি মারা গেছেন। উঠো, এবং তোমাদের (ধর্মীয়) ভাই আসহামার জন্য জানাযার সালাত আদায় কর।

٣٥٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ

حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيْ اَوِ الثَّالِثِ -

৩৫৯৭ আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।

٣٦٠٠ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ -

৩৬০০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আসহাম নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করেন এবং চারবার তাক্‌বীর বলেন।

٣٦٠١ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعٰى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلّٰى فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا -

৩৬০১ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবদুর রহমান ও ইবনুল মুসাইয়াব (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) তাদেরকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে হাবশা (ইথিওপিয়া)-এর বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু

সংবাদ সেদিন শুনালেন, যেদিন তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের (দীনী) ভাই এর জন্য মাগফিরাত কামনা কর। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এরূপও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবা কেরামকে নিয়ে ঈদগাহে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন এবং নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং তিনি চারবার তাকবীরও উচ্চারণ করলেন।

٢١٤٨. بَابُ تَقَاسُمُ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

২১৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের শপথ গ্রহণ

٣٦٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَادَ حُنَيْنًا ، مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ -

৩৬০২ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়ন যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে বনী কেনানায় অবতরণ করব 'ইনশা আল্লাহ্' যেখানে তারা (কুরাইশ) সকলে কুফর ও শির্ক এর উপর অটল থাকার শপথ গ্রহণ করেছিল।

٢١٤٩. بَابُ قِصَّةِ اَبِىْ طَالِبٍ

২১৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ তালিবের ঘটনা

٣٦٠٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَا اَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَانَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، وَلَوْلاَ اَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

৩৬০৩ মুসাদ্দাদ (র) .... আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি একদিন নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আপনার চাচা আবূ তালিবের কি উপকার করলেন অথচ তিনি (জীবিত থাকাবস্থায়) আপনাকে দুশমনের সকল আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে হিফাযত করেছেন। (আপনাকে যারা কষ্ট দিয়েছে) তাদের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন। তিনি বললেন, সে জাহান্নামে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত আগুনে আছে। যদি আমি না হতাম তবে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করত।

٣٦٠٤ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ اَيْ عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ ، فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِي اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَاهُ حَتّٰى قَالَ اٰخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِي قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ، وَنَزَلَتْ : اِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ -

৩৬০৪ মাহমূদ (র) .... ইব্ন মুসাইয়্যাব তার পিতা মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবূ তালিবের মুমূর্ষু অবস্থা তখন নবী করীম ﷺ তার নিকট গেলেন। আবূ জেহেলও তার নিকট বসা ছিল। নবী করীম ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ কলেমাটি একবার পড়ুন, তাহলে আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকট কথা বলতে পারব। তখন আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উমাইয়া বলল, হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে ? এরা দু'জন তার সাথে একথাটি বারবার বলতে থাকল। সর্বশেষ আবূ তালিব তাদের সাথে যে কথাটি বলল, তাহল, আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরেই আছি। এ কথার পর নবী ﷺ বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা না হয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হলঃ আত্মীয় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের পক্ষে সংগত নয়– যখন তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী। (৯ তওবা ১১৩) আরো নাযিল হল ঃ আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছা করলেই সৎপথে আনতে পারবেন না। (২৮ কাসাস ৫৬)।

٣٦٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِيْ مِنْهُ دِمَاغُهُ –

৩৬০৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবূ তালিবের আলোচনা করা হল, তিনিই বললেন, আশা করি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাকে নিক্ষেপ করা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌছবে এবং এতে তার মগয বলকাবে।

٣٦٠٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بِهٰذَا وَقَالَ تَغْلِيْ مِنْهُ اُمُّ دِمَاغِهِ –

৩৬০৬ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র) .... ইয়াযিদ (র)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আরো বলেছেন, এর তাপে মস্তিষ্কের কেন্দ্র পর্যন্ত বলকাতে থাকবে।

٢١٥٠. بَابُ حَدِيْثِ الْاِسْرَاءِ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

২১৫০. পরিচ্ছেদ ঃ ইসরার ঘটনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমন করায়েছেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আক্সা পর্যন্ত

٣٦٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِيْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ وَجَلَّ اللّٰهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ –

৩৬০৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়ের (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন (মিরাজের ব্যাপারে) কুরাইশরা আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি কা'বা শরীফের হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ্ তাআলা তখন আমার সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রকাশ করে দিলেন, যার ফলে আমি দেখে দেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের সমূহ নিদর্শনগুলো তাদের কাছে বর্ণনা করছিলাম।

٢١٥١. بَابُ الْمِعْرَاجِ

২১৫১. পরিচ্ছেদ ঃ মি'রাজের ঘটনা

٣٦٠٨ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَعْصَعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِىْ بِهٖ بَيْنَمَا اَنَا فِى الْحَطِيْمِ ، وَرُبَّمَا قَالَ فِى الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا ، اِذْ اَتَانِىْ آتٍ فَقَدَّ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهٖ اِلٰى هٰذِهٖ ، فَقُلْتُ لِلْجَارُوْدِ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِىْ مَا يَعْنِىْ بِهٖ ؟ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مِنْ قَصِّهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ ، ثُمَّ أُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوْءَةٍ اِيْمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِىْ ثُمَّ حُشِىَ ثُمَّ أُعِيْدَ ثُمَّ أُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ اَبْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الْجَارُوْدُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا اَبَا حَمْزَةَ ، قَالَ اَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ اَقْصٰى طَرْفِهٖ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِىْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِىْءُ جَاءَ فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ ، فَقَالَ هٰذَا اَبُوْكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ

الصّلِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ ، قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰي فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَبِي اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يُوْسُفُ قَالَ هٰذَا يُوْسُفَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ اِلٰى اِدْرِيْسَ قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ

هٰذَا؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًابِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا مُوْسٰى قَالَ هٰذَا مُوْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكٰى قِيْلَ لَهُ مَايُبْكِيْكَ ؟ قَالَ اَبكِيْ لاَنَّ غُلامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِهٖ اَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ اُمَّتِيْ، ثُمَّ صَعِدَبِيْ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًابِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ هٰذَا اَبُوْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ رُفِعْتُ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ، فَاِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ وَاِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هٰذِهٖ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى ، وَاِذَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَقُلْتُ مَاهٰذَانِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِى الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ ثُمَّ اُتِيْتُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَاِنَاءٍ عَسَلٍ ، فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ اَنْتَ عَلَيْهَا وَاُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتُ ؟ قَالَ اُمِرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ

الْمُعَضَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشْرًا، فَرَجَتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعَتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ اَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلٰوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعَتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ ؟ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَتَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّىْ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ وَلٰكِنِّىْ اَرْضٰى وَاُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَادٍ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ -

৩৬০৮ হুদবা ইব্ন খালিদ (র) .... মালিক ইব্ন সা'সা' (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ -কে যে রাতে তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে সে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদা আমি কা'বা ঘরের হাতিমের অংশে ছিলাম। কখনো কখনো রাবী (কাতাদা) বলেছেন, হিজরে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন এবং আমার এস্থান থেকে সে স্থানের মধ্যবর্তী অংশটি চিরে ফেললেন। রাবী কাতাদা বলেন, আনাস (রা) কখনো কাদ্দা (চিরলেন) শব্দ আবার কখনো শাক্কা (বিদীর্ণ) শব্দ বলেছেন। রাবী বলেন, আমি আমার পার্শ্বে বসা জারূদ (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন ? তিনি বললেন, হলকূমের নিম্নদেশ থেকে নাভী পর্যন্ত। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)কে এ-ও বলতে শুনেছি বুকের উপরিভাগ থেকে নাভির নীচ পর্যন্ত। তারপর (নবী ﷺ বলেন) আগন্তুক আমার হৃদপিন্ড বের করলেন। তারপর আমার নিকট একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হল যা ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার হৃদপিন্ডটি (যমযমের পানি দ্বারা) ধৌত করা হল এবং ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে পুনরায় রেখে দেয়া হল। তারপর সাদা রং এর একটি জন্তু আমার নিকট আনা হল। যা আকারে খচ্চর থেকে ছোট ও গাধা থেকে বড় ছিল ? জারূদ তাকে বলেন, হে আবূ হামযা, ইহাই কি বুরাক? আনাস (রা) বললেন, হাঁ। সে একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে। আমাকে তার উপর সাওয়ার

করানো হল। তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল (আ) চললেন, প্রথম আসমানে নিয়ে এসে দরজা খোলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল, ইনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, তার জন্য খোশ-আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল। আমি যখন পৌছলাম, তখন তথায় আদম (আ) এর সাক্ষাত পেলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম (আ) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বলবেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর উপরের দিকে চলে দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। তারপর বলা হল– তাঁর জন্য খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর খুলে দেয়া হল। যখন তথায় পৌছলাম। তখন সেখানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ) এর সাক্ষাত পেলাম। তাঁরা দু'জন ছিলেন পরস্পরের খালাত ভাই। তিনি (জিবরাঈল) বললেন, এরা হলেন, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)। তাঁদের প্রতি সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরা জবাব দিলেন, তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানের দিকে চললেন, সেখানে পৌছে জিবরাঈল বললেন, খুলে দাও। তাঁকে বলা হল কে ? তিনি উত্তর দিলেন, জিবরাঈল (আ)। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর জন্য খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হল। আমি তথায় পৌছে ইউসুফ (আ) কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি ইউসুফ (আ) আপনি তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই, নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে উর্ধ্ব-যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌছলেন। আর (ফিরিশ্তাকে) দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তখন খুলে দেওয়া হল। আমি ইদ্রীস (আ) এর কাছে পৌছলে জিবরাঈল বললেন, ইনি ইদ্রীস (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি (জিবরাঈল) আমাকে নিয়ে উর্ধ্ব যাত্রা করে পঞ্চম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল। তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তার প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তথায় পৌছে হারূন (আ) কে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি হারূন (আ) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলাম; তিনিও জবাব দিলেন, এবং বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর আমাকে নিয়ে

যাত্রা করে ষষ্ঠ আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। ফিরিশ্‌তা বললেন, তার প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগন্তুক এসেছেন। তথায় পৌছে আমি মূসা (আ) কে পেলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি মূসা (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। আমি যখন অগ্রসর হলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন। ? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পর একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, যার উম্মত আমার উম্মত থেকে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশের দিকে গেলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল এ কে ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। আমি সেখানে পৌছে ইব্‌রাহীম (আ) কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি আপনার পিতা। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্‌কার পুত্র ও নেক্‌কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর আমাকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উঠানো হল। দেখতে পেলাম, উহার ফল হাজর অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতাগুলি এই হাতির কানের মত। আমাকে বলা হল, এ হল সিদরাতুল মুন্‌তাহা (জড় জগতের শেষ প্রান্ত)। সেখানে আমি চারটি নহর দেখতে পেলাম, যাদের দু'টি ছিল অপ্রকাশ্য দু'টি ছিল প্রকাশ্য। তখন আমি জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ নহরগুলি কী ? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য দু'টি হল জান্নাতের দুইটি নহর। আর প্রকাশ্য দু'টি হল নীল নদী ও ফুরাত নদী। তারপর আমার সামনে 'আল-বায়তুল মামুর' প্রকাশ করা হল, এরপর আমার সামনে একটি শরাবের পাত্র, একটি দুধের পাত্র ও একটি মধুর পাত্র পরিবেশন করা হল। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাঈল বললেন, এ-ই হয়েছে ফিতরাত (দীন-ই-ইসলাম)। আপনি ও আপনার উম্মতগণ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর আমার উপর দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হল। এরপর আমি ফিরে আসলাম। মূসা (আ) এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কী আদেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে সমর্থ হবে না। আল্লাহ্‌র কসম। আমি আপনার আগে লোকদের পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের (বোঝা) হালকা করার জন্য আবেদন করুন। আমি ফিরে গেলাম। ফলে আমার উপর থেকে দশ (ওয়াক্ত সালাত)হ্রাস করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ) এর নিকট ফিরে এলাম তিনি আবার আগের মত বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত সালাত) কমিয়ে দিলেন। ফিরার ফথে মূসা (আ) এর নিকট পৌছলে, তিনি আবার পূর্বোক্ত কথা বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত)হ্রাস করলেন। আমি মূসা (আ) নিকট ফিরে

এলাম। তিনি আবার ঐ কথাই বললেন আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আমাকে প্রতিদিন দশ (ওয়াক্ত) সালাতের আদেশ দেওয়া হয়। আমি (তা নিয়ে) ফিরে এলাম। মূসা (আ) ঐ কথাই আগের মত বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম, তখন আমাকে পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাতের আদেশ করা হয়। তারপর মূসার (আ) নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কী আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ সালাত আদায় করতেও সমর্থ হবে না। আপনার পূর্বে আমি লোকদের পরীক্ষা করেছি। বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আমার রবের নিকট (অনেকবার) আবেদন করেছি, এতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আর আমি এতেই সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তা মেনে নিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, আমি যখন (মূসা (আ) কে অতিক্রম করে) অগ্রসর হলাম, তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমি আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের উপর লঘু করে দিলাম।

٣٦٠٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ -

৩৬০৯ আল হুমাইদী (র) .... ইব্‌ন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য" এর তাফসীরে বলেন,এটি হল চোখের দেখা চাক্ষুস যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সে রাতে দেখানো হয়েছে। যে রাতে তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) আরো বলেন, কুরআন শরীফে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, তা হল যাক্‌কুম বৃক্ষ।

٢١٥٢. بَابُ وُفُوْدُ الْأَنْصَارِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ وَبَيْعَةُ الْعَقَبَةِ

২১৫২. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কায় (থাকাকালীন) নবী ﷺ -এর কাছে আনসারের প্রতিনিধি দল এবং আকাবার বায়'আত

٣٦١٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بِطُوْلِهِ قَالَ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَاِنْ كَانَتْ بَدْرٌ اَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا -

৩৬১০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... 'আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব (র) যিনি কা'ব এর পথ প্রদর্শক ছিলেন যখন কা'ব অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে তাবূক যুদ্ধকালে নবী ﷺ থেকে তাঁর পশ্চাতে থেকে যাওয়ার ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করতে শুনেছি। ইব্ন বুকায়র তাঁর বর্ণনায় এ কথাটিও বলেন যে, কা'ব (রা) বলেছেন, আমি 'আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। যখন আমরা ইসলামের উপর অটল থাকার অঙ্গীকার করেছিলাম। সে রাত্রের পরিবর্তে বদর যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়, যদিও বদর যুদ্ধ জনগণের মধ্যে 'আকাবার তুলনায় অধিক আলোচিত ছিল।

٣٦١١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرٌو يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ شَهِدَبِىْ خَالاَىَ الْعَقَبَةَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنِ عُيَيْنَةَ اَحَدُهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُوْرٍ -

৩৬১১ 'আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আকাবা রাতে আমার দু'জন মামা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইব্ন উয়ায়না বলেন, দু'জন মামার একজন হলেন বারা' ইব্ন মারূর (রা)।

٣٦١٢ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ اَنَا وَاَبِىْ وَخَالِىْ مِنْ اَصْحَابِ الْعَقَبَةِ -

৩৬১২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... 'আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, জাবির (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ এবং আমার মামা 'আকাবায় (বায়'আতে) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলাম।

٣٦١٣ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْ اَصْحَابِهٖ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ تَعَالَوْا بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَاتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْنِىْ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَاِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلٰى ذٰلِكَ -

৩৬১৩ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... আবূ ইদরীস আইযুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) যিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে এবং আকাবার রাতে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন– তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এস তোমরা আমার কাছে একথার উপর বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা ব্যাভিচার করবে না ; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমরা (কারো প্রতি) অপবাদ আরোপ করবে না যা তোমরা নিজে থেকে বানিয়ে নাও, তোমরা নেক কাজে আমার নাফরমানী করবে না, তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি এসব শর্ত পূরণ করে চলবে সে আল্লাহর পাকের নিকট তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। আর যে এ সবের কোন কিছুতে লিপ্ত হয় এবং তাকে এ কারণে দুনিয়াতে আইনানুগ শাস্তি দেয়া হয়, তবে এ শাস্তি তার জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যাক্তি এ সবের কোনটিতে লিপ্ত হল আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ পাকের ওপর ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে মাফ করবেন। উবাদা (রা) বলেন, আমিও এসব শর্তের উপর নবী ﷺ হাতে বায়'আত করেছি।

٣٦١٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اِنِّىْ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَنَزْنِى وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِىَ بِالْجَنَّةِ اِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ فَاِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ -

৩৬১৪ কুতায়বা (র) .... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঐ মনোনীত প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। তিনি আরও বলেন, আমরা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম জান্নাত লাভের জন্য যদি আমরা এই কাজগুলো করি এই শর্তে যে, আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করব না, ব্যভিচারে লিপ্ত হব না, চুরি করব না। আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে না হক হত্যা করব না, লুটতরাজ করব না এবং নাফরমানী করব না। আর যদি আমরা এর মধ্যে কোনটিতে লিপ্ত হই, তবে এর ফয়সালা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত।

٢١٥٣. بَابُ تَزْوِيْجُ النَّبِيِّ ﷺ عَائِشَةَ وَقُدُوْمُهُ الْمَدِيْنَةَ وَبِنَاؤُهُ بِهَا

২১৫৩. পরিচ্ছেদ : আয়েশা (রা) এর সঙ্গে নবী ﷺ -এর বিবাহ, তাঁর মদীনা আগমন এবং আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে তাঁর বাসর যাপন

٣٦١٥ حَدَّثَنِىْ فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِىْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَمَرَّقَ شَعَرِىْ فَوَفَى جُمَيْمَةً فَاَتَتْنِىْ اُمِّى اُمُّ رُوْمَانَ وَاِنِّىْ لَفِىْ اُرْجُوْحَةٍ وَمَعِىْ صَوَاحِبُ لِىْ فَصَرَخَتْ بِىْ فَاَتَيْتُهَا مَا اَدْرِىْ

مَاتُرِيْدُ بِيْ فَأَخَذَتْ بِيَدِيْ حَتّٰى اَوْقَفَتْنِيْ عَلٰى بَابِ الدَّارِ وَاِنِّيْ لَاَنْهَجُ حَتّٰى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِيْ ، ثُمَّ اَخَذَتْ شَيْئًا مِّنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهٖ وَجْهِيْ وَرَأْسِيْ ، ثُمَّ اَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ ، فَأَسْلَمَتْنِي اِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِيْ فَلَمْ يَرُعْنِيْ اِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِيْ اِلَيْهِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ -

৩৬১৫ ফারওয়া ইব্ন আবূ মাগরা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনায় এলাম এবং বনু হারিস গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। (সুস্থ হওয়ার) পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল। সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রুমান আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি বুঝতে পারিনি, তার উদ্দেশ্য কি ? তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাড় করালেন। আর আমি হাঁফাচ্ছিলাম। অবশেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্থির হল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং এর দ্বারা আমার মুখমন্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, (তোমার আগমন) কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যময় হউক। আমাকে তাদের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিকঠাক করে দিলেন, তখন ছিল পূর্বাহ্ন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমন আমাকে সচকিত করে তুলল। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। সে সময় আমি নয় বছরের বালিকা।

٣٦١٦ حَدَّثَنَا مُعَلًّى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اَرٰى اَنَّكِ فِيْ سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفُ عَنْهَا فَاِذَا هِيَ اَنْتِ فَأَقُوْلُ اِنْ يَّكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهٖ-

৩৬১৬ মু'আল্লা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেন, দু'বার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমী বস্ত্রে বেষ্টিত এবং আমাকে বলছে ইনি

আপনার স্ত্রী, আমি তার ঘুমটা সরিয়ে দেখলাম, সে মহিলা তুমিই। তখন আমি (মনে মনে) বলছিলাম, যদি তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা কার্যকরী করবেন।

٣٦١٧ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيْجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ ثُمَّ بَنٰى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ -

৩৬১৭ উবায়েদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... হিশাম এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর মদীনার দিকে বেরিয়ে আসার তিন বছর আগে খাদীজা (রা)-এর ওফাত হয়। তারপর দু'বছর অথবা এর কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করে তিনি আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন। যখন তিনি ছিলেন ছয় বছরের বালিকা, তারপর নয় বছর বয়সে বাসর উদ্‌যাপন করেন।

٢١٥٤. بَابُ هِجْرَةُ النَّبِىِّ ﷺ وَاَصْحَابِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلٰى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِىْ اِلٰى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرُ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ

২১৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়েদ ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যদি হিজরতের ফযীলত না হত তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আবূ মূসা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে হিজরত করছি এমনস্থানে যেখানে খেজুর বাগান রয়েছে। আমার ধারণা হল যে, তা হবে ইয়ামামা কিংবা হাজর। পরে প্রকাশ পেল যে, তা মদীনা-ইয়াস্‌রাব

٣٦١٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ نُرِيْدُ

وَجْهَ اللّٰهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَّضٰى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّىَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ اِذْخِرٍ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا –

৩৬১৮ হুমায়দী (র) .... আবূ ওয়াইল (রা) বলেন, আমরা পীড়িত খাব্বাব (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে হিজরত করেছিলাম– আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সাওয়াব রয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন প্রতিদানের কিছু না নিয়েই চলে গেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা)। তিনি ওহোদের দিন শহীদ হন। তিনি একখানা চাদর রেখে যান। আমরা যখন (কাফন হিসাবে) এটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দিতাম তখন তাঁর পা বেরিয়ে পড়ত, আর যখন আমরা পা ঢেকে দিতাম, তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে পড়ত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন তাঁর মাথা ঢেকে দিই এবং তাঁর পায়ের উপর কিছু ইয্‌খির (ঘাস) রেখে দিই। আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ রয়েছেন, যাদের ফল পরিপক্ক হয়েছে এবং তারা তা পেড়ে খাচ্ছেন।

٣٦١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ﷺ –

৩৬১৯ মুসাদ্দাদ (র) .... উমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যাতের উপর। সুতরাং যার হিজরত হয় দুনিয়া লাভের জন্য কিংবা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে তার। আর যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরই জন্য।

٣٦٢٠ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَمْرٍو نِ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ نِالْمَكِّىِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَحَدَّثَنِىْ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ نِاللَّيْثِىِّ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِيْنِهٖ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ مَخَافَةَ اَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَاَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلاَمَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهٗ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ -

৩৬২০ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াযীদ দামেশ্‌কী (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন, (মক্কা) বিজয়ের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। আওযায়ী 'আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইব্‌ন উমায়র লাইসী (রা)-এর সঙ্গে আয়েশা (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তারপর তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এখন হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে মু'মিনদের কেউ তার দীনের জন্য তার প্রতি ফিত্‌নার ভয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করতেন আর আজ আল্লাহ্ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। এখন কোন মু'মিন তার রবের ইবাদত যেখানে ইচ্ছা (নির্বিঘ্নে) করতে পারে। তবে জিহাদ ও নিয়্যাত (কল্যাণ ও ফযীলতের) রয়েছে।

٣٦٢١ حَدَّثَنِىْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ هِشَامٌ فَاَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ سَعْدًا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهٗ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اُجَاهِدَهُمْ فِيْكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوْا رَسُوْلَكَ ﷺ وَاَخْرَجُوْهُ ، اَللّٰهُمَّ فَاِنِّىْ اَظُنُّ اَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَقَالَ اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوْا نَبِيَّكَ وَاَخْرَجُوْهُ مِنْ قُرَيْشٍ -

৩৬২১ যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খন্দকের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর) সাদ (রা) দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ্ আপনি ত জানেন, আমার নিকট আপনার রাহে এ কাওমের বিরুদ্ধে, যারা আপনার রাসূলকে অবিশ্বাস করেছে ও তাঁকে (মাতৃভূমি থেকে) বিতাড়িত করেছে জিহাদ করা এত প্রিয় যতটুকু অন্য কারো বিরুদ্ধে নয়। ইয়া আল্লাহ্ আমার ধারণা আপনি আমদের ও তাদের মধ্যকার লড়াই খতম করে দিয়েছেন। আবান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সে কাওম যারা তোমার নবী ﷺ -কে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁকে (স্বদেশ থেকে) বের করে দিয়েছে, তারা কুরাইশ গোত্রই।

٣٦٢٢ حَدَّثَنِيْ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوْحٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ -

৩৬২২ মাতার ইব্‌ন ফাযল (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নবুওয়াত দেওয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময় তার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরতের নির্দেশ পান। এবং হিজরতের পর দশ বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন। আর তিনি তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

٣٦٢٣ حَدَّثَنِيْ مَطَرُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ابْنُ عَبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَا بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَثَ وَسِتِّيْنَ

৩৬২৩ মাতার ইব্‌ন ফাযাল (র) .... ইব্‌ন 'আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। আর তিনি তিষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

٣٦٢٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ :

اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَاشَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ، فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ : فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ اَعْلَمُنَا بِهٖ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهٖ وَمَالِهٖ اَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً مِنْ اُمَّتِىْ لاَ تَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ اِلاَّ خُلَّةَ الْاِسْلاَمِ لاَيَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلاَّ خَوْخَةُ اَبِىْ بَكْرٍ -

৩৬২৪ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তার এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের একটির ইখতিয়ার দিয়েছেন। তার একটি হল· দুনিয়ার ভোগ-সম্পদ আর একটি হল আল্লাহ্‌র নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। একথা শুনে, আবূ বকর (রা) কেঁদে ফেললেন, এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। তাঁর অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের অবস্থা দেখ রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বান্দা সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ্ পার্থিব ভোগ-সম্পদ দেওয়ার এবং তার কাছে যা রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে ইখতিয়ার দিলেন আর এই বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য আমাদের মাতাপিতা উৎসর্গ করলাম। (প্রকৃতপক্ষ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই হলেন সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। আর আবূ বকর (রা)ই হলেন আমাদের মধ্যে সবচাইতে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার সাহচর্য ও মাল দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবূ বকর (রা)। যদি আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবূ বকর (রা) এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।

٣٦٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَيَّ قَطُّ ، اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً ، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَا اَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجَنِيْ قَوْمِيْ ، فَأُرِيْدُ اَنْ اَسِيْحَ فِي الْاَرْضِ وَاَعْبُدَ رَبِّيْ ، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَاِنَّ مِثْلَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ وَلاَيُخْرَجُ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمُعْدِمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَاَنَالَكَ جَارٌ ، اِرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ ، فَرَجَعَ وَاَرْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِيْ اَشْرَافِ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَيُخْرَجُ اَتُخْرِجُوْنَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمُعْدِمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِى الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوْا لِاَبْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِيْ دَارِهٖ فَلْيُصَلِّ فِيْهَا وَلْيَقْرَأْ مَاشَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلاَيَسْتَعْلِنُ بِهٖ فَاِنَّانَخْشٰى اَنْ يَّفْتِنَ نِسَاءَنَا ، وَأَبْنَاءَنَا ، فَقَالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِاَبِيْ بَكْرٍ ، فَلَبِثَ اَبُوْ بَكْرٍ بِذٰلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِيْ دَارِهٖ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهٖ وَلاَ يَقْرَأُ فِيْ غَيْرِ دَارِهٖ ، ثُمَّ بَدَا لِاَبِي بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهٖ وَكَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَابْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ

عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَأَرْسَلُوْا اِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا اِنَّا كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلٰى اَنْ يَّعْبُدَ رَبَّهٗ فِىْ دَارِهٖ فَقَدْ جَاوَزَ ذٰلِكَ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهٖ فَاَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِ ، وَاِنَّا قَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَّفْتِنَ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَّقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَّعْبُدَ رَبَّهٗ فِيْ دَارِهٖ ، فَعَلَ وَاِنْ اَبٰى اِلاَّ اَنْ يُّعْلِنَ بِذٰلِكَ ، فَسَلْهُ اَنْ يَّرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا قَدْ كَرِهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ ، وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِىْ بَكْرٍ اَلاِسْتِعْلَانَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِىْ عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَاِمَّا اَنْ تَقْتَصِرَ عَلٰى ذٰلِكَ وَاِمَّا اَنْ تَرْجِعَ اِلَىَّ ذِمَّتِىْ فَاِنِّىْ لاَاُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّىْ اُخْفِرْتُ فِىْ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهٗ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِنِّىْ اَرُدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالنَّبِىُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِيْنَ اِنِّىْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَ بَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ ، فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ يُؤْذَنَ لِىْ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : وَهَلْ تَرْجُوْ ذٰلِكَ بِاَبِىْ اَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهٗ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَصْحَبَهٗ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهٗ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْخَبَطُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِىْ بَيْتِ

اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلُ لاَبِىْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَقَنِّعًا فِيْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِدَاءٌ لَهُ اَبِىْ وَاُمِّىْ، وَاللّٰهِ مَاجَاءَ بِهٖ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ اَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَبِىْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا هُمْ اَهْلُكَ بِاَبِيْ اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ اُذِنَ لِيْ فِى الْخُرُوْجِ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصَّحَابَةُ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَخُذْ بَاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدٰى رَاحِلَتَىَّ هَاتَيْنِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَهَّزْنَاهُمَا اَحَثَّ الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِىْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهٖ عَلٰى فَمِ الْجِرَابِ ، فَبِذٰلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِ ، قَالَتْ ثُمَّ لَحِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِىْ جَبَلِ ثَوْرٍ ، فَكَمَنَا فِيْهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ اَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهٖ اِلاَّوَعَاهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذٰلِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ وَيَرْعٰى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلٰى اَبِى بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِىْ رِسْلٍ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيْفِهِمَا حَتّٰى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاَثِ ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ

الدِّيْلِ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا ، وَالْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِيْ اٰلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ وَهُوَ عَلٰى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَاَمِنَاهُ فَدَفَعَنَا اِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ الدَّلِيْلُ فَأَخَذَ بِهِمْ عَلٰى طَرِيْقِ السَّوَاحِلِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَالِكِ الْمُدْلِجِيُّ ، وَهُوَ ابْنُ اَخِيْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ يَقُوْلُ جَاءَنَا رَسُوْلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُوْنَ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ اَوْ اَسَرَهُ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ فِيْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِيْ بَنِيْ مُدْلِجٍ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتّٰى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوْسٌ ، فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ اِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا اَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِهِمْ وَلٰكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا انْطَلَقُوْا بِأَعْيُنِنَا ثُمَّ لَبِثْتُ فِيْ الْمَجْلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِيْ اَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِيْ وَهِيَ مِنْ وَّرَاءِ اَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ رُمْحِيْ فَخَرَجْتُ بِهٖ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَحَطَطْتُ بِزُجِّهٖ الْاَرْضَ ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ ، حَتّٰى اَتَيْتُ فَرَسِيْ فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِيْ حَتّٰى دَنُوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِيْ فَرَسِيْ فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَاَهْوَيْتُ يَدِي اِلٰى كِنَانَتِيْ فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْاَزْلاَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا اَضُرُّهُمْ اَمْ لاَ ، فَخَرَجَ الَّذِيْ

اَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِيْ وَعَصَيْتُ الْاَزْلاَمَ تُقَرِّبُ حَتّٰى اِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ لاَ يَلْتَفِتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُكْثِرُ الْاِلْتِفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِيْ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً اِذَا لاِثَرِ يَدَيْهَا عُبَارٌ سَاطِعٌ فِى السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْاَزْلاَمِ فَخَرَجَ الَّذِيْ اَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْاَمَانِ فَوَقَفُوْا فَرَكِبْتُ فَرَسِيْ حَتّٰى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ حِيْنَ لَقِيْتُ مَا لَقِيْتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ اَنْ سَيَظْهَرُ اَمْرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوْا فِيْكَ الدِّيَةِ وَاَخْبَرْتُهُمْ اَخْبَارَ مَايُرِيْدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَاَنِيْ وَلَمْ يَسْأَلاَنِيْ اِلاَّ اَنْ قَالَ اَخْفِ عَنَّا ، فَسَأَلْتُهُ اَنْ يَكْتُبَ لِيْ كِتَابَ اَمْنٍ ، فَاَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِيْ رُقْعَةٍ مِنْ اَدَمٍ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنِ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِيْ رَكْبٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا تِجَارًا قَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامِ ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ بِالْمَدِيْنَةِ مَخْرَجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوْا يَغْدُوْنَ كُلَّ غَدَاةٍ اِلَى الْحَرَّةِ ، فَيَنْتَظِرُوْنَهُ حَتّٰى يَرُدُّهُمْ حَرَّ الظَّهِيْرَةِ ، فَانْقَلَبُوْا يَوْمًا بَعْدَ مَااَطَالُوْا انْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا اَوَوْ اِلٰى بُيُوْتِهِمْ اَوْ فِى رَجُلٌ مِنْ يَهُوْدَ عَلٰى اُطُمٍ مِنْ اُطَامِهِمْ لاَمْرٍ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهِ مُبَيَّضِيْنَ يَزُوْلُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكَ الْيَهُوْدِيُّ اَنْ قَالَ

بَاَعْلٰى صَوْتِهٖ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هٰذَا جَدُّكُمُ الَّذِىْ تَنْتَظِرُوْنَ ، فَثَارَ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَى السِّلاَحِ فَتَلَقَّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ حَتّٰى نَزَلَ بِهِمْ فِى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذٰلِكَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ فَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَامِتًا ، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْاَنْصَارِ ، مِمَّنْ لَمْ يَرَرَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَجِئُ اَبَا بَكْرٍ ، حَتّٰى اَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهٖ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَبِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً وَاَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِىْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى وَصَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهٗ فَسَارَ يَمْشِىْ مَعَهُ النَّاسُ حَتّٰى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِيْهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلاَمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِىْ حَجْرِ اَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَرَكَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهٗ هٰذَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغُلاَمَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهٗ مَسْجِدًا ، فَقَالاَ بَلْ نَهِبُهٗ لَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا ، وَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِىْ بُنْيَانِهٖ وَيَقُوْلُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ : هٰذَا الْحِمَالُ لاَحِمَالَ خَيْبَرْ ، هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرْ وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةِ ، فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يُسَمَّ لِىْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ

يَبْلُغْنَا فِى الْاَحَادِيْثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرِ هٰذِهِ الْاَبْيَاتِ -

৩৬২৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মাতা পিতাকে কখনো ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন পালন করতে দেখি নি এবং এমন কোন দিন অতিবাহিত হয়নি যেদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়ীতে আসেন নি। যখন মুসলমানগণ (মুশ্রিকদের নির্যাতনে) অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তখন আবূ বকর (রা) হিজরত করে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। অবশেষে বারকুল গিমাদ (নামক স্থানে) পৌঁছলে ইব্ন দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবূ বকর, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আবূ বকর (রা) বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি মনে করছি, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইব্ন দাগিনা বলল, হে আবূ বকর (রা) আপনার মত ব্যক্তি (দেশ থেকে) বের হতে পারে না এবং বের করাও হতে পারে না। আপনি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করে থাকেন এবং সত্য পথের পথিকদের বিপদ আপদে সাহায্য করেন। সুতরাং আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি, আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার অঙ্গীকার করছি। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন। আবূ বকর (রা) ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে ইব্ন দাগিনাও এল। ইব্ন দাগিনা বিকেল বেলা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট গেল এবং তাদের বলল, আবূ বকরের মত লোক দেশ থেকে বের হতে পারে না এবং তাকে বের করে দেওয়া যায় না। আপনারা কি এমন ব্যক্তিকে বের করবেন, যে নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং ন্যায়ের উপর থাকার দরুন বিপদ এলে সাহায্য করেন। ইব্ন দাগিনার আশ্রয়দান কুরাইশগণ মেনে নিল, এবং তারা ইব্ন দাগিনাকে বলল, তুমি আবূ বকরকে বলে দাও, তিনি যেন তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করেন। সালাত তথায়ই আদায় করেন, ইচ্ছা মাফিক কুরআন তিলাওয়াত করেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের যেন কষ্ট না দেন। আর এসব যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা, আমরা আমাদের মেয়েদের ও ছেলেদের ফিত্নায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি। ইব্ন দাগিনা এসব কথা আবূ বকর (রা)-কে বলে দিলেন। সে মতে কিছুকাল আবূ বকর (রা) নিজের ঘরে তাঁর রবের ইবাদত করতে লাগলেন। সালাত প্রকাশ্যে আদায় করতেন না এবং ঘরেই কোরআন তিলওয়াত করতেন। এরপর আবূ বকরের মনে (একটি মসজিদ নির্মাণের কথা) উদিত হল। তাই তিনি তাঁর ঘরের পাশেই একটি মসজিদ তৈরী করে নিলেন। এতে তিনি সালাত আদায় করতে ও কুরআন পড়তে লাগলেন। এতে তার কাছে মুশরিক মহিলা ও যুবকগণ ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবূ বকর (রা)-এর একাজে বিস্মিত হত এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবূ বকর (রা) ছিলেন একজন ক্রন্দনশীল ব্যক্তি, তিনি যখন কুরআন পড়তেন তখন তাঁর চোখের অশ্রু সামলিয়ে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের আতঙ্কিত করে তুলল এবং তারা ইব্ন দাগিনাকে

ডেকে পাঠান। সে এল। তারা তাকে বলল, তোমার আশ্রয় প্রদানের কারণে আমরাও আবূ বকরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম.এই শর্তে যে, তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করবেন কিন্তু সে শর্ত তিনি লংঘন করেছেন এবং নিজ গৃহের পাশে একটি মসজিদ তৈরী করে প্রকাশ্যে সালাত ও তিলওয়াত আরম্ভ করেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমাদের মহিলা ও সন্তানরা ফিতনায় পড়ে যাবে। কাজেই তুমি তাঁকে নিষেধ করে দাও। তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর গৃহে সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করলে, তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি তা অস্বীকার করে প্রকাশ্যে তা করতে চান তবে তাঁকে তোমার আশ্রয় প্রদান ও দায় দায়িত্বকে প্রত্যার্পণ করতে বল। আমরা তোমার আশ্রয় প্রদানের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করি, আবার আবূ বকরকেও এভাবে প্রকাশ্যে ইবাদত করার জন্য ছেড়ে দিতে পারিনা। আয়েশা (রা) বলেন, ইব্‌ন দাগিনা এসে আবূ বকর (রা) -কে বলল, আপনি অবশ্যই জানেন যে, কী শর্তে আমি আপনার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি হয়ত তাতে সীমিত থাকবেন অন্যথায় আমার জিম্মাদারী আমাকে ফিরত দিবেন। আমি এ কথা আদৌ পছন্দ করিনা যে আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরববাসীর নিকট প্রকাশিত হউক। আবূ বকর (রা) তাকে বললেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয়ের উপই সন্তুষ্ট আছি। এ সময় নবী ﷺ মক্কায় ছিলেন। নবী ﷺ মুসলিমদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান (স্বপ্নে) দেখান হয়েছে। সে স্থানে খেজুর বাগান রয়েছে এবং তা দুইটি প্রস্তরময় প্রান্তরে অবস্থিত। এরপর যারা হিজরত করতে চাইলেন, তাঁরা মদীনার দিকে হিজরত করলেন। আর যাঁরা হিজরত করে আবিশিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাদেরও অধিকাংশ সেখান থেকে ফিরে মদীনায় চলে আসলেন। আবূ বকর (রা)ও মদীনায় দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে। আবূ বকর (রা) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান! আপনিও কি হিজরতের আশা করছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্য লাভের জন্য নিজেকে হিজরত থেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল এ দুটি চার মাস পর্যন্ত (ঘরে রেখে) বাবলা গাছের পাতা (ইত্যাদি) খাওয়াতে থাকেন।

ইব্‌ন শিহাব উরওয়া (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঠিক দুপুর বেলায় আবূ বকর (রা) এর ঘরে বসাছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবূ বকরকে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা ঢাকা অবস্থায় আসছেন। তা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানেআসেননি। আবূ বকর (রা) তাঁর আগমন বার্তা শুনে বললেন, আমার মাতাপিতা তাঁর প্রতি কুরবান। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি এ সময় নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কারণেই আসছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পৌছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হল। প্রবেশ করে নবী ﷺ আবূ বকরকে বললেন, এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান! এখানেতো আপনারই পরিবার। তখন তিনি বললেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আপনার সফর সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঠিক আছে। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা কুরবান! আমার এ দু'টি উট থেকে আপনি যে কোন

একটি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ বললেন, (ঠিক আছে) তবে মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে, তাঁদের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) তার কোমর বন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'জাতুন নেতাক' (কোমর বন্ধ বিশিষ্ট) বলা হত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ও আবূ বকর (রা) (রওয়ান হয়ে) সাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে তিনটি রাত অবস্থান করলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) তাঁদের পাশেই রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাত্রে ওখান থেকে বেরিয়ে মক্কায় রাত্রি যাপনকারী কুরাইশদের সহিত ভোর বেলায় মিলিত হতেন এবং তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হত তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, ও স্মরণ রাখতেন। যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাঁদের উভয়ের কাছে যেতেন। আবূ বকর (রা)-এর গোলাম আমির ইব্ন যুহাইরা তাঁদের কাছেই দুধালো বকরীর পাল চড়িয়ে বেড়াত। রাত্রের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে বকরীর পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দু'জন দুধ পান করে আরামে রাত্রিযাপন করতেন। তাঁরা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাতে আমির ইব্ন ফুহাইরা বকরীগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিনটি রাতের প্রত্যেক রাতে সে এরূপই করল। রাসূলুল্লাহ আবূ বকর (রা) বনী আবদ ইব্ন আদি গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 'খির্রীত' পথ প্রদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। পারদর্শী পথ প্রদর্শককে 'খির্রীত' বলা হয়। আদী গোত্রের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল কাফির কুরাইশের ধর্মাবলম্বী। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের উট দু'টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাত্রের পরে সকালে উট দু'টি সাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। আর সে যথা সময়ে তা পৌছিয়ে দিল। আর আমির ইব্ন ফুহাইরা ও পথপ্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সঙ্গে চলল। প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে উপকূলের পথ ধরে চলতে লাগল। ইব্ন শিহাব (র) ..... বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন মালিক মুদলেজী আমাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইব্ন মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার পিতা তাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইব্ন জু'শুমকে বলতে শুনেছেন যে, আমাদের নিকট কুরাইশী কাফিরদের দূত আসল এবং রাসূলুল্লাহ ও আবূ বকর (রা) এ দুই জনের যে কোন একজনকে যে হত্যা করবে অথবা বন্দী করতে পারবে তাকে (একশ উট) পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিল। আমি আমার কওম বনী মুদলীজের এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন তাদের নিকট থেকে এক ব্যক্তি এসে আমাদের নিকটে দাঁড়াল। আমরা বসাই ছিলাম। সে বলল, হে সুরাকা, আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন মানুষকে যেতে দেখলাম। আমার ধারণা, এরা মুহাম্মদ ও তাঁর সহগামীগণ হবেন। সুরাকা বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে এঁরা তাঁরাই হবেন। কিন্তু তাকে বললাম, এরা তাঁরা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছ। এরা এই মাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। তারপর আমি কিছুক্ষণ মজলিসে অবস্থান করে (বাড়ী) চলে এলাম এবং আমার দাসীকে আদেশ করলাম, তুমি আমার ঘোড়াটি বের করে নিয়ে যাও এবং অমুক টিলার আড়ালে ঘোড়াটি ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি আমার বর্শা হাতে নিলাম এবং বাড়ীর পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বর্শাটির এক প্রান্ত হাতে ধরে অপর প্রান্ত মাটি সংলগ্ন অবস্থায় আমি টেনে নিয়ে চলছিলাম ঐ অবস্থায় বর্শার মাটি সংলগ্ন অংশ দ্বারা মাটির উপর রেখাপাত করতে করতে আমার ঘোড়ার নিকট গিয়ে

পৌছলাম এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে তাকে খুব দ্রুত ছুটালাম। সে আমাকে নিয়ে ছুটে চলল। আমি প্রায় তাদের নিকট পৌছে গেলাম, এমন সময় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে আমাকে নিয়ে পড়ে গেল। আমিও তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তুণের দিকে হাত বাড়ালাম এবং তা থেকে তীরগুলি বের করলাম ও তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিলাম যে আমি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবো কি না। তখন তীরগুলি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনভাবে বেরিয়ে এল যে, ভাগ্য নির্ধারণের বেলায় এমনটি হওয়া পছন্দ করি না। আমি পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল অমান্য করে অশ্বারোহণ করে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এত নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে তাঁর তিলাওয়াতের আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি (আমার দিকে) ফিরে তাকাচ্ছিলেন কিন্তু আবূ বকর (রা) বার বার তাকিয়ে দেখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আমার ঘোড়ায় সামনের পা দু'টি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং আমি তার উপর থেকে পড়ে গেলাম। তখন ঘোড়াটিকে ধমক দিলাম, সে দাঁড়াতে ইচ্ছা করল, কিন্তু পা দু'টি বের করতে পারছিল না। অবশেষে যখন ঘোড়াটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তখন হঠাৎ তার সামনের পা দুটি যেস্থানে গেড়ে ছিল সেস্থান থেকে ধুঁয়ার ন্যায় ধূলি আকাশের দিকে উঠতে লাগল। তখন আমি তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও যা আমার অপছন্দনীয় তা-ই প্রকাশ পেল। তখন উচ্চস্বরে তাঁদের নিরাপত্তা চাইলাম। এতে তাঁরা থেমে গেলেন এবং আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে এলাম। আমি যখন ইত্যাকার অবস্থায় বার বার বাধাপ্রাপ্ত ও বিপদে পতিত হচ্ছিলাম তখনই আমার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে রাসূল ﷺ -এর এ মিশনটি অচিরেই প্রভাব বিস্তার করবে। তখন আমি তাঁকে বললাম আপনার কওম আপনাকে ধরে দিতে পারলে একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মক্কায় কাফিরগণ তাঁর সম্পর্কে যে ইচ্ছা করেছে তা তাঁকে জানালাম। এবং আমি তাদের জন্য কিছু খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। তাঁরা তা থেকে কিছুই নিলেন না। আর আমার কাছে এ কথা ছাড়া কিছুই চাইলেন না, আমাদের সংবাদটি গোপন রেখ। এরপর আমি আমাকে একটি নিরাপত্তা লিপি লিখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তখন তিনি আমের ইব্ন ফুহাইরাকে আদেশ করলেন। তিনি একখন্ড চামড়ায় তা লিখে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দিলেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) আমাকে বলেছেন, পথিমধ্যে যুবায়রের সঙ্গে নবী ﷺ -এর সাক্ষাত হয়। তিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তখন যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা) কে সাদা রঙ্গের পোশাক দান করলেন। এদিকে মদীনায় মুসলিমগণ শুনলেন যে নবী ﷺ মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রত্যহ সকালে মদীনার (বাইরে) হাররা পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, দুপুরে রোদ প্রখর হলে তারা ঘরে ফিরে- -আসতেন। একদিন তারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় একজন ইয়াহূদী তার নিজ প্রয়োজনে একটি টিলায় আরোহণ করে এদিক ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন সে নবী ﷺ ও তাঁর সাথী সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইয়াহূদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এইতো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি– যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলিমগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে এবং মদীনার হাররার উপকণ্ঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি

সকলকে নিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে বনী আমর ইব্‌ন আউফ গোত্রে অবতরণ করলেন। এদিনটি ছিল রবিউল আউওয়াল মাসের সোমবার। আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব রইলেন। আনসারদের মধ্য থেকে যাঁরা এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেন নি তাঁরা আবূ বকর (রা) এর কাছে সমবেত হতে লাগলেন, তারপর যখন রৌদ্রত্তাপ নবীজীর ﷺ উপর পড়তে লাগল এবং আবূ বকর (রা) অগ্রসর হয়ে তাঁর চাদর দিয়ে নবী ﷺ উপর ছায়া করে দিলেন। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চিনতে পারল। নবী ﷺ আমর ইব্‌ন আউফ গোত্রে দশদিনের চেয়ে কিছু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং সে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা (কুরআনের ভাষায়) তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত! রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সালাত আদায় করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। মদীনায় (বর্তমান) মসজিদে নব্বীর স্থানে পৌঁছে উটটি বসে পড়ল। সে সময় ঐ স্থানে কতিপয় মুসলিম সালাত আদায় করতেন। এ জায়গাটি ছিল আসআদ ইব্‌ন যুরারার আশ্রয়ে পালিত সাহল ও সুহায়েল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের খেজুর শুকাবার স্থান। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিয়ে উটটি যখন এস্থানে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ, এ স্থানটিই হবে মানযিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই বালক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য তাদের নিকট জায়গাটি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের আলোচনা করলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বরং এটি আমরা আপনার জন্য বিনামূল্যে দিচ্ছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে গ্রহণে অসম্মতি জানালেন এবং অবশেষে স্থানটি তাদের থেকে খরীদ করে নিলেন। তারপর সেই স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ নির্মাণকালে সাহাবা কেরামের সঙ্গে ইট বহন করছিলেন এবং ইট বহনের সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন এ বোঝা খায়বারের (খাদ্যদ্রব্য) বোঝা বহন নয়। ইয়া রব, এর বোঝা অত্যন্ত পুণ্যময় ও অতি পবিত্র। তিনি আরো বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নবী ﷺ জনৈক মুসলিম কবির কবিতা আবৃত্তি করেন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কবিতাটি ছাড়া অপর কোন পূর্ণাঙ্গ কবিতা পাঠ করছেন বলে, কোন বর্ণনা আমার কাছে পৌঁছেনি।

٣٦٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ وَفَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَا الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ لاَبِىْ مَا اَجِدُ شَيْئًا اَرْبِطُهُ اِلاَّ نِطَاقِىْ قَالَ فَشُقِّيْهِ فَفَعَلْتُ فَسُمِّيْتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ ـ

৩৬২৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এবং আবূ বকর (রা) যখন মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আমি তাঁদের জন্য সফরের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত

করলাম। আর আমার পিতাকে বললাম, থলের মুখ বেঁধে দেয়ার জন্য আমার কোমরবন্দ ব্যতীত অন্য কিছু পাচ্ছি না (এখন কি করি) তিনি বললেন, এটি তুমি টুকরো করে নাও। আমি তাই করলাম। এ কারণে আমার নাম হয়ে গেল, 'যাতুন্ নেতাকাইন' (কোমরবন্দ দুই ভাগে বিভক্তকারিণী)।

٣٦٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَسَاخَتْ بِهٖ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكَ فَدَعَا لَهُ قَالَ فَعَطَشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ -

৩৬২৭ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ মদীনার দিকে যাচ্ছিলেন তখন সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জুশাম তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। নবী করীম ﷺ তার জন্য বদ্দু'আ করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকেসহ মাটিতে দেবে গেল। তখন সে বলল, আপনি, আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দু'আ করুন। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। নবী ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ পিপাসার্ত হলেন। তখন তিনি এক রাখালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, তখন আমি একটি পেয়ালা নিয়ে এতে কিছু দুধ দোহন করে নবী ﷺ কাছে নিয়ে এলাম, তিনি এমনভাবে তা পান করলেন যে, আমি তাতে খুশী হলাম।

٣٦٢٨ حَدَّثَنِىْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمٌّ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حَجْرِهٖ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِىْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلَامِ

تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا هَاجَرَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى -

৩৬২৮ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন তাঁর গর্ভে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের, তিনি বলেন, আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি আসন্ন প্রসবা। আমি মদীনায় এসে কুবাতে অবতরণ করি। এ কুবায়ই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আবদুল্লাহর পাকস্থলীতে প্রবেশ করল তা হল নবী ﷺ -এর থুথু। নবী ﷺ চিবান খেজুরের সামান্য অংশ নবজাতকের মুখের ভিতর-এর তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দু'আ করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। তিনি হলেন প্রথম নবজাতক সন্তান যিনি (হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খালিদ ইব্‌ন মাখলদ (র) উক্ত রেওয়াত বর্ণনায় যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) এর অনুসরণ করেছেন। এতে রয়েছে যে, আসমা (রা) গর্ভাবস্থায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসেন।

٣٦٢٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ اَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهَا قَالَت اَوَّلُ مَولُودٍ وُلِدَ فِي الاسلَامِ عَبدُ اللّٰهِ بنُ الزُّبَيْرِ اَتَوْابِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ تَمْرَةً فَلَاكَهَا ثُمَّ اَدْخَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَاَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৬২৯ কুতায়বা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মদীনায় হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। তিনি একটি খেজুর নিয়ে তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম যে বস্তুটি তার পেটে প্রবেশ করল তা নবী ﷺ -এর থুথু।

٣٦٣٠ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهُ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ اَبَا بَكْرٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ شَابٌّ لَايُعْرَفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ اَبَا

بَكْرٍ فَيَقُوْلُ يَااَبَا بَكْرٍ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُوْلُ هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِى الطَّرِيْقَ ، قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ اَنَّهٗ اِنَّمَا يَعْنِىْ الطَّرِيْقَ وَاِنَّمَا يَعْنِىْ سَبِيْلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِىُّ اللّٰهُ ﷺ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهُ ﷺ مُرْنِىْ بِمَ شِئْتَ ، قَالَ فَقِفْ مَكَانَكَ لَاتَتْرُكَنَّ اَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ اَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اٰخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهٗ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَاؤُا اِلٰى نَبِىِّ اللّٰهُ ﷺ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِمَا وَقَالُوْا ارْكَابَا اٰمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ ، فَرَكِبَ نَبِىُّ اللّٰهُ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَحَفُّوْا دُوْنَهُمَا بِالسِّلَاحِ ، فَقِيْلَ فِى الْمَدِيْنَةِ : جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهُ جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهُ ﷺ اَشْرَفُوْا يَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ : جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهُ ، جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهُ فَاَقْبَلَ يَسِيْرُ حَتّٰى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ اَبِىْ اَيُّوْبَ ، فَاِنَّهٗ لَيُحَدِّثُ اَهْلَهٗ اِذْ اسَمِعَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِىْ نَخْلٍ لِاَهْلِهٖ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فَعَجِلَ اَنْ يَّضَعَ الَّذِىْ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيْهَا فَجَاءَ وَهِىَ مَعَهٗ فَسَمِعَ مِنْ نَبِىِّ اللّٰهُ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهُ ﷺ اَىُّ بُيُوْتِ اَهْلِنَا اَقْرَبُ ، فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَا يَانَبِىَّ اللّٰهِ هٰذِهٖ دَارِىْ وَهٰذَا بَابِىْ ، قَالَ فَانْطَلِقْ فَهَيِّىءْ لَنَا مَقِيْلًا ، قَالَ قُوْمَا عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ ، فَلَمَّا جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهُ ﷺ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ وَقَدْ عَلِمَتْ

يَهُوْدُ اَنِّىْ سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَاَعْلَمُهُمْ وَابْنُ اَعْلَمِهِمْ ، فَادْعُهُمْ فَسَالْهُمْ عَنِّىْ قَبْلَ اَنْ يَعْلَمُوْا اَنِّىْ قَدْ اَسْلَمْتُ فَانَّهُمْ اِنْ يَّعْلَمُوْا اَنِّىْ قَدْ اَسْلَمْتُ قَالُوْا فِىَّ مَالَيْسَ فِىَّ فَأَرْسَلَ نَبِىُّ اللّٰهُ ﷺ فَأَقْبَلُوْا فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ وَيْلَكُمْ اتَّقُوْا اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّهُوَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا وَاِنِّىْ جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ فَأَسْلِمُوْا قَالُوْا مَا نَعْلَمُهُ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ فَأَىُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ ، قَالُوْا ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَاَعْلَمُنَا وَابْنُ اَعْلَمِنَا ، قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ قَالُوْا حَاشَى لِلّٰهِ مَاكَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ ؟ قَالُوْا حَاشَى لِلّٰهِ مَا كَانَ لَيُسْلِمَ ، قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ ؟ قَالُوْا حَاشَى لِلّٰهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ يَاابْنَ سَلاَمِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَقَالَ يٰمَعْشَرَ الْيَهُوْدِ اتَّقُوا اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ. ﷺ وَاَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ فَقَالُوْا كَذَبْتَ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৬৭০ মুহাম্মদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন উঠের পিঠে আবূ বকর (রা) তাঁর পেছনে ছিলেন। আবূ বকর (রা) ছিলেন বয়োজেষ্ঠ্য ও পরিচিত। আর নবী ﷺ ছিলেন (দেখতে) জাওয়ান এবং অপরিচিত তখন বর্ণনাকারী বলেন, যখন আবূ বকরের সঙ্গে কারো সাক্ষাত হত, সে জিজ্ঞাসা করত হে আবূ বকর (রা) তোমার সম্মুখে বসা ঐ ব্যক্তি কে ? আবূ বকর (রা) বলতেন, তিনি আমার পথ প্রদর্শক। রাবী বলেন, প্রশ্নকারী সাধারণ পথ মনে করত এবং তিনি (আবূ বকর) সত্যপথ উদ্দেশ্যে করতেন। তারপর একবার আবূ বকর (রা) পিছনে তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন একজন অশ্বারোহী তাদের প্রায় নিকটেই এসে পড়েছে। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে একজন অশ্বারোহী আমাদের পিছনে প্রায় নিকটে পৌঁছে গেছে। তখন নবী ﷺ পিছনের দিকে তাকিয়ে দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি ওকে পাকড়াও করুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাকে নীচে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে হ্রেষা রব করতে লাগল। তখন অশ্বারোহী বলল, ইয়া নবী আল্লাহ!

আপনার যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করুন। তখন নবী বললেন, তুমি সেখানেই থেমে যাও। কেউ আমাদের দিকে আসতে চাইলে তুমি তাকে বাঁধা দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, দিনের প্রথম ভাগে ছিল সে নবীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী আর দিনের শেষ ভাগে হয়ে গেল তাঁর পক্ষ থেকে অস্ত্র ধারণকারী। এরপর রাসূলুল্লাহ মদীনার হাররায় একপাশে অবতরণ করলেন। এরপর আনসারদের সংবাদ দিলেন। তাঁরা নবী -এর কাছে এলেন এবং উভয়কে সালাম করে বললেন, আপনারা নিরাপদ ও মান্য হিসেবে আরোহণ করুন। নবী ও আবূ বকর (রা) উটে আরোহণ করলেন আর আনসারগণ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁদের বেষ্টন করে চলতে লাগলেন। মদীনায় লোকেরা বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন, আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন, লোকজন উঁচু জায়গায় উঠে তাঁদের দেখতে লাগল। আর বলতে লাগল আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন, আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন। তিনি সামনের দিকে চলতে লাগলেন। অবশেষে আবূ আইয়ূব (রা)-এর বাড়ীর পাশে গিয়ে অবতরণ করলেন। আবূ আইয়ুব (রা) ঐ সময় তাঁর পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম তাঁর আগমনের কথা শুনলেন তখন তিনি তাঁর নিজের বাগানে খেজুর আহরণ করছিলেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি ফল আহরণ করা থেকে বিরত হলেন এবং আহরিত খেজুরসহ নবী -এর খেদমতে হাযির হলেন এবং নবী -এর কিছু কথাবার্তা শুনে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। নবী বললেন, আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ী এখান থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী? আবূ আইয়ূব (রা) বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ্ এই তো বাড়ী, এই যে তার দরজা। নবী বললেন, তবে চল, আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। তিনি বললেন, আপনারা উভয়েই চলুন। আল্লাহ্ বরকত দানকারী। যখন নবী তাঁর বাড়ীতে এলেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) এসে হাযির হলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল; আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহূদী সম্প্রদায় জানে যে আমি তাদের সর্দার এবং আমি তাদের সর্দারের পুত্র। আমি তাদের মধ্যে বেশী জ্ঞানী এবং তাদের বড় জ্ঞানীর সন্তান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথাটি জানাজানি হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের ডাকুন এবং আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা অবগত হউন। কেননা তারা যদি জানতে পারে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তবে আমার সম্বন্ধে তারা এমন সব অলিক উক্তি করবে যে সব আমার মধ্যে নেই। নবী (ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে) ডেকে পাঠালেন। তারা এসে তার কাছে হাযির হল। রাসূল তাদের বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, তোমাদের উপর অভিশাপ! তোমরা সেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তিনি ছাড়া মাবুদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে আমি সত্য রাসূল। -সত্য নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছি। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তারা উত্তর দিল, আমরা এসব জানিনা। তারা তিনবার একথা বলল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) কেমন লোক ? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমএবং সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্তান। নবী বললেন, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমাদের মতামত কী হবে ? তারা বলল, আল্লাহ্ হেফাজত করুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন তা কিছুতেই হতে পারে না। তিনি আবার বললেন, আচ্ছা বলতো, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তোমরা কী মনে করবে ? তারা আবার বলল, আল্লাহ্ রক্ষা করুন, কিছুতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। নবী আবার বললেন, আচ্ছা বলতো, তিনি যদি মুসলমান হয়েই যান তবে তোমাদের মত কী ? তারা বলল, আল্লাহ্ রক্ষা করুন, তিনি মুসলমান হয়ে যাবেন ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তখন নবী বললেন, হে ইব্‌ন সালাম, তুমি এদের সামনে বেরিয়ে আস। তিনি বেরিয়ে আসলেন

এবং বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায় ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান তিনি সত্য রাসূল, হক নিয়েই আগমন করেছেন। তখন তারা বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ। তারপর নবী ﷺ তাদেরকে বের করে দিলেন।

٣٦٣١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَرْبَعَةَ اٰلَافٍ فِىْ اَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لِاِبْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ اٰلَافٍ وَخَمْسَمَائَةٍ فَقِيْلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ اَرْبَعَةِ اٰلَافٍ فَقَالَ اِنَّمَا هَاجَرَبِهِ اَبَوَاهُ يَقُوْلُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ -

৩৬৩১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদের জন্য চার কিস্তিতে বাৎসরিক চার হাজার দেরহাম ধার্য করলেন, এবং (তাঁর ছেলে) ইব্‌ন উমরের জন্য ধার্য করলেন তিন হাজার পাঁচশ। তাঁকে বলা হল, তিনিও তো মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জন্য চার হাজার থেকে কম কেন করলেন ? তিনি বললেন, সে তো তার পিতামাতার সাথে হিজরত করেছে। কাজেই সে ঐ ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারেনা যে ব্যক্তি একাকী হিজরত করেছে।

٣٦٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِىْ وَجْهَ اللّٰهِ وَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيْهِ اِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ فَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّىَ رَأْسَهُ بِهَا وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ اِذْخِرًا وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا -

৩৬৩২ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর ও মুসাদ্দাদ (র) .... খাববাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে হিজরত করেছি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকটই নির্ধারিত। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর ফল কিছুই ইহজগতে ভোগ না করে আখিরাতে চলে গিয়েছেন; তন্মধ্যে মুসআব ইব্‌ন উমায়ের (রা) অন্যতম। তিনি ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য তার একটি চাদর ব্যতীত আর অন্য কিছুই আমরা পাচ্ছিলাম না। আমরা এ চাদরটি দিয়ে যখন তাঁর মাথা আবৃত করলাম তাঁর পা বের হয়ে গেল আর যখন তাঁর পা ঢাকতে গেলাম তখন মাথা বের হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ করলেন, চাদরটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'টির উপর ইয্‌খির ঘাস রেখে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমন রয়েছেন যাদের ফল পেকে গেছে এবং এখন তারা তা আহরণ করছেন।

٣٦٢٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِيْ مَاقَالَ اَبِيْ لِاَبِيْكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاِنَّ اَبِيْ قَالَ لِاَبِيْكَ يَا اَبَا مُوْسٰى هَلْ يَسُرُّكَ اِسْلَامُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَلَنَا وَاَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ ، فَقَالَ اَبِي لَا وَاللّٰهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَاَسْلَمَ عَلٰى اَيْدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ وَاِنَّ لَنَرْجُوْذٰلِكَ فَقَالَ اَبِي لٰكِنِّيْ اَنَا وَالَّذِيْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنَّ ذٰلِكَ بَرَدَ لَنَا وَاَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَاكَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَبِيْ

৩৬৩৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বিশর (র) .... আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বলেছিলেন, হে আবূ মূসা, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট আছ যে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাঁর সঙ্গে হিজরত করেছি, তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছি এবং তাঁর জীবদ্দশায় কৃত আমাদের প্রতিটি আমল যা করেছি তা আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক। তাঁর ওফাতের পর, আমরা যে সব আমল করেছি, তা (জবাবদিহি)

আমাদের জন্য সমান সমান, হউক। অর্থাৎ সাওয়াবও না হউক আযাবও না হউক। তখন তোমার পিতা আবূ মূসা (রা) বললেন, না (আমি এতে সন্তুষ্ট নই) কেননা, আল্লাহ্র কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর জিহাদ করেছি, সালাত আদায় করেছি, সাওম পালন করেছি এবং বহু নেক আমল করেছি। আমাদের হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমরা এসব কাজের সাওয়াব-এর আশা রাখি। তখন আমার পিতা (উমর (রা)) বললেন, কিন্তু আমি ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে উমরের প্রাণ, এতেই সন্তুষ্টি যে, (নবী ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে কৃত আমল) আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক আর তাঁর ওফাতের পর আমরা যে সব আমল করেছি তা থেকে যেন আমরা অব্যাহতি পাই সমান সমান ভাবে। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম নিশ্চয়ই তোমার পিতা আমার পিতা থেকে উত্তম।

٣٦٣٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ اَوْ بَلَغَنِيْ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا قِيْلَ لَهُ هَاجَرَ قَبْلَ اَبِيْهِ يَغْضَبُ قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَعُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلاً فَرَجَعْنَا اِلَى الْمَنْزِلِ فَاَرْسَلَنِيْ عُمَرُ وَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ هَلِ اسْتَيْقَظَ فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اِلٰى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ اَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ . فَانْطَلَقْنَا اِلَيْهِ نُهَرْوِلُ هَرْوَلَةً حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ -

৩৬৩৪ মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র) .... আবূ উসমান (র) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁকে এ কথা বলা হলে, " আপনি আপনার পিতার আগে হিজরত করেছেন" তিনি রাগ করতেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, (প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমি এবং উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলাম। তখন তাঁকে কায়লুলা অবস্থায় (দুপুরের বিশ্রাম) পেলাম। কাজেই আমরা আমাদের আবাসস্থলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন যাও ; গিয়ে দেখ নবী ﷺ জেগেছেন কিনা ? আমি এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর কাছে বায়'আত করলাম। তারপর উমর (রা) এর কাছে এসে তাঁকে খবর দিলাম যে, তিনি জেগে গেছেন। তখন আমরা তাঁর নিকট গেলাম দ্রুতবেগে। তিনি তাঁর কাছে প্রবেশ করে বায়'আত করলেন। তারপর আমিও নবী ﷺ-এর হাতে (দ্বিতীয় বার উমর (রা)) বায়'আত করলাম।

٣٦٣٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ

يُحَدِّثُ قَالَ ابْتَاعَ اَبُوْ بَكْرٍ مِن عَازِبٍ رَحْلاً فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَجْنَا لَيْلاً فَاَحْيَيْنَا لَيْلَنَا وَيَوْمَنَا حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّاهِيْرَةِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظِلٍّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرْوَةً مَعِيْ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَنْطَلَقْتُ اَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعٍ قَدْ اَقْبَلَ فِيْ غُنَيْمَةٍ يُرِيْدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِيْ اَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَنْ اَنْتَ يَاغُلَامُ ، فَقَالَ اَنَا لِفُلَانٍ ، فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِيْ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ : هَلْ اَنْتَ حَالِبٌ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَقُلْتُ لَهُ اُنْفُضِ الضَّرْعَ قَالَ فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِي اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّأْتُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ ، ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِي اِثْرِنَا قَالَ الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ عَلٰى اَهْلِهِ فَاِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ اَصَابَتْهَا حُمّٰى فَرَأَيْتُ اَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ اَنْتِ يَابُنَيَّةُ -

৩৬৩৫ আহমদ ইব্‌ন উসমান (র) .... আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি বারা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমার পিতা আযিব (রা)-এর নিকট হাওদা খরীদ করলেন। আমি আবূ বকরের সাথে খরীদা হাওদাটি বহন করে নিয়ে চললাম। তখন আমার পিতা আযিব (রা) নবী ﷺ-এর সহিত তাঁর হিজরতের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমাদের অনুসন্ধান করার জন্য মুশরিকরা লোক নিয়োগ করেছিল। অবশেষে আমরা রাত্রিকালে বেরিয়ে পড়লাম এবং একরাত ও এক দিন অবিরাম চলতে থাকলাম। যখন দুপুর হয়ে গেল, তখন একটি বিরাটাকায় পাথর নযরে পড়ল। আমরা সেটির কাছে এলাম, পাথরটির কিছু ছায়া পড়ছিল। আমি সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য আমার সঙ্গের চামড়াখানি বিছিয়ে দিলাম। নবী ﷺ -এর উপর শুয়ে পড়লেন। আমি

এদিক-ওদিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক বকরী রাখালকে দেখতে পেলাম। সে তার বকরীগুলো নিয়ে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের (ছায়ায়) আশ্রয় নিতে চায়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার গোলাম ? সে বলল, আমি অমুকের। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বকরীর পালে দুধ আছে কি ? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি কি (আমাদের জন্য) কিছু দোহন করে দিবে ? সে বলল, হ্যাঁ। সে তার পাল থেকে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, বকরীর স্তন দু'টি ঝেড়ে মুছে সাফ করে নাও। সে একপাত্র ভর্তি দুধ দোহন করল। আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কাপড় দিয়ে তার মুখ বেঁধে রেখে ছিলাম। আমি তা থেকে দুধের মধ্যে কিছু পানি ঢেলে দিলাম। ফলে পাত্রের তলা পর্যন্ত শীতল হয়ে গেল। আমি তা নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, পান করুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এতখানি পান করলেন যে, আমি সন্তুষ্ট হলাম। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম এবং অনুসন্ধানকারী আমাদের পিছনে ছিল। বারা (রা) বলেন, আমি আবূ বকরের সঙ্গে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম তাঁর মেয়ে আয়েশা (রা) বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর জ্বর হয়েছে। তাঁর পিতা আবূ বকর (রা)-কে দেখলাম তিনি মেয়ের গালে চুমু খেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, মা তুমি কেমন আছ ?

٣٦٣٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ عَبْلَةَ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَنَسٍ خَادِمِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَيْسَ فِيْ اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرَ اَبِىْ بَكْرٍ فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ * وَقَالَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ اَسَنَّ اَصْحَابِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتّٰى قَنَأَلَوْنُهَا -

৩৬৩৬ সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র) .... নবী ﷺ -এর খাদেম আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মদীনায়) আগমন করলেন। এই সময় তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সাদা কাল চুল বিশিষ্ট আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। তিনি তাঁর চুলে মেহদী ও কতম একত্র করে কলপ (এক প্রকার কালো ঘাস) লাগিয়েছিলেন। দোহায়েম অন্য সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় এলেন, তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে আবূ বকর (রা) ছিলেন সব চাইতে বয়স্ক। তিনি মেহদী ও কতম একত্র করে কলপ লাগিয়েছিলেন। এতে তাঁর সাদা চুল (ও দাঁড়ি) টকটকে লাল রং ধারণ করেছিল।

٣٦٣٧ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ بَكْرٍ ، فَلَمَّا هَاجَرَ اَبُوْ بَكْرٍ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا هٰذَا الشَّاعِرُ الَّذِىْ قَالَ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ رَثٰى كُفَّارَ قُرَيْشٍ :

وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ * مِنَ الشَّيْزٰى تُزَيَّنُ بِالسَّنَام
وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ * مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ
تُحَيِّى بِالسَّلَامَةِ اُمُّ بَكْرٍ * وَهَلْ لِىْ بَعْدَ قَوْمِىْ مِنْ سَلَامِ
يُحَدِّثُنَا الرَّسُوْلُ بِاَنْ سَنُحْيٰى * وَكَيْفَ حَيَاةُ اَصْدَاءٍ وَهَامِ

৩৬৩৭ আসবাগ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) কালব গোত্রের উম্মে বাকর নামে একজন মহিলাকে শাদী করলেন। যখন আবূ বকর (রা) হিজরত করেন, তখন তাকে তালাক দিয়ে যান। তারপর ঐ মহিলাকে তার চাচাত ভাই শাদী করে নিল। এই ব্যক্তিটিই হল সেই কবি যে বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ কাফিরদের শোকগাঁথা রচনা করেছিল। "বদর প্রান্তে কালীব নামক কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ সব কাফিরগণ আজ কোথায় যাদের শিযা নামক কাঠের তৈরী খাদ্য-পাত্রে উটের কুঁজের গোশতে সুসজ্জিত থাকত। বদরের কালীব কূপে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণ আজ কোথায় যারা গায়িকা ও সম্মানিত মদ্যপানকারী নিয়ে নিমগ্ন ছিল। উম্মে বাকর শান্তির স্বাগত জানাচ্ছে। আর আমার কাওমের (ধ্বংস হয়ে যাওয়ার) পর আমার জন্য শান্তি কোথায়? রাসূল আমাদের বলেছেন যে, অচিরেই আমাদের জীবিত করা হবে। কিন্তু উড়ে যাওয়া আত্মা ও মাথার খুলীর জীবন আবার কেমন করে?"

٣٦٣٨ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَاِذَا اَنَا بِاَقْدَامِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهُ لَوْ اَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَاٰنَا قَالَ اسْكُتْ يَا اَبَا بَكْرٍ اِثْنَانِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

৩৬৩৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (সাওর পর্বতের) গুহায় ছিলাম। আমি আমার মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালাম এবং

লোকের পা দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া নবী আল্লাহ্! তাদের কেউ নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবূ বকর! নীরব থাক। আমরা দু'জন আল্লাহ্ হলেন যাদের তৃতীয়।

٣٦٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتُعْطِيْ صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وُرُوْدِهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ ، فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

৩৬৩৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এল এবং তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, ওহে! হিজরত বড় কঠিন ব্যাপার। এরপর বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটের সাদকা আদায় কর? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটনীর দুধ অন্যকে পান করতে দাও। সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, যেদিন পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে উটগুলি ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন কি তুমি দুধ দোহন করে (ফকীর মিসকীনদের) দান কর? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের ওপার থেকেই নেক আমল করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার আমলের কিছুই হ্রাস করবেন না।

٢١٥٥. بَابُ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَصْحَابِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

২১৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মদীনায় শুভাগমন

٣٦٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ –

৩৬৪০ আবুল ওয়ালিদ (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করেন মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের ও ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা)। তারপর আমাদের কাছে আসেন, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ও বিলাল (রা)

٣٦٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانُوْا يُقْرِئُوْنَ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ عِشْرِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلْنَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا قَدِمَ حَتّٰى قَرَأْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِيْ سُوَرٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ -

৩৬৪১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করলেন মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের এবং ইব্‌ন উম্মে মাকতুম। তারা লোকদের কুরআন পড়াতেন। তারপর আসলেন, বিলাল, সা'দ ও আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) এরপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) নবী ﷺ-এর বিশজন সাহাবীসহ মদীনায় আসলেন। তারপর নবী ﷺ আগমন করলেন। তাঁর আগমনে মদীনাবাসী যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিল সে পরিমাণ আনন্দ হতে কখনো দেখিনি। এমনকি দাসীগণও বলছিল, নবী ﷺ শুভাগমন করেছেন। বারা (রা) বলেন, তাঁর আগমনের আগেই মুফাস্‌সালের কয়েকটি সূরাসহ আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى সূরা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম।

٣٦٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُوْبَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَةِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَابِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ :

كُلُّ مْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ اِذَا اَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمّٰى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ وَيَقُوْلُ : شِعْرٌ :

اَلَا لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِىْ اِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ * وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ حُبًّا وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

৩৬৪২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবূ বকর ও বিলাল (রা) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাদেরকে দেখতে গেলাম এবং বললাম, আব্বাজান, কেমন আছেন ? হে বিলাল, আপনি কেমন আছেন ? আবূ বকর (রা) জ্বরাক্রান্ত হলেই এ পংক্তিগুলি আবৃত্তি করতেন। "প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ পরিবারে শুপ্রভাত বলা হয় অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী।" আর বিলাল (রা) এর অবস্থা ছিল এই যখন তাঁর জ্বর ছেড়ে যেত তখন কণ্ঠস্বর উঁচু করে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতেনঃ "হায়, আমি যদি জানতাম আমি ঐ মক্কা উপত্যকায় পুনরায় রাত্রি যাপন করতে পারব কিনা যেখানে ইয্‌খির ও জলীল ঘাস আমার চারপাশে বিরাজমান থাকত। হায়, আর কি আমার ভাগ্যে জুটবে যে, আমি মজান্না নামক কূপের পানি পান করতে পারব! এবং শামা ও তাফিল পাহাড় কি আর আমার দৃষ্টিগোচর হবে!" আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানালাম। তখন তিনি এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের প্রিয় করে দাও যেমন প্রিয় ছিল আমাদের মক্কা বরং তার চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও। আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। মদীনার সা ও মুদ এর মধ্যে বরকত দান কর। আর এখানকার জ্বর রোগকে স্থানান্তর করে জুহ্‌ফায় নিয়ে যাও।

٣٦٤٣ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِىٍّ اَخْبَرَهُ دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِىِّ بْنِ خِيَارٍ اَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ

فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَاٰمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللّٰهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ* تَابَعَهُ اِسْحٰقُ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ مِثْلَهُ

৩৬৪৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আদী (র) বলেন, আমি 'উসমান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমার বক্তব্য শুনার পর তাশাহ্‌হুদ পাঠের পর বললেন, আম্মা বা'দু। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ ﷺ -কে যে সত্যসহ প্রেরণ করা হয়েছিল তৎপ্রতি ঈমান এনেছিলেন আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। উভয় হিজরতে (হাবশায় ও মদীনায়) অংশ গ্রহণ করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি তাঁর হাতে বায়'আত করেছি, আল্লাহর কসম আমি কখনো তাঁর নাফরমানী করিনি তাঁর সাথে প্রতারণামূলক কোন কিছু করিনি। এমতাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়েছে। ইসহাক কালবী শু'য়ায়বের অনুসরণ করতঃ যুহরী সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٤٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَاَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى فِىْ اٰخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِىْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تُمْهِلَ حَتّٰى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ ، وَتَخْلُصَ لاَهْلِ الْفِقْهِ وَاَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِىْ رَأْيِهِمْ قَالَ عُمَرُ لاَ قُوْمَنَّ فِىْ اَوَّلِ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ -

৩৬৪৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) .... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে বছর উমর (রা) শেষ হজ্জ আদায় করেন সে বছর আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা) মিনায় তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে আসেন এবং সেখানে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। '(উমর(রা) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে

চাইলে) আবদুল রাহমান (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, হজ্জ মওসুমে বুদ্ধিমান ও নির্বোধ সব রকমের মানুষ একত্রিত হয়। তাই আমার বিবেচনায় আপনি ভাষণ দান থেকে বিরত থাকুন। এবং মদীনা গমন করে ভাষণ দান করুন। মদীনা হল দারুল হিজরত, (হিজরতের স্থান) রাসূল ﷺ -এর সুন্নাতের পবিত্র ভূমি। সেখানে আপনি অনেক জ্ঞানী, গুণী ও বুদ্ধিমান লোককে একান্তে পাবেন। 'উমর (রা) বললেন, মদীনায় গিয়েই সর্বপ্রথম আমার ভাষণটি অবশ্যই প্রদান করব।

٣٦٤٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ اُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنٰى حِيْنَ اقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلٰى سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ، قَالَتْ اُمُّ الْعَلَاءِ : فَاشْتَكٰى عُثْمَانُ عِنْدَنَا فَمَرَّضْتُهُ حَتّٰى تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِيْ اَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ، قَالَتْ قُلْتُ لَا اَدْرِيْ، بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ قَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللّٰهِ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ وَمَا اَدْرِيْ وَاللّٰهِ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَا اُزَكِّيْ اَحَدًا بَعْدَهُ، قَالَتْ فَاَحْزَنَنِيْ ذٰلِكَ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ عَيْنًا تَجْرِيْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ -

৩৬৪৫ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র) .... খারিজা ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, উম্মুল 'আলা' (রা) নামক জনৈকা আনসারী মহিলা নবী করীম ﷺ -এর হাতে বায়'আত করেন। তিনি বর্ণনা করেন, যখন মুহাজিরদের অবস্থানের ব্যাপারে আনসারদের মধ্যে লটারী অনুষ্ঠিত হল তখন উসমান ইব্‌ন মায'উনের বসবাস আমাদের ভাগে পড়ল। উম্মুল 'আলা'(রা) বলেন, এরপর তিনি আমাদের এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি তার সোবা শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ওফাত হয়ে গেল। আমরা কাফনের কাপড় পরিয়ে দিলাম। তারপর নবী করীম ﷺ আমাদের এখানে তাশরীফ আনলেন। ঐ সময় আমি 'উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বলছিলাম। হে আবূ সায়িব ! তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার

ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন করে জানলে যে, আল্লাহ্ তাকে সম্মানিত করেছেন ? আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো জানিনা। (তবে তাকে যদি সম্মানিত করা না হয়)তবে কাকে আল্লাহ্ সম্মানিত করবেন ? নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম ! 'উসমানের মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহ্র কসম! আমি তার সম্বন্ধে কল্যাণের আশা পোষণ করছি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানিনা আল্লাহ তাঁর সাথে কি ব্যবহার করবেন। উম্মুল 'আলা' (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি এ কথা শুনার পর আর কাউকে (দৃঢ়তার সহিত) পূত-পবিত্র বলব না। উম্মুল 'আলা'(রা) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর এ কথা আমাকে চিন্তিত করল। এরপর আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, 'উসমান ইব্ন মায'উন (রা) এর জন্য একটি নহর প্রবাহিত রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে আমার স্বপ্নটি ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এ হচ্ছে তার (নেক) 'আমল।

٣٦٤٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِرَسُوْلِهٖ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِىْ دُخُوْلِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ -

৩৬৪৬ উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুকূলে তাঁর হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত করিয়েছিলেন, যা তাদের (মদীনাবাসীদের) ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তাদের গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অনেক নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছিল।

٣٦٤٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَعَاذَفَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَاِنَّ عِيْدَنَا هٰذَا الْيَوْمُ -

৩৬৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... . 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) ঈদুল ফিত্র অথবা ঈদুল আযহার দিনে তাঁকে দেখতে এলেন। তখন নবী ﷺ 'আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থান

করছিলেন। ঐ সময় দু'জন অল্প বয়সী বালিকা এ কবিতাটি উচ্চঃস্বরে আবৃত্তি করছিল যা আনসারগণ বু'আস যুদ্ধে আবৃত্তি করেছিল। তখন আবূ বাকর (রা) দু'বার বললেন, এ হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নবী ﷺ বললেন, হে আবূ বাকর, তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই 'ঈদ রয়েছে আর আজকের দিন হল আমাদের 'ঈদের দিন।

٣٦٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا اَبُوْ التَّيَّاحِ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ نِ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ فِىْ عُلُوِّ الْمَدِيْنَةِ فِىْ حَىٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ فَأَقَامَ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى مَلاَءِ بَنِى النَّجَّارِ ، قَالَ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِيْنَ سُيُوْفَهُمْ قَالَ وَكَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ ، وَاَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلاُ بَنِى النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتّٰى اَلْقٰى بِفِنَاءِ اَبِىْ اَيُّوْبَ ، قَالَ فَكَانَ يُصَلِّى حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ اِلٰى مَلاَءِ بَنِى النَّجَّارِ ، فَجَاؤُا فَقَالَ يَابَنِىْ النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ حَائِطَكُمْ هٰذَا : فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ فَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ كَانَتْ فِيْهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَتْ فِيْهِ خِرَبٌ وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُّوْا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ جَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَ

خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَةَ ، فَانْصُرِ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ –

৩৬৪৮ মুসাদ্দাদ ও ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনার উঁচু এলাকার 'আমর ইব্‌ন 'আউফ গোত্রে অবস্থান করলেন। আনাস (রা) বলেন, সেখানে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। এরপর তিনি বানু নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট সংবাদ পাঠালেন। তারা সকলেই তরবারী ঝুলিয়ে উপস্থিত হলেন। আনাস (রা) বলেন, সেই দৃশ্য এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। রাসূল ﷺ এবং আবূ বাকর (রা) তাঁর পিছনে উপবিষ্ট রয়েছেন, আর বনু নাজ্জারের প্রধানগণ রয়েছেন তাদের পার্শ্বে। অবশেষে আবূ আইউব (রা) -এর বাড়ীর চত্বরে উটটি বসে পড়ল। রাবী বলেন, ঐ সময় রাসূল ﷺ যেখানেই সালাতের সময় হত সেখানেই সালাত আদায় করে নিতেন। এরং তিনি কোন কোন সময় ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়েও সালাত আদায় করতেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি মসজিদ নির্মালের আদেশ দিলেন। তিনি বনী নাজ্জারের নেতাদের ডাকলেন এবং তারা এলে তিনি বললেন, তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা বিক্রি করব না। আল্লাহর কসম-এর বিনিময় আল্লাহর নিকটই চাই। রাবী বলেন এই স্থানে তখন ছিল মুশরিকদের পুরাতন কবর, বাড়ী ঘরের কিছু ভগ্নাবশেষ কয়েকটি খেজুরের গাছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল। ভগ্নাবশেষ সমতল করা হল, খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হল। রাবী বলে, কর্তিত খেজুর গাছের কান্ডগুলি মসজিদের কেবলার দিকে এর খুঁটি হিসাবে এক লাইনে স্থাপন করা হল এবং খুঁটির ফাঁকা স্থানে রাখা হল পাথর। তখন সাহাবায়ে কেরাম পাথর বহন করে আনছিলেন এবং ছন্দ যুক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ আর রাসূল ﷺ তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ্‌ ! প্রকৃত কল্যাণ একমাত্র আখিরাতের কল্যাণই। হে আল্লাহ্‌ ! তুমি মুহাজির ও আনসারদের সাহায্য কর।

٢١٥٦. بَابُ اِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

২১৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ আদায়ের পর মুহাজিরগণের মক্কায় অবস্থান

٣٦٤٩ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدِ نِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ اُخْتِ النَّمْرِ مَا سَمِعْتَ فِىْ سُكْنٰى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدْرِ –

৩৬৪৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র) .... 'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হতে বর্ণিত। তিনি সাইব ইব্‌ন উখতে নাম্‌র (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি (মুহাজিরদের হজ্জ সম্পাদনান্তে) মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে

কি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি 'আলা ইবনুল হাযরামী (রা)-এর নিকট শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুহাজিরদের জন্য তাওয়াফে সদর আদায় করার পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি রয়েছে।

٢١٥٧. بَابٌ

২১৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٦٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدُّوْا مَنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَمِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُّوْا اِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ -

৩৬৫০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা বছর গণনা নবী করীম ﷺ-এর নবুয়াত লাভের দিন থেকে করে নি এবং তাঁর ওফাত দিবস থেকেও করে নি বরং তাঁর মদীনায় হিজরত থেকে বছর গণনা করা হয়েছে।

٣٦٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْاُوْلٰى * تَبِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ -

৩৬৫১ মুসাদ্দাদ (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় দু' দু' রাক'আত করে সালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করলেন, ঐ সময় সালাত চার রাক'আত করে দেয়া হয়। এবং সফর কালে পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ দু' রাক'আত বহাল রাখা হয়। আব্দুর রাজ্জাক (র) মা'মর সূত্রে রেওয়ায়াত বর্ণনায় যাদীদ ইব্‌ন যুবায়-এর অনুসরণ করেছেন।

٢١٥٨. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِى هِجْرَتَهُمْ وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

২১৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর উক্তি, হে আল্লাহ ! আমার সাহাবাদের হিজরতকে বহাল রাখুন এবং মক্কায় মৃত সাহাবীদের জন্য শোক প্রকাশ

٣٦٥٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَادَنِى النَّبِيُّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَعْنِىْ مِنْ مَرَضٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلٰى مَوْتٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرٰى وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَيَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِىْ وَاحِدَةٌ اَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ: قَالَ الثُّلُثُ يَاسَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ ، قَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ آجَرَكَ اللّٰهُ بِهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِى فِى امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ ، اَللّٰهُمَّ امْضِ لاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَوَفّٰى بِمَكَّةَ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَمُوْسٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ -

৩৬৫২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কায'আ (র) .... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ি তখন রাসূল ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার রোগ কি পর্যায় পৌছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তবান লোক। আমার ওয়ারিশ হচ্ছে একটি মাত্র কন্যা। আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ আল্লাহ্র রাস্তায় সাদকা করে দিব ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক ? তিনি বললেন, হে সা'দ, এক তৃতীয়াংশ দান কর। এ তৃতীয়াংশই অনেক বেশী। তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিদেরকে বিত্তবান রেখে যাও ইহাই উত্তম, এর চাইতে যে তুমি তাদেরকে নিঃস্ব রেখে গেলে যে তারা অন্যের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা করে। আহ্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) .... ইব্রাহীম (র) থেকে

একথাগুলোও বর্ণনা করেছেন। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পদশালী রেখে যাবে আর তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ্‌ তার প্রতিদান তোমাকে দেবে। তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিবে এর প্রতিদানও আল্লাহ্‌ তোমাকে দেবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কি আমার সাথী সঙ্গীদের থেকে পিছনে পড়ে থাকব ? তিনি বললেন, তুমি কখনই পিছনে পড়ে থাকবে না আর এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যে কোন নেক 'আমল করবে তাহলে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে। সম্ভবতঃ তুমি পিছনে থেকে যাবে এবং এর ফলে তোমার দ্বারা অনেক মানুষ উপকৃত এবং অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীদের হিজরতকে অক্ষুণ্ন রাখুন। তাদেরকে পশ্চাৎমুখী করে ফিরিয়ে নিবেন না। কিন্তু অভাবগ্রস্থ সা'দ ইব্‌ন খাওলার মক্কায় মৃত্যুর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ও মূসা (র) ইব্রাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ তোমার উত্তরাধিকারীদের রেখে যাওয়া ...।

٢١٥٩. بَابُ كَيْفَ اٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِهِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِيْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَقَالَ اَبُوْ جُحَيْفَةَ اٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِيْ الدَّرْدَاءِ

২১৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ কিভাবে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। আবদুর রাহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনা এলাম তখন আমার ও সা'দ ইব্‌ন রাবীর মধ্যে নবী ﷺ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন এবং আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন, সালমান ও আবুদ্‌ দারদা (রা)-এর মধ্যে নবী ﷺ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন

٣٦٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ فَاٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِيْ عَلَى السُّوْقِ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ اَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ

، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ، قَالَ فَمَاسُقْتَ فِيْهَا
قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ –

৩৬৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন 'আউফ (রা) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন নবী করীম ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্ন রাবী' আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। সা'দ (রা) তার সম্পত্তি ভাগ করে অর্ধেক সম্পত্তি এবং দু'জন স্ত্রীর যে কোন একজন নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রাহমানকে অনুরোধ করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ আপনার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে স্থানীয় বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দিন। তিনি (বাজারে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলেন এবং) মুনাফা স্বরূপ কিছু ঘি ও পনীর লাভ করলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তিনি ﷺ তখন তার গায়ে ও কাপড়ে হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, হে আবদুর রাহমান, ব্যাপার কি! তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, তাকে নাওয়াত (খেজুর বিচি) পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা করে নাও।

٢١٦٠. بَابٌ

২১৬০. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٦٥٤ حَدَّثَنِيْ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ
فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ اَشْيَاءَ فَقَالَ اِنِّيْ سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا نَبِيٌّ ،
مَا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ
يَنْزِعُ اِلَى اَبِيْهِ اَوْ اِلَى اُمِّهِ ، قَالَ اَخْبَرَنِيْ بِهِ جِبْرِيْلُ اٰنِفًا قَالَ ابْنُ
سَلَامٍ ذَلِكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، قَالَ اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ
فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ اَهْلُ
الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوْتِ ، وَاَمَّا الْوَلَدُ فَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْاَةِ

نَزَعَ الْوَلَدَ وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰــهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهْتٌ ، فَسَاَلْهُمْ عَنِّىْ قَبْلَ اَنْ يَّعْلَمُوْا بِاِسْلاَمِىْ ، فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فِيْكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَاَفْضَلُنَا وَابْنُ اَفْضَلِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوْا عَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ فَاَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَتَنَقَّصُوْهُ قَالَ هٰذَا كُنْتُ اَخَافُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

৩৬৫৪ হামীদ ইব্‌ন 'উমর (র) .... আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)-এর নিকট নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় আগমনের সংবাদ পৌছলে তিনি এসে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। এগুলোর সঠিক উত্তর নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম 'আলামত ও লক্ষণ কি ? (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম আহার্য কি ? (৩) কি কারণে সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার অনুরূপ কখনো বা মায়ের অনুরূপ হয় ? নবী করীম ﷺ বললেন, এবিষয়গুলি সম্পর্কে এই মাত্র জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) একথা শুনে বললেন, তিনিই ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু। নবী করীম ﷺ বললেন, (১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্ব প্রথম লক্ষণ হল লেলীহান আগুন যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে সমবেত করবে। (২) সর্বপ্রথম আহার্য যা জান্নাতবাসী ভক্ষণ করবে তা হল মাছের কলীজার অতিরিক্ত অংশ (৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান পিতার অনুরূপ হয় আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়াহূদীগণ এমন একটি সম্প্রদায় যারা অন্যের কুৎসা রটনায় অত্যন্ত পটু। আমার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আমার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ডাকলেন, তারা হাযির হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মাঝে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম কেমন লোক ? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র। নবী করীম ﷺ বললেন, আচ্ছা বলত, যদি

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে ? তোমরা তখন কি করবে ? তারা বলল, আল্লাহ্ তাকে একাজ থেকে রক্ষা করুন। নবী করীম ﷺ আবার একথাটি বললেন, তারাও পূর্বরূপ উত্তর দিল। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম বেরিয়ে আসলেন, এবং বললেন, اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ইহা শুনে ইয়াহূদীগণ বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ লোক এবং মন্দ লোকের ছেলে। অতঃপর তারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আরো অনেক কথাবার্তা বলল। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি ইহাই আশংকা করেছিলাম।

٣٦٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ اَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيْكٌ لِيْ دَرَاهِمَ فِي السُّوْقِ نَسِيْئَةً ، فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَيَصْلُحُ هٰذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوْقِ ، فَمَا عَابَهُ اَحَدٌ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هٰذَا الْبَيْعَ ، فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ، وَالْقَ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَسَلْهُ فَاِنَّهُ كَانَ اَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ * وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِيْئَةً اِلَى الْمَوْسِمِ اَوِ الْحَجِّ -

৩৬৫৫ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) ....'আবদুর রাহমান ইব্‌ন মুত্'ঈম (রা) বলেন, আমার ব্যবসায়ের একজন অংশীদার কিছু দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বাজারে নিয়ে বাকীতে বিক্রি করে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় কি জায়িয ? তিনিও বললেন, সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি ইহা খোলা বাজারে বিক্রি করেছি তাতে কেউ ত আপত্তি করেন নি। এরপর আমি বারা' ইব্‌ন 'আযিব (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা এরূপ বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করতাম; তখন তিনি বললেন যদি নগদ হয় তবে তাতে কোন বাঁধা নেই। আর যদি ধারে হয় তবে জায়িয হবে না। তুমি যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর স্যাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও। কেননা তিনি আমাদের মধ্যে একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এরপর আমি যায়েদ ইব্‌ন আরকামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও অনুরূপ বললেন। সুফিয়ান (র) রাবী হাদীসটি কখনও এরূপ বর্ণনা করেন নবী ﷺ যখন মদীনায় আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা হজ্জের মৌসুম পর্যন্ত মিয়াদে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করতাম।

٢١٦١. بَابُ اِتْيَانِ الْيَهُوْدِ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ * هَادُوْا صَارُوْا يَهُوْدًا وَاَمَّا قَوْلُهُ هُدْنَا تُبْنَا هَائِدٌ تَائِبٌ

২১৬১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর খেদমতে ইয়াহূদীদের উপস্থিতি। هَادُوْا অর্থ ইয়াহূদী হয়ে গেছে। هُدْنَا অর্থ আমরা তাওবা করেছি। هَائِدٌ অর্থ তাওবাকারী

٣٦٥٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ اٰمَنَ بِىْ عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لاَمَنَ بِىَ الْيَهُوْدُ -

৩৬৫৬ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহূদী ঈমান আনত তবে সমগ্র ইয়াহূদী সম্প্রদায়ই ঈমান গ্রহণ করত।

٣٦٥٧ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ اَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغُدَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أُسَامَةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاِذَا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ يُعَظِّمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ وَيَصُوْمُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَاَمَرَ بِصَوْمِهِ -

৩৬৫৭ আহ্মদ অথবা মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ আল-গুদানী (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক আশুরা দিবসকে অত্যন্ত সম্মান করত এবং সেদিন তারা সাওম পালন করত। এতে নবী করীম ﷺ বললেন, ইয়াহূদীদের অপেক্ষা ঐ দিন সাওম পালন করার আমরা অধিক হকদার। তারপর তিনি সকলকে সাওম পালন করার আদেশ দিলেন।

٣٦٥٨ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالُوْا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ اَظْهَرَ اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِصَوْمِهِ -

৩৬৫৮ যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ুব (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াহূদীগণ 'আশুরা দিবসে সাওম পালন করে। তাদেরকে সাওম পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল, এদিনই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের উপর বিজয় দান করেছিলেন। তাই আমরা ঐ দিনের সম্মানার্থে সাওম পালন করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের চাইতে আমরা মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি সাওম পালনের আদেশ দেন।

٣٦٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ -

৩৬৫৯ 'আবদান (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ চুলে সিঁথি না কেটে সোজা পিছনের দিকে ছেড়ে দিতেন। আর মুশরিকগণ তাদের চুলে সিঁথি কাটত। আহলে কিতাব সিঁথি কাটত না। নবী করীম ﷺ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন আদেশ না আসা পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুকরণকে পছন্দ করতেন। তারপর (আদেশ আসলে) তাঁর মাথায় সিঁথি কাটলেন।

٣٦٦٠ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمْ اَهْلُ

الْكِتَابِ جَزَّؤُهُ اَجْزَاءً فَأَمَنُوْا بِبَعْضِهٖ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهٖ –

৩৬৬০ যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ুব (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরাই তো সেই আহলে কিতাব যারা (তাওরাত ও কুরআনকে) ভাগাভাগি করে ফেলেছে, কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করেছে।

٢١٦٢. بَابُ اِسْلاَمُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৬২. **পরিচ্ছেদ ঃ সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ**

٣٦٦١ حَدَّثَنِى حَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ اَبِىْ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ اَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ اِلٰى رَبٍّ –

৩৬৬১ হাসান ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন শাকীক (র) .... সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত, আমি (অন্যায় ভাবে) দশজনের অধিক মালিকের হাত বদল হয়েছি।

٣٦٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْبَيْكَنْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ –

৩৬৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবূ 'উসমান (রা) বলেন, আমি সালমান (রা)-কে বলতে শুনেছি ; তিনি বলেন, আমি (পারস্যের) রাম হুরমুয শহরের অধিবাসী।

٣٦٦٣ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ نِ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيْسٰى وَمُحَمَّدٍ ﷺ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ –

৩৬৬৩ হাসান ইব্‌ন মুদরিক (র) .... সালমান ফারসী (রা) বলেন, 'ঈসা এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমনের মধ্যে ছয়শ' বছরের ব্যবধান ছিল।

كِتَابُ الْمَغَازِىْ

অধ্যায় ঃ মাগাযী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَغَازِىْ

অধ্যায় ঃ মাগাযী

٢١٦٣. بَابٌ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ اَوِ الْعُسَيْرَةِ قَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ اَوَّلُ مَاغَزَا النَّبِىُّ ﷺ الْاَبْوَاءَ ثُمَّ بُوَاطَ ثُمَّ الْعُشَيْرَةَ

২১৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ 'উশায়রা বা 'উসায়রার যুদ্ধ। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, নবী ﷺ প্রথমতঃ আবওয়ার যুদ্ধ করেন, তারপর তিনি বুওয়াত তারপর 'উশায়রার যুদ্ধ করেন

٣٦٦٤ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ كُنْتُ اِلٰى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ فَقِيْلَ لَهٗ كَمْ غَزَا النَّبِىُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ ؟ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةَ قِيْلَ كَمْ غَزَوْتَ اَنْتَ مَعَهٗ ؟ قَالَ سَبْعَ عَشِرَةَ قُلْتُ فَاَيُّهُمْ كَانَتْ اَوَّلَ ؟ قَالَ الْعُشَيْرُ اَوِ الْعُسَيْرَةُ فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ الْعُشَيْرَةُ -

৩৬৬৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইব্‌ন আরকামের পাশে ছিলাম। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী ﷺ কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল আপনি তাঁর সাথে কতটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন? তিনি বললেন, সতেরটিতে। (আবূ ইসহাক বলেন) আমি বললাম, এসব যুদ্ধের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল কোনটি? তিনি বললেন, 'উশায়রা বা 'উশায়রা। (বর্ণনাকারী বলেন) বিষয়টি আমি কাতাদা (র)-এর কাছে আলোচনা করলে তিনিও বললেন, 'উশায়রা (এর যুদ্ধই সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল)।

٢١٦٤. بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ

২১৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে নবী ﷺ -এর ভবিষ্যৎ বাণী

٣٦٦٥ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمَ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيْقًا لاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَكَانَ اُمَيَّةُ اِذَا مَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلٰى سَعْدٍ وَكَانَ سَعْدٌ اِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلٰى اُمَيَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلٰى اُمَيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاُمَيَّةَ انْظُرْلِىْ سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلِّىْ اَنْ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ ، فَخَرَجَ بِهٖ قَرِيْبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا اَبُوْ جَهْلٍ ، فَقَالَ يَا اَبَا صَفْوَانَ مَنْ هٰذَا مَعَكَ فَقَالَ هٰذَا سَعْدٌ ، فَقَالَ لَهُ اَبُوْ جَهْلٍ اَلاَ اَرَاكَ تَطُوْفُ بِمَكَّةَ اٰمِنًا وَقَدْ اَوَيْتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ تَنْصُرُوْنَهُمْ وَتُعِيْنُوْنَهُمْ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنَّكَ مَعَ اَبِىْ صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ اِلٰى اَهْلِكَ سَالِمًا ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِىْ هٰذَا لاَمْنَعَنَّكَ مَاهُوَ اَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيْقَكَ عَلَى اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ، فَقَالَ لَهُ اُمَيَّةُ لاَتَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلٰى اَبِى الْحَكَمِ سَيِّدِ اَهْلِ الْوَادِىْ فَقَالَ سَعْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَااُمَيَّةُ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُمْ قَاتِلُوْكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لاَ اَدْرِىْ فَفَزِعَ لِذٰلِكَ اُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيْدًا ، فَلَمَّا رَجَعَ اُمَيَّةُ اِلٰى اَهْلِهٖ قَالَ يَا اُمَّ صَفْوَانَ اَلَمْ تَرٰى مَاقَالَ لِىْ سَعْدٌ قَالَتْ

وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ ، فَقُلْتُ لَهُ بِمَكَّةَ قَالَ لاَ اَدْرِيْ فَقَالَ أُمَيَّةُ وَاللّٰهِ لاَ اَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ اِسْتَنْفَرَ اَبُوْ جَهْلٍ النَّاسَ قَالَ اَدْرِكُوْا عِيْرَكُمْ فَكَرِهَ أُمَيَّةُ اَنْ يَخْرُجَ فَأَتَاهُ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ يَا اَبَا صَفْوَانَ اِنَّكَ مَتٰى يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَاَنْتَ سَيِّدُ اَهْلِ الْوَادِيْ تَخَلَّفُوْا مَعَكَ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهٖ اَبُوْ جَهْلٍ حَتّٰى قَالَ اَمَّا اِذْ غَلَبْتَنِيْ فَوَ اللّٰهِ لَاَشْتَرِيَنَّ اَجْوَدَ بَعِيْرٍ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ يَا أُمَّ صَفْوَانَ جَهِّزِيْنِيْ فَقَالَ لَهُ يَا اَبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيْتَ مَاقَالَ لَكَ اَخُوْكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ لاَ مَا أُرِيْدُ اَنْ اَجُوْزَ مَعَهُمْ اِلاَّ قَرِيْبًا فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ اَخَذَ لاَيَنْزِلُ مَنْزِلاً اِلاَّ عَقَلَ بَعِيْرَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِذٰلِكَ حَتّٰى قَتَلَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِبَدْرٍ –

৩৬৬৫ আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান (র) .... সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তাঁর ও উমাইয়া ইব্‌ন খালফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদীনায় আসলে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের অতিথি হত এবং সা'দ (রা) মক্কায় গেলে উমাইয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর একদা সা'দ (রা) উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা গেলেন এবং উমাইয়ার বাড়ীতে অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমাকে এমন একটি নিরিবিলি সময়ের কথা বল যখন আমি (শান্তভাবে) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারব। তাই দ্বি- প্রহরের সময় একদিন উমাইয়া তাঁকে সাথে নিয়ে বের হল, তখন তাদের সাথে আবূ জেহেলের দেখা হল। তখন সে (আবূ জেহেল উমাইয়াকে লক্ষ্য করে) বলল, হে আবূ সাফ্‌ওয়ান ! তোমার সাথে ইনি কে ? সে বলল, ইনি সা'দ (ইব্‌ন মু'আয)। তখন আবূ জেহেল তাকে (সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে) লক্ষ্য করে বলল, আমি তোমাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে মক্কায় (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করতে দেখেছি অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দান করেছ এবং তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলছ। আল্লাহ্‌র কসম, (এ মুহূর্তে) তুমি আবূ সাফওয়ানের (উমাইয়া) সঙ্গে না থাকলে তোমার পরিজনদের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ (রা) এর চেয়েও অধিক উচ্চস্বরে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি এতে যদি আমাকে বাঁধা দাও তাহলে আমিও এমন একটি ব্যাপারে তোমাকে বাঁধা দেব যা তোমার জন্য এর চেয়েও ভীষণ কঠিন হবে। আর তা হল, মদীনার উপকণ্ঠ দিয়ে তোমার (ব্যবসা বাণিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র সিরিয়ার) যাতায়াতের রাস্তা (বন্ধ করে দেব)। তখন উমাইয়া তাকে বলল,

হে সা'দ এ উপত্যকার প্রধান সর্দার আবুল হাকামের (আবূ জেহেল) সাথে এরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না। তখন সা'দ (রা) বললেন, হে উমাইয়া! তুমি চুপ কর। আল্লাহ্‌র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তারা তোমার হত্যাকারী। উমাইয়া জিজ্ঞাসা করল, মক্কার বুকে ? সা'দ (রা) বললেন, তা জানিনা। উমাইয়া এতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এরপর উমাইয়া বাড়ী গিয়ে তার (স্ত্রীকে ডেকে) বলল, হে উম্মে সাফওয়ান সা'দ আমার সম্পর্কে কি বলছে জান ? সে বলল, সা'দ তোমাকে কি বলেছে ? উমাইয়া বলল, সে বলেছে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা আমার হত্যাকারী। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি মক্কায় ? সে (সা'দ) বলল, তা আমি জানিনা। এরপর উমাইয়া বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনো মক্কা থেকে বের হব না। কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন সমাগত হলে আবূ জেহেল সর্বস্তরের জনসাধারণকে সদলবলে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলল, তোমরা তোমাদের কাফেলা রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও। উমাইয়া (মক্কা ছেড়ে) বের হওয়াকে অপছন্দ করলে আবূ জেহেল এসে তাকে বলল, হে আবূ সাফওয়ান। তুমি এ উপত্যকার অধিবাসীদের (একজন) নেতা, তাই লোকেরা যখন দেখবে (তুমি যুদ্ধ যাত্রায়) পেছনে রয়ে গেছ তখন তারাও তোমার সাথে এ বলে পেছনেই থেকে যাবে। এ বলে আবূ জেহেল তার সাথে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে বাধ্য করে ফেলছ তাই খোদার কসম অবশ্যই আমি এমন একটি উষ্ট্র ক্রয় করব যা মক্কার মধ্যে সবচাইতে ভাল। এরপর উমাইয়া (তার স্ত্রীকে) বলল, হে উম্মে সাফওয়ান; আমার সফরের ব্যবস্থা কর। তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, হে আবূ সাফওয়ান! তোমার মদীনাবাসী ভাই যা বলেছিলেন তা তুমি ভুলে গিয়েছ কি ? সে বলল, না। আমি তাদের সাথে কিছু দূর যেতে চাই মাত্র। রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় যে মন্‌যিলেই উমাইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে সেখানেই সে তার উট বেঁধে রেখেছে, গোটা পথেই এরূপ সে করল পরিশেষে বদর প্রান্তরে আল্লাহর হুকুমে সে মারা গেল।

٢١٦٥. بَابُ قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ، اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ، بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ، وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ ، وَقَالَ

وَحَشِيٌّ قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ يَوْمِ بَدْرٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَالَكُمْ اَلْاٰيَةَ -

২১৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধের ঘটনা। মহান আল্লাহ্র বাণীঃ এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । স্মরণ করুন, যখন আপনি মু'মিনদেরকে বলতেছিলেন, এ-কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন হাজার ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন? হাঁ, নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তারা (কাফির বাহিনী) দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। এ তো কেবল তোমাদের জন্য সু-সংবাদ ও তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির হেতু আল্লাহ্ করেছেন এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হতেই হয়, কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। (৩ ঃ ১২৩-১২৭) আলে ইমরান) ওয়াহশী (র) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হাম্যা (রা) তু'আয়মা ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ্র বাণীঃ স্মরণ করুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে। (৮ ঃ আনফাল ৭)

٣٦٦٦ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا اِلاَّ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ اَنِّىْ تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ اَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا اِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ -

৩৬৬৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে তাবূকের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সব যুদ্ধে আমি শরীক ছিলাম। তবে বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হইনি। কিন্তু বদর

যুদ্ধে যারা যোগদান করেননি তাদেরকে কোন প্রকার দোষারূপ করা হয়নি। কারণ প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত সময় ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মুসলমানদের) সাথে তাদের শত্রুদের মুখামুখী করিয়ে দেন।

٢١٦٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ، وَمَاجَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوْبُكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ، اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ، اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلاَئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ ، فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ، بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

২১৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশ্‌তা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ্ তা করেন, কেবল সু-সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে, যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই আসে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। স্মরণ কর; যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, এবং তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য এবং তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য। স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ, যারা কুফরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর ; তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্

ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর। (৮ ঃ আনফাল ঃ ৯-১৩)

٣٦٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ مَشْهَدًا لَاَنْ اَكُوْنَ صَاحِبَهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهٖ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَدْعُوْ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ ، فَقَالَ لاَ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى اذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ ، وَلٰكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ يَعْنِيْ قَوْلَهُ -

৩৬৬৭ আবূ নু'আঈম (র) .... ইব্‌ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদকে এমন একটি ভূমিকায় পেয়েছি যে, সে ভূমিকায় যদি আমি হতাম, তবে যা দুনিয়ার সব কিছুর তুলনায় আমার নিকট প্রিয় হত। তিনি নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন, তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে দু'আ করছিলেন। এতে তিনি (মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ) বললেন, মূসা (আ) এর কাওম যেমন বলেছিল যে, "তুমি (মূসা) আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর"। (৫ মায়েদা ২৪) আমরা তেমন বলব না, বরং আমরা তো আপনার ডানে, বামে সম্মুখে, পেছনে সর্বদিক থেকে যুদ্ধ করব। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম, নবী ﷺ -এর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং (একথা) তাঁকে খুব আনন্দিত করল।

٣٦٦٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ : اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ ، فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ-

৩৬৬৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাওশাব (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন নবী ﷺ বলছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণ করার

জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি যদি চান (কাফিররা আমাদের উপর জয়লাভ করুক) আপনার ইবাদত করার লোক আর থাকবে না। এমতাবস্থায় আবূ বকর (রা) তাঁর হাত চেপে বললেন, আপনার জন্য এ যথেষ্ট। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) এ আয়াত পড়তে পড়তে বের হলেন! "শত্রুদল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।" (৫৪ ক্বামার ৪৫)

٢١٦٧. بَابٌ

২১৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٦٦٩ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ اَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ اِلٰى بَدْرٍ –

৩৬৬৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিনদের মধ্যে (যারা অক্ষম নন) অথচ ঘরে বসে থাকেন তারা সমান নন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যারা বদরের যুদ্ধ থেকে বিরত রয়েছেন তারা সমান নন।

٢١٦٨. بَابُ عِدَّةِ اَصْحَابِ بَدْرٍ

২১৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা

٣٦٧٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلٰى سِتِّيْنَ وَالْاَنْصَارُ نَيِّفٌ وَاَرْبَعُوْنَ وَمِائَتَانِ –

৩৬৭০ মুসলিম (র) ও মাহমূদ .... বারা'(রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন আমাকে ও ইব্‌ন উমরকে ছোট মনে করা হয়েছিল, এ যুদ্ধে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ষাটের বেশী এবং আনসারদের সংখ্যা ছিল দুইশ' চল্লিশেরও কিছু বেশী।

٣٦٧١ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا اَنَّهُمْ كَانُوْا عِدَّةَ اَصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ جَازُوْا مَعَهُ النَّهَرَ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلٰثَمِائَةٍ قَالَ الْبَرَاءُ لاَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ -

৩৬৭১ আমর ইব্‌ন খালিদ (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর যে সব সাহাবী বদরে অংশ গ্রহণ করেছেন তারা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সংখ্যা তালুতের যে সব সঙ্গী (জিহাদে শরীক হওয়ার নিমিত্তে তাঁর সাথে) নদী পার হয়েছিলেন তাদের সমান ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' দশেরও কিছু বেশী। বারা' (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেনি।

٣٦٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (ﷺ) نَتَحَدَّثُ اَنَّ عِدَّةَ اَصْحَابِ بَدْرٍ عَلٰى عِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْا مَعَهُ النَّهَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ اِلاَّ مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلٰثَمِائَةٍ -

৩৬৭২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাজা (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবাগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালুতের সঙ্গে নদী অতিক্রমকারী লোকদের সমানই ছিল এবং তিনশ' দশ জনের অধিক ঈমানদার ব্যক্তিই কেবল তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

٣٦٧٣ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ

اَصْحَابَ بَدْرٍ ثَلٰثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ بِعِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْا مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَاوَزُوْا مَعَهُ اِلاَّ مُؤْمِنٌ -

৩৬৭৩ আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালুতের সাথে নদী অতিক্রমকারী লোকদের অনুরূপ তিনশ' দশ জনেরও কিছু বেশী ছিল। আর মু'মিনগণই কেবল তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

٢١٦٩. بَابٌ دُعَاءُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِيْدِ وَاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَهَلاَكِهِمْ

২১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরাইশ কাফির তথা– শায়বা, উতবা, ওয়ালীদ এবং আবূ জেহেল ইব্ন হিশামের বিরুদ্ধে নবী ﷺ -এর দু'আ এবং এদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া

٣٦٧٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْكَعْبَةَ فَدَعَا عَلٰى نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ عَلٰى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَاَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعٰى قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا -

৩৬৭৪ আমর ইব্ন খালিদ (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কা'বার দিকে মুখ করে কুরাইশ গোত্রীয় কতিপয় লোক তথা–– শায়বা ইব্ন রাবী'আ, উতবা ইব্ন রাবী'আ, ওয়ালীদ ইব্ন উতবা এবং আবূ জাহল ইব্ন হিশামের বিরুদ্ধে দু'আ করেন। (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন) আমি আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, অবশ্যই আমি এ সমস্ত লোকদেরকে (বদরের রণাঙ্গনে) নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। রৌদ্রের প্রচণ্ডতা তাদের দেহগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছিল। বস্তুতঃ সে দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম।

٢١٧٠. بَابٌ قَتْلِ اَبِىْ جَهْلٍ

২১৭০. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ জেহেল নিহত হওয়ার ঘটনা

٣٦٧٥ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَتٰى اَبَاجَهْلٍ وَبِهٖ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ هَلْ اَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ -

৩৬৭৫ ইব্ন নুমায়র (র)......... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিন আবূ জেহেল যখন মৃত্যুর মুখোমুখি তখন তিনি (আবদুল্লাহ) তার কাছে গেলেন। তখন আবূ জেহেল বলল, (আজ) তোমরা তোমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ এতে আমি কি আশ্চর্যবোধ করব।

٣٦٧٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ اَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ قَالَ اَنْتَ اَبُوْ جَهْلٍ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهٖ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ اَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَنْتَ اَبُوْ جَهْلٍ -

৩৬৭৬ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) ও আমর ইব্ন খালিদ (র)......... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (বদরের দিন) নবী ﷺ বললেন, আবূ জাহলের কি অবস্থা কেউ তা দেখে আসতে পার কি ? তখন ইব্ন মাসউদ (রা) তার খোঁজে বের হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, 'আফ্রার দুই পুত্র তাকে এমনিভাবে প্রহার করেছে যে, মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। রাবী বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তার দাঁড়ি ধরে বললেন, তুমিই কি আবূ জেহেল ? আবূ জেহেল বলল ঃ যাকে (অর্থাৎ আবূ জেহেল) তোমরা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল তার চেয়ে বেশী আর কি ? আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) বলেন, তুমিই কি আবূ জেহেল।

٣٦٧٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَّنْظُرُ مَافَعَلَ اَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهٖ فَقَالَ اَنْتَ اَبُوْ جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ اَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوْهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ اَخْبَرْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَحْوَهُ –

৩৬৭৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (বদরের দিন) নবী করীম ﷺ বললেন, আবূ জেহেল কি করল, কে তা খোঁজ নিয়ে আসতে পারে ? (একথা শুনে) ইব্ন মাসউদ (রা) চলে গেলেন এবং তিনি দেখতে পেলেন, আফরার দুই পুত্র তাকে এমনিভাবে প্রহার করেছে যে, সে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তিনি তার দাঁড়ি ধরে বললেন, তুমি কি আবূ জেহেল ? উত্তরে সে বলল, এক ব্যক্তিকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) যাকে তোমরা হত্যা করলে! এর চাইতে বেশী আর কি ? ইব্ন মুসান্না (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

٣٦٧٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ صَالِحِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ فِىْ بَدْرٍ يَعْنِىْ حَدِيْثَ ابْنَىْ عَفْرَاءَ –

৩৬৭৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... ইব্রাহীমের দাদা থেকে বদর তথা আফ্রার দুই ছেলের সম্পর্কে এক রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন।

٣٦٧٩ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَّجْثُوْ بَيْنَ يَدَىِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ وَفِيْهِمْ اُنْزِلَتْ : هٰذَانِ

خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ، قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ تَبَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِىٌّ وَعُبَيْدَةُ اَوْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ –

৩৬৭৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ রুকাশী (র) .... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন দয়াময়ের সামনে বিবাদের (মীমাংসার) জন্য হাঁটু গেড়ে বসব। কায়স ইব্‌ন উবাদ (রা) বলেন, এদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদের هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তাঁরা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" (২২ হাজ্জ- ১৯) আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, (মুসলিম পক্ষের) তারা হল হাম্‌যা, আলী ও উবায়দা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবূ উবায়দা ইবনুল হারিস (কাফির পক্ষের) শায়বা ইব্‌ন রাবীআ, উত্‌বা এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা।

٣٦٨٠ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ: هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فِىْ سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلِىٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ بْنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ ابْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ –

৩৬৮০ কাবীসা (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِم "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি কুরাইশ গোত্রীয় ছয়জন লোক (এদের তিনজন মুসলিম এবং তিনজন মুশরিক) সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। তারা হলেন, (মুসলিম পক্ষ) আলী, হামযা, উবায়দা ইবনুল হারিস (রা) ও (কাফির পক্ষে) শায়বা ইব্‌ন রাবী'আ, উত্‌বা ইব্‌ন রাবী'আ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা।

٣٦٨١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ كَانَ يَنْزِلُ فِىْ بَنِىْ ضُبَيْعَةَ ، وَهُوَ مَوْلٰى لِبَنِىْ سَدُوْسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْنَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِىْ رَبِّهِمْ -

৩৬৮১ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম সাওওয়াফ .... কায়স ইব্‌ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

٣٦٨٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَن اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ سَمِعْتُ اَبَاذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقْسِمُ لَنَزَل هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتُ فِىْ هٰوُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ نَحْوَهُ -

৩৬৮২ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জাফর (র) .... কায়স ইব্‌ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আমি আবূ যার (রা)-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, উপরোক্ত আয়াতগুলো উল্লেখিত বদরের দিন ঐ ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

٣٦٨٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِىْ الَّذِيْنَ بَرَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَى رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ -

৩৬৮৩ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আবূ যার (রা)-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِى رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি বদরের দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হামযা, আলী, উবাইদা ইবনুল হারিস, রাবীআর দুই পুত্র উত্‌বা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

٣٦٨٤ حَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ سَأَلَ رَجُلٌ نِالْبَرَاءَ وَاَنَا اَسْمَعُ قَالَ اَشَهِدَ عَلِىٌّ بَدْرًا ؟ قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ حَقًّا-

৩৬৮৪ আহ্‌মদ ইব্‌ন সা'ঈদ আবূ 'আবদুল্লাহ (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি শুনলাম,এক ব্যক্তি বারা' (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'আলি (রা) কি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ? তিনি বললেন, আলী তো নিঃসন্দেহে মুকাবিলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং দুইটি লৌহ পোশাক পরিধান করেছিলেন।

٣٦٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَاتَبْتُ اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَهُ وَقَتْلَ ابْنِهِ فَقَالَ بِلَالٌ : لَانُجَوْتُ اِنْ نَجَا اُمَيَّةُ -

৩৬৮৫ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) .... 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইব্‌ন খালফের সাথে একটি চুক্তি করেছিলাম। যখন বদর দিবস উপস্থিত হল, এরপর তিনি উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ ও তার পুত্রের নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। সেদিন বিলাল (রা) বললেন, যদি উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ প্রাণে বেঁচে যায় তাহলে আমি সফল হব না।

٣٦٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ اَنَّ شَيْخًا اَخَذَ كَفًّا مِّنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهٖ ، فَقَالَ يَكْفِيْنِىْ هٰذَا ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا * اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مُعْمَرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ فِى الزُّبَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ اِحْدَاهُنَّ فِىْ عَاتِقِهٖ قَالَ اِنْ كُنْتُ لَاُدْخِلُ اَصَابِعِىْ فِيْهَا قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ ، قَالَ عُرْوَةُ وَقَالَ لِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِيْنَ قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَا عُرْوَةُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيْهِ ؟ قُلْتُ فِيْهِ فَلَّةٌ فُلَّهَا

يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ صَدَقْتَ (بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةَ قَالَ هِشَامٌ فَاَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلاَثَةَ الاَفٍ وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا وَلَوَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ أَخَذْتُهُ –

৩৬৮৬ আবদান ইব্ন 'উসমান (র) .... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সূরা নাজ্ম তিলাওয়াত করলেন এবং (সাথে সাথে সিজ্দা করলেন। এক বৃদ্ধ ব্যতীত নবীজীর নিকট যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই সিজ্দা করলেন। সে বৃদ্ধ এক মুষ্টি মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বলল, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কিছু দিন পর আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

ইব্রাহীম ইব্ন মূসা .... হিশামের পিতা ('উরওয়া) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (তার পিতা) যুবায়রের শরীরে তিনটি মারাত্মক আঘাতের চি‌হ্ন বিদ্যমান ছিল। এর একটি ছিল তার কাঁধে। 'উরওয়া বলেন, আমি আমার আঙ্গুলগুলো ঐ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতাম, বর্ণনাকারী 'উরওয়া বলেন, ঐ আঘাত তিনটির দু'টি ছিল বদর যুদ্ধের এবং একটি ছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের। 'উরওয়া বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র শহীদ হলেন তখন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান আমাকে বললেন, হে 'উরওয়া, যুবায়রের তরবারি খানা তুমি কি চিন ? আমি বললাম হাঁ চিনি। 'আবদুল মালিক বললেন, এর কি কোন চিহ্ন (তোমার জানা) আছে ? আমি বললাম, এর ধার পাশে এক জায়গায় ভাঙ্গা আছে যা বদর যুদ্ধের দিন ভেঙ্গে ছিল তখন তিনি বললেন, হাঁ তুমি সত্যি বলেছ, (তারপর তিনি একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করলেন) بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ সে তরবারীর ভাঙ্গন ছিল শত্রু সেনাদের আঘাত করার কারণে। এরপর আবদুল মালিক তরবারী খানা 'উরওয়ার নিকট ফিরিয়ে দিলেন, হিশাম বলেন, আমরা নিজেরা এর মূল্য নির্ধারণ করেছিলাম তিন হাজার দিরহাম। এরপর আমাদের এক ব্যক্তি তা (উত্তরাধিকার সূত্রে) নিয়ে নিল। আমার মনে বাসনা জাগল যে যদি আমি তরবারীটি নিয়ে নিতাম।

٣٦٨٧ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ –

৩৬৮৭ ফারওয়া (র) .... হিশামের পিতা (উরওয়া) (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুবায়র (রা)-এর তরবারী রূপার কারুকার্য খচিত ছিল। হিশাম (র) বলেন, উরওয়া (র)-এর তরবারীটিও রূপার কারুকার্য খচিত ছিল।

٣٦٨٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ

الْيَرْمُوْكِ اَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَقَالَ اِنِّيْ اِنْ شَدَدْتُ كَذَّبْتُمْ فَقَالُوْا لاَ نَفْعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتّٰى شَقَّ صُفُوْفَهُمْ فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ اَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً فَأَخَذُوْا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوْهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلٰى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ كُنْتُ اُدْخِلُ اَصَابِعِيْ فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ اَلْعَبُ وَاَنَا صَغِيْرٌ * قَالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَشَرِ سِنِيْنَ فَحَمَلَهُ عَلٰى فَرَسٍ وَكَّلَ بِهِ رَجُلاً -

৩৬৮৮ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ারমুকের (যুদ্ধের) দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবাগণ যুবায়র (রা) কে বলেন যে, (মুশরিকদের প্রতি) আপনি কি আক্রমণ করবেন না তাহলে আমরাও আপনার সঙ্গে আক্রমণ করব। তখন তিনি বলেন, আমি যদি (তাদের প্রতি) আক্রমণ করি তখন তোমরা পিছে সরে পড়বে। তখন তারা বললেন, আমরা তা করব না। এরপর তিনি (যুবায়ের (রা) তাদের উপর আক্রমণ করলেন। এমনকি শত্রুদের কাতার ভেদ করে সামনে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু (এ সময়) তার সঙ্গে আর কেউই ছিলনা। মুখোমুখি হয়ে ফিরে আসার জন্য উদ্যত হলে শত্রুগণ তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং তার কাঁধের উপর দু'টি আঘাত করে, যে আঘাত দু'টির মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে বদর যুদ্ধের আঘাতের চিহ্নটি। 'উরওয়া (র) বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঐ ক্ষত চিহ্ন গুলোতে আমার সবগুলো আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে আমি খেলা করতাম। 'উরওয়া (রা) আরো বলেন, ঐদিন তার (যুবায়রের) সঙ্গে (তার পুত্র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) ও শরীক ছিলেন, তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। যুবায়র (রা), তাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন।

٣٦٨٩ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِاَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ رَجُلاً مِّنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوْا فِيْ طَوِيٍّ مِنْ اَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُخَبِثٍ وَكَانَ اِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ نِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ اَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشٰى وَاتَّبَعَهُ اَصْحَابُهُ ، وَقَالُوْا

مَانُرٰى يَنْطَلِقُ اِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهٖ حَتّٰى قَامَ عَلٰى شَفَةِ الرَّكِيِّ ، فَجَعَلَ يُنَادِيْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَاَسْمَاءِ ابَائِهِمْ، يَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ، وَيَا فُلاَنُ ، بْنُ فُلاَنٍ اَيَسُرُّكُمْ اَنَّكُمْ اَطَعْتُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَانَّا قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ اَجْسَادٍ لاَ اَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَاانْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ* قَالَ قَتَادَةُ : اَحْيَاهُمُ اللّٰهُ حَتّٰى اَسْمَعَ هُمْ قَوْلَهُ ، تَوْبِيْخًا وَتَصْغِيْرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا-

৩৬৮৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর নির্দেশে চব্বিশজন কুরাইশ সর্দারের লাশ বদর প্রান্তরের একটি কদর্য আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সে স্থানের উপকণ্ঠে তিন দিন অবস্থান করতেন। সে মতে বদর প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিন তিনি তাঁর সাওয়ারী প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন, সাওয়ারীর জিন কষে বাঁধা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে (কিছু দূর) এগিয়ে গেলন। সাহাবগণও তাঁর পেছনে পেছনে চলছেন। তাঁরা বলেন, আমরা মনে করছিলাম, কোন প্রয়োজনে (হয়ত) তিনি কোথাও যাচ্ছেন। অবশেষে তিনি ঐ কূপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূঁপে নিক্ষিপ্ত ঐ নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক ! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম খুশীর বস্তু ছিল ? আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কি ? বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথা শুনে) 'উমর (রা) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি আত্মাহীন দেহগুলোকে সম্বোধন করে কি কথা বলছেন ? নবী ﷺ বললেন, ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তাদের তুলনায় তোমরা অধিক শ্রবণ করছ না। কাতাদা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তাঁর (রাসূল ﷺ-এর কথা শুনাতে) তাদের ধমকি, লাঞ্ছনা, দুঃখ-কষ্ট, আফসোস এবং লজ্জা দেওয়ার জন্য (সাময়িকভাবে) দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।

٣٦٩٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْانِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا قَالَ هُمْ

وَاللّٰهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالَ عَمْرُوْهُمْ قُرَيْشٌ وَمُحَمَّدٌ ﷺ نِعْمَةُ اللّٰهِ وَاَحَلُّوْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ -

৩৬৯০ হুমায়দী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْانِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا (যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে) ১৪ ইবরাহীম ২৮ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, এরা হল কাফির কুরাইশ সম্প্রদায়। 'আমর (র) বলেন, এরা হচ্ছে কুরাইশ সম্প্রদায় এবং মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র নিয়ামত। এবং وَاَحَلُّوْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (নিজেদের সম্প্রদায়কে তারা নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে) ১৪ ইবরাহীম ২৮ আয়াতাংশের মাঝে বর্ণিত اَلْبَوَارِ এর অর্থ হচ্ছে اَلنَّارِ দোযখ। (অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন তারা তাদের কাওমকে দোযখে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।)

٣٦٩١ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهٖ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ ، فَقَالَتْ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيْئَتِهٖ وَذَنْبِهٖ وَاِنَّ اَهْلَهٗ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ الْاٰنَ قَالَتْ وَذٰلِكَ مِثْلُ قَوْلِهٖ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ قَامَ عَلَى الْقَلِيْبِ وَفِيْهِ قَتْلٰى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ اِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ مَا اَقُوْلُ وَاِنَّمَا قَالَ اِنَّهُمُ الْاٰنَ لَيَعْلَمُوْنَ اِنَّ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ، يَقُوْلُ حِيْنَ تَبَوَّؤُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ -

৩৬৯১ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... হিশামের পিতা (উরওয়া) (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনদের কান্নাকাটি করার কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়। ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ-এর কথাটি" আয়েশা (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, রাসূল ﷺ তো বলেছেন, মৃত ব্যক্তির অপরাধ ও গোনাহর কারণে তাকে (কবরে) শাস্তি দেয়া হয়। অথচ তখনও তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য ক্রন্দন করছে। তিনি (রা) বলেন, এ কথাটি ঐ কথাটিরই অনুরূপ যা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে কূপে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে যা বলার বললেন (এবং জানালেন) যে, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। তিনি বললেন, এখন তারা খুব বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলছিলাম তা ছিল যথার্থ। এরপর 'আয়েশা (রা) اِنَّكَ لاَتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَااَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ (তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না) (৩০ রূমঃ ৫২) (এবং তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না তাদেরকে যারা কবরে রয়েছে) (৩৫ ফাতিরঃ ২২) আয়াতাংশ দু'টো তিলাওয়াত করলেন। উরওয়া (রা) বলেন, (এর অর্থ হল) জাহান্নামে যখন তাঁরা তাদের আসন গ্রহণ করে নেবে।

٣٦٩٢ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَلِيْبِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : هَلْ وَجَدْتُّمْ مَّاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ، ثُمَّ قَالَ اِنَّهُمُ الْاٰنَ يَسْمَعُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَهُمْ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّهُمُ الْاٰنَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ الَّذِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : اِنَّكَ لاَتُسْمِعُ الْمَوْتٰى حَتّٰى قَرَأَتِ الْاٰيَةَ –

৩৬৯২ উসমান (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরে অবস্থিত কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, (হে, মুশরিকগণ) তোমাদের রব তোমাদের নিকট যা ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা ঠিক মত পেয়েছ কি ? পরে তিনি বললেন, এ মুহূর্তে তাদেরকে আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। এ বিষয়টি আয়েশা (রা) এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, নবী ﷺ যা বলেছেন তার অর্থ হল, তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলতাম তাই হক ছিল। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন اِنَّكَ لاَتُسْمِعُ الْمَوْتٰى حَتّٰى قَرَأَتِ الْاٰيَةَ তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না) এভাবে আয়াতটি সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করলেন।

٢١٧١. بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

২১৭১. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের মর্যাদা

٣٦٩٣ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ

أُصِيْبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ أُمُّهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَرِثَةَ مِنِّيْ فَاِنْ يَكُ فِى الْجَنَّةِ اَصْبِرُ وَاَحْتَسِبْ وَاِنْ تَكُ الْاُخْرٰى تَرٰى مَا اَصْنَعُ ، فَقَالَ وَيْحَكِ اَوْ هَبِلْتِ اَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِىَ اِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَاِنَّهُ فِيْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ -

৩৬৯৩ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, হারিসা (রা) একজন নওজওয়ান লোক ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করার পর তার আম্মা নবী ﷺ নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ হারিসা আমার কত আদরের আপনি তো তা অবশ্যই জানেন। (বলুন) সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহ্র নিকট সাওয়াবের আশা পোষণ করব। আর যদি এর অন্যথা হয় তাহলে আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি (তার জন্য) যা করছি। তখন তিনি ﷺ বললেন, তোমার কি হল, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে ? বেহেশ্ত কি একটি ? (না....না) বেহেশ্ত অনেকগুলি, সে তো জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করছে।

٣٦٩٤ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا مَرْثَدٍ وَالزُّبَيْرَ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاجٍ ، فَاِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ اِلٰى الْمُشْرِكِيْنَ ، فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيْرُ عَلٰى بَعِيْرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَامَعَنَا كِتَابٌ فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَكِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُجَرِّدَنَّكَ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ اَهْوَتْ اِلٰى حُجْزَتِهَا وَهِىَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ فَانْطَلَقْنَا بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ، فَدَعْنِىْ فَلَاَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ

مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ حَاطِبٌ وَاللّٰهِ مَابِيْ اَنْ لاَ اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ اَرَدْتُ اَنْ يَّكُوْنَ لِيْ عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهَا عَنْ اَهْلِي وَمَالِيْ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِكَ اِلاَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيْرَتِهٖ مَنْ يَّدْفَعُ اللّٰهُ بِهٖ عَنْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ وَلاَتَقُوْلُوْا لَهُ اِلاَّخَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ اِنَّهُ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِيْ لاَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَقَالَ اَلَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَطَّلَعَ اِلٰى اَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ اَو فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ -

৩৬৯৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ মারসাদ, যুবায়র ও আমাকে কোথাও পাঠিয়েছিলেন এবং আমরা সকলেই ছিলাম অশ্বারোহী। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা যাও। যেতে যেতে তোমরা 'রাওযা খাখ' নামক স্থানে পৌঁছে তথায় একজন স্ত্রীলোক দেখতে পাবে। তার নিকট (মক্কায়) মুশরিকদের কাছে লিখিত হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতার একখানা পত্র আছে। (সে পত্রখানা ছিনিয়ে আনবে।) আলী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশিত স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে তখন স্বীয় একটি উটের উপর আরোহণ করে পথ অতিক্রম করছিল। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা আমাদের নিকট অর্পণ কর। সে বলল, আমার নিকট কোন পত্র নেই। আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী নিলাম। কিন্তু পত্রখানা উদ্ধার করতে পারলাম না। আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা বলেন নি। তোমাকে পত্রখানা বের করতেই হবে। নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। যখন (আমাদের) কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করল তখন স্ত্রীলোকটি তার কোমরের পরিধেয় বস্ত্রের গিঁটে কাপড়ের পুঁটুলির মধ্য থেকে পত্রখানা বের করে দিল। আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম (সব দেখে শুনে) উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সে তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন নবী ﷺ (হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা (রা) কে ডেকে) বললেন, তোমাকে একাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল ? হাতিব (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আমি বিশ্বাসী নই, আমি এরূপ নই। বরং (এ কাজ করার পেছনে) আমার মূল উদ্দেশ্য হল (মক্কার শত্রু) কাওমের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা যাতে আল্লাহ্ এ উসিলায় (তাদের অনিষ্ট থেকে) আমার মাল এবং পরিবার ও পরিজনকে রক্ষা করেন। আর আপনার সাহাবীদের সকলেরই কোন না কোন আত্মীয় সেখানে রয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্ তার ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করছেন (এ কথা শুনে) নবী ﷺ

বললেন, সে সত্যই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছু বলো না। তখন উমর (রা) বললেন, সে তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কি বদরী সাহাবী নয়? নিশ্চয়ই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে দেখে শুনেই আল্লাহ্ বলেছেনঃ "তোমাদের যা ইচ্ছা কর" তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (এ কথা শুনে) উমর (রা)-এর দু'চোখ তখন অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٢١٧٢. بَابٌ

২১৭২. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٦٩٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نِ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِيْ اُسَيْدٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ اَبِيْ اُسَيْدٍ عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ -

৩৬৯৫ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল জু'ফী (র) .... আবূ উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী ﷺ আমাদেরকে বলেছিলেন, শত্রু তোমাদের নিকটবর্তী হলে তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযমী হবে।

٣٦٩٦ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِيْ اُسَيْدٍ وَالْمُنْذِرِ بْنِ اَبِيْ اُسَيْدٍ عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ يَعْنِيْ كَثَرُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ -

৩৬৯৬ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র) .... আবূ উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা (শত্রুরা) তোমাদের নিকটবর্তী হলে তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযমী হবে।

٣٦٩٧ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ اُحُدٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَصَابُوْا مِنَّا سَبْعِيْنَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ اَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً سَبْعِيْنَ اَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلاً قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ –

৩৬৯৭ আমর ইব্ন খালিদ (র) .... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়রকে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। (এ যুদ্ধে) তারা (মুশরিক বাহিনী) আমাদের সত্তর জনকে শহীদ করে দেয়। বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণ মুশরিকদের একশ চল্লিশ জনকে নিহত ও গ্রেফতার করে ফেলেছিলেন। এর মধ্যে সত্তর জন বন্দী হয়েছিল এবং সত্তর জন নিহত হয়েছিল। (ওহোদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধ সমাপনান্তে কুফ্রী অবস্থায়) আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আজকের এদিন হল বদরের বদলা (বিজয়)। যুদ্ধ কূপের বালতির ন্যায় হাত বদল হয়।

٣٦٩٨ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْاُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اُرَاهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَاِذَا الْخَيْرُ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِىْ اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ –

৩৬৯৮ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি স্বপ্নে[১] যে কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলাম সে তো ঐ কল্যাণ যা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। আর উত্তম প্রতিদান সম্বন্ধে যা দেখেছিলাম তা তো আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করেছেন বদর যুদ্ধের পর।

---

১. একদা রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্নে কতকগুলো গরু কুরবানী করতে দেখলেন এবং ইংগিত পেলেন কতকগুলো কল্যাণকর বিষয়ের। তিনি গরু কুরবানী করাকে ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের শাহাদাত বরণ করার দ্বারা ব্যাখ্যা করলেন এবং দ্বিতীয় বদরের পর মুসলমানগণ যে ঈমানী বল লাভ করেছিলেন সেটিকে তিনি স্বপ্নে দেখা কল্যাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কেননা বদরের পূর্বে ভীতি সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাদের ঈমান আরো মযবুত হয়ে যায় এবং মনোবল আরো দৃঢ় হয়ে যায়। আল-কুরআনে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

٣٦٩٩ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اِنِّىْ لَفِىْ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ اِذِ الْتَفَتُّ فَاِذَا عَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ يَسَارِىْ فَتَيَانِ حَدِيْثَا السِّنِّ فَكَاَنِّى لَمْ اٰمَنْ بِمَكَانِهِمَا اِذْ قَالَ لِىْ اَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهٖ يَاعَمِّ اَرِنِىْ اَبَاجَهْلٍ ، فَقُلْتُ يَاابْنَ اَخِىْ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ ؟ قَالَ عَاهَدْتُ اللّٰهَ اِنْ رَأَيْتُهُ اَنْ اَقْتُلَهُ اَوْ اَمُوْتَ دُوْنَهُ ، فَقَالَ لِىْ الْاٰخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهٖ مِثْلَهُ ، قَالَ فَمَا سَرَّنِىْ اَنِّىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا ، فَاَشَرْتُ لَهُمَا اِلَيْهِ فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتّٰى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ -

৩৬৯৯ ইয়াকুব (র) .... আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বদরের রণাঙ্গনে সৈন্যদের সারিতে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে ও বামে অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাদের মত অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে থাকার ফলে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করছিলাম না। এমতাবস্থায় তাদের একজন অপরজন থেকে গোপন করে আমাকে জিজ্ঞাসা করল চাচাজান, আবূ জেহেল কোন লোকটি আমাকে তা দেখিয়ে দিন ? আমি বললাম, ভাতিজা, তাকে চিনে তুমি কি করবে ? সে বলল, আমি আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছি, তার দেখা পেলে আমি তাকে হত্যা করব না হয় (এ চেষ্টায়) নিজেই শহীদ হয়ে যাব। এরপর দ্বিতীয় যুবকটিও তাঁর সঙ্গীকে গোপন করে আমাকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করল। আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) বলেন, (তাদের কথা শুনে) আমি এত অধিক সন্তুষ্ট হলাম যে, দু'জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থানেও আমি ততটুকু সন্তুষ্ট হতাম না। এরপর আমি তাদের দু'জনকে ইশারা করে আবূ জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ তাঁরা বাজ পাখির ন্যায় ক্ষিপ্রতার সাথে তরা উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং ভীষণভাবে তাকে আঘাত করল। এরা দু'জন ছিল 'আফরার দু' পুত্র।

٣٧٠٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ اُسَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِىُّ حَلِيْفُ بَنِىْ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ جَدَّعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتّٰى اِذَاكَانُوْا بِالْهَدَةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِّنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لَحْيَانَ فَنَفَرُوْا لَهُمْ بِقَرِيْبٍ مِن مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى وَجَدُوْا مَأْكَلَهُمُ التَّمْرَ فِىْ مَنْزِلٍ نَزَلُوْهُ فَقَالَ تَمْرُ يَثْرِبَ ، فَاتَّبَعُوْا اٰثَارَهُمْ فَلَمَّاحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجُّوْا اِلٰى مَوْضِعٍ فَاحَاطَ بِهِمِ الْقَوْمُ فَقَالُوْا لَهُمْ اُنْزِلُوْا فَاَعْطُوْا بِاَيْدِكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اَلاَّ نَقْتُلَ مِنْكُمْ اَحَدًا ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ اَيُّهَا الْقَوْمُ اَمَّا اَنَا فَلاَ اَنْزِلُ فِىْ ذِمَّةِ كَافِرٍ ، ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا وَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلٰى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللّٰهِ لاَ اَصْحَبُكُمْ اِنَّ لِىْ بِهٰؤُلاَءِ اُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلٰى فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَانْطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسٰى يَتَحِدُّبِهَا فَاَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَىٌّ لَهَا وَهِىَ غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهِ ، قَالَتْ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ ، فَقَالَ اَتَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَاكُنْتُ

لاَفْعَلَ ذٰلِكَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ اَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، وَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِيْ يَدِهِ وَاِنَّهُ لَمُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ ، وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ خُبَيْبًا ، فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِى الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُوْنِى اُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنْ تَحْسَبُوْا اَنَّ مَابِىْ جَزَعٌ لَزِدْتُ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا اَوَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَلاَتُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا، ثُمَّ اَنْشَأَ يَقُوْلُ :

فَلَسْتُ اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَىِّ جَنْبٍ كَانَ فِىْ اللّٰهِ مَصْرَعِىْ
وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَأْ * يُبَارِكْ فِىْ اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

ثُمَّ قَامَ اِلَيْهِ اَبُوْ سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ وَاُخْبِرَ اَصْحَابُهُ يَوْمَ اُصِيْبُوْا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا اَنَّهُ قُتِلَ اَنْ يُّؤْتَوْا بِشَىْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيْمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللّٰهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا اَنْ يَّقْطَعُوْا مِنْهُ شَيْئًا * وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ذَكَرُوْا مَرَارَةَ بْنَ الرَّبِيْعِ الْعَمْرِىَّ وَهِلاَلَ بْنُ اُمَيَّةَ الْوَاقِفِىَّ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا -

৩৭০০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাবের নানা আসিম ইব্‌ন সাবিত আনসারীর নেতৃত্বে দশজন সাহাবীর একটি দল গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালেন। তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান হাদ্দায় পৌঁছলে হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বানু লিহয়ানকে তাদের আগমন সম্বন্ধে আবগত করা হয়।(এ সংবাদ শুনে) তারা প্রায় একশ'

জন তীরন্দাজ তৈরী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়ে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পথ চলতে আরম্ভ করে। যেতে যেতে তারা এমন স্থানে পৌঁছে যায় যেখানে অবস্থান করে তাঁরা (সাহাবীগণ) খেজুর খেয়েছিলেন। এতদৃষ্টে তারা (বানু লিহ্য়ানের লোকেরা) ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি) বলে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাদেরকে খুঁজতে লাগল। আসিম ও তাঁর সঙ্গীগণ তাদের (আগমন) সম্বন্ধে অনুভব করতে পেরে একটি (পাহাড়ী) স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। (লিহয়ান) কাওমের লোকেরা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে। তারপর তারা মুসলমানদেরকে নিচে অবতরণ করে আত্মসমর্পণের আহবান জানিয়ে বলল, তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। তখন আসিম ইব্ন সাবিত (রা) বললেন, হে আমার সাথী ভাইয়েরা, কাফিরের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে আমি কখনো নিচে অবতরণ করব না। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের খবর আপনার নবীকে জানিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করল এবং আসিমকে (আরো ছয়জন সহ) শহীদ করে ফেলল। অবশিষ্ট তিনজন, খুবাইব, যায়িদ ইব্ন দাসিনা এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ ইব্ন তারিক) তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে তাদের নিকট নেমে আসলেন। তারা (শত্রুগণ) তাঁদেরকে কাবু করে নিয়ে নিজেদের ধনুকের তার খুলে তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয়জন বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের সাথে যাবনা, আমার জন্য তো এদের (শহীদ সাথীদের) আদর্শই অনুসরণীয়। অর্থাৎ আমিও শহীদ হয়ে যাব। তারা তাকে বহু টানা হেচড়া করল। কিন্তু তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। (অবশেষে তারা তাঁকে শহীদ করে দিল) এরপর খুবাইব এবং যায়িদ ইব্ন দাসিনাকে (বন্দী করে) নিয়ে গিয়ে তাদেরকে (মক্কার বাজারে) বিক্রি করে দিল। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা। বদর যুদ্ধে খুবাইব যেহেতু হারিস ইব্ন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। তাই (প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে) হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফিলের পুত্রগণ তাঁকে খরীদ করে নিল। খুবাইব তাদের নিকট বন্দী অবস্থায় কাটাতে লাগলেন। এরপর তারা সবাই তাকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করল। তিনি হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্মের জন্য একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন। তার (হারিসের কন্যার) অসতর্ক অবস্থায় তার একটি ছোট বাচ্চা খুবাইবের কাছে গিয়ে পৌঁছল। সে (হারিসের কন্যা) দেখতে পেল তিনি (খুবাইব) তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রানের উপর বসিয়ে ক্ষুরখানা হাতে ধরে আছেন। সে (হারিসের কন্যা) বর্ণনা করেছে, (এ দেখে) আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, খুবাইব তা বুঝতে পারলেন, তিনি বললেন, আমি তাকে (শিশুটিকে) হত্যা করে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পেয়েছ? আমি কখনো এ কাজ করব না। সে আরো বলেছে, আল্লাহ্র কসম! আমি খুবাইবের মত উত্তম বন্দী আর কখনো দেখেনি। আল্লাহ্র কসম একদিন আমি তাকে আঙ্গুরের গুচ্ছ হাতে নিয়ে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ সে লোহার শিকলে বাঁধা ছিল এবং সে সময় মক্কায় কোন ফলও ছিল না। সে (হারিসের কন্যা) বলত, ঐ আঙ্গুরগুলো আল্লাহ্ তা'আলা খুবাইবকে রিয্‌কস্বরূপ দান করেছিলেন। অবশেষে একদিন তারা খুবাইবকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে গেল। তখন খুবাইব (রা) তাদেরকে বললেন, আমাকে দু' রাকআত সালাত আদায় করার সুযোগ দাও, তারা সুযোগ দিলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি (মৃত্যু ভয়ে) ভীত হয়ে পড়েছি, তোমরা এ কথা না ভাবলে আমি সালাত আরো দীর্ঘায়িত করতাম। এরপর তিনি এ বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে এক

এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা কর এবং তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখ না। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেনঃ "আমি যখন মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করছি, তাই আমার কোনই ভয় নেই। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হউক। আর তা যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার প্রতিটি কর্তিত অঙ্গে বরকত প্রদান করতে পারেন।" এরপর (হারিসের পুত্র) আবূ সারুআ উকবা (উক্‌বা ইব্‌ন হারিস) তাঁর দিকে দাঁড়াল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। এভাবেই খুবাইব (রা) সে সব মুসলমানের জন্য দু' রাকআত সালাতের নিয়ম (সুন্নাত) চালু করে গেলেন যারা ধৈর্যের সাথে শাহাদত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐদিনই সাহাবীদেরকে অবহিত করেছিলেন যে দিন তাঁরা শত্রু কবলিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। কুরাইশদের নিকট তাঁর (আসিম (রা) এর) নিহত হওয়ার খবর পৌছলে তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আসিমের শরীরের কোন অঙ্গ কেটে আনার উদ্দেশ্যে কতিপয় কুরাইশ কাফিরকে প্রেরণ করল। যেহেতু (বদর যুদ্ধের দিন) আসিম ইব্‌ন সাবিত তাদের (কুরাইশদের) একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। এদিকে আল্লাহ্ আসিমের লাশকে হিফাযাত করার জন্য মেঘখন্ডের ন্যায় এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। মৌমাছিগুলো আসিম (রা) এর লাশকে শত্রু সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহের কোন অঙ্গ কেটে নিতে সক্ষম হল না। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, মুরারা ইব্‌ন রাবী আল উমরী এবং হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া আল ওয়াকিফী সম্বন্ধে লোকেরা বলেছেন যে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র নেক বান্দা ছিলেন এবং দু'জনই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٧٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَرَكِبَ اِلَيْهِ بَعْدَ اَنْ تَعَالَى النَّهَارُ ، وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ اَنْ يَدْخُلَ عَلٰى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةِ ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيْثِهَا وَعَنْ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ

سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوُفِّيَ عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ اَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِيْ اَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّيْنَ النِّكَاحَ وَاِنَّكِ وَاللّٰهِ مَااَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتّٰى تَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِيْ ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ حِيْنَ اَمْسَيْتُ وَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَفْتَانِيْ بِاَنِّيْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِيْ وَاَمَرَنِيْ بِالتَّزَوُّجِ اِنْ بَدَالِيْ * تَابَعَهُ اَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلٰى بَنِيْ عَامِرِ ابْنِ لُؤَيٍّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَانَ اَبُوْهُ شَهِدَ بَدْرًا اَخْبَرَهُ ـ

৩৭০১ কুতায়বা (র).......নাফি‘ (র) থেকে বর্ণিত যে, সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ইব্ন উমরের নিকট জুম‘আর দিন এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন বেলা হয়ে গিয়েছে এবং জুমু‘আর সালাতের সময়ও ঘনিয়ে আসছে দেখে তিনি জুমু‘আর সালাত আদায় করতে পারলেন না। (আর এক সনদে) লায়স (র) .... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা উমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম আয যুহরী সুবায়া বিনত হারিস আসলামিয়্যা (রা) এর কাছে গিয়ে তার ঘটনা ও (গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সম্বন্ধে) তার প্রশ্নের উত্তরে রাসূল ﷺ তাকে যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে পত্র মারফত জিজ্ঞাসা করে জানতে আদেশ করলেন। এরপর উমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন উতবাকে লিখে জানালেন যে, সুবায়আ বিনতুল হারিস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বানু আমির ইব্ন লুয়াই গোত্রের সাদ ইব্ন খাওলার স্ত্রী ছিলেন, সা‘দ (রা) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। তিনি বিদায় হজ্জের বছর ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তার ইন্তিকালের

কিছুদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপর নিফাস থেকে পবিত্র হয়েই তিনি বিবাহের পয়গাম দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করলেন। এ সময় আবদুদ্দার গোত্রের আবুস সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাকে গিয়ে বললেন কি হয়েছে, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি বিবাহের আশায় পয়গাম দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করে দিয়েছ ? আল্লাহ্‌র কসম চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পুর্বে তুমি বিবাহ করতে পারবে না। সুবায়আ (রা) বলেন, (আবুস সানাবিল আমাকে) এ কথা বলার পর আমি ঠিকঠাক মত কাপড় চোপড় পরিধান করে বিকেল বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, যখন আমি বাচ্চা প্রসব করেছি তখন থেকেই আমি হালাল হয়ে গিয়েছি। এরপর তিনি আমাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন যদি আমার ইচ্ছা হয়। (ইমাম বুখারী (র) বলেন, আসবাগ .....ইউনুসের সূত্রে লায়সের মতই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। লায়স (র) বলেছেন, ইউনুস ইব্‌ন শিহাব থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, বানু আমির ইব্‌ন লুয়াই গোত্রের আযাদকৃত গোলাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাওবান আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন বুকায়য়ের পিতা তাকে জানিয়েছেন।

٢١٧٣. بَابُ شُهُوْدِ الْمَلاَئِكَةِ بَدْرًا

২১৭৩. **পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে ফিরিশ্‌তাদের অংশগ্রহণ**

٣٧٠٢ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَبُوْهُ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَاتَعُدُّوْنَ اَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ ؟ قَالَ مِنْ اَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ -

৩৭০২ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......মু'আয ইব্‌ন রিফাআ' ইব্‌ন রাফি যুরাকী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একজন। তিনি বলেন, একদা জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, আপনারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানদেরকে কিরূপ গণ্য করেন ? তিনি বললেন, তারা সর্বোত্তম মুসলমান অথবা (বর্ণনাকরীর সন্দেহ) এরূপ কোন বাক্য তিনি বলেছিলেন। জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণও তদ্রূপ মর্যাদার অধিকারী।

٣٧٠٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ وَكَانَ رَفِعٌ مِنْ اَهْلِ الْعَقَبَةِ فَكَانَ يَقُوْلُ لاِبْنِهِ مَايَسُرُّنِيْ اَنِّيْ شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ قَالَ سَأَلَ جِبْرِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ بِهٰذَا -

৩৭০৩ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) .... মু'আয ইব্ন রিফাআ' ইব্ন রাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, রিফাআ' (রা) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী আর রাফি' (রা) ছিলেন বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী। রাফি' (রা) তার পুত্র (রিফাআ') কে বলতেন, বায়'আতে 'আকাবায় শরীক থাকার চেয়ে বদর যুদ্ধে শরীক থাকা আমার কাছে বেশী আনন্দের বিষয় বলে মনে হয় না। কেননা জিব্রাঈল (আ) এ বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

٣٧٠٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ اَنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ وَعَنْ يَحْيٰى اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ الْهَادِ اَخْبَرَه اَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ يَزِيْدُ قَالَ مَعَذٌ اِنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

৩৭০৪ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)......... মু'আয ইব্ন রিফাআ' (র) থেকে বর্ণিত যে, একজন ফিরিশ্তা নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। (অন্য সনদে) ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত যে, ইয়াযীদ ইবনুল হাদ (র) তাকে জানিয়েছেন যে, যেদিন মু'আয (রা) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেদিন আমি তার কাছেই ছিলাম। ইয়াযীদ বলেছেন, মু'আয (রা) বর্ণনা করেছেন যে, প্রশ্নকারী ফিরিশ্তা হলেন জিব্রাঈল (আ)।

٣٧٠٥ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هٰذَا جِبْرِيْلُ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ -

৩৭০৫ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন নবী ﷺ বলেছেন, এই তো জিব্রাঈল (আ) রণ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার মাথা (ঘোড়ার লাগাম) হাত দিয়ে ধরে আছেন।

٢١٧٤. بَابٌ

২১৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٧٠٦ حَدَّثَنِىْ خَلِيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَاتَ اَبُوْ زَيْدٍ وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا وَكَانَ بَدْرِيًّا -

৩৭০৬ খালীফা (র) .... আনাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবূ যায়েদ (রা) ইন্তিকাল করেন। তিনি কোন সন্তান-সন্ততি রেখে যাননি। তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী।

٣٧٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ خَبَّابٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ بْنَ مَالِكِ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمَ اِلَيْهِ اَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ، فَقَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلِهِ حَتّٰى اَسْاَلَ ، فَانْطَلَقَ اِلٰى اَخِيْهِ لِاُمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ اِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ اَمْرٌ نَقْضٌ لِمَا كَانُوْا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْاَضْحٰى بَعْدَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ -

৩৭০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসূফ (র) .... ইব্ন খব্বাব (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সা'ঈদ ইব্ন মালিক খুদরী (রা) সফর থেকে বাড়ী ফেরার পর তার পরিবারের লোকেরা তাঁকে কুরবানীর গোশ্ত থেকে কিছু গোশ্ত খেতে দিলেন। তিনি বললেন, আমি না জিজ্ঞাসা করে এ গোশ্ত খেতে পারি না। তারপর তিনি তার মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা কাতাদা ইব্ন নু'মানের কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি ছিলেন, একজন বদরী সাহাবী। তখন তিনি তাকে বললেন, তিন দিন পর কুরবানীর গোশ্ত খাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল পরবর্তীতে (অনুমতি সম্বলিত হাদীসের দ্বারা) তা সম্পূর্ণভাবে রহিত করে দেয়া হয়েছে।

٣٧٠٨ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ لَقِيْتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ

الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لاَيُرَى مِنْهُ الاَّعَيْنَاهُ ، وَهُوَ يُكْنٰى اَبُوْ ذَاتِ الْكَرِشِ ، فَقَالَ اَنَا اَبُوْ ذَاتِ الْكَرِشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِىْ عَيْنِهِ فَمَاتَ ، قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبِرْتُ اَنهُ الزُّبَيْرَ قَالَ لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِيْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدُ اَنْ نَزَعْتُهَا وَقَد انْثَنٰى طَرَفَاهَا قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَهُ اِيَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ اَبُوْ بَكْرٍ سَأَلَهَا اِيَّاهُ عُمَرُ ، فَأَعْطَاهُ اِيَّاهَا فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ اَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ اِيَّاهَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ اٰلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتّٰى قُتِلَ -

৩৭০৮ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়র (রা বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি উবায়দা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস (রা) কে এমন অস্ত্রাবৃত অবস্থায় দেখলাম যে, তার দু'চোখ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে আবূ যাতুল কারিশ বলে ডাকা হত। সে বলল, আমি আবূ যাতুল কারিশ। (এ কথা শুনে) বর্শা দিয়ে আমি তার উপর হামলা করলাম এবং তার চোখ ফুঁড়ে দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ মারা গেল। হিশাম বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, যুবায়র (রা) বলেছেন, তার (উবায়দা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আসের) লাশের উপর পা রেখে বেশ বল প্রয়োগ করে (তার চোখ থেকে) আমি বর্শাটি টেনে বের করলাম। এতে বর্শার উভয় প্রান্ত বাঁকা হয়ে যায়। উরওয়া (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়রের নিকট বর্শাটি চাইলে তিনি তা তাঁকে দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তিনি তা নিয়ে যান। এবং পরে আবূ বকর (রা) তা চাইলে তিনি তাকে বর্শা খানা দিয়ে দেন। আবূ বকরের ইন্তিকালের পর উমর (রা) তা চাইলেন। তিনি তাকে বর্শা খানা দিয়ে দিলেন। কিন্তু উমরের ইন্তিকালের পর যুবায়র (রা) পুনরায় বর্শাটি নিয়ে যান। এরপর উসমান (রা) তাঁর নিকট বর্শাখানা চাইলে তিনি উসমানকে তা দিয়ে দেন। তবে উসমানের শাহাদতের পর তা আলীর লোকজনের হস্তগত হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তা চেয়ে নিয়ে যান। এরপর থেকে শহীদ হওয়া পর্যন্ত বর্শাখানা তাঁর নিকটই থাকে।

٣٧٠٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ

وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَايِعُوْنِىْ -

৩৭০৯ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ ইদরীস আয়িযুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٧١٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَاَنْكَحَهُ بِنْتَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِاِمْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمَاتَبَنَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيْرَاثِهِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

৩৭১০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী আবূ হুযাইফা (রা) এক আনসারী মহিলার আযাদকৃত গোলাম সালিমকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়েদকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্‌দা বিন্‌তে ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবার সাথে বিয়ে করিয়ে দেন। জাহিলিয়্যাতের আমলে কেউ কোন ব্যক্তিকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে তার (পালনকারীর) প্রতিই সম্বোধন করত, এবং সে তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, "তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে।" এরপর (আবূ হুযায়ফার স্ত্রী) সাহ্‌লা নবী ﷺ -এর নিকট এসে হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন।

٣٧١١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ غَدَاةَ بُنِىَ عَلَىَّ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِىْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّىْ وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتّٰى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِيْنَا نَبِىٌّ

يَعْلَمُ مَافِيْ غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَقُوْلِيْ هٰكَذَا وَقُوْلِيْ مَاكُنْتِ تَقُوْلِيْنَ -

৩৭১১ আলী (র) .... রুবায়ই বিন্‌ত মু'আওয়িয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার বাসর রাতের পরদিন সকাল বেলা নবী ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং তুমি (খালিদ ইব্‌ন যাকওয়ান) যেভাবে আমার কাছে বসে আছ ঠিক সে ভাবে আমার পাশে আমার বিছানায় এসে বসলেন। তখন কয়েকজন ছোট বালিকা দুফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত শহীদ পিতাদের প্রশংসা শ্লোক আবৃত্তি করছিল। পরিশেষে একটি বালিকা বলে উঠল, আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন, যিনি জানেন, আগামীকাল কি হবে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এরূপ কথা বলবে না, বরং পূর্বে যা বলতে ছিলে তাই বল।

٣٧١٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ يُرِيْدُ التَّمَاثِيْلَ الَّتِيْ فِيْهَا الْاَرْوَاحُ -

৩৭১২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ও ইসমাঈল (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী আবূ তাল্‌হা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না। ইব্‌ন 'আব্বাসের মতে ছবি-এর অর্থ হচ্ছে প্রাণীর ছবি।

٣٧١٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًا قَالَ كَانَتْ

لِىْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِىْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطَانِىْ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِى بِفَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ النَّبِىِّ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا فِىْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَرْتَحِلَ مَعِىْ فَنَأْتِى بِاِذْخِرٍ فَأَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ فَنَسْتَعِيْنَ بِهٖ فِىْ وَلِيْمَةِ عُرْسِىْ ، فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَىَّ مِنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاخَتَانِ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ حَتّٰى جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ، فَاِذَا اَنَا بِشَارِفَىَّ قَدْ اُجِبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا ، وَأُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا ، فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَىَّ حِيْنَ رَأَيْتُ الْمَنْظَرَ قُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هٰذَا ؟ قَالُوا : فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فِىْ شَرْبٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَاَصْحَابُهُ ، فَقَالَتْ فِىْ غِنَائِهَا (اَلاَيَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ) فَوَثَبَ حَمْزَةُ اِلَى السَّيْفِ فَاَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، فَاَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا ، قَالَ عَلِىٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى النَّبِىِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ الَّذِىْ لَقِيْتُ فَقَالَ مَالَكَ ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَاحَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَىَّ ، فَاَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، وَهَاهُوَذَا فِىْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ ، فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِرِدَائِهٖ فَارْتَدٰى ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِىْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَاُذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبِىُّ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ ، فَاِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ ، مُحْمَرَّةٌ

عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى رُكْبَتِهٖ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرُ فَنَظَرَ اِلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ اَنْتُمْ الاَّعَبِيْدٌ لِاَبِىْ، فَعَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهٗ ـ

৩৭১৬ আবদান ও আহমাদ ইব্ন সালিহ (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমতের মাল থেকে আমার অংশে আমি একটি উট পেয়েছিলাম। 'ফায়' থেকে প্রাপ্ত এক পঞ্চমাংশ থেকেও সেদিন নবী ﷺ আমাকে একটি উট প্রদান করেন। আমি যখন নবী করীম ﷺ-এর কন্যা ফাতিমার সাথে বাসর রাত যাপন করার ইচ্ছা করলাম এবং বানু কায়নকা গোত্রের একজন ইয়াহূদী স্বর্ণকারকে ঠিক করলাম যেন সে আমার সাথে যায়। (সেখান থেকে) আমরা ইয্খির ঘাস সংগ্রহ করে নিয়ে আসব। পরে ঐ ঘাস স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তা আমি আমার বিয়ের ওয়ালিমায় খরচ করার ইচ্ছা করেছিলাম (একদা ঐ কার্যে যাত্রা করার জন্য) আমি আমার উট দু'টোর জন্য গদি, বস্তা এবং দড়ি ব্যবস্থা করছিলাম আর উট দু'টো এক আনসারী ব্যক্তির ঘরের পার্শ্বে বসানো ছিল। আমার যা কিছু সংগ্রহ করার তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দেখলাম উট দু'টির চুট কেঁটে ফেলা হয়েছে এবং সে দু'টির বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা খুলে নেওয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমি (নিকটস্থ লোকদেরকে) জিজ্ঞাসা করলাম, এ কাজ কে করেছে? তারা বললেন, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা এ কাজ করেছেন। এখন তিনি এ ঘরে আনসারদের কিছু মদ্যপায়ীদের সাথে মদপান করছেন। সেখানে আছে একদল গায়িকা ও কতিপয় সঙ্গী সাথী। (মদ্যপানের সময়) গায়িকা ও তার সঙ্গীগণ গানের ভেতর বলেছিল, "হে হামযা! মোটা উষ্ট্রদ্বয়ের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়"। একথা শুনে হামযা দৌড়িয়ে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিল এবং উষ্ট্রদ্বয়ের চুট দু'টো কেঁটে নিল আর তাদের পেট চিরে কলীজা বের করে নিয়ে আসল। আলী (রা) বলেন, তখন আমি পথ চলতে চলতে নবী করীম ﷺ-এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। নবী ﷺ (আমাকে দেখামাত্রই) আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা বুঝে ফেললেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকের মত বেদনাদায়ক ঘটনা আমি কখনো দেখিনি। হামযা আমার উট দু'টোর উপর খুব যুলুম করেছেন, তিনি উট দু'টোর চুট কেঁটে ফেলেছেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। এখন তিনি একটি ঘরে একদল মদ্যপায়ীদের সাথে অবস্থান করছেন। তখন নবী ﷺ তাঁর চাদরখানা চেয়ে নিলেন এবং তা গায়ে দিয়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। (আলী বলেন) এরপর আমি এবং যায়েদ ইব্ন হারিস (রা) তাঁকে অনুসরণ করলাম। (হাঁটতে হাঁটতে) তিনি যে ঘরে হামযা অবস্থান করছিলেন সে ঘরের কাছে পৌছে তার নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে রাসূল ﷺ হামযাকে তার কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। হামযা তখন নেশাগ্রস্ত। চোখ দু'টো তার লাল। তিনি নবী ﷺ-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং দৃষ্টি উপর দিকে উঠিয়ে তারপর তিনি নবী ﷺ-এর হাঁটুর দিকে তাকালেন। এরপর দৃষ্টি

আরো একটু উপর দিকে উঠিয়ে তিনি তাঁর (ﷺ) চেহারার প্রতি তাকালেন। এরপর হামযা বললেন, তোমরা তো আমার পিতার দাস। (এ কথা শুনে) নবী ﷺ বুঝলেন যে, তিনি এখন নেশাগ্রস্ত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনের দিকে হটে (সেখান থেকে) বেরিয়ে পড়লেন, আমরাও তাঁর সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

٣٧١٤ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ اَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الْاَصْبَهَانِىُّ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ مَعْقِلٍ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَبَّرَ عَلٰى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ اِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا -

৩৭১৪ মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) .... ইব্ন মাকিল (রা) থেকে বর্ণিত যে,(তিনি বলেছেন) আলী (রা) সাহ্ল ইব্ন হুনাইফের (জানাযার সালাতে) তাকবীর উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, তিনি (সাহল ইব্ন হুনাইফ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٧١٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَيْنَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِىِّ ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، تُوُفِّىَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، قَالَ سَأَنْظُرُ فِىْ اَمْرِىْ فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ، فَقَالَ قَدْ بَدَالِىْ اَنْ لاَ اَتَزَوَّجَ يَوْمِىْ هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعِ اِلَىَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ اَوْجَدَ مِنِّىْ عَلٰى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِىْ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ ، فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حِيْنَ

عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعِ اِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ اِلاَّ اَنِّىْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لِاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْتَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا -

৩৭১৫ আবুল ইয়ামান (র) .... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, (উমর (রা) তাঁকে বলেছেন) 'উমর ইব্‌ন খাত্তাবের কন্যা হাফসার স্বামী খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা সাহামী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, মদীনায় ইন্তিকাল করলে হাফসা (রা) বিধবা হয়ে পড়লেন। 'উমর (রা) বলেন, তখন আমি 'উসমান ইব্‌ন আফফানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর নিকট হাফসার কথা আলোচনা করে তাঁকে বললাম, আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে 'উমরের মেয়ে হাফসাকে বিয়ে দিয়ে দেব। 'উসমান (রা) বললেন, ব্যাপারটি আমি একটু চিন্তা করে দেখি। '(উমর (রা) বলেন, এ কথা শুনে) আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে 'উসমান (রা) বললেন, আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, এ সময় আমি বিয়ে করব না। 'উমর (রা) বলেন, এরপর আমি আবূ বকরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি ইচ্ছা করলে 'উমরের কন্যা হাফসাকে আমি আপনার নিকট বিয়ে দিয়ে দেব। (একথা শুনে) আবূ বকর (রা) চুপ করে রইলেন এবং আমাকে কোন জবাব দিলেন না। এতে আমি 'উসমানের (অস্বীকৃতির) চেয়েও অধিক দুঃখ পেলাম। এরপর আমি কয়েকদিন চুপ করে রইলাম, এমতাবস্থায় হাফসার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই প্রস্তাব দিলেন। আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর আবূ বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার সাথে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর আমি আপনাকে কোন উত্তর না দেওয়ার ফলে সম্ভবত আপনি মনকষ্ট পেয়েছেন। ('উমর (রা) বলেন) আমি বললাম, হাঁ। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাঁধা দিয়েছে আর তা হ'ল এই যে, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই হাফসা (রা) সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, তাই রাসূলূল্লাহ [illegible] গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করার আমার ইচ্ছা ছিল না। (এ কারণেই তখন আমি আপনাকে কোন উত্তর [illegible] নি।) যদি তিনি (রাসূল ﷺ) তাঁকে গ্রহণ না করতেন, অবশ্যই আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম।

٣٧١٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ سَمِعَ اَبَا مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِهِ صَدَقَةٌ -

৩৭১৬ মুসলিম (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ বদরী সাহাবী [illegible] (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, স্বীয় আহ্‌লের (পরিবার পরিজনের) জন্য [illegible]।

٣٧١٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِى اِمَارَتِهٖ اَخَّرَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْكُوْفَةِ ، فَدَخَلَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَصَلَّى ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا اُمِرْتَ كَذٰلِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ اَبِى مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ -

৩৭১৭ আবুল ইয়ামান (র) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁর খিলাফত কালের (একটি ঘটনা) বর্ণনা করেছেন যে, মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা) কুফার আমীর থাকা কালে তিনি (একদা) আসরের সালাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেললে যায়েদ ইব্‌ন হাসানের দাদা বদরী সাহাবী আবূ মাসঊদ উতবা ইব্‌ন আমর আনসারী (রা) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি তো জানেন যে, জিবরাঈল (আ) এসে সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর সাথে) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন। জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, আপনি এভাবেই সালাত আদায় করানোর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। (উরওয়া বলেন) বশীর ইব্‌ন আবূ মাসউদ তার পিতার নিকট থেকে হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করতেন।

٣٧١٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ نِ الْبَدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَلَقِيْتُ اَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيْهِ -

৩৭১৮ মূসা (র) ....বদরী সাহাবী আবূ মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূরা বাকারার শেষে এমন দু'টি আয়াত রয়েছে যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টো তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু'টোই যথেষ্ট। অর্থাৎ রাত্রে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার যে হক রয়েছে, কমপক্ষে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট। 'আবদুর রাহমান (র) বলেন, পরে আমি আবূ মাসঊদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। (সেখানে) এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা আমার নিকট বর্ণনা করলেন।

٣٧١٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ـ

৩৭১৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, মাহ্মূদ ইব্ন রবী (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, 'ইতবান ইব্ন মালিক (রা) নবী ﷺ-এর আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলেন।

٣٧٢٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ ـ

৩৭২০ আহ্মদ (র) .... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি বনী সালিম গোত্রের অন্যতম নেতা হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদকে (র) ইতবান ইব্ন মালিক থেকে মাহমুদ ইব্ন রাবী এর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি উহার স্বীকৃতি দিলেন।

٣٧٢١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍّ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ

৩৭২১ আবুল ইয়ামান (র) .... বনী আদী গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন রাবী'আ যার পিতা নবী ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমাকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) কুদামা ইব্ন মাযউনকে (রা) বাহ্রাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এবং হাফসা (রা)-এর মামা।

٣٧٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَه قَالَ اَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتُكْرِيْهَا اَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ اِنَّ رَافِعًا اَكْثَرَ عَلٰى نَفْسِهِ -

৩৭২২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা (র) .... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরকে বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী তার দু'চাচা তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবাদযোগ্য ভূমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো এ ধরনের জমি ভাড়া দিয়ে থাকেন ? তিনি বললেন, হাঁ। রাফি' (ইব্‌ন খাদীজ) তো নিজের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছেন।

٣٧٢٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعِ نِ الْاَنْصَرِيَّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا -

৩৭২৩ আদাম (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন হাদ লায়সী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রিফা'আ ইব্‌ন রাফি' আনসারী (রা) কে দেখেছি, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٧٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُوَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاْتِيْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَىْءٍ ؟ قَالُوْا اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَايَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ ، وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا ، كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ -

৩৭২৪ আবদান (র) .... নবী ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী, বনী আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের বন্ধু আমর ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্‌কে জিযিয়া আনার জন্য বাহ্‌রাইন পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহ্‌রাইন বাসীদের সাথে সন্ধি করে 'আলা ইব্ন হাযরামী (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবায়দা (রা) বাহ্‌রাইন থেকে মাল নিয়ে এসে পৌঁছলে আনসারগণ তার আগমনের সংবাদ জানতে পেয়ে সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন। সালাত সমাপ্তির পর ফিরে বসলে তারা সকলেই তাঁর সামনে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার মনে হয়, আবূ উবায়দা কিছু মাল নিয়ে এসেছে বলে তোমরা শুনতে পেয়েছ। তারা সকলেই বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, সু-সংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমাদের আনন্দদায়ক বিষয়ের আশায় থাক, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের আশংকা করি না। বরং আমি আশংকা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য এসে যাবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এসেছিল, তখন তোমরা তা লাভ করতে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে যেমনভাবে তারা করেছিল। আর এ ধন-সম্পদ তাদেরকে যেমনিভাবে ধ্বংস করেছিল তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে দিবে।

٣٧٢٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُبْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتّٰى حَدَّثَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ الْبَدْرِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْتِ ، فَاَمْسَكَ عَنْهَا -

৩৭২৫ আবুন নু'মান (র) .... নাফি'(র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) সব ধরনের সাপকে হত্যা করতেন। অবশেষে বদরী সাহাবী আবূ লুবাবা (রা) তাকে বললেন, নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী (শ্বেতবর্ণের) ছোট সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। এতে তিনি তা মারা থেকে বিরত থাকেন।

৩৭২৬ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ قَالَ وَاللّٰهِ لَاتَذَرُوْنَ مِنْهُ دِرْهَمًا -

৩৭২৬ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, কতিপয় আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারা বললেন, আমাদেরকে আমাদের ভাগিনা 'আব্বাসের ফিদ্‌য়া মাফ করে দেয়ার অনুমতি দিন।[১] তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তার (মুক্তিপণ এর) একটি দিরহামও মাফ করবে না।

৩৭২৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ ح وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ ، ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِقْدَادَبْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ، وَكَانَ حَلِيْفًا لِبَنِيْ زُهْرَةَ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَه اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِّنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ

---

১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা) বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তাঁকে বন্দী করেছিলেন, আবুল ইউসর কা'ব ইব্‌ন আমর আনসারী (রা)। অন্যান্য বন্দীদের সাথে লোকেরা তাকেও সারারাত শক্তভাবে বেঁধে রাখেন। আদর্শগত বিরোধ থাকার কারণে চাচার প্রতি কোন অনুকম্পা দেখাতে না পারলেও রাসূলুল্লাহ (সা) সারারাত ঘুমাতে পারলেন না। লোকেরা তা বুঝতে পেরে তার বাঁধন খুলে দিলেন এবং মুক্তিপণ মাফ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতে চাইলেন। নবীজী তাদের এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, একটি দিরহামও মাফ করা যাবে না। অন্যদের থেকে যা নেয়া হবে তার থেকেও তদ্রূপই নেয়া হবে। মদীনাবাসী আনসারগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাসকে ভাগিনা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আব্বাসের দাদা হাশিম বনী নাজ্জার গোত্রের আমর ইব্‌ন উহায়হার কন্যা সালমাকে বিয়ে করেছিলেন। এ বিয়ের পিছনে মূল কারণ হল এই যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাওয়ার পথে তিনি মদীনাতে খাযরাজ গোত্রের বনী নাজ্জার শাখার আমর ইব্‌ন উহায়হার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। আমরের কন্যা সালমাকে দেখে তার পছন্দ হবার পর বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমর সালমাকে তার নিকট বিয়ে দেন।

اِحْدٰى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاَذَمِنِّىْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ ، اَاَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقْتُلْهُ ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَطَعَ اِحْدٰى يَدَىَّ ، ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ ، وَاِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ ـ

৩৭২৭ আবূ আসিম ও ইসহাক (র) .... বনী যুহরা গোত্রের হালীফ (মিত্র) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী মিকদাদ ইব্‌ন আমর কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলুন, কোন কাফিরের সাথে আমার যদি (যুদ্ধক্ষেত্রে) সাক্ষাৎ হয় এবং আমি যদি তার সাথে লড়াই করি আর সে যদি তলোয়ারের আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আমার থেকে আত্মরক্ষার জন্য গাছের আড়াল গিয়ে বলে "আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম" এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে হত্যা করবে না। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো আমার একখানা হাত কেটে এরপর একথা বলছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় বললেন, না তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, তুমি তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে, আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার পূর্বে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই স্তরে গিয়ে পৌঁছবে।

٣٧٢٨ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ اَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ فَقَالَ ، اَنْتَ اَبَاجَهْلٍ * قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سُلَيْمَانُ هٰكَذَا قَالَهَا اَنَسٌ قَالَ اَنْتَ اَبَاجَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ * قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، قَالَ وَقَالَ اَبُوْ مِجْلَزٍ قَالَ اَبُوْجَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ اَكَّارٍ قَتَلَنِىْ –

৩৭২৮ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের দিন বললেন, আবূ জেহেলের কি অবস্থা কেউ দেখে আসতে পার কি? তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ

(রা) তার খোঁজে বের হলেন। এবং আফরার দুই পুত্র তাকে আঘাত করে মুমূর্ষু করে ফেলে রেখেছে দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি আবূ জেহেল? (উত্তরে আবূ জেহেল বলল) একজন লোককে হত্যা করা ছাড়া তোমরা তো বেশী কিছু করনি? সুলায়মান বলেন, অথবা সে (আবূ জেহেল) বলেছিল, (এর চেয়ে বেশী কিছু হয়েছে কি যে,) একজন লোককে তার কাওমের লোকেরা হত্যা করেছে? আবূ মিজলায (রা) বলেন, আবূ জেহেল বলেছিল, কৃষক ব্যতীত অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করত, (তাহলে কতই না ভাল হত)।

٣٧٢٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لِاَبِيْ بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اِخْوَانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَلَقِيْنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا فَحَدَّثْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ -

৩৭২৯ মুসা (র) .... উমর (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেছেন) নবী ﷺ-এর যখন ওফাত হল তখন আমি আবূ বকরকে বললাম, আমাদেরকে আনসার ভাইদের নিকট নিয়ে চলুন। পথিমধ্যে আমরা আনসারদের দু'জন নেক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম। যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের নিকট এ হাদীসখানা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন 'উওয়াম ইব্‌ন সা'ঈদা এবং মা'ন ইব্‌ন 'আদী (রা)।

٣٧٣٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّيْنَ خَمْسَةَ اٰلَافٍ خَمْسَةَ اٰلَافٍ ، وَقَالَ عُمَرُ : لَاُفَضِّلَنَّهُمْ عَلٰى مَنْ بَعْدَهُمْ -

৩৭৩০ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের (বাৎসরিক) ভাতা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার (দিরহাম) করে নির্ধারিত ছিল। উমর (রা) বলেছেন, অবশ্যই আমি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে পরবর্তী লোকদের চেয়ে অধিক মর্যাদা প্রদান করব।

٣٧٣١ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

ﷺ قَالَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ وَذٰلِكَ اَوَّلُ مَا وَقَرَ الْاِيْمَانُ فِيْ قَلْبِيْ* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ اُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًا ثُمَّ كَلَّمَنِيْ فِيْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ * وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبُ وَقَعَتِ الْفِتْنَـةُ الْاُوْلٰى يَعْنِيْ مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ اَصْحَابِ بَدْرٍ اَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ اَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ اَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ -

৩৭৬১ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) .... জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তুর পড়তে শুনেছি। এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম আমার হৃদয়ে ঈমান বদ্ধমূল হয়। (অপর এক সনদে) যুহরী (র) মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত'ঈমের মাধ্যমে তার পিতা জুবায়র ইব্ন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন, মুত'ঈম ইব্ন 'আদী যদি বেঁচে থাকতেন[১] আর এসব কদর্য লোকদের সম্পর্কে যদি আমার নিকট সুপারিশ করতেন, তাহলে তার খাতিরে এদেরকে আমি (মুক্তিপণ ব্যতীতই) ছেড়ে দিতাম। লায়স ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথম ফিত্না[২] অর্থাৎ 'উসমানের হত্যাকান্ড সংঘটিত হবার পর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের আর কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। দ্বিতীয়[৩] ফিত্না তথা হারবার ঘটনা সংঘটিত হলে পর হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন সময়ের কোন সাহাবীই আর বাকী ছিলেন না। এরপর তৃতীয়[৪] ফিত্না সংঘটিত হওয়ার পর তা কখনো শেষ হয়নি, যতদিন মানুষের মধ্যে আক্ল ও কল্যাণকামিতা বিদ্যমান ছিল।

১. মুত'ঈম ইব্ন আদী নবীজীর দাদার চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনিই তায়েফ থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর নবী (সা)-কে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন। মমত্ববোধের কারণেই তিনি তার সম্পর্কে একথা বলেছেন।
২. তৃতীয় খলীফা উসমান (রা) ইয়াহুদী সন্তান মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা কর্তৃক উসকিয়ে দেয়া মিসরবাসী কতিপয় বিদ্রোহী লোকের হাতে উনপঞ্চাশ দিন কিংবা দুই মাস বিশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ৮ই যিলহজ্জ জুমু'আর দিন এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।
৩. হাররা মদীনার নিকটবর্তী কাল পাথরবিশিষ্ট একটি জায়গার নাম। এখানেই ৬৩ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ মু'আবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াযীদের শাসন আমলে তারই নির্দেশে তার সেনাবাহিনী মদীনায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ আরম্ভ করে। এমনকি তারা মসজিদে নববীকে আস্তাবলে পরিণত করে। ফলে মসজিদে নববীতে কয়েকদিন পর্যন্ত সালাতের জামা'আত কায়েম করা সম্ভব হয়নি।
৪. এ ফিত্নাটি কারো মতে ১৩০ হিজরী সনে মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন হাযামের খিলাফতকালে সংঘটিত আবূ হামযা খারিজীর ফিত্না। আবার কারো মতে ৭৪ হিজরী সনে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ কর্তৃক আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করা ও কা'বা ঘর ধ্বংস করার ফিত্না।

٣٧٣٢ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَبْنَ الزُّبَيْرِوَسَعِيْدَبْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَاللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كُلٌّ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ قَالَتْ فَاقْبَلْتُ وَاُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِىْ مِرْطِهَا ، فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ بِئْسَ مَاقُلْتِ تَسُبِّيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْاِفْكِ -

৩৭৩২ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) .... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব, আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস ও ‘উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশার (প্রতি আরোপিত) অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে শুনেছি। তারা সকলেই হাদীসটির একটি অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন। আমি এবং উম্মে মিসতাহ্ (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) বের হলাম। তখন উম্মে মিসতাহ চাদরে পেচিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। এতে সে বলল, মিসতাহ এর জন্য ধ্বংস। (আয়েশা (রা) বলেন) তখন আমি বললাম, আপনি ভাল বলেন নি। আপনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে মন্দ বলছেন ! এরপর অপবাদ-এর (ইফ্‌ক) ঘটনাটি উল্লেখ করলেন।

٣٧٣٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهٖ مَغَازِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُلَقِّيْهِمْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا * قَالَ مُوْسٰى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُنَادِىْ نَاسًا اَمْوَاتًا ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، فَجَمِيْعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهٖ ، اَحَدٌ وَّثَمَانُوْنَ رَجُلاً ، وَكَانَ

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ قَالَ الزُّبَيْرُ قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ ، فَكَانُوْا مِائَةً ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ –

৩৭৩৩ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র) .... ইব্ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জিহাদসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর) বলেছেন, এ গুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামরিক অভিযান। এরপর তিনি (বদর যুদ্ধের) ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নিহত) কুরাইশ কাফিরদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করার সময় (সে গুলোকে সম্বোধন করে) বললেন, তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পেয়েছ তো ? (বর্ণনাকারী) মূসা নাফির মাধ্যমে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি মৃতলোকদের আহবান করছেন ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার কথাগুলো তোমরা তাদের থেকে অধিক শুনতে পাচ্ছনা। গনীমতের অংশ লাভ করেছিলেন, এ ধরনের যে সব কুরাইশী সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা হল একাশি। 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র বললেন, যে যুবায়র (রা) বলেছেন, (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) কুরাইশী সাহাবীদের গনীমতের মালের অংশগুলো বন্টন করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট একশ' আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

٣٧٣٤ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِيْنَ بِمِائَةِ سَهْمٍ –

৩৭৩৪ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) .... যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বদরের দিন মুহাজিরদের জন্য (গনীমতের মালের) একশ' হিস্সা দেয়া হয়েছিল।

٢١٧٥. بَابٌ تَسْمِيَةُ مَنْ سُمِّىَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ ، فِى الْجَامِعِ الَّذِىْ وَضَعَهُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَلٰى حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ ، النَّبِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَاشِمِىُّ ﷺ * اِيَاسُ بْنُ الْبُكَيْرِ * بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ نِالْقُرَشِىُّ * حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِىُّ * حَاطِبُ بْنُ اَبِىْ بَلْتَعَةَ حَلِيْفٌ لِقُرَيْشٍ * اَبُوْ حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ الْقُرَشِىُّ * حَارِثَةُ بْنُ

الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىُّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِىْ النَّظَّارَةِ * خُبَيْبُ بْنُ عَدِىٍّ نِ الْاَنْصَارِىُّ * خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِىُّ * رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الْاَنْصَارِىُّ * رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِالْمُنْذِرِ اَبُوْ لُبَابَةَ الْاَنْصَارِىُّ * زُبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِىُّ * زَيْدُ ابْنُ سَهْلٍ اَبُوْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىُّ * اَبُوْ زَيْدِ الْاَنْصَارِىُّ * سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِىُّ * سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِىُّ * سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ الْقُرَشِىُّ * سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْاَنْصَارِىُّ * ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الْاَنْصَارِىُّ وَاَخُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ اَبُوْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ الْقُرَشِىُّ * عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْهُذَلِىُّ * عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِىُّ * عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِىُّ * عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْاَنْصَارِىُّ * عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِىُّ * عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقُرَشِىُّ خَلَّفَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى ابْنَتِهِ ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ * عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبِ نِ الْهَاشِمِىُّ ، عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ ، حَلِيْفُ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ * عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِىُّ * عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ الْعَنَزِىُّ * عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ الْاَنْصَارِىُّ * عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْاَنْصَارِىُّ * عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ الْاَنْصَارِىُّ * قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُوْنٍ * قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الْاَنْصَارِىُّ * مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوْحِ * مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ وَاَخُوْهُ * مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ اَبُوْ اُسَيْدِ الْاَنْصَارِىُّ * مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىُّ * مَعْنُ بْنُ عَدِىٍّ الْاَنْصَارِىُّ * مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ * مِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو الْكِنْدِىُّ حَلِيْفُ بَنِىْ زُهْرَةَ * هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ الْاَنْصَارِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

২১৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা যা আল-জামে গ্রন্থে (বুখারী শরীফে) উল্লেখ রয়েছে। নবী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হাশিমী ﷺ আয়াস ইব্ন বুকায়র, আবূ বকর কুরাইশীর আযাদকৃত গোলাম বিলাল ইব্ন রাবাহ, হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব আল-হাশিমী, কুরাইশদের বন্ধু হাতিব ইব্ন আবূ বুলতাআ, আবূ হুযাইফা ইব্ন উতবা ইব্ন রাবীআ কুরাইশী, হারিসা ইব্ন রাবী আনসারী, তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন; তাঁকে হারিসা ইব্ন সুরাকাও বলা হয়, তিনি দেখার জন্য গিয়েছিলেন। খুবাইব ইব্ন আদী আনসারী, খুনায়স ইব্ন হুযাফা সাহ্‌মী, রিফা'আ ইব্ন রাফি আনসারী, রিফা'আ ইব্ন আবদুল মুনযির, আবূ লুবাবা আনসারী, যুবায়র ইবনুল আওয়াম কুরাইশী, যায়েদ ইব্ন সাহল আবূ তালহা আনসারী, আবূ যায়েদ আনসারী, সা'দ ইব্ন মালিক যুহরী, সা'দ ইব্ন খাওলা কুরাইশী, সাঈদ ইব্ন যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল কুরাইশী, সাহল ইব্ন হুনাইফ আনসারী, যুহায়র ইব্ন রাফি' আনসারী, এবং তাঁর ভাই (মুযহির ইব্ন রাফি' আনসারী), আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমান, আবূ বকর সিদ্দীক কুরাইশী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমান হুযালী; আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ যুহরী, উবাইদা ইবনুল হারিস কুরাইশী, উবাদা ইব্ন সামিত আনসারী, উমর ইব্ন খাত্তাব আদাবী, উসমান ইব্ন আফ্‌ফান কুরাইশী, নবী ﷺ তাঁকে তাঁর অসুস্থ কন্যার দেখাশোনার জন্য (মদীনায়) রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু গনীমতের মালের অংশ তাঁকে দিয়েছিলেন। আলী ইব্ন আবী তালিব হাশিমী, আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের মিত্র আমর ইব্ন আউফ, উকবা ইব্ন আমর আনসারী, আমির ইব্ন রাবী'আ আনাযী, আসিম ইব্ন সাবিত আনসারী, উওয়াম ইব্ন সাইদা আনসারী, ইতবান ইব্ন মালিক আনসারী, কুদামা ইব্ন মাযউন, কাতাদা ইব্ন নু'মান আনসারী, মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামুহ, মু'আববিয ইব্ন আফরা এবং তাঁর ভাই (মু'আয), মালিক ইব্ন রাবী'আ আবূ উসাইদ আনসারী, মুরারা ইব্ন রাবী আনসারী। মা'ন ইব্ন আ'দী আনসারী, মিসতাহ ইব্ন উসাসা ইব্ন আব্বাদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবদে মানাফ, যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইব্ন আমর কিনদী, হিলাল ইব্ন উমাইয়া আনসারী, (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমায়ীন)

٢١٧٦. بَابٌ حَدِيْثُ بَنِى النَّضِيْرَ وَمَخْرَجُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فِىْ دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمَا اَرَدُوْا مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ كَانَتْ عَلٰى رَأْسِ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ اُحُدٍ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لاَوَّلِ الْحَشْرِ ، وَجَعَلَهُ ابْنُ اِسْحٰقَ بَعْدَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ وَ اُحُدٍ

২১৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ দুই ব্যক্তির দিয়াতের (রক্তপণ) ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য রাসূল ﷺ -এর বনী নাযীর গোত্রের নিকট যাওয়া এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে তাদের গাদ্দারী সংক্রান্ত ঘটনা। যুহরী (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী নাযীর যুদ্ধ ওহোদ যুদ্ধের পূর্বে এবং বদর যুদ্ধের পর ষষ্ঠ মাসের শুরুতে সংঘটিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমবেতভাবে তাদের আবাস ভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন (৫৯ঃ হাশর ২) বনী নাযীর যুদ্ধের এ ঘটনাকে ইব্‌ন ইসহাক (র) বিরে মাউনার ঘটনা এবং ওহোদ যুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন

٣٧٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيْرُ وَقُرَيْظَةُ فَاَجْلٰى بَنِى النَّضِيْرِ ، وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَرِبَتْ قُرَيْظَةُ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَاَوْلاَدَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِالنَّبِىِّ ﷺ فَأَمَنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا ، وَاَجْلٰى يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِى قَيْنُقَاعَ ، وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ ، وَيَهُوْدَ بَنِىْ حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُوْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ -

৩৭৩৫ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোত্রের ইয়াহূদী সম্প্রদায় (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাযীর গোত্রকে দেশান্তরিত করে দেন এবং বনু কুরায়যা গোত্রের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে তাদেরকে (তাদের ঘর বাড়ীতেই) থাকতে দেন। কিন্তু (পরবর্তীকালে) বনূ কুরায়যা গোত্র (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত হলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যারা নবী ﷺ-এর দল ভুক্ত হবার পর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তারা ব্যতীত অন্য সব পুরুষ লোককে হত্যা করে দেয়া হয় এবং মহিলা, সন্তান-সন্ততি ও সব ধন-সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়। নবী ﷺ মদীনার সকল ইয়াহূদীকে দেশান্তরিত করলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামের গোত্র বনু কায়নুকা ও বনু হারিসাসহ অন্যান্য ইয়াহূদী সম্প্রদায়কেও তিনি দেশান্তরিত করেন।

٣٧٣٦ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ

لِاِبْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ تَابَعَهُ هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ -

৩৭৩৬ হাসান ইব্ন মুদরিক (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসের নিকট সূরা হাশরকে সূরা হাশর বলে উল্লেখ করলে, তিনি আমাকে বললেন, বরং তুমি বলবে "সূরা নাযীর"। আবূ বিশ্র থেকে হুশাইমও এ বর্ণনায় তার (আবূ আওয়ানা) অনুসরণ করেছেন।

٣٧٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرٌ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتّٰى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ -

৩৭৩৭ আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ কিছু কিছু খেজুর গাছ নবী ﷺ -এর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। অবশেষে বনু কুরায়যা ও বনু নাযীর বিজিত হওয়ার পর তিনি ঐ খেজুর গাছগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন।

٣٧٣٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ ، فَنَزَلَتْ : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ -

৩৭৩৮ আদাম (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বুওয়াইরা নামক স্থানে বনু নাযীর গোত্রের যে খেজুর গাছ ছিল তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু কেটে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ তোমরা যে খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে (হাশর ৫৯ ঃ ৫)।

٣٧٣٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ قَالَ وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ :

وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِىْ لُوَىٍّ * حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

قَالَ فَاَجَابَهُ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ :

اَدَامَ اللّٰهُ ذٰلِكَ مِنْ صَنِيْعٍ * وَحَرَّقَ فِىْ نَوَاحِيْهَا السَّعِيْرُ

سَتَعْلَمُ اَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ * وَتَعْلَمُ اَىُّ اَرْضَيْنَا تَضِيْرُ

৩৭৩৯ ইসহাক (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বনূ নাযীর গোত্রের খেজুর গাছগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, এ সম্বন্ধেই হাসসান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলছেনঃ "বনূ লুওয়াই গোত্রের নেতাদের (কুরাইশদের) জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে বুওয়াইরা নামক স্থানের সর্বত্রই অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হওয়া।" বর্ণনাকারী ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, এর উত্তরে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস বলেছিল, "আল্লাহ্ এ কাজকে স্থায়ী করুন এবং জ্বালিয়ে রাখুন মদীনার আশে পাশে লেলিহান আগুন, অচিরেই জানবে আমাদের মাঝে কারা নিরাপদ থাকবে এবং জানবে দুই নগরির কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

٣٧٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِىُّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُ اِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِىْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُوْنَ فَقَالَ نَعَمْ ، فَاَدْخِلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيْلاً ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِىْ عَبَّاسٍ وَعَلِىٍّ يَسْتَأْذِنَانِ ، قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلاَ قَالَ عَبَّاسٌ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَقْضِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ هٰذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِى الَّذِىْ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ بَنِى النَّضِيْرِ فَاسْتَبَّ عَلِىٌّ وَعَبَّاسٌ ، فَقَالَ الرَّهْطُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا ، وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوْا اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَنُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ نَفْسَهُ قَالُوْا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى

عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنِّيْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُمْ ،فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ، وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ اِلٰى قَوْلِهِ قَدِيْرٌ ، فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ ، وَلاَاسْتَأْثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ اَعْطَاكُمُوْهَا وَقَسَمَهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ مِنْهَا ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةُ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ ، فَعَمِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ، فَاَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ اَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، وَقَالَ تَذْكُرَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ فِيْهِ كَمَا تَقُوْلاَنِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ فِيْهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ اِمَارَتِيْ اَعْمَلُ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ فِيْهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ كِلاَكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ فَجِئْتَنِيْ يَعْنِيْ عَبَّاسًا ، فَقُلْتُ لَكُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، فَلَمَّا بَدَالِيْ اَنْ اَدْفَعَهُ اِلَيْكُمَا قُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ

وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِّ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ، وَمَا عَمِلْتُ فِيْهِ مُذْ وُلِّيْتُ ، وَالاَّ فَلاَتُكَلِّمَانِيْ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ اِلَيْنَا بِذٰلِكَ فَدَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا ، اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَوَاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَاَقْضِيْ فِيْهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ ، فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا اِلَيَّ فَاَنَا اَكْفِيْكُمَاهُ ، قَالَ فَحَدَّثْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ اَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عُثْمَانَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ، فَكُنْتُ اَنَا اَرُدُّهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ : اَلاَتَتَّقِيْنَ اللّٰهَ اَلَمْ تَعْلَمْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لاَنُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ نَفْسَهُ اِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِيْ هٰذَا الْمَالِ ، فَانْتَهٰى اَزْوَاجُ النَّبِيِّ اِلٰى مَا اَخْبَرْتُهُنَّ ، قَالَ فَكَانَتْ هٰذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ كِلَيْهِمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَقًّا –

৩৭৪০ আবুল ইয়ামান (র) .... মালিক ইব্‌ন আ'ওস ইব্‌ন হাদসান নাসিরী (র) বর্ণনা করেন যে, (একদা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাকে ডাকলেন। এ সময় তার দ্বাররক্ষী ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রাহমান, যুবায়র এবং সা'দ (রা) আপনার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ তাঁদেরকে আসতে বল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, আব্বাস এবং আলী (রা) আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ। তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। আব্বাস (রা) বললেন, হে, আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং তাঁর মাঝে (চলমান বিবাদের) মীমাংসা করে দিন। বনূ নাযীরের সম্পদ থেকে

আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -কে ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে যা দিয়েছিলেন তা নিয়ে তাদের উভয়ের মাঝে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে তারা তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, (এ দেখে আগত) দলের সকলেই বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের মাঝে একটি ফয়সালা করে তাদের পারস্পরিক এ বিবাদ থেকে অব্যাহতি দিন। তখন উমর (রা) বললেন, তাড়াহুড়া করবেন না। আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র নামে শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমিন স্থির আছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। যা রেখে যাই তা সদকা হিসাবেই গণ্য হয়। এর দ্বারা তিনি নিজের কথাই বললেন। উপস্থিত সকলেই বললেন, হাঁ তিনি একথা বলেছেন। উমর (রা) আলী এবং আব্বাসের দিকে লক্ষ্য কর বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে একথা বলেছেন, আপনারা তা জানেন কি ? তারা উভয়েই বললেন, হাঁ, এরপর তিনি (উমর) বললেন, এখন আমি আপনাদেরকে (উত্থাপিত) বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা খুলে বলছি। ফায় (বিনা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ) এর কিছু অংশ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা তিনি আর অন্য কাউকে দেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা তার উপর কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৬ ঃ ৫৯) অতএব এ ফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যই খাস ছিল। আল্লাহ্র কসম! এরপর তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য এ সম্পদকে সংরক্ষিতও রাখেন নি এবং নিজের জন্য নির্ধারিতও করে যাননি। বরং এ অর্থকে তিনি তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে এ মাল উদ্বৃত্ত আছে। এ মাল থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবার পরিজনের এক বছরের খোরপোশ দিতেন। এর থেকে যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি আল্লাহ্র পথে খরচ করতে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এ রূপই করেছেন। নবী ﷺ -এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা) বললেন, এখন থেকে আমিই হলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওলী। এরপর আবূ বকর (রা) তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তিনিও সে নীতিই অনুসরণ করে চললেন। তিনি আলী ও আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আজ আপনারা যা বলছেন এ বিষয়ে আপনারা আবূ বকরের সাথেও এ ধরনেরই আলোচনা করেছিলেন। আল্লাহ্র কসম! তিনিই জানেন, এ বিষয়ে আবূ বকর (রা) ছিলেন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ এবং হকের অনুসারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। এরপর আবূ বকরের ইন্তিকাল হলে আমি বললাম, (আজ থেকে) আমিই হলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বকরের ওলী। এরপর এ সম্পদকে আমি আমার খিলাফতের দুই বছরকাল আমার তত্ত্বাবধানে রাখি এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকরের অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে চলছি। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও হকের একনিষ্ঠ অনুসারী। তা সত্ত্বেও পনুরায় আপনারা দু'জনই আমার নিকট এসেছেন। আপনাদের কথাও এবং আপনাদের ব্যাপারটিও এক। আর আব্বাস আপনিও এখন এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী করি না, আমরা যা রেখে যাই তা সদকা হিসাবেই গণ্য হয়। এরপর এ সম্পদটি আপনাদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে দেওয়ার বিষয়টি যখন আমার নিকট স্পষ্ট হল তখন আমি বলেছিলাম, যদি আপনারা চান তাহলে একটি শর্তে তা আমি আপনাদের নিকট অর্পণ করব। শর্তটি হচ্ছে,

আপনা রা আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এমনভাবে কাজ করবেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বকর করেছেন। আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর আমি করেছি। অন্যথায় এ বিষয়ে আপনারা আমার সাথে আর কোন আলোচনা করবেন না। তখন আপনারা বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের নিকট অর্পণ করুন। আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করেছি। এখন আপনারা আমার নিকট অন্য কোন ফয়সালা কামনা করেন কি ? আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান যমীনে স্থির আছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আমি এর বাইরে অন্য কোন ফয়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের এ দায়িত্ব পালনে আমিই যথেষ্ট। বর্ণনাকারী (যুহরী) বলেন, আমি হাদীসটি উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের নিকট বর্ণনা করার পর তিনি (আমাকে) বললেন, মালিক ইব্‌ন আওস (রা) ঠিকই বর্ণনা করেছেন। আমি নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি, (বনী নাযীর গোত্রের সম্পদ থেকে) ফায় হিসাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার অষ্টমাংশ আনার জন্য নবী ﷺ এর সহধর্মিণীগণ উসমানকে আবূ বকরের নিকট পাঠালে (পাঠাতে ইচ্ছা করলে) এই বলে আমি তাদেরকে বারণ করছিলাম যে, আপনারা কি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন না ? আপনারা কি জানেন না যে নবী ﷺ বলতেন আমরা (নবী রাসূলগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসাবেই থেকে যায়। এ দ্বারা তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করেছেন। এ সম্পদ থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরগণ খেতে পারবেন। (তারা এ সম্পদের মালিক হতে পারবেন না।) আমার এ কথা শুনে নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ বিরত হলেন। বর্ণনাকারী (উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন, অবশেষে সাদকার এ মাল আলীর তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি আব্বাসকে তা দিতে অস্বীকার করেন এবং পরিশেষে (এ যমীনের ব্যাপারে) তিনি আব্বাসের উপর জয়ী হন। এরপর তা যথাক্রমে হাসান ইব্‌ন আলী এবং হুসাইন ইব্‌ন আলীর হাতে ছিল। পুনরায় তা আলী ইব্‌ন হুসাইন এবং হাসান ইব্‌ন হাসানের হস্তগত হয়। তাঁরা উভয়ই পর্যায়ক্রমে তার দেখা শোনা করতেন। এরপর তা যায়েদ ইব্‌ন হাসানের তত্ত্বাবধানে যায়। ইহা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাদ্‌কা।

٣٧٤١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَالْعَبَّاسَ اَتَيَا اَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا اَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ فِىْ هٰذَا الْمَالِ ، وَاللّٰهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ -

৩৭৪১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা এবং আব্বাস (রা) আবূ বকরের কাছে এসে ফাদাক এবং খায়বারের (ভূমির) অংশ দাবী করেন। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমরা (নবী-রাসূলগণ আমাদের সম্পদের) কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাই না। আমরা যা রেখে যাই সাদকা হিসাবেই রেখে যাই। এ মাল থেকে মুহাম্মদের পরিবার পরিজন ভোগ করবে। আল্লাহ্‌র কসম! আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে আত্মীয়তা বন্ধনকে সুদৃঢ় করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আত্মীয়তাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

٢١٧٧. بَابٌ قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

২১৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যা

٣٧٤٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ ، فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأْذَنْ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ شَيْئًا ، قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْسَأَلَنَا صَدَقَةً وَاِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَاِنِّىْ قَدْ اَتَيْتُكَ اَسْتَسْلِفُكَ وَاَيْضًا وَاللّٰهِ لَتَمَلُّنَّهُ ، قَالَ اِنَّا قَد اتَّبَعْنَاهُ ، فَلَانُحِبُّ اَنْ تَدَعَهُ نَنْظُرَ اِلٰى اَيِّ شَيْءٍ يَصِيْرُ شَأْنُهُ ، وَقَدْ اَرَدْنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ ، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِيْهِ وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ اُرٰى فِيْهِ وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ نَعَمِ ارْهَنُوْنِىْ ، قَالُوْا اَىُّ شَىْءٍ تُرِيْدُ ؟ قَالَ ارْهَنُوْنِىْ نِسَاءَكُمْ ، قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَاَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ ، قَالَ فَارْهَنُوْنِىْ اَبْنَائَكُمْ قَالُوْ كَيْفَ نَرْهَنُكَ اَبْنَاءَنَا ، فَيُسَبُّ اَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ اَوْ وَسْقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا

نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلاَحَ ، فَوَاعَدَهُ اَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ اَبُوْ نَائِلَةَ ، وَهُوَ اَخُوْ كَعْبَ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَدَعَاهُمْ اِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ اَيْنَ تَخْرُجُ هٰذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَاَخِي اَبُوْ نَائِلَةَ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو ، قَالَتْ اَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ ، قَالَ اِنَّمَا هُوَ اَخِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعِيْ اَبُوْ نَائِلَةَ ، اِنَّ الْكَرِيْمَ لَوْ دُعِيَ اِلٰى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لاَجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو ، قَالَ سَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ اِذَا مَا جَاءَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو اَبُوْ عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ اَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ اِذَا مَا جَاءَ فَاِنِّيْ قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَاَشَمُّهُ ، فَاِذَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُوْنَكُمْ فَاضْرِبُوْهُ ، وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ اُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيْحُ الطِّيْبِ ، فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا اَى اَطْيَبَ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ عِنْدِيْ اَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَاَكْمَلُ الْعَرَبِ ، قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اَشَمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ ، فَشَمَّهُ ثُمَّ اَشَمَّ اَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ اَتَاْذَنُ لِيْ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُوْنَكُمْ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَتَوُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ –

৩৭৪২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, (একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যা করার জন্য প্রস্তুত আছ কে? কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) দাঁড়ালেন, এবং বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি চান

যে, আমি তাকে হত্যা করি ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম) কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ বল। এরপর মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) কা'ব ইব্ন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূল ﷺ আমাদের কাছে) সাদ্‌কা চায়। এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই (বাধ্য হয়ে) আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, আল্লাহ্‌র কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আমরা তো তাঁকে অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছিনা। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমর (র) আমার নিকট হাদীসখানা কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথা উল্লেখ করেননি। আমি তাকে (স্মরণ করিয়ে) বললাম, এ হাদীসে তো এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। তখন তিনি বললেন, মনে হয় হাদীসে এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, ধারতো পেয়ে যাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, কি জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আপনি আরবের অন্যতম সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কি করে, আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব আমরা ? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি ? (কেননা তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হল অস্ত্রশস্ত্র। অবশেষে তিনি (মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা) তাকে (কা'ব ইব্ন আশরাফকে) পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কা'ব ইব্ন আশরাফের দুধ ভাই আবূ নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে (উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ ? সে বলল, এইতো মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা এবং আমার ভাই আবূ নাইলা এসেছে। (তাদের কাছে যাচ্ছি) আমর ব্যতীত বর্ণনাকরীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা এবং দুধ ভাই আবূ নাইলা, (অপরিচিত কোন লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিৎ। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে (তথায়) গেলেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'আমর কি তাদের দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন ? উত্তরে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং তিনি বলেছিলেন, যখন সে (কা'ব ইব্ন আশরাফ) আসবে। আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ (মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার সাথীদের সম্পর্কে) বলেছেন যে (তারা হলেন) আবূ আবস্ ইব্ন জাব্‌র হারিস ইব্ন আওস এবং আব্বাদ ইব্ন বিশ্‌র। আমর বলেছেন, তিনি অপর দুই ব্যক্তিকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন

সে আসবে তখন আমি (কোন বাহানায়) তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরাবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব। সে (কা'ব) চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন (মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দেবেন কি ? সে বলল, হাঁ এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে (আরেকবার শুঁকবার জন্য) অনুমতি দেবেন কি ? সে বলল, হাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট এসে এ সংবাদ জানালেন।

٢١٧٨. بَابُ قَتْلِ اَبِىْ رَافِعٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْحُقَيْقِ ، وَيُقَالُ سَلاَّمُ بْنُ اَبِى الْحُقَيْقِ كَانَ بِخَيْبَرَ ، وَيُقَالُ فِىْ حِصْنٍ لَهُ بِاَرْضِ الْحِجَازِ ، وَقَالَ الزُّهْرِىُّ هُوَ بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ

২১৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ রাফি' আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল হুকায়কের হত্যা। তাকে সাল্লাম ইব্ন আবুল হুকায়কও বলা হত। সে খায়বারের অধিবাসী ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল (সে দুর্গেই সে অবস্থান করত।) যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, তার হত্যা কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যার পর সংঘটিত হয়েছিল

٣٧٤٣ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ -

৩৭৪৩ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) .... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ জনের কম একটি দলকে আবূ রাফির উদ্দেশ্যে পাঠালেন (তাদের মধ্যে) আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক (রা) রাতের বেলা তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করেন।

٣٧٤٤ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِىْ رَافِعِ الْيَهُوْدِىِّ رِجَالاً مِّنَ الْاَنْصَارِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَتِيْكٍ وَكَانَ اَبُوْ رَافِعٍ يُؤْذِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَيُعِيْنُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِىْ حِصْنٍ لَهُ بِاَرْضِ الْحِجَازِ ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لِاَصْحَابِهِ اَجْلِسُوْا مَكَانَكُمْ فَاِنِّىْ مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِّىْ اَنْ اَدْخُلَ فَاَقْبَلَ حَتّٰى دَنَا مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهٖ كَاَنَّهُ يَقْضِىْ حَاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ ، يَاعَبْدَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُغْلِقَ الْبَابَ ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ اَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْاَغَالِيْقَ عَلٰى وَدٍّ قَالَ فَقُمْتُ اِلَى الْاَقَالِيْدِ فَاَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ اَبُوْ رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِىْ عَلَالِىَّ لَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ اَهْلُ سَمَرِهٖ صَعِدْتُ اِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا اَغْلَقْتُ عَلَىَّ مِنْ دَاخِلٍ ، قُلْتُ اِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوْا بِىْ لَمْ يَخْلُصُوْا اِلَىَّ حَتّٰى اَقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ ، فَاِذَا هُوَا فِىْ بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهٖ لاَ اَدْرِىْ اَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ ، قُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هٰذَا فَاَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَاَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَاَنَادَهِشٌ فَمَا اَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَاَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا الصَّوْتُ يَااَبَا رَافِعٍ فَقَالَ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ اِنَّ رَجُلاً فِى الْبَيْتِ ضَرَبَنِىْ قَبْلُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ فَاَضْرِبُهُ ضَرْبَةً

اَثْخَنْتُهُ وَلَمْ اَقْتُلْهُ ثُمَّ وَضَعْتُ ظَبِيْبَ السَّيْفِ فِيْ بَطْنِهِ حَتّٰى اَخَذَ فِيْ ظَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ اَنِّيْ قَتَلْتُهُ ، فَجَعَلْتُ اَفْتَحُ الْاَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى دَرَجَةٍ لَهُ ، فَوَضَعْتُ رِجْلِيْ وَاَنَا اُرٰى اَنِّيْ قَدِ انْتَهَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَوَقَعْتُ فِيْ لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِيْ فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ لاَ اَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَعْلَمَ اَقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيْكُ قَامَ النَّاعِيْ عَلَى السُّوْرِ ، فَقَالَ اَنْعِى اَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ اَهْلِ الْحِجَازِ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى اَصْحَابِيْ ، فَقُلْتُ النَّجَاءَ ، فَقَدْ قَتَلَ اللّٰهُ اَبَا رَافِعٍ ، فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ ، فَبَسَطْتُ رِجْلِيْ فَمَسَحَهَا ، فَكَاَنَّهَا لَمْ اَشْتَكِهَا قَطُّ -

৩৭৪৪ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইব্ন আতীককে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কতিপয় সাহাবীকে ইয়াহূদী আবূ রাফির (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবূ রাফি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ীর দিকে) আবদুল্লাহ (ইব্ন আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সাথে আমি (কিছু) কৌশল প্রদর্শন করব। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ্ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে রইলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেকের সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। (আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক (রা) বলেন) এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবূ রাফির নিকট রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে, আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং ভিতরে থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌছতে না পারে। আমি তার কাছে

গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন্ অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবূ রাফি' বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছ ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম এ আঘাতে আমি তাকে কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করতঃ তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞেস করলাম, আবূ রাফি' এ আওয়াজ হল কিসের ? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক (রা) বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। তাই তরবারীর ধারাল দিকটি তার পেটের উপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নীচে নামতে শুরু করলাম নামতে নামতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত্র ছিল। (চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে করলাম, (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই আমি (আঁছাড় খেয়ে) পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। (তাড়াহুড়া করে) আমি আমার মাথার পাগড়ি দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেঁটে গিয়ে দরজা সোজা বসে রইলাম মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবূ রাফির মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ কর। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ্ আবূ রাফিকে হত্যা করেছেন। এরপর নবী ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পাটি লম্বা করে দাও। আমি আমার পাটি লম্বা করে দিলে তিনি উহার উপর স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল) যেন তাতে কোন আঘাতই পায়নি।

৩৭৪৫ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ هُوَ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِيْ رَافِعٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَتِيْكٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُتْبَةَ فِيْ نَاسٍ مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى دَنَوْا مِنَ الْحِصْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ اُمْكُثُوْا اَنْتُمْ حَتّٰى اَنْطَلِقَ اَنَا فَأَنْظُرَ قَالَ فَتَلَطَّفْتُ اَنْ اَدْخُلَ الْحِصْنَ فَفَقَدُوْا حِمَارًا لَهُمْ قَالَ فَخَرَجُوْا بِقَبَسٍ يَطْلُبُوْنَهُ ، قَالَ خَشِيْتُ اَنْ اُعْرَفَ قَالَ فَغَطَّيْتُ رَأْسِيْ كَأَنِّيْ

اَقْضِىْ حَاجَةً ثُمَّ نَادٰى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ اَنْ اُغْلِقَهُ فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِىْ مَرْبَطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ فَتَعَشَّوْا عِنْدَ اَبِىْ رَافِعٍ وَتَحَدَّثُوْا حَتّٰى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى بُيُوْتِهِمْ فَلَمَّا هَدَتِ الْاَصْوَاتُ وَلَا اَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ، قَالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ فِىْ كُوَّةٍ، فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهٖ بَابَ الْحِصْنِ قَالَ قُلْتُ اِنْ نَذِرَبِى الْقَوْمُ انْطَلَقْتُ عَلٰى مَهَلٍ ثُمَّ عَمَدْتُ اِلٰى اَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ فَغَلَّقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ثُمَّ صَعِدْتُ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ فِىْ سُلَّمٍ، فَاِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طُفِىَ سِرَاجُهُ فَلَمْ اَدْرِ اَيْنَ الرَّجُلُ، فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَاَضْرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ جِئْتُ كَاَنِّى اُغِيْثُهُ، فَقُلْتُ مَالَكَ يَا اَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِىْ، فَقَالَ اَلَا اُعَجِّبُكَ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ، دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِىْ بِالسَّيْفِ قَالَ فَعَمَدْتُ لَهُ اَيْضًا فَاَضْرِبُهُ اُخْرٰى فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، فَصَاحَ وَقَامَ اَهْلُهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِى كَهَيْئَةِ الْمُغِيْثِ، فَاِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَاَضَعُ السَّيْفَ فِى بَطْنِهٖ ثُمَّ اَنْكَفِىءُ عَلَيْهِ حَتّٰى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشًا حَتّٰى أَتَيْتُ السُّلَّمَ اُرِيْدُ اَنْ اَنْزِلَ فَأَسْقُطُ مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ رِجْلِىْ فَعَصَّبْتُهَا، ثُمَّ اَتَيْتُ اَصْحَابِىْ اَحْجُلُ فَقُلْتُ انْطَلِقُوْا فَبَشِّرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَلَمَّا كَانَ فِىْ وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ، فَقَالَ اَنْعٰى اَبَا رَافِعٍ، قَالَ فَقُمْتُ اَمْشِىْ مَابِىْ قَلَبَةٌ، فَاَدْرَكْتُ اَصْحَابِىْ قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْا النَّبِىَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ -

৩৭৪৫ আহমদ ইব্‌ন উসমান (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ রাফির (হত্যার) উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবাকে একদল লোকসহ প্রেরণ করেন। যেতে যেতে তারা দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক (রা) তাদেরকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি যাই, দেখি কি করে সুযোগ করা যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক (রা) বলেন, দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার জন্য আমি কৌশল অবলম্বন করব। ইতিমধ্যে তারা একটি গাধা হারিয়ে ফেলল এবং একটি আলো নিয়ে এর সন্ধানে বের হল। তিনি বলেন, আমাকে চিনে ফেলবে আমি এ আশংকা করছিলাম। তাই (কাপড় দিয়ে) আমি আমার মাথা ও পা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে রইলাম যেন আমি প্রাকৃতিক আবশ্যক মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য বসেছি। এরপর দ্বার রক্ষী ডাক দিয়ে বলল, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে ভিতরে ঢুকে পড়ুন। আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পার্শ্বে গাধা বাঁধার স্থানে আত্মগোপন করে থাকলাম। আবূ রাফির নিকট সবাই বসে রাতের খানা খেয়ে গল্প গুজব করল। এভাবে রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেল। যখন কোলাহল থেমে গেল এবং কোন নড়াচড়া শুনতে পাচ্ছিলাম না। তখন আমি বের হলাম। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক (রা) বলেন, দুর্গের চাবি যে ছিদ্রপথে রাখা হয়েছিল তা আমি পূর্বেই দেখেছিলাম। তাই রক্ষিত স্থান থেকে চাবিটি নিয়ে আমি দুর্গের দরজাটি খুললাম। তিন বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কাওমের লোকেরা যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সহজেই আমি (পালিয়ে) যেতে পারব। এরপর দুর্গের ভিতরে তাদের যত ঘর ছিল সবগুলোর দরজা আমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। এরপর সিঁড়ি বেয়ে আবূ রাফির কক্ষে উঠলাম। বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে ঘরটি ছিল ভীষণ অন্ধকার। লোকটি কোথায়, কিছুতেই আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি তাকে ডাকলাম, হে আবূ রাফি। সে বলল, কে ডাকছ? তিনি বলেন, আওয়াজটি লক্ষ্য করে আমি একটু এগিয়ে গেলাম এবং তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল। এ আঘাতে কোন কাজই হয়নি। এরপর আবার আমি তার কাছে গেলাম, যেন আমি তাকে সাহায্য করব। আমি এবার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবূ রাফি' তোমার কি হয়েছে? সে বলল, কি আশ্চর্য ব্যাপার, তার মায়ের সর্বনাশ হোক, এইতো এক ব্যক্তি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আতীক বলেন, তাকে লক্ষ্য করে পুনরায় আমি আঘাত করলাম এবারও কোন কাজ হল না। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠল। তারপর পুনরায় আমি সাহায্যকারীর ভান করে কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। এসময় সে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল (এ দেখে) আমি তরবারির অগ্রভাগ তার পেটের উপর রেখে এমন জোরে চাপ দিলাম যে, আমি তার হাড়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির নিকট এসে পৌঁছলাম। ইচ্ছা ছিল নেমে যাব। কিন্তু (নামতে গিয়ে) আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম। এবং এতে আমার পা খানা ভেঙে গেল। সাথে সাথে (পাগড়ী দিয়ে) আমি তা বেঁধে ফেললাম। এবং আস্তে আস্তে হেঁটে সাথীদের নিকট চলে এলাম। এরপর বললাম, তোমরা যাও এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুসংবাদ দাও। আমি তার মৃত্যুসংবাদ না শুনে আসব না। ঊষালগ্নে মৃত্যু ঘোষণাকারী (প্রাচীরে) উঠে বলল, আমি আবূ রাফির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীক (রা) বলেন, এরপর আমি উঠে চলতে লাগলাম। এ সময় আমার (পায়ে) কোন ব্যথাই ছিল না। আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছার আগেই আমি তাদের ধরে ফেললাম এবং (গিয়ে) রাসূলুল্লাহ। ﷺ-কে তার (আবু রাফির) মৃত্যুর সংবাদ জানালাম।

ইফাবা—২০০২-২০০৩—প্র/৬৭৬১(উ)—৭,২৫০



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ